গ্রন্থ সমালোচনায় তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

The above mentioned books are available in the following book stores -

1) Mahesh Library - 2/1, Shyamacharan De Street, Kolkata -73. ph. - 033-22417479

2) Dey's Publishing - 13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata - 73. ph. - 033-22412330 / 22197920
email - [illegible]

3) Dey Book Store - 17, Bankim chatterjee street, Kolkata -73. ph. 65160695

4) Nath Brothers - 9, Shyamacharan De Street, Kolkata -73. ph.- 033-22419183

5) Book Friends -8/6, Shyamacharan Dey Street, Kolkata -73 ph. - 9830224891

6) Sanskrit Pustak Bhandar - 38, Bidhan Sarani, Kolkata - 6. ph. - 033- 22411208

7) Sarbodoy Book Stall - Howrah Station.

...and if you are interested to purchase the books online, you might want to place your order in the following email address ......

e-mail - sharanagoto.somproday@gmail.com

গ্রন্থ সমালোচনায়
তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

[তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা এখানে তুলে দেয়া হল]

অনুলিখন — তমসা ব্যানার্জী

জয়মাতারা পাবলিশার্স
কলকাতা - ৭০০ ০৬৮

প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ২০১৫

প্রকাশক:
জয়মাতারা পাবলিশার্স
২৫৫/২, যোধপুর পার্ক
কলিকাতা - ৭০০ ০৬৮
email: jaymatarapublishers@gmail.com

© শ্রীমতি মীরা গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বর্ণসংস্থাপন :
শ্রী অনুপ কুমার খাঁ

মুদ্রণ :
মিনতিপ্রিন্টার্স,
১২ টেমার লেন, কলকাতা - ৯

লেখকের বই-এর website :

১। **http://sharanagotosomproday.co.in/**

২। **https://www.facebook.com/tarashisauthor**

(**V.P.P**তে বই পেতে যোগাযোগ করুন -
sharanagoto.somproday@gmail.com)

ISBN NO : 978-93-82325-97-0
মূল্য - ৫০ টাকা

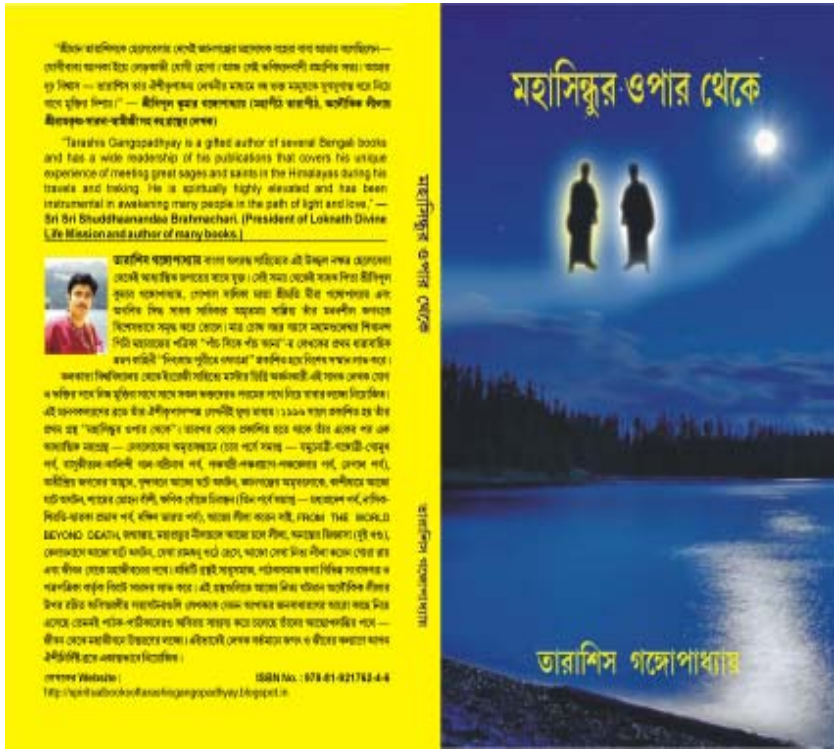

✶ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে (মূল্য - ৮০/-)

(দেহ থেকে দেহাতীতে গিয়ে এক সিদ্ধ ক্রিয়াযোগীর পরলোকের বিভিন্ন স্তরদর্শন ও দিব্যদেহধারী মহাত্মাদের সাথে কথোপকথনের এক চমকপ্রদ সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

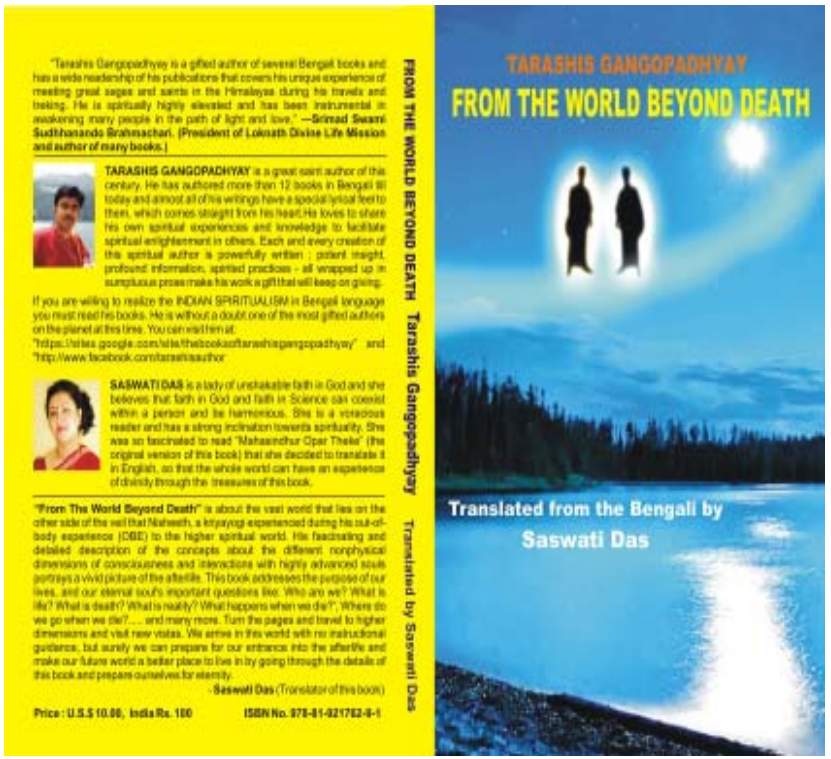

✶ From the world beyond death

(Price -100/-, U.S $ 10/-)

(A remarkable account of a yogi's visit to the higher dimensional world and his amazing experiences about afterlife gathered from the divine souls over there. This classic book,originally written by Tarashis Gangopadhyay has been translated by Saswati Das.)

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে

১। *যমুনোত্রী - গঙ্গোত্রী - গোমুখ পর্ব* (মূল্য - ১০০/-)

(বাংলার ভ্রমণসাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । ঐশীলীলার পরম পীঠস্থান গাড়োয়াল হিমালয়ের ও নেপাল হিমালয়ের পথে পথে লেখকের জাগতিক তথা মহাজাগতিক অভিজ্ঞতার রসসিক্ত বিবরণ। সেইসাথে গাড়োয়াল ও নেপাল হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথা পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক তথা জাগতিক সৌন্দর্য্যের রূপ সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে ভ্রমণকাহিনীর আঙ্গিকে)

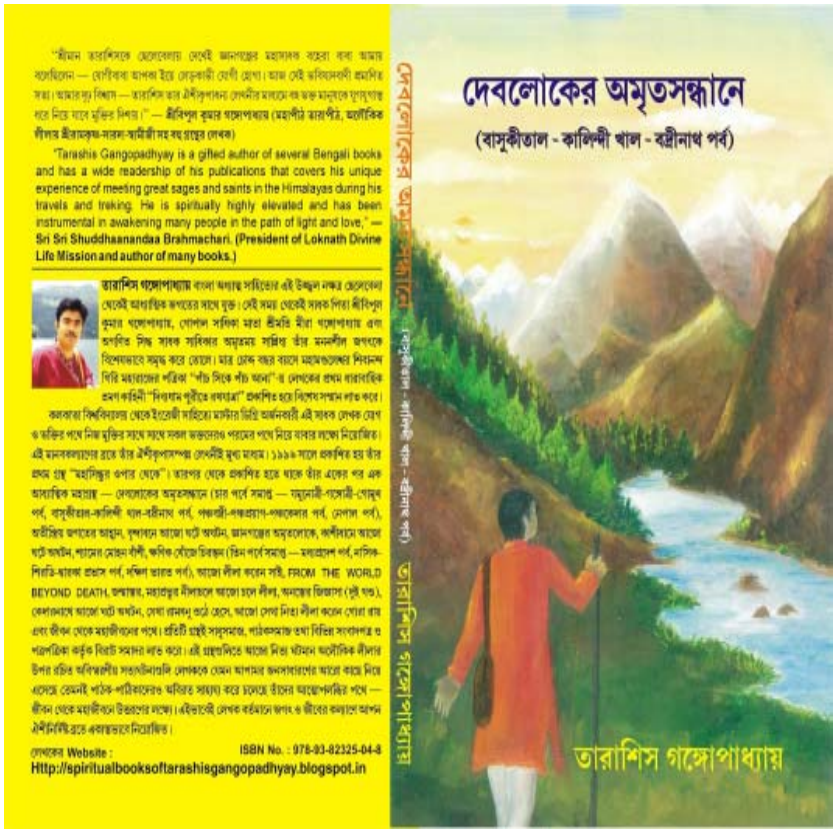

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে

২। *বাসুকীতাল - কালিন্দী খাল - বদ্রীনাথ পর্ব* (মূল্য - ৯০/-)

(বাংলার ভ্রমণসাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । ঐশীলীলার পরম পীঠস্থান গাড়োয়াল হিমালয়ের ও নেপাল হিমালয়ের পথে পথে লেখকের জাগতিক তথা মহাজাগতিক অভিজ্ঞতার রসসিক্ত বিবরণ। সেইসাথে গাড়োয়াল ও নেপাল হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথা পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক তথা জাগতিক সৌন্দর্য্যের রূপ সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে ভ্রমণকাহিনীর আঙ্গিকে)

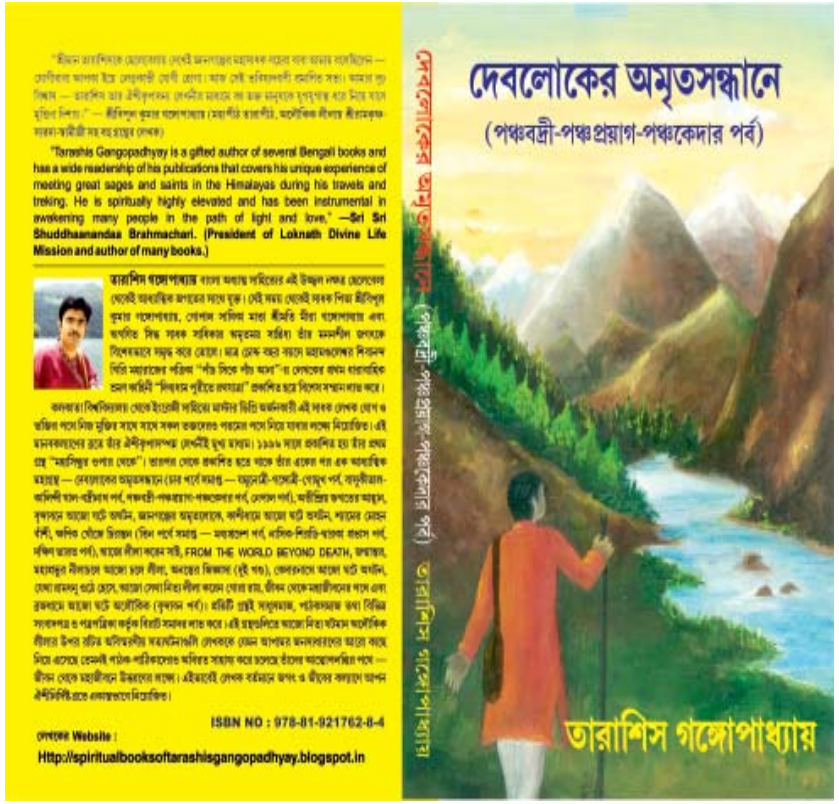

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে

৩। *পঞ্চ বদ্রী - পঞ্চ প্রয়াগ - পঞ্চ কেদার পর্ব* (মূল্য - ১২০/-)

(বাংলার ভ্রমণসাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । ঐশীলীলার পরম পীঠস্থান গাড়োয়াল হিমালয়ের ও নেপাল হিমালয়ের পথে পথে লেখকের জাগতিক তথা মহাজাগতিক অভিজ্ঞতার রসসিক্ত বিবরণ। সেইসাথে গাড়োয়াল ও নেপাল হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথা পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক তথা জাগতিক সৌন্দর্য্যের রূপ সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে ভ্রমণকাহিনীর আঙ্গিকে)

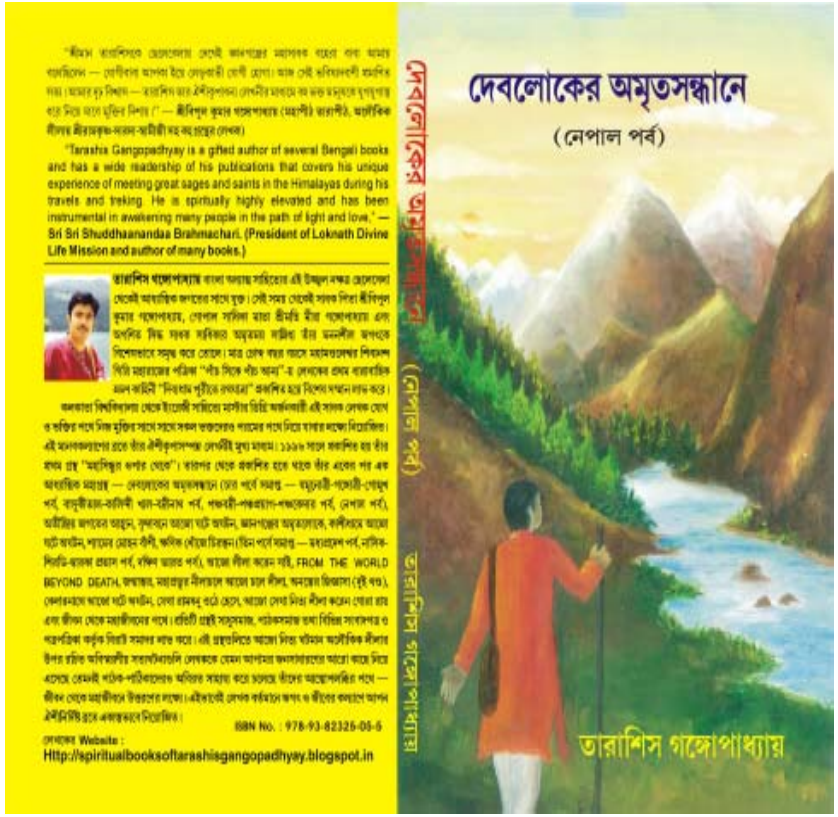

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে

৪। *নেপাল পর্ব* (মূল্য - ৮০/-)

(বাংলার ভ্রমণসাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । ঐশীলীলার পরম পীঠস্থান গাড়োয়াল হিমালয়ের ও নেপাল হিমালয়ের পথে পথে লেখকের জাগতিক তথা মহাজাগতিক অভিজ্ঞতার রসসিক্ত বিবরণ। সেইসাথে গাড়োয়াল ও নেপাল হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথা পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক তথা জাগতিক সৌন্দর্য্যের রূপ সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে ভ্রমণকাহিনীর আঙ্গিকে)

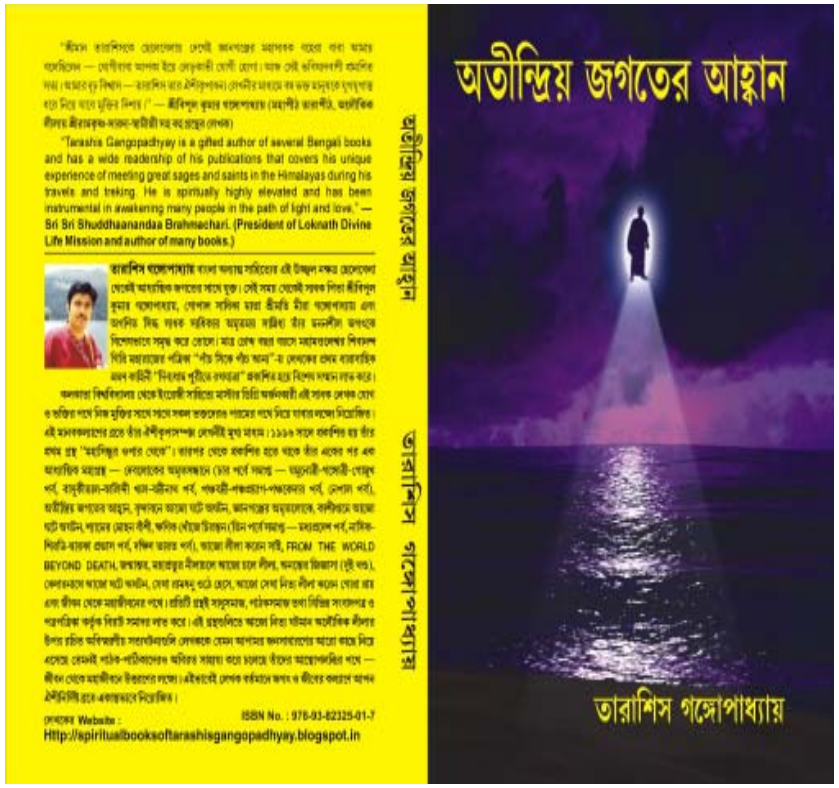

★ অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান (মূল্য - ৬০/-)

(লেখক ও তাঁর পরিচিত প্রিয়জনদের জীবনে অতীন্দ্রিয় জগতের আত্মাদের আগমন এবং তাদের মৃত্যুর পরের অভিজ্ঞতা তথা মরণের পরবর্তী অবস্থান সম্বন্ধে জানানো সবিশদ তথ্যসম্বলিত একগুচ্ছ চাঞ্চ ল্যকর সত্যঘটনার রোমাঞ্চ কর বিবরণ)

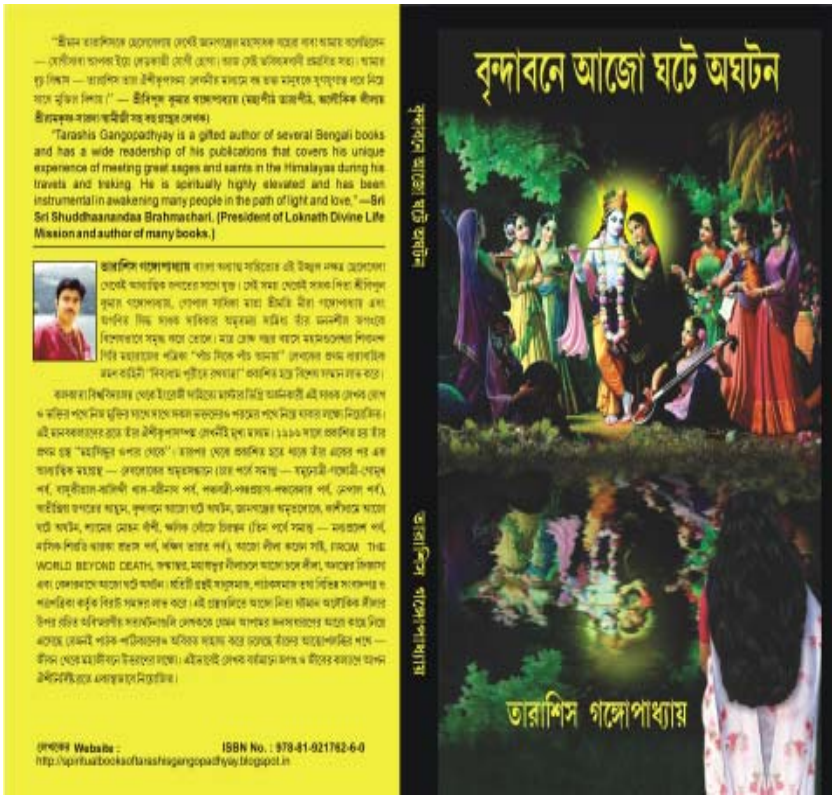

★ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন (মূল্য - ৬০/-)

(শ্রীধাম বৃন্দাবনে এক বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্না যুক্তিবাদিনী নারীর গোপালের অপার কৃপায় সিদ্ধ গোপালসাধিকায় রূপান্তরিত হওয়ার অপার্থিব অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব বিবরণ তথা বৃন্দাবনে যে গোপাল-শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা আজো কত অঘটন নিত্য ঘটান তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ)

✶ বৃন্দাবনমে আজভী ঘটনেবালে চমৎকার (মূল্য ১০০/-)

(লেখকের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন'-এর হিন্দী অনুবাদ।)

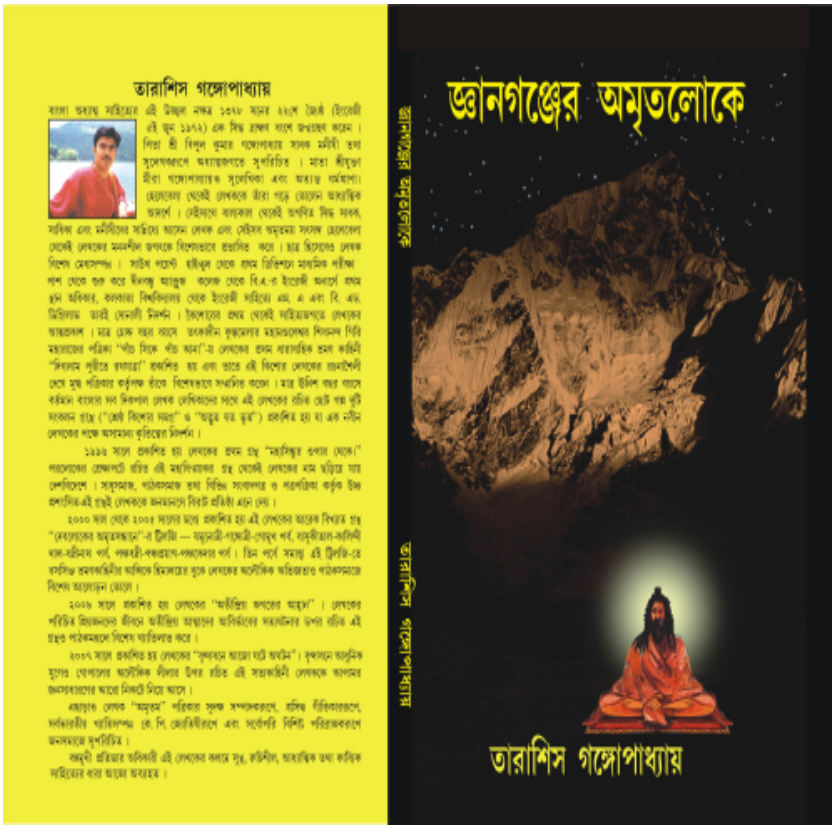

✶ জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে (মূল্য - ৫০/-)

(গুরুদেবের সান্নিধ্যে এক মহাযোগীর হিমালয়ের ঈশ্বরকোটির যোগী মহাত্মাদের নিভৃত সাধনক্ষেত্র জ্ঞানগঞ্জ দর্শনের অনুপম অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ কর সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

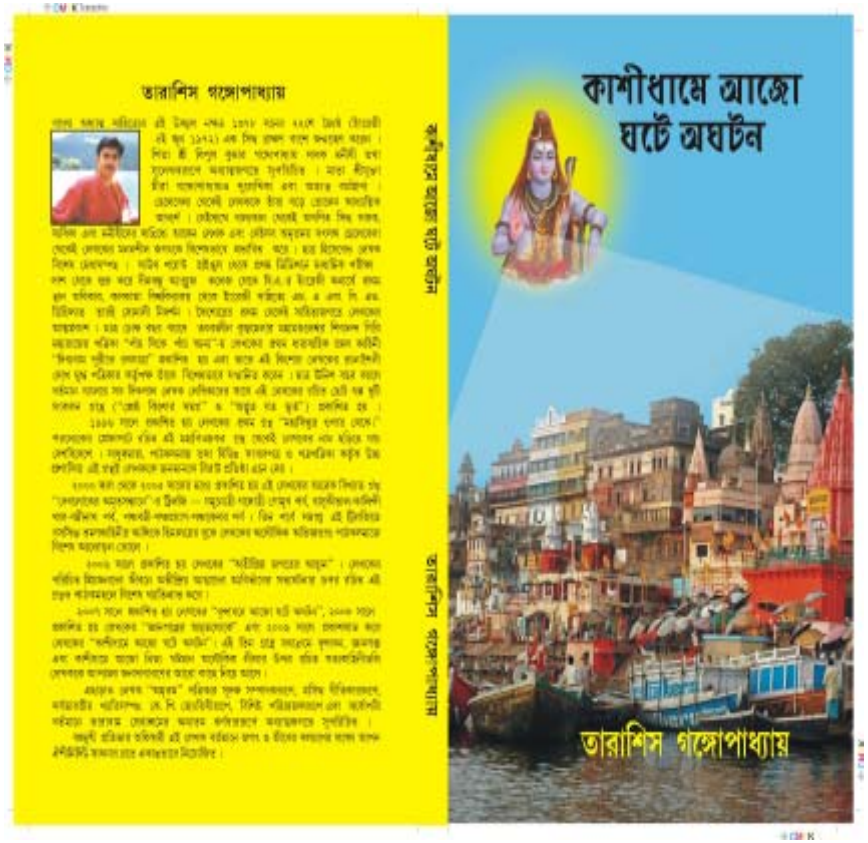

✶ কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন (মূল্য - ৭০/-)

(কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা কিভাবে আজো তাঁদের শরণাগত ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন তারই এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপূর্ব নিদর্শন । সেইসাথে সমগ্র কাশীধামের প্রতিটি তীর্থের পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক তথা ঐতিহাসিক বিবরণও সার্থকভাবেতুলে ধরা হয়েছে এই মহাগ্রন্থে)

✶ আজো লীলা করেন সাই (মূল্য - ৫০/-)

(শিরডির সমাধি মন্দিরে সাইবাবার জীবনচরিত ও বিদেহলীলা আলোচনা করাকালীন এক রহস্যময় সাই সাধকের কাছে লেখকের শোনা সাইবাবার এক অনুপম বিদেহলীলা — কিভাবে শিরডির সাইবাবা আপন অলৌকিক শক্তিতে এক বালককে লোককল্যাণের জন্য সাধকে রূপান্তরিত করেন এবং উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে যান সিদ্ধির লক্ষ্যে সেই অপার্থিব অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ কর বিবরণ)

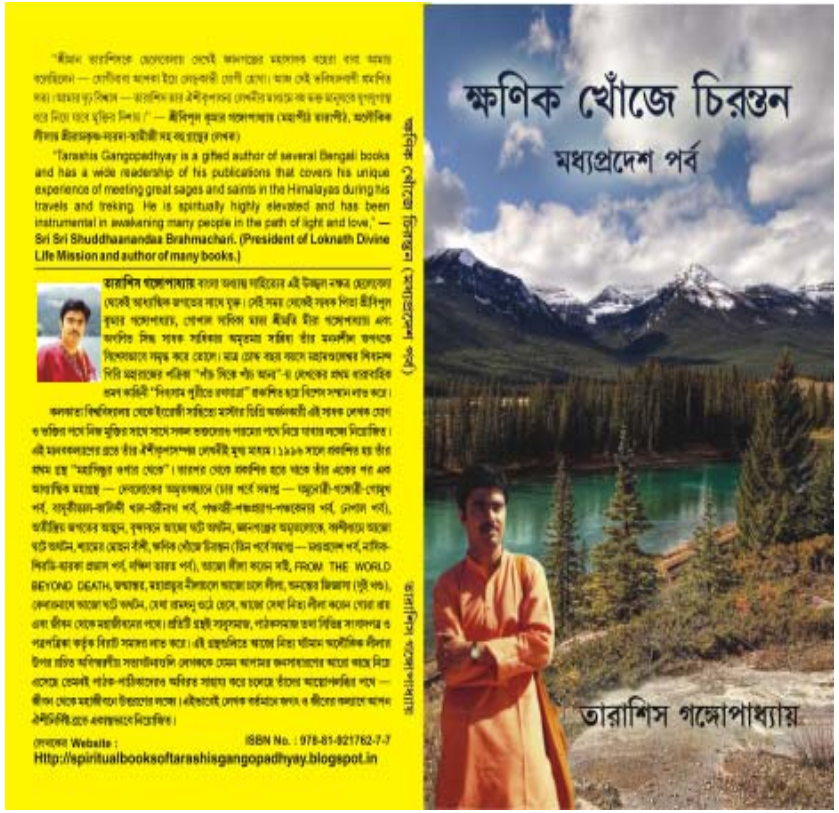

★ **ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন**

১) ***মধ্যপ্রদেশ পর্ব*** **(মূল্য - ৮০/-)** **২)** ***নাসিক শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস পর্ব*** **(মূল্য - ৭০/-)** **৩)** ***দক্ষিণ ভারত পর্ব*** **(মূল্য - ৯০/)**

(**মধ্যপ্রদেশ পর্ব** — ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন মহাযোগী রুদ্রানন্দজীর সান্নিধ্যে নর্মদাতীর্থ মধ্যপ্রদেশের সকল মহাতীর্থে ও বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্রে, মুসাফির লেখকের ভ্রমণের রোমাঞ্চ কর বিবরণ এবং সেইসাথে রুদ্রানন্দজীর জীবন থেকে মহাজীবনে উত্তরণের অপার্থিব অভিজ্ঞতার অপূর্ব বিবরণ)

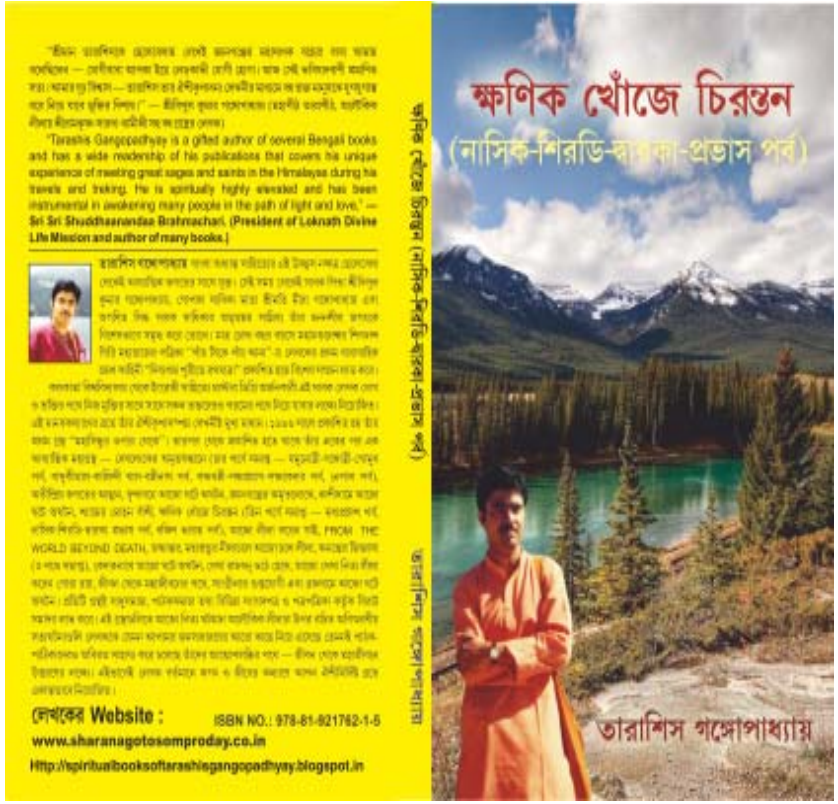

★ **ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন**

১) ***মধ্যপ্রদেশ পর্ব*** **(মূল্য - ৮০/-)** **২)** ***নাসিক শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস পর্ব*** **(মূল্য - ৭০/-)** **৩)** ***দক্ষিণ ভারত পর্ব*** **(মূল্য - ৯০/)**

নাসিক শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস পর্ব — লেখকের একান্তে নাসিক-ত্র্যম্বকেশ্বর-শিরডি-শনি শিঙ্গনাপুর ভ্রমণ আর ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন মহাযোগী রুদ্রানন্দজীর সান্নিধ্যে দ্বারকা-বেট দ্বারকা-হরসিদ্ধি-প্রভাস-সোমনাথের মত মহাতীর্থ দর্শনের রোমাঞ্চ কর বিবরণ)

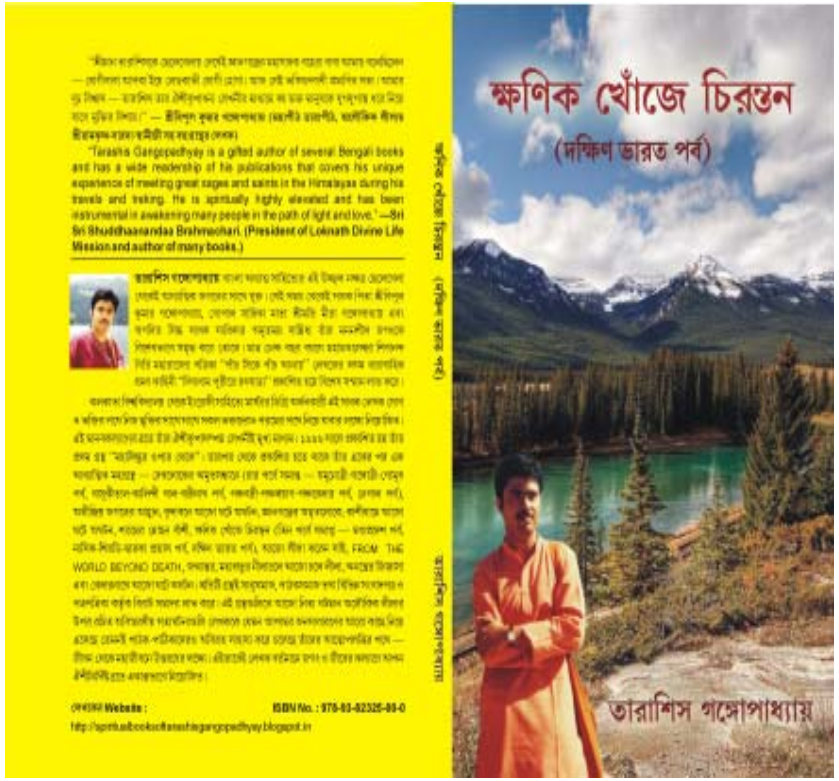

★ **ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন** ১) ***মধ্যপ্রদেশ পর্ব*** **(মূল্য - ৮০/-)** ২) ***নাসিক শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস পর্ব*** **(মূল্য - ৭০/-)** ৩) ***দক্ষিণ ভারত পর্ব*** **(মূল্য - ৯০/-)** **দক্ষিণ ভারত পর্ব** — ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন মহাযোগী রুদ্রানন্দজীর সঙ্গে লেখকের চেন্নাই, তিরুপতি, পণ্ডিচেরী, মহাবলীপুরম- পক্ষীতীর্থ- শিবকাঞ্চী-বিষ্ণুকাঞ্চী- শ্রীরঙ্গম-পুত্তাপুর্ত্তি-গুরুবায়ুর-মাদুরাই-রামেশ্বর-পদ্মনাভতীর্থ-ত্রিভান্দ্রাম-শুচীন্দ্রম-কন্যাকুমারীর মত মহাতীর্থ দর্শনের রোমাঞ্চ কর বিবরণ, রুদ্রানন্দজীর অতীতে সবরীমালা দর্শনকালীন মহাসিদ্ধিলাভের অভিজ্ঞতার অপূর্ব বিবরণ এবং সেইসাথে আগে থেকে বলে রাখা নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তদের সৎসঙ্গে যোগসিদ্ধির পথ বলে দিয়ে রুদ্রানন্দজীর যোগবলে সজ্ঞানে মহাসমাধি গ্রহণের অপার্থিব অপূর্ব বিবরণ)

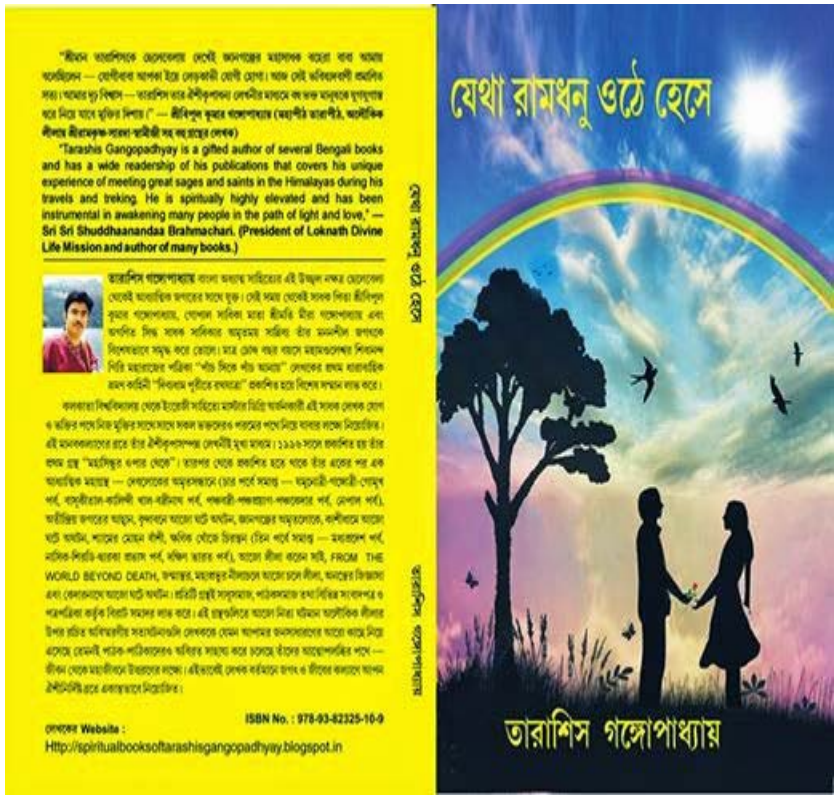

★ **যেথা রামধনু ওঠে হেসে (মূল্য ৬০/-)**

(লেখকের নানা ধরণের আধ্যাত্মিক, রোম্যান্টিক ও হাসির গল্পের সংকলন)

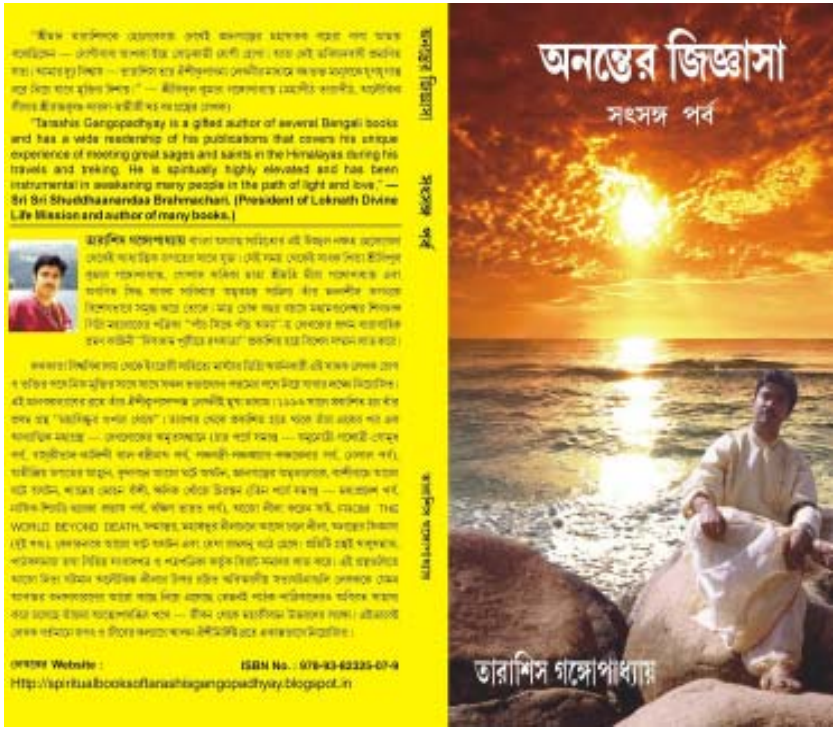

★ অনন্তের জিজ্ঞাসা (চার খণ্ডে সমাপ্ত) (মূল্য - ১ম , ২য় ,৩য় ৫০/- ৪র্থ ১০০/-) ১ম খণ্ড - সৎসঙ্গ পর্বঃ ২য় খণ্ড -দশমহাবিদ্যাতত্ত্ব - রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব - শিবতত্ত্ব - ব্রহ্মতত্ত্ব -গুরুতত্ত্ব পর্বঃ ৩য় খণ্ড - যোগসাধন পর্বঃ ৪র্থ খণ্ড-গীতা পর্বঃ

(আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রগতির জন্য ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা ও পাঠক পাঠিকাদের যে অসংখ্য সংশয়জড়িত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সবিশদ উত্তর দিয়েছেন সাধক লেখক তাঁর বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অধিবেশনে সেসব উত্তরের এক অনুপম সংকলন এই গ্রন্থ যা সকলকে অধ্যাত্মপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে চিরকাল)

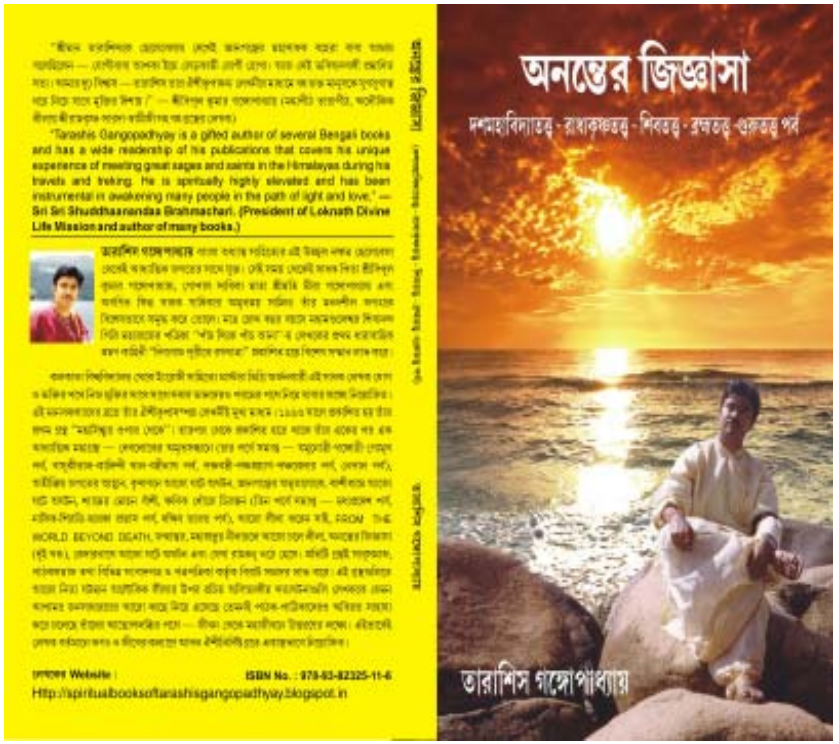

★ অনন্তের জিজ্ঞাসা (চার খণ্ডে সমাপ্ত) (মূল্য - ১ম , ২য় ,৩য় ৫০/- ৪র্থ ১০০/-) ১ম খণ্ড - সৎসঙ্গ পর্বঃ ২য় খণ্ড -দশমহাবিদ্যাতত্ত্ব - রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব - শিবতত্ত্ব - ব্রহ্মতত্ত্ব -গুরুতত্ত্ব পর্বঃ ৩য় খণ্ড - যোগসাধন পর্বঃ ৪র্থ খণ্ড-গীতা পর্বঃ

(আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রগতির জন্য ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা ও পাঠক পাঠিকাদের যে অসংখ্য সংশয়জড়িত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সবিশদ উত্তর দিয়েছেন সাধক লেখক তাঁর বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অধিবেশনে সেসব উত্তরের এক অনুপম সংকলন এই গ্রন্থ যা সকলকে অধ্যাত্মপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে চিরকাল)

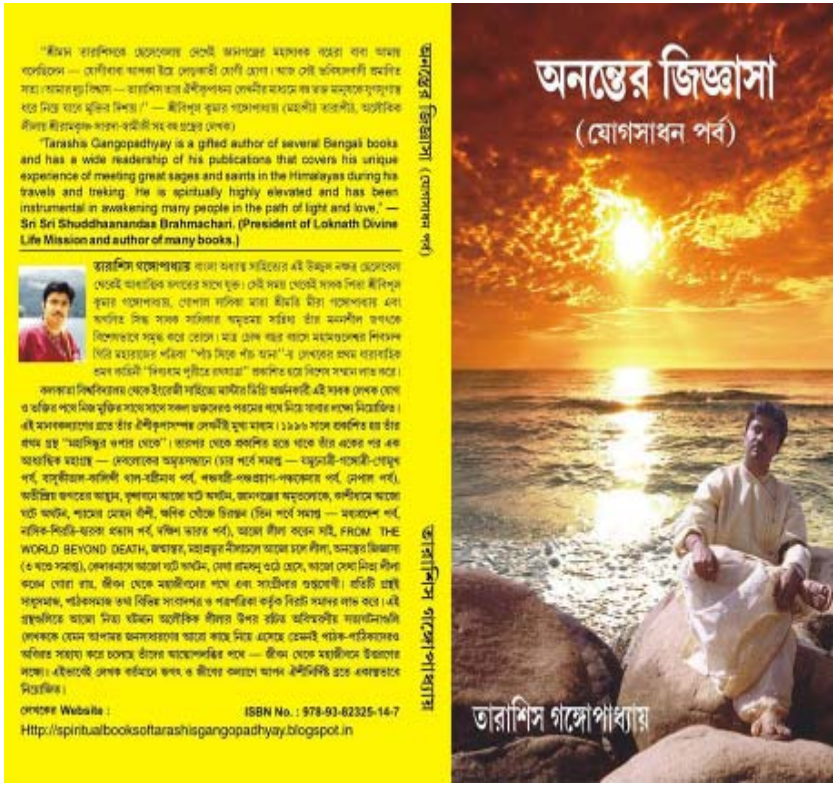

★ অনন্তের জিজ্ঞাসা (চার খণ্ডে সমাপ্ত) (মূল্য - ১ম , ২য় ,৩য় ৫০/- ৪র্থ ১০০/-) ১ম খণ্ড - সৎসঙ্গ পর্বঃ ২য় খণ্ড -দশমহাবিদ্যাতত্ত্ব - রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব - শিবতত্ত্ব - ব্রহ্মতত্ত্ব -গুরুতত্ত্ব পর্বঃ ৩য় খণ্ড - যোগসাধন পর্বঃ ৪র্থ খণ্ড-গীতা পর্বঃ

(আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রগতির জন্য ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা ও পাঠক পাঠিকাদের যে অসংখ্য সংশয়জড়িত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সবিশদ উত্তর দিয়েছেন সাধক লেখক তাঁর বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অধিবেশনে সেসব উত্তরের এক অনুপম সংকলন এই গ্রন্থ যা সকলকে অধ্যাত্মপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে চিরকাল)

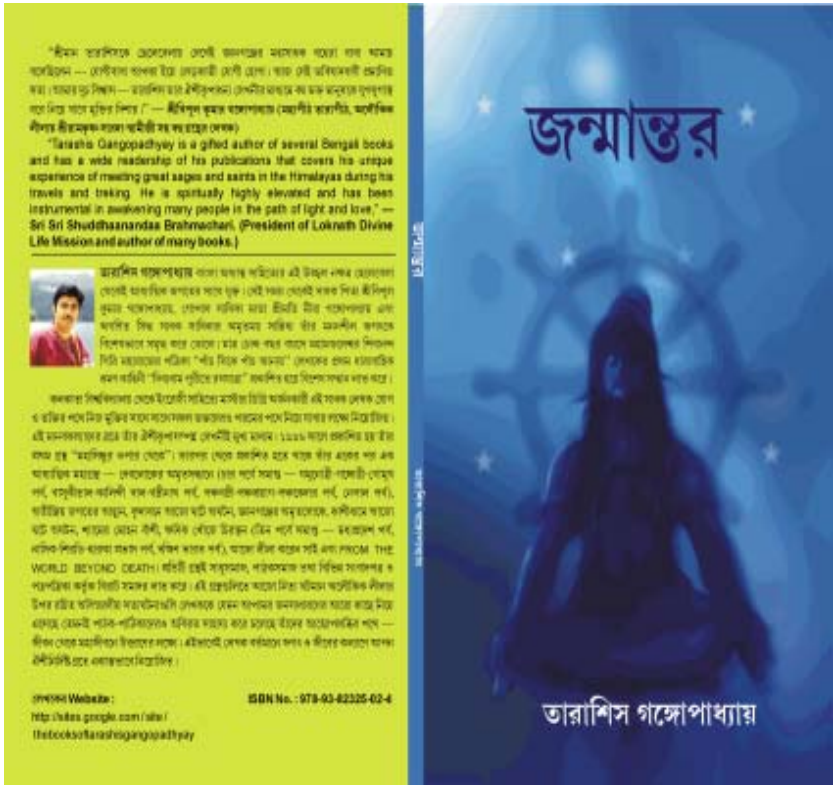

★ জন্মান্তর (মূল্য - ৬০/-)

(বিশিষ্ট মহাসাধক স্বামী বিদ্যানন্দের সৌজন্যে একজন ব্রহ্মচারী সাধকের আজ্ঞা চক্র পথে জন্মান্তর যাত্রার অপার্থিব বিবরণ। বিগত সাত জন্ম ধরে তাঁর প্রারব্ধ ও ঋণানুবন্ধ কিভাবে তাঁকে নিয়ে এসেছে বর্তমান জন্মের আধ্যাত্মিক স্তরে তারই এক রোমাঞ্চ কর বিবরণ এই গ্রন্থ)

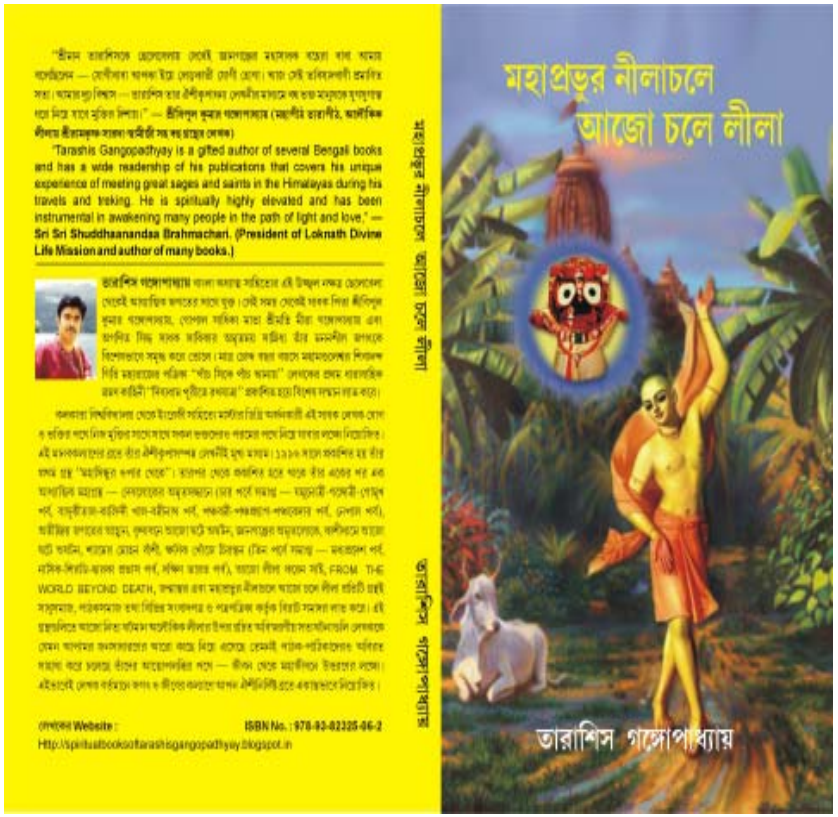

✶ মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা (মূল্য - ১০০/-)

(লেখক কর্ত্তৃক মহাপ্রভু জগন্নাথদেব ও সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যলীলার ক্ষেত্র পুরীধাম পরিক্রমা এবং সেইসাথে ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কোণারক, আলালনাথ ও নীলমাধব ভ্রমণের বিবরণ তথা সেখানকার সমস্ত তীর্থের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পৌরাণিক মাহাত্ম্যের প্রেক্ষাপটের বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থের সম্পদ। সেইসাথে পুরুষোত্তম জগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে আজো নীলাচলে নিত্য লীলা করেন তার কিছু বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

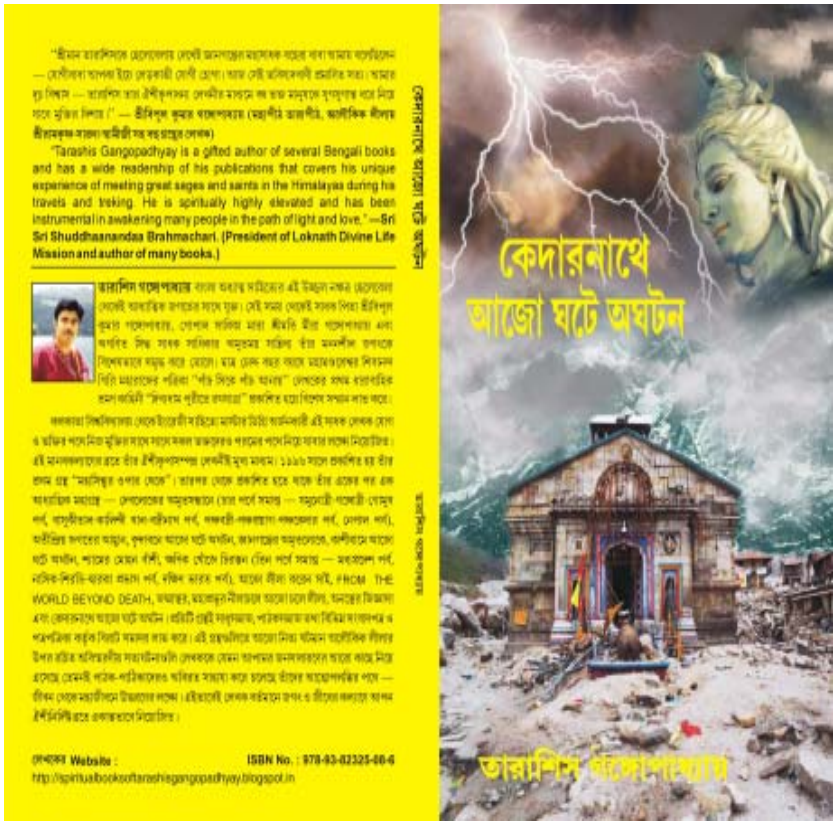

✶ কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন (মূল্য ৬০/-)

(২০১৩ সালে হিমালয়ের মহাতীর্থ কেদারনাথে বিরাট প্রলয়ের দিনে মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে থেকেও কিভাবে লেখকের এক পাঠিকা অলৌকিকভাবে দেবাদিদেব কেদারনাথের অপার্থিব কৃপায় রক্ষালাভ করে ফিরে এসেছে তার এক রোমাঞ্চ কর অভিজ্ঞতার অনবদ্য বিবরণ)

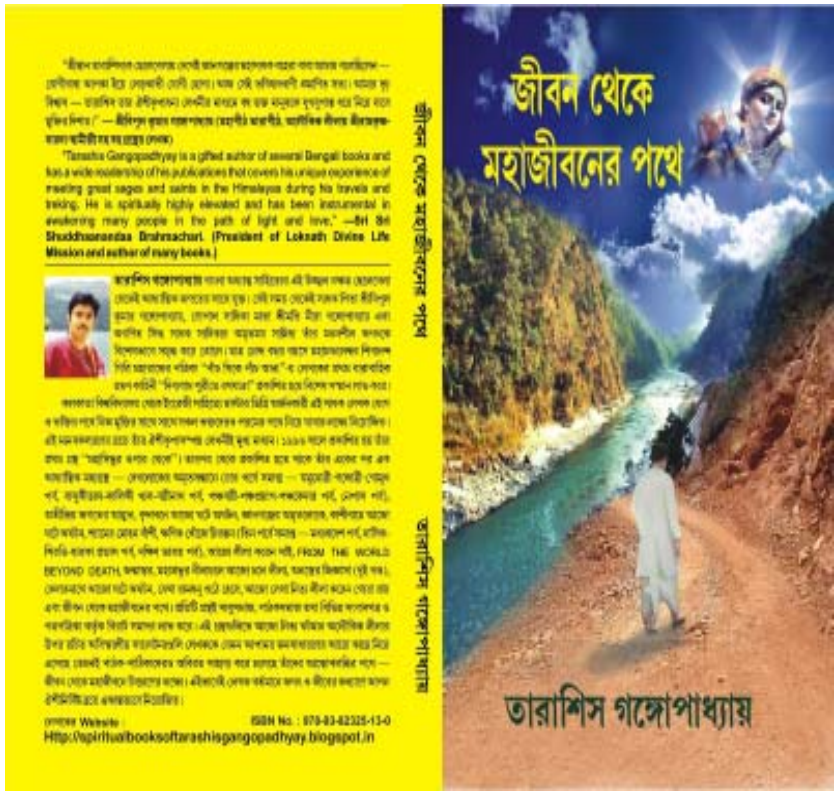

★ জীবন থেকে মহাজীবনের পথে (মূল্য - ১০০/-)

(সাধক লেখক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় কিভাবে অসংখ্য সাধক মহাত্মার আশীর্বাদে এবং গুরুকৃপায় সাধারণ জীবন থেকে সাধনার মহাজীবনের পথে এলেন এবং কিভাবে তাঁর ইষ্ট গোপালের অলৌকিক কৃপা তাঁকে চলার পথে যুগিয়েছে সাধনজীবনের পাথেয় তারই এক অনুপম বিবরণ লেখকের স্মৃতির পাতা থেকে)

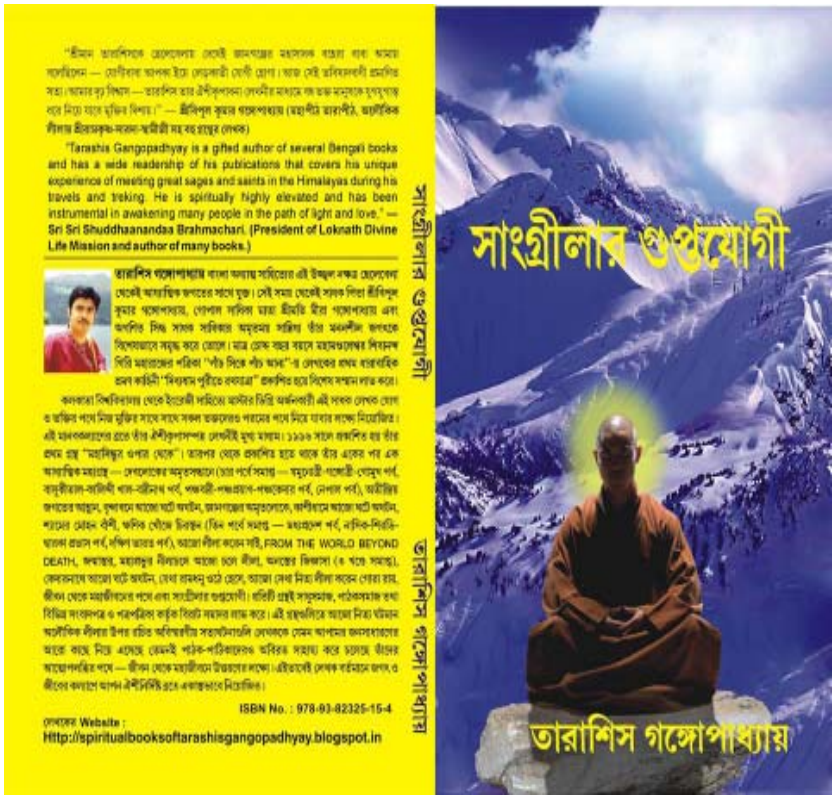

★ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী (মূল্য ৬০/-)

(মহাযোগী রেচুং লামার সান্নিধ্যে এক গুপ্তযোগীর তিববতের উচ্চকোটির যোগী মহাত্মাদের নিভৃত সাধনক্ষেত্র সাংগ্রীলা দর্শনের এবং সেখানকার নিবিড় যোগসাধনার অনুপম অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ কর সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

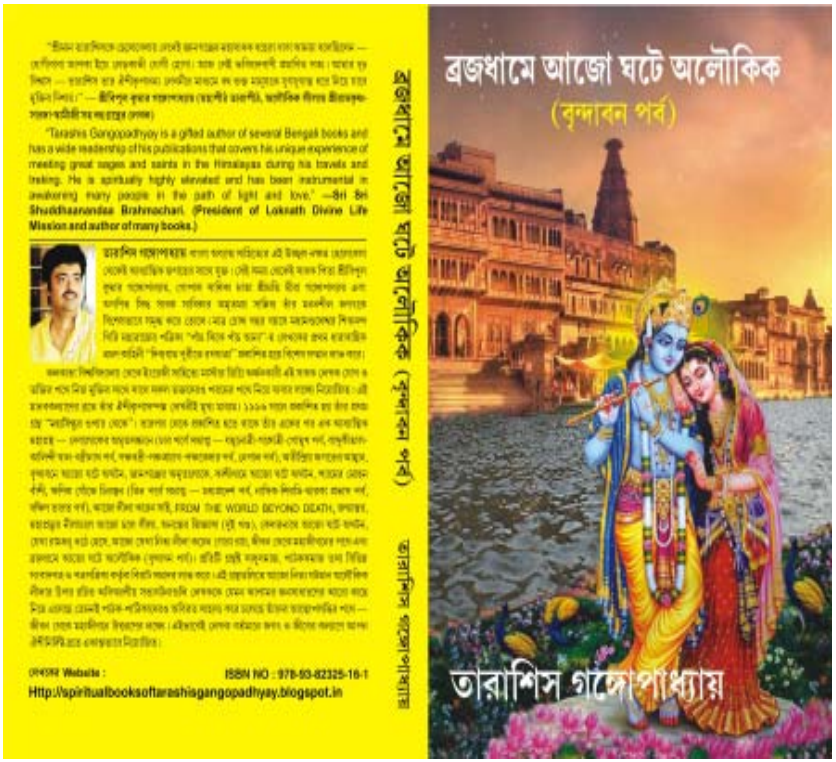

★ ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক

১) *বৃন্দাবন পর্ব* (মূল্য - ১৫০/-)

(শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিক্রমার পথে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ আজো যে কত অঘটন নিত্য ঘটান তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ তথা বৃন্দাবন পরিক্রমার পথে সমস্ত তীর্থের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পৌরাণিক মাহাত্ম্যের প্রেক্ষাপটের বিবরণ এবং ব্রজের মহাসাধকদের সাধনজীবনের বিশদ সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

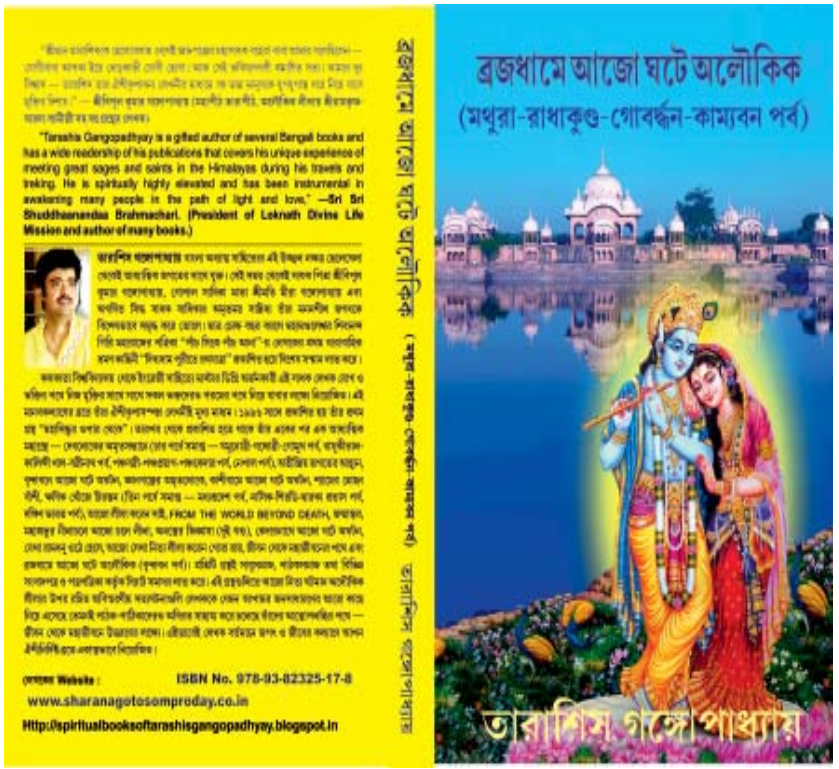

★ ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক

২) *মথুরা-রাধাকুণ্ড-গোবর্দ্ধন-কাম্যবন পর্ব* (মূল্য - ১৫০/-)

(শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিক্রমার পথে শ্রীরাধা আজো যে কত অঘটন নিত্য ঘটান তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ তথা বৃন্দাবন— মথুরা, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, শান্তনুকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গোবর্দ্ধন পর্বত এবং কাম্যবন পরিক্রমার পথে সমস্ত তীর্থের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পৌরাণিক মাহাত্ম্যের প্রেক্ষাপটের বিবরণ এবং ব্রজের মহাসাধকদের সাধনজীবনের বিশদ সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

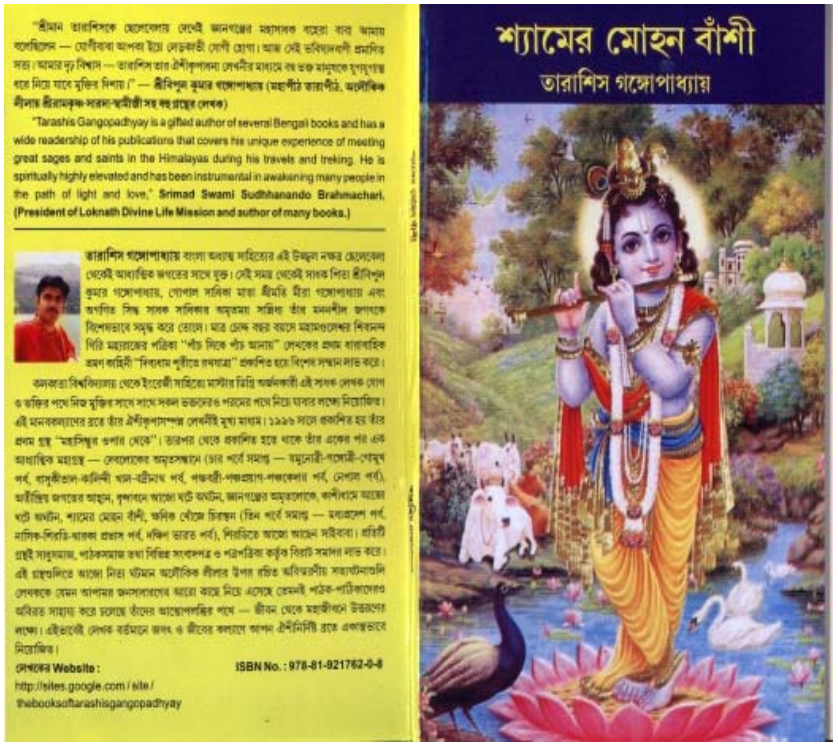

★ শ্যামের মোহন বাঁশী (মূল্য - ৬০/-)

(লেখকের আশ্রমের সদাজাগ্রত গোপালবিগ্রহ নানা অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে কিভাবে তাঁকে যুগিয়েছেন মহাজীবনের আশ্বাস সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ কর বিবরণ)

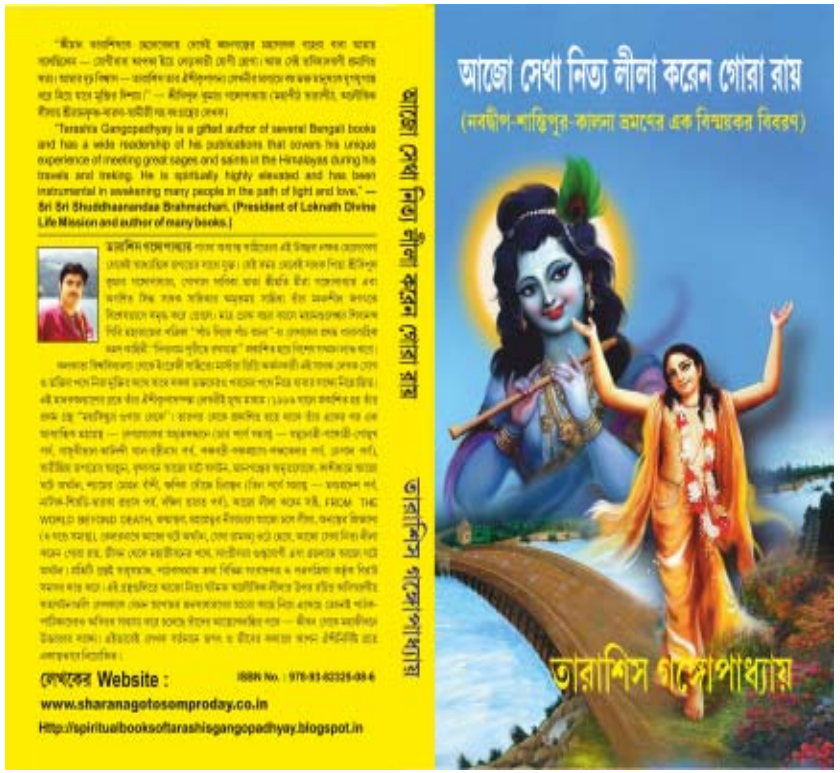

★ আজো সেথা নিত্য লীলা করেন গোরা রায় (মূল্য ৭০/-)

(লেখক কর্ত্তৃক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পদরেণুরঞ্জিত নিত্যলীলার ক্ষেত্র নবদ্বীপ পরিক্রমার এবং সেইসাথে শান্তিপুরসহ বাবলা, কালনা, গুপ্তিপাড়া, বাঘনাপাড়া এবং গোপালদাসপুর ভ্রমণের বিবরণ তথা সেখানকার সমস্ত তীর্থের আধ্যাত্মিক,ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কিংবদন্তীর প্রেক্ষাপটের বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থের সম্পদ। সেইসাথে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে আজো নিত্য লীলা করেন তার একাধিক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার অপূর্ব বিবরণ)

এই লেখকের গ্রন্থ প্রসঙ্গে দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পাঠক-পাঠিকার সুচিন্তিত চিঠি এসেছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি বিশেষ চিঠি এখানে দেয়া হল ।

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সম্বন্ধে

পরম শ্রদ্ধেয় মহাতাপস,

যে 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গ্রন্থ দিয়ে অধ্যাত্ম সাহিত্যের জগতে আপনার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই গ্রন্থই আমায় প্রথম নিয়ে আসে আধ্যাত্মিক জগতে। ইতিপূর্বেও যে বিশেষ নাস্তিক ছিলাম তা নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম । ভক্তি-শ্রদ্ধাও ছিল, কিন্তু সে সবই উপর-উপর। কখনো তলিয়ে কিছু ভাবি নি এ ব্যাপারে । কিন্তু আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' আমায় প্রথম ভাবিয়ে তুলল জীবনের মূল সত্যের সম্বন্ধে।

মনে প্রথমবারের জন্য জাগল জিজ্ঞাসা — কে আমি ? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি ? আর মৃত্যুর পরে কোথায়ই বা যাব ? আপনার গ্রন্থখানি বারবার পাঠ করে তার উত্তরের সংকেতও লাভ করলাম। আপনার এই গ্রন্থটিই আমায় দেখিয়ে দিল জীবনের মূল পথ। বুঝতে শিখলাম সময়ের মূল্য। এতদিন ধরে নেহাৎই সংসারের ছেলেখেলায় যে সময়ের অপপ্রয়োগ করেছি সেই সময়কে নিজের পরমার্থিক কুশলের কাজে ব্যবহার করতেও শিখলাম। দুদিনের এই জীবন। তার মধ্যেই তো আমায় লাভ করতে হবে ইষ্ট সাক্ষাৎকার। আর সেজন্যই যথাসম্ভব দ্রুত আধ্যাত্মিক জগতের গভীরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। কিন্তু যথার্থ গুরু ছাড়া তো তা সম্ভবও নয় । কি করি ? দিকে দিকে গুরুর খোঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম । কিন্তু মনের মত গুরু কোথাও খুঁজে পেলাম না যার কাছে দীক্ষা নিয়ে জীবনের এই মূল কক্ষপথে অগ্রসর হওয়া যায়। দেখতে দেখতে কেটে যেতে লাগল সময়। ইতিমধ্যে আপনার লেখা আরো কয়েকটি বই পড়া হয়ে গেল — তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'; 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান', 'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে'। সব কয়টিই অপূর্ব, অনবদ্য । আধ্যাত্মিক জগতের একেকটি মণিমাণিক্য। অনেক কিছু শিখতে পারলাম । জানতে পারলাম । কিন্তু আমার সমস্ত সত্ত্বা যে গুরুসন্ধানে এতদিন ব্যস্ত ছিল সে অবশেষে তার পথের লক্ষ্য খুঁজে পেল আপনার 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' পাঠ করে । সত্যিই, কি অপূর্ব অঘটন। সুতপা দেবীর মত প্রায়-নাস্তিক একটি মেয়ে কিভাবে লাভ করল গোপালের কৃপা ! আর তাঁর এই

মহান প্রাপ্তির নেপথ্যে আপনার ভূমিকাও তো বড় কম নয় । তাঁর মন থেকে অবিশ্বাস দূর করে এমন অপূর্ব গোপাল প্রাপ্তির পথে আপনিই তো যুগিয়েছেন সাহচর্য্য। গ্রন্থটি পাঠ করে উপলব্ধি করলাম, আপনার গ্রন্থ যেমন আমায় জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে চিনতে সাহায্য করেছে তেমনই আমায় গুরুর সন্ধানও দিয়েছে । আপনাকেই আমি মনে মনে গুরুপদে বরণ করে নিয়েছি । কারণ আমি যে উপলব্ধি করতে পেরেছি , জগৎ ও জীবকে অধ্যাত্মপথের দিশা দেখানোর জন্যই পরমেশ্বর আপনাকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। এই দুঃখী জীবনের সকল পার্থিব যন্ত্রণার থেকে আমাদের মত অকীঞ্চ নদের ত্রাণ করে শান্তির দিশা দেখানোর জন্যই আপনার আসা । আপনার প্রতিটি গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে তারই স্বাক্ষর রয়েছে ।

ভবদীয়
সুচেতা গুপ্ত
বীরনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুব
. ২১/১/২০০৬

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

পরম শ্রদ্ধেয় তারাশিসবাবু,

এ বছর ২০০৯ সালের বইমেলায় সব বছরের মত কিছু ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য গেছিলাম ।সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারে এসে আমার তালিকার বইগুলি কেনার পর হঠাৎ দেখলাম আপনার লেখা "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" বইটি। বইটি কিনে বাড়িতে আনার পরই যথারীতি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবার পড়ার পর সবশেষে আমার পড়ার সৌভাগ্য হল । এখন বাড়িতে সবার মুখে মুখে ফিরছে আপনার প্রশংসা।

সত্যি বলতে কি, আমি যতোটা আশা করেছিলাম প্রভু দয়াময় তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী আশা পূরণ করেছেন। বইটি পড়ে এত তৃপ্তি লাভ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করার উপায় নেই। তবু আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও

শ্রদ্ধাবনত প্রণাম জানানোর জন্যই এই চিঠি লেখা। কারণ, আপনার জন্যই আমরা, সাধারণ পাঠক-পাঠিকারাও প্রভুর এমন দিব্যলীলার কথা পাঠ করে মনে মনে কল্পনা করছি যে আমরাও সে লীলার আংশিক অংশীদার হয়ে পেরেছি।

তবে কেবল এই বইটিই নয়, আপনার অন্যান্য রচনাগুলির জন্যও আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কারণ, আমি আপনার একজন নতুন পাঠক হলেও এর মধ্যেই কলেজস্ট্রীটে গিয়ে 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' ও 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' সংগ্রহ করে পড়ে ফেলেছি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে। এছাড়া 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' ও সদ্য প্রকাশিত (ইন্টারনেটের মাধ্যমে জেনেছি) 'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে' বইগুলি পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আপনার সমস্ত রচনা ঈশ্বরের প্রশস্তি ও গুণগানে পরিপূর্ণ, যা যেকোন পাথর-হৃদয় মানুষের মনেও রেখাপাত করতে সক্ষম। ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট না হলে তো এমন সৌভাগ্য কারোর হয়না। আপনি তেমনি উচ্চকোটির মানুষ। আর বইগুলির সাহিত্যগুণ নিয়ে বলার কিছুই নেই । এক কথায় অনবদ্য সৃষ্টি। তবে, আমি সেই অর্থে সাহিত্যপ্রেমী নই এবং কখনো কোন সাহিত্যিককে চিঠিও লিখিনি এভাবে।

কিন্তু আপনার রচনাগুলি আমার হৃদয়ে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তাতে আর থাকতে না পেরে আজ কলম নিয়ে বসেছি প্রথম চিঠি লিখতে। কারণ আপনার বইগুলি পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে আপনি আমাদের মত পাঠকদের অত্যন্ত আপনজন।

প্রণামান্তে
সন্দীপন সরকার
নটরাজ ভবন, ৯ রামলাল বাজার রো
কলকাতা - ৭৮
২৬/১২/২০০৮

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

স্নেহের তারাশিস,

তোমার ''দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'' গ্রন্থের 'বাসুকীতাল-কালিন্দীখাল-বদ্রীনাথ পর্ব" প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুটি চিঠি ডাঃ পবিত্রানন্দ সরস্বতী ও মৌসুমী সেনগুপ্তের চিঠি পড়ে কিছুটা তৃপ্তি পেলাম এই ভেবে যে তাঁরা তোমার অন্তরাত্মাকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন ।

আমার যন্ত্রণা সেখানেই — আমি তোমার লেখনীর মধ্য দিয়ে তোমার আত্মার যতখানি উপলব্ধি করতে পারছি তা যথাযথ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না । মনে ভাবছি — সবটুকু উপলব্ধি বুঝি প্রকাশ হল না ।

বাসুকীতাল পর্বে তোমার নিবেদন — অপূর্ব ! অপূর্ব ! বই এর শুরু — "মানুষের জীবন যেন কুয়াশায় ঘেরা এক অজানা পথ ।" কত কিছু একটা লাইনেই বলে দিলে । এর ব্যাখ্যা করতে গেলে সমস্ত অধ্যাত্ম উপলব্ধি দরকার। লিখলে কত বই হয়ে যাবে।

"এই পথ যেন এক ভয়ংকর সুন্দর প্রহেলিকা", ছোট ছোট কয়টি পংক্তিতে কত কথা তুমি বলে দিলে । এই জীবন উপলব্ধি আমি ভীষণভাবে অনুভব করি । কিন্তু তখন আমি যেন বোবা হয়ে যাই — ভেতরে ভেতরে ছটফট করি, প্রকাশ করতে পারি না — সেই সময়ে তোমার লেখা পড়তে থাকলে মনের ছটফটানি কমে । চোখের জলের ধারায় ঈশ্বর উপলব্ধি হয় । আমার মন যেভাবে ঈশ্বর উপলব্ধি করতে চায় — শৈল্পিক ভাবনার মধ্যে সত্যের প্রকাশ — তুমি তাইই করে চলেছো । তোমার প্রকাশভঙ্গিমার প্রতিটি ছন্দে ভগবানের সুন্দর প্রকাশ । তোমার লেখক সত্ত্বা শান্ত, স্নিগ্ধ, সংযত, গভীর জ্ঞানী, আন্তরিক অর্ন্তমুখীন অথচ গভীর অভিব্যক্তিময় — তুমি তোমার মনোভাব এত সংযত সুন্দরভাবে প্রকাশ কর যা অন্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে স্পর্শ করে । সে স্পর্শে ঈশ্বরীয় আনন্দে মন ভরে যায় । আলোয় আলোময় সেই জ্যোতির্ময় ধারায় আমাদের পাঠক মনকে তুমি নিত্য স্নান করাও । এমনভাবেই তুমি লিখে যাও । আর তোমার লেখনীর মধ্য দিয়েই এমনভাবে আমাদের নিয়ে চল গভীর শান্তি ও তৃপ্তির রাজ্যে — এমনভাবেই মন ভরিয়ে

দাও অমৃতের স্পর্শে ।

ইতি তোমার গুণগ্রাহী মাসীমা

প্রভা দত্ত

১/১/২০০৯ গোল্ড পার্ক, কসবা আনন্দপুর, কলকাতা - ১০৭

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

সুপ্রিয় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়,

আপনার তিন পর্বে লেখা 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' পড়ে মনটা অমৃত আস্বাদে ভরে গেল । হরিদ্বার থেকে শুরু করে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ-কালিন্দীখাল-পঞ্চ বদ্রী-পঞ্চ প্রয়াগ-গুপ্তকাশী-পঞ্চ কেদার পর্যন্ত এক বিশাল ক্যানভাস এবং সেই ক্যানভাসে কলম দিয়ে সুদক্ষ শিল্পীর মত দেবতাত্মা হিমালয়ের যে অলৌকিক চিত্র আপনি এঁকেছেন তা আমাদের হৃদয়কে মোহিত করে দিয়েছে । বারবার মনে হচ্ছে এই সব তীর্থক্ষেত্রগুলি যেন কত জীবন্ত, আমাদের কত আপন, কত নিকট । আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই অমৃতলোকের এই বিশাল পটচিত্র প্রকাশের জন্য ।

ইতিপূর্বে আরো কিছু পর্য্যটকের হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়েছি । কিন্তু একযাত্রায় এত মহাতীর্থ ভ্রমণের সম্বন্ধে আর কোন তীর্থযাত্রী লিখেছেন বলে মনে হয় না । বইগুলি থেকে অনেক কিছু শিখলাম । বিশেষ করে মৃত্যুরহস্য এবং অবিনশ্বর আত্মার ব্যাপারে যোশীমঠে স্বামী সদানন্দ, রুদ্রনাথে স্বামী জ্ঞানানন্দ, কেদারনাথের পথে নাগাবাবা এবং সর্বোপরি স্বামী প্রেমানন্দ এবং তাঁর সহধর্মিনী গোপালের মার সহজ সরল কথাগুলি বড় সুন্দর । মনকে বড় আকৃষ্ট করে । শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি ।

ভবদীয়

রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি ৪৬/সি গঙ্গেত্রী এনক্লেভ

অলকানন্দা নিউ দিল্লী - ১১০০১৯

৪/৭/০৯

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় সমীপেষু,

প্রণাম পূর্বক নিবেদন "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" এবং "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" পুস্তকদ্বয় পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" পুস্তকখানি তো আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া কিছুতেই রাখিতে পারি নাই । এতই কৌতূহল উদ্দীপক এই পুস্তক । আর "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" তো এক অপূর্ব সৃষ্টি । মা সুতপার অভিজ্ঞতার কাহিনী অবলম্বনে "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" এক অত্যাশ্চর্য্য বিরল ঘটনা । আমার জানা অজানা বহু বিষয় এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা পাঠ করিলে দিব্যানুভূতি পাঠক-পাঠিকা মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং স্বয়ং ভগবান তথা গোপালেরও কৃপা আশা করি লাভ হইবে । এই বিশ্ব চরাচরে এমন পুস্তক দুর্লভ । দুর্লভ এমন জন্মসিদ্ধ মহান লেখক তথা মহাসাধক ।

প্রণামান্তে
অনুপ কুমার সরকার
কাঁঠালতলা, ওয়ার্ড - ৩, কল্যাণী, নদীয়া
২০/৫/২০০৯

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

এবার বইমেলায় আমার এই ছোট্ট জীবনের একটি অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে । 'সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার' থেকে কয়েকটি বই কিনে বেরোতে যাচ্ছি , এমন সময়ে শুনলাম এক তরুণ পাঠক স্টলের মালিককে বলছিলেন, "আচ্ছা দাদা, তারাশিষবাবুর বইগুলো আছে কি ? কালই একটা বই শেষ করলাম । কী অপূর্ব !" স্টলের মালিক তখন তাঁকে দিলেন 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' । কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বইটা কিনে নিলাম । ফেরার পথে আপ

কৃষ্ণনগরের ট্রেনে উঠলাম । বইটি পড়তে পড়তে আড়াই ঘন্টা সময় কখন উবে গেল । কয়েক পাতা বাকি ছিল । পরদিন শেষ হয়ে গেল । বই শেষ করে আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম । এই ঘোর নাস্তিকতা, জড়বাদে আক্রান্ত সময়ে এমন ঘটনা আজও ঘটে চলেছে । যুক্তি আর অবিশ্বাস কঠোরভাবে বলছে, "এ অসম্ভব । বিশ্বাস করা যায় না ।" সেই অবিশ্বাসের আস্ফালনের সামনে আমার নগণ্য বিশ্বাস খড়কুটো ধরার মত শেষ অবধি একটা কথা ধরে রইল, "যদি এ ঘটনা একান্তই নিছক গল্পও হয়, এই গল্পের ভাব অতি উন্নত— সেই ভাবটি বিশ্বাস করে ধরে থাকলেও তো জীবনে অনেক লাভ ।" এরপর এই বইটি আরো কজন অনুভবী মানুষকে পড়ালাম । তাঁরাও উচ্ছ্বসিত।

এরপর মার্চে আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' পড়লাম । পরলোক ও অধ্যাত্মজগৎ সম্পর্কে শৈশব থেকে যে আগ্রহ ছিল তা আরো বাড়ল । এতদিন ধরে যে বহু জিজ্ঞাসা ও আর্তি এই হৃদয়ে জমে আছে তা যেন পেল লক্ষ্যের দিশা । আরো বহু জিজ্ঞাসা ও আর্তি হৃদয়ে জমে আছে । তা আপনার কাছে সাক্ষাতে নিবেদন করতে পারলে স্বস্তি পেতাম । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার সাক্ষাৎ মিললে জীবনে চলার পথে খুঁজে পাব দিশা । আপনার সঠিক মনীষী পিতার কথা ইতিপূর্বেই শুনেছি । আপনার গোপাল সাধিকা মায়ের কথাও জানলাম আপনার বই-এর ব্যাক কভার থেকে । আপনাদের সকলের দর্শন কি পাওয়া সম্ভব ? আশা করি, বিমুখ করবেন না । আহ্বানের আশায় উদগ্রীব হয়ে বসে রইলাম । এখন 'কৃপাহি কেবলম্ ।'

বিনত
দেবাশীষ সিংহ
উত্তর সুরভীস্থান
বাদকুল্লা, নদীয়া, পিন-৯৮১১২১
২৪শে এপ্রিল ২০০৯

✪ জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে সম্বন্ধে

সুপ্রিয় সাধক,

আপনার লেখা "জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে" অধ্যাত্ম সাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্রবাদপ্রতিম সাধক লেখক গোপীনাথ কবিরাজের পর একমাত্র আপনিই লিখলেন মহাত্মাদের এই চিররহস্যময় সাধনক্ষেত্র সম্বন্ধে। তবে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের রচনায় জ্ঞানগঞ্জের বিস্তারিত বিবরণ তেমনভাবে পাইনি। যেটুকু পেয়েছি তা খুবই নিগুঢ় সংকেতের মাধ্যমে এবং খুবই জ্ঞানগর্ভ ভাষায় যা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের কাছে খুবই কষ্টকর। কিন্তু আপনি খুবই সাবলীল ভাষায় সেই সাধনক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। আপনার লেখনীর মাধুর্য্য যেমন খুব সহজভাবে জ্ঞানগঞ্জের নিগুঢ় রহস্যকে তুলে ধরেছে আমাদের সামনে তেমনই লেখনীর চিত্রকল্প ঐশ্বর্য্য আমাদেরও যেন নিয়ে গেছে জ্ঞানগঞ্জের সাধনলোকে। দর্শন করিয়েছে সেইসব মহাসিদ্ধ ও অতিসিদ্ধ যোগীপুরুষের। তাঁদের সাধনলব্ধ জ্ঞানের আলোকদীপ্ত অমৃতবাণী আমাদের সমস্ত সত্ত্বা ভরিয়ে দিয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য্যে। ধন্য আপনি। ধন্য আপনার লেখনী। সেইসাথে আমরাও আপনার মত সাধক লেখকের লেখা পাঠ করে নিজেদের ধন্য বোধ করছি।

ইতি

অরূপ দেবনাথ

মালঞ্চ রোড, গড়িফা

উত্তর ২৪ পরগণা

২০শে জুলাই ২০০৯

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

নারায়ণেষু,

গত শনিবার আপনার 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'র প্রথম পর্বটি ভিপিপি মারফৎ হাতে পাইলাম।

ইতঃপূর্বে আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে'-ও আমি পাঠ করিয়াছি। এক ক্রিয়াযোগীর দৃষ্টিতে পরলোকের সকল স্তরের সেই মনোজ্ঞ বিবরণ সত্যই অনবদ্য।

গ্রন্থটি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল — ইহা কোন নবীন লেখকের রচনা নহে — এক সিদ্ধ যোগীর সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমিও তো স্বয়ং ক্রিয়াযোগ সাধনায় রত আছি। সম্ভবতঃ তাহারই জন্য আমার সাধনদৃষ্টির কষ্টিপাথর আপনার নবীন দেহের অভ্যন্তরে স্থিত সেই প্রবীণ মহাত্মাকে ঠিকই চিনিতে পারিয়াছিল। অতএব যেই মুহূর্তে শুনিতে পাইলাম আপনার দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তৎক্ষণাৎ উহা সংগ্রহের নিমিত্তে আমি মহেশ লাইব্রেরীর সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলাম।

'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' ছিল মরণের ওপারের জগতের অমৃতোপম ছায়াচিত্র। কিন্তু 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' গ্রন্থে পাইলাম মরণের এপারের জগতের জীবন তথা মহাজীবনের প্রতিচ্ছবি। হিমালয়ের গভীরে আপনার অলৌকিক অভিজ্ঞতাসকল আমাদের চক্ষের সম্মুখে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক স্বরূপটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করিয়াছে।

গ্রন্থটি পাঠ করিতে করিতে আপনার লেখনীর সহিত আমার সত্ত্বা যেন সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছিল। চক্ষের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গিয়াছিল পারিপার্শ্বিকের সবকিছু। আপনার গ্রন্থের প্রতিটি ঘটনা এবং তাহার সহিত যুক্ত প্রতিটি চরিত্রের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, আপনার লেখনীর মধ্য দিয়া আমি যেন উহাদের দেখিতে পাইতেছি, শুনিতে পাইতেছি, অনুভব করিতে পারিতেছি। সেইসাথে ঋষিলোক হিমালয়ের দিব্য সৌন্দর্য্যের অনুপম বর্ণনাও মুগ্ধতার আবেশে ভরাইয়া দিয়াছিল আমার মনপ্রাণ। আপনার সুদক্ষ লেখনীর প্রসাদে এই বৃদ্ধ বয়সেও হিমালয় ভ্রমণের আস্বাদ পাইলাম, প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে পারিলাম সেই দিব্যলোকের স্বর্গীয় সুষমা।

তাই আমার উপলব্ধি, হিমালয় ভ্রমণ হয়তো নানাকারণে সকলের

পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে কিন্তু আপনার এই অনবদ্য গ্রন্থ পাঠ করিলে ঘরে বসিয়াই হিমালয় দর্শন ও ভ্রমণের আমেজ অন্তরে অনুভূত হইবে।

—ডঃ পবিত্রানন্দ সরস্বতী
জুড়ানপুর, নদীয়া
২৫/০৯/২০০১

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

Deboloker Amrita Sandhane : A marvellous achievement by an young author

"Deboloker Amrita Sandhane" is a poetic novel by Tarashis Gangopadhyay under the frame of a travelogue based upon the author's quest for the nector of spiritualism in the remote corners of the Himalayas.

The most important characteristic of a good travelogue is to draw a clear picture of the place, the author is travelling and here Tarashis Gangopadhyay has done it so brilliantly with his vivid sketches of the inherent beauty of the Himalayas. To the spiritualists, the Himalayas is the religious abode of the God Himself where the pious seekers of truth undertake pilgrimage to realise divine blessings

of the Lord. Again, to the poets and to the painters — the Himalayas is the synonym for a Heavenly scenic beauty. In Deboloker Amrita Sandhane, the author has blended beautifully both the aspects through his unique portrayal of divine beauty of the Himalayas with its pilgrimages, temples, saints, miracles, divine philosophy and vivid description of the wonderful sceneries of nature as well as of the general livelihood in the lap of nature there seen from the standpoint of a poet cum painter as well as of a narrator who can feel what he sees and can pen down what he feels.

Within this beautiful framework, the author has weaved a romantic story. There also he attracts our attention with his brilliant characterisation. If the saint Premanandaji represents the divine soul of the Himalayas, Jhilik is the lively waterfall who appears, infuses her liveliness around and like the waterfalls goes down to the depths of our heart beyond other's reach. Contrasted to her, we also have Maitreyi – like the clouds very much present in the Himalayan contours, appears as a mute spectator to the things around. The romantic triangle of the author, Jhilik and Maitreyi caters our attention more by the episode of a

mysterious red rose which captivates us until the last line of the novel.

It's not only romanticism, scenic beauty, philosophy of life and characterisation but the travelogue also shines at the religious horizon.The author has sketched so many different temples each having it's own mythical association, it's own miraculous tales – the author has served us all. And he doesn't end there – he goes on to include the geographical and historical facts too. It's amazing to think just how much this young author had to study, how much of reference works he had to do, what an immense amount of hard work went behind this creation of art. And really the author deserves our praise for it.

Along with this, the author has adorned his literary style with epigrammatic brevity and terseness of expression which are based upon his own philosophy of life. His comments on life also moves our heart as universal truth which impresses us with his deep study of the life around.

However, all these features must not give an impression that this young author is devoid of humours. One cannot ignore the humorous parts of the novel. Like the episode of Sanjay

Kumar at Janakichoti who induces the author to take up the profession of horseman for building up his career, the author's mock-heroic impression upon his own singing ability, the occassional flashes of humour by Jhilik herself, and last but not the least, who can forget Rathinda's ludicrous Hindi dialogues which are so much Bengali in form.

The title "Deboloker Amrita Sandhane" also worths the appreciation of the readers. The author has started his journey in search of his quest for the divinity of the Himalayas and finally he ends up with the feeling that the Himalayas is not merely a mountain range but it possesses an admirable divine power which can be felt from every incidents of the novel. The author can also feel the nector of the Himalayas from every aspects of the life there– the beauty of nature, the simplicity of the inhabitants on the lap of nature and also from the numerous miracles that occur there even today.

On the whole, it is a novel in the garb of a travelogue – it is so successful! Generally, we modern men are too impatient to listen to other people's travel accounts. But while going through the pages of this novel, we can see

that this novel is not a dry record or the diary of what happend where – as normally travelogues appear to be. But this is much, much more. And it has a kind of captivating power – it is going to glide smoothly till the very end.

To conclude, I must admit that this novel is really a wonderful piece to read. I think I should describe it as an immensely beautiful diamond necklace where each diamond is as precious and important to bring about the entire effect. While going through the novel I can assess the amount of hard work went behind it and yet the entire novel is so smooth flowing! It gives us a glimpse of the Himalayas, it's beauty, It's philosophy, the life on the lap of this dreamland, the romantic elements, the humour, the history, the myths, the miracles and the smoothly rounded off characters – all rolled into one. Indeed, "here is God's plenty".

– Moushumi Sengupta

[আকাশবাণী কলকাতার
এফ.এম প্রচারতরঙ্গের
অন্যতম জনপ্রিয় সঞ্চালিকা]

২/১/২০০১

✪ **দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে**

ভ্রমণকাহিনী পড়ার অভ্যাস আমার কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। কারণ, আক্ষরিক অর্থে অধিকাংশ ভ্রমণকাহিনীই হয় বড় নীরস — শুধুই পথের বর্ণনা আর রোজকার ডায়েরীর প্রতিলিপি আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে কতখানিই বা আগ্রহ জাগাতে পারে! কিন্তু তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' সম্বন্ধে ব'লতে পারি — It is a rare example of an interesting travelogue। কারণ লেখকের presentation। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রমণের বিবরণই দিয়েছেন একটি রোম্যান্টিক গল্পের আঙ্গিকে। সেইসাথে দিয়েছেন হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের প্রতিটি মন্দিরের ইতিহাস এবং পৌরাণিক তথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যেসব তীর্থের নাম আমরা ভাল ক'রে জানিও না সেসবের backgroundএও যে এত historical এবং mythological কাহিনী লুকিয়ে র'য়েছে তা এই বইটি না পড়লে হয়তো অজানাই থেকে যেত। এককথায় এই বইটি যেন আমাদের চোখে হিমালয়কে নতুন ভাবে তুলে ধরল।

ডঃ অমিতাভ সান্যাল।
নিউ অ্যালবানি। ওহিও -৪৩০৫৪
ইউ.এস.এ।
২০/৭/২০০৪

✪ **দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে**

১৯৫৫ সাল থেকে হিমালয়ের সঙ্গে পরিচয়। প্রথমে দার্জিলিং ও পরে কাশ্মীর দিয়ে সূচনা। পরে প্রায় প্রত্যেক বছরই হিমালয় দর্শনে বেরিয়ে পড়েছি। এছাড়া হিমালয় দর্শন হয়েছে সাহিত্যের ভিতর দিয়েও। শ্রদ্ধেয় শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রী শঙ্কু মহারাজের হিমালয় তীর্থ নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও হিমালয় শৃঙ্গ অভিযান নিয়ে বিভিন্ন লেখার ভিতর দিয়ে।

কয়েক মাস আগে ''দেবলোকের অমৃতসন্ধানে''র প্রথম পর্ব যেদিন হাতে পেলাম সেদিনই রাত্রে ভোজনের পর পড়তে বসলাম। অধ্যয়ন শুরু করতেই নিজের ১৯৯৫ সালের হরিদ্বার, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথের যাত্রা চোখের সামনে জীবন্ত হতে লাগল। অনুভব হতে লাগল গ্রন্থের সমস্ত ঘটনার সময় আমিও যেন সেখানে উপস্থিত। এই উপলব্ধির কারণ লেখক শ্রীমান তারাশিসের অনবদ্য লেখনী। এক মুহূর্তের জন্যও লেখকের কলম মূল কাহিনী ও স্রোত থেকে সরে যায়নি। বিভিন্ন অজানা তথ্য এই চার ধাম ও হিন্দু শাস্ত্রের সম্বন্ধে জানতে পারলাম। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনাও খুবই সময়োপযোগী ও চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থটি পড়তে পড়তে কখন যে রাত্রি পেরিয়ে গেল জানতেও পারলাম না। লেখনী যখন পরম জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তখনই তো রাতেও পাঠকের চোখে ঘুম আসতে পারে না। যেমন World Cup Football বা Cricket এর Final এর রাত্রিতে হ'য়ে থাকে।

মৈত্রেয়ী ও ঝিলিকের চরিত্রও এমন ধর্মের সাহিত্যে কোন সময়ই বেমানান লাগেনি বরং আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে গ্রন্থটিকে। মন বলছে ''দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'' —''মহাপ্রস্থানের পথে'' ও ''অমৃত কুম্ভের সন্ধানের'' মত চিত্রনির্মাতাদের চিত্রনির্মাণে আকৃষ্ট করবে। শ্রীমান তারাশিসকে আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাই। আশা করি, ওর লেখনী বরাবর আমাদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করবে। ঈশ্বরের কাছে ওর সুখ শান্তি ও সম্মানে ভরা দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মনমোহন হরলালকা
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা - ২৬
৫/৬/২০০২

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' এক অনন্যসাধারণ ভ্রমণকাহিনী। জলধর সেন প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল এবং শঙ্কু মহারাজের পর বাংলা সাহিত্যে এমন অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী আর লেখা হয়নি। লেখক যেমন সুললিত এবং প্রাঞ্জল ভাষায় হিমালয়ের রূপমাধুরী, সেখানকার বাসিন্দাদের সহজ সরল জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি এবং সেখানকার তীর্থসমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক অবস্থান এবং পৌরাণিক মাহাত্ম্য উপস্থাপন ক'রেছেন তা অতুলনীয়। সেইসাথে লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধ, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের চমৎকার প্রয়োগ এবং বাস্তবানুগ চরিত্র অংকনও প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষতঃ ঝিলিক চরিত্রটি তো তার উচ্ছ্বাসের আবেগে সকলকে ছাপিয়ে গেছে। তার বাকচাতুর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি ও খুনসুটির মধ্য দিয়ে সে কখন যেন, লেখকের ভাষা অনুযায়ী, আমাদের 'আত্মার আত্মীয়' হ'য়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে চরিত্রায়নের সাফল্যে, কাহিনীর বাঁধুনীতে, ভাবের সুলালিত্যে, ভাষার মাধুর্য্যে, তথ্যের প্রাচুর্য্যে, শব্দের যথাযথ প্রয়োগে, রোম্যান্সের হাল্কা আমেজে এবং আধ্যাত্মিকতার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য্যে এই রসসিক্ত ভ্রমণ কাহিনীর জুড়ি মেলা ভার। এমন একটি উপভোগ্য সৃষ্টি আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য লেখককে অজস্র ধন্যবাদ।

ঋতুপর্ণা সান্যাল।
সাহেব কাছারীপাড়া
বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।
৭/১১/২০০২

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা — 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' (প্রথম পর্ব) পড়ে খুব ভাল লেগেছে। লেখাটির একটা নিজস্ব গতি আছে এবং বর্ণনাও খুব সুন্দর। young generation-এর এই লেখকের লেখার মাঝে মাঝে যে নিজস্ব অনুভূতি ও মন্তব্য আছে সেটা আমাকে আমার ধর্মীয় সত্বাকে জাগাতে খুবই সাহায্য করেছে। আমার মনের অনেক প্রশ্নের উত্তর এর মাধ্যমে পেয়েছি।

হরিদাস চক্রবর্ত্তী
শক্তিগড় রোড,
পোঃ- শিলিগুড়ি বাজার,
জলপাইগুড়ি - ৭৩৪৪০৫
১৫/১০/২০০০

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

তরুণ লেখক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র 'যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ পর্ব' এককথায় অনবদ্য। ভ্রমণকাহিনীর সাথে সাথে গল্পকারের চরিত্র রূপায়নের বাস্তব সমন্বয় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের পরিশীলিত ও গভীর মননশীলতার পরিচয় দেয়। ভারতের অতি প্রাচীন হিমালয়সংলগ্ন তীর্থপথ, রূপরম্য প্রকৃতির নির্ভুল বর্ণনা, চলার পথে অসংখ্য চরিত্র যেন মনে করিয়ে দেয় সেই শাশ্বত সত্যটিকে — প্রবাহমান নদীর মত জীবনধারাটি কত পথ অতিক্রম ক'রে কত বাধা লঙঘন করে এক মহাতীর্থের সন্ধানে ছুটে চলেছে যেখানে আছে তার পরম প্রাপ্তি, তার চলার পথের শেষ অমৃত সাগর। ঝিলিক, প্রেমানন্দজী, মৈত্রেয়ী, সোমশুভ্র, নীলাদি লেখকের কলমের যাদুকাঠির ছোঁয়ায় জীবন্ত। আমাদের চারপাশের অতি চেনা জগতের মধ্য থেকেই

উঠে এসেছে ওরা লেখকের ভ্রমণসাহিত্যের বর্ণনাময় আঙিনায়।

মালবিকা ঘোষদস্তিদার
প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড
লেক গার্ডেন্স
কলকাতা - ৪৫
১০/২/২০০৪

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

হিমালয়ে তো অনেকেই গেছেন কিন্তু হিমালয়ের মুল স্বরূপ জানতে পেরেছেন কয়জন? হিমালয়ের বাইরের সৌন্দর্য্য দেখে তো অনেকেই মোহিত হ'য়েছেন কিন্তু তার অন্তরঙ্গের দিব্য সৌন্দর্য্যের মাঝে সমাহিত হয়ে যেতে পেরেছেন কয়জন? যাঁরা পেরেছেন লেখক তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

তাইতো উপন্যাসের আঙ্গিকে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক মাধূর্য্যকে এত সুচারুভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। ফলে সকল বয়সের পাঠক-পাঠিকার কাছেই গ্রন্থটি সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। দেবলোক হিমালয়ের কোল থেকে যে অমৃতবারি লেখক অঞ্জলি ভ'রে তুলে এনে এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন তা বাংলার অধ্যাত্মসাহিত্যের এক চিরন্তন সম্পদ হ'য়ে রইল।

— কাদম্বরী গুহঠাকুরতা
বোসপুকুর রোড
কলকাতা - ৪২
১০/৮/২০০৪

✪ **শ্যামের মোহন বাঁশী সম্বন্ধে**

অশেষ প্রাণাধিক প্রিয় তারাশিস,

এই মাত্র ৬টা-৫০ মিনিটে (সন্ধ্যা) তোমার অনুপম মহাসৃষ্টি "শ্যামের মোহন বাঁশি" পড়া শেষ করলাম। বেলা তিনটের সময় শুরু করেছিলাম। একটানা পড়ে গেলাম অনন্ত আনন্দ নিয়ে। আমার মত ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ "ঘুমকে ঘুম পাড়িয়ে" একভাবে পড়ে যেতে কোথাও ক্লান্তি লাগেনি। পড়তে পড়তে উপলব্ধি হল অধ্যাত্মদর্শন ও সৃষ্টিতত্ত্বের পরম গভীরে পৌঁছে গেছ তুমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদিক দিয়ে এটাই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ। আর মানুষকে যুগ যুগান্ত ধরে নিয়ে যাবে পরমব্রহ্ম গোপাল সোনার সাথে চির একাত্ম করতে। জগতে মরদেহ ধারন করেও তুমি অমর হয়ে থাকবে চিরতরে যুগ যুগান্ত ধরে কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় মন্দিরে।

ইতি
চির আশীর্বাদক
বাবা

১/৮/১০

✪ **The first reviews of the books of Tarashis Gangopadhyay from the author's page in Facebook**— "**Tarashis Gangopadhyay, a great spiritual author of 21st century**", **(created by tarashisfans@gmail.com)**

Mahasindhur Opar Theke : A beautiful flower unfolding to the warmth of a higher light.....it is a very hard-to-put-down book.....this is a comprehensive guide to living life as it was meant to be lived. I highly recommend it to anyone who has the desire to search

for "the answers to life" . "Mahasindhur Opar Theke" is a warm and smoothly flowing book, which delivers its vast wisdom painlessly.....this book will delight anyone who has questions about the metaphysical world. The answers are here! Enjoy the book and have Joy in knowing you ARE more than your Physical body!

Deboloker Amritosandhane (in 4 volumes): Who doesn't love Himalayas? Reading a travelogue on the exotic locales of Himalayas is only the second best to being there. Tarashis Gangopadhyay is an experienced traveler and writer. He has many strengths as a writer – he is an erudite and witty prose stylist. His plotting is deft and rich. Each chapter recounts not only the sights from the perspective of a tourist, but also a leg in his spiritual journey. The mental pictures are vivid and clear– you see the sights, you feel the paths under your feet, you hear the sounds and the voices. It's a perfect gift for anyone with a sense of adventure or desiring a deeper walk with God. His writing style is very fluid and well-balanced between his description of each location and his spiritual awakening at each location. Engaging characters, fine local color, fascinating writing along with his own spiritual experiences have made "Deboloker Amritasandhane" a winner. This is a kind of irresistible read that you

keep plowing until you've turned the last page.

Otindriyo Jagater Aahban : Otindriyo Jagater Aahban" is an extremely researched and eloquently reasoned investigation, which radiates the author's intelligence and scholarship. He searches with an open mind with science, psychology, religious views and extraordinary experiences of ordinary people and comes up with this masterpiece that is long overdue in our spiritual culture. I am sure, this book will prove to be of great value to a large number of readers and aid them in their search for spiritual answers.

Brindabaney aajo ghotey aghatan : Brindabaney aajo ghotey aghatan" is a wonderful and uplifting book that will bring tears of happiness to your eyes and goosebumps to your arms. I highly recommend this book to everyone.....

Gyanganjer Amritolokey : This book will enlighten and touch you, challenge and surprise you. You will want to give it to all of your friends. The author takes the reader on a breathtaking journey to God, who has been whispering from within every step of the way.....

Kashidhamey Ajo Ghotey Aghoton : This is another brilliant creation by our talented author.

He has portrayed Kashi in all its forms and illustrated the spiritual significance of this place. Everyone should read this book to know that miracles still happen in this place and how a materialistic person totally transforms into a divine soul by his Guru's grace ....

Khonik Khonje Chironton : I am long familiar with this talented author's writings and "Khonik Khonje Chironton" is no exception from his other powerful creations. This book goes deeper than most novels into spiritual issues, yet it has a lyrical feel to it, which comes straight from his heart. This is one of his best novels and I would recommend it to everyone. This book also has a lot of historical information about the temples of Madhyapradesh and can definitely be considered as a tour guide to Madhyapradesh.....

Shyamer Mohon Banshi : To my mind, reading this book is one of the most beautiful experiences that I have ever had in my life. The author has shared his own experiences with Gopalsona, who has been guiding him in times of sorrow and troubles. Among the earliest Indian legends, we find accounts of occasional appearances of deities at critical points in human affairs; but here we get to know how God in the

form of Gopalsona guides his true disciple in every path of life. One should read the book to realize that the light of God is always shining.

Reviewed by Saswati Das
(dsaswati00@gmail.com)

Another notable review from Facebook

Brindaboney Ajo Ghotey Aghoton simply proves that intense spiritual experience can change the life of even the most unlikely person.....**Gyanganjer Amritolokey** is an excellent book with vivid description of the Himalayas and what spiritual work goes on inside the Himalayas away from the knowledge of the day to day life of ordinary people on earth....**Kashidhamey Ajo Ghotey Aghoton** is an excellent book containing the spiritual experience of the author while he was in Benaras.

Reviewed by Indrani Dey
(indranidey@rbi.org.in)

✪ **শ্যামের মোহন বাঁশী সম্বন্ধে**

Respected Sir,

At the outset I bestow my heartfelt homage to you for your fine and spritually blended books you have written for us. I have read almost all of

your books and the present book I am now glued to is SHYAMER MOHON BANSHI. The book not only greets us with the various lilas of Balak Gopal but also takes us to a world of Anabil Ananda and unending happiness.

I wish that you will continue writing such books for the avid reader like us. May God instil in you more powerful inspiration to carry on such mission.

I do not have that powerful language by which I can give vent to my feelings. But my only hankering is how to develop myself by which I can reach the feet of LORD GOVINDA. Please acknowledge my humble letter.

Yours Faithfully,
Ashis Kumar Bhowmick
Assistant Manager
Reserve Bank Of India
Kol-700001

22.02.2011

✪ **বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে**

মান্যবরেষু দাদামণি,

আপনার 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' পড়ে প্রথম আপনার ভক্ত হয়েছিলাম। তারপরই একে একে আপনার সব বই পড়ি। পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। কি অসাধারণ বলিষ্ঠ লেখা আপনার। সেইসাথে রয়েছে এক অপার্থিব গভীরতা। আসলে আপনার অবস্থিতি যে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক উচ্চস্তরে। তাইতো আমার মা আমায় আপনার থেকেই দীক্ষা নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আপনি অবশ্য সহজে দীক্ষা দেননি আমায় — বছর তিনেক অপেক্ষা করিয়েছিলেন। তবে আপনার দেখানো পথে চলে সত্যিই আমি উপকৃত হয়েছি। সেইসময়ে আমি জীবনের যে যন্ত্রণাময় অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তাতে আপনার পথনির্দেশ ও মন আমায় বিরাটভাবে ভরসা যুগিয়েছে।

আমার তো মনে হয়, আপনি সমস্ত জগতের কাছেই আলোকবর্তিকাস্বরূপ। আপনার লেখনীর মধ্য দিয়েই আপনি আমাদের দিচ্ছেন পথের দিশা, দেখাচ্ছেন অন্ধকারে আবৃত জগৎকে আলোর রেখা।

আসলে স্বয়ং গোপালসোনার লীলা পরিকর তো আপনি। তাই আপনাকে মাধ্যম করেই তিনি আমাদের মত অন্ধের যষ্ঠি হয়ে আবার আবির্ভূত হয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস।

অন্ততঃ আপনার 'শ্যামের মোহন বাঁশী', 'কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন', 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' বইগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নেবে।

ইতি
আপনার স্নেহধন্যা
শর্মিলা রায় চ্যাটার্জী
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর
পিন-৭৩৩১০১
১৮/১২/২০১০

✪ শ্যামের মোহন বাঁশী সম্বন্ধে

শ্রীচরণেষু দাদা,

তোমার 'শ্যামের মোহন বাঁশী' সত্যিই মোহিত করা মোহন বাঁশী। তোমার লেখা এই বইটিতে সুন্দর লেখনীর মাধ্যমে যে অমৃতস্বরূপ ভগবৎ প্রেমের মাধুর্য্য ব্যক্ত করেছ তা যেকোন জাগ্রত চেতনার ব্যক্তিকে গোপালসোনার প্রতি আকৃষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। তাইতো ভাই গোপাল তোমার মত দাদাকে

লেখনীস্বরূপ কাজে লাগাচ্ছেন।

ইতি
তোমার এক ভাই
অশোক মজুমদার
রাণীবাড়ি
পোঃ - নিশিগঞ্জ, থানা - মাথাভাঙ্গা
কোচবিহার - ৭৩৬১২৭
১৬/১১/১০

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সম্বন্ধে

শ্রীশ্রী মহাসিদ্ধযোগী মহাতাপস
তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সমীপেষু,

প্রথমেই জানাই মহাতাপসের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' অলৌকিক বইটি সবে হাতে এসেছে। বিস্ময়ে, আনন্দে, পুলকে, শিহরণে, (দ্ধশ্বাসে বইটি শেষ করলাম। সত্যিই এরকম ঘটনাও ঘটে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। ইহলোকে যা কর্ম করা যায় পরলোকে তার যে বিচার হয় আর ঈশ্বরের দরবারেও যে আইনের শাসন আছে (একেবারে ইহলোকের মত) তা এই বইটি পড়েই সর্বপ্রথম জানতে পারলাম। এমন একটি বই-এর খোঁজ বহুদিন ধ'রে ক'রছিলাম যাতে পরলোক সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা যায়।

ইতি বিনীত
আর. নন্দী
৫৮, পঞ্চানন দে রোড,
পশ্চিম রাজাপুর, কলি - ৩২
৪/২/২০০৪

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

সমীপেষু,

'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' (তিনটি খণ্ড) পড়ে ফেললাম এক নিঃশ্বাসে। পরে আবারও পড়ব। এর আগে পড়েছি "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" একাধিকবার। শংকু মহারাজের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' পড়ার পর থেকেই আমি হিমালয়ের প্রেমে পড়ে যাই। অবশ্য সেগুলো ছিল উপন্যাস রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী। তারপর পড়লাম উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কিছু অসাধারণ লেখা। কিন্তু "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" এককথায় আধ্যাত্মিক রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী। এতদিন আমাদের চোখে হিমালয় দেবতাত্মা হ'লেও ছিল জড়। আর এখন মনে হচ্ছে হিমালয় নিজেই স্বয়ং ঈশ্বরের সত্ত্বা। লেখকের ঐশী অভিজ্ঞতার বিবরণই এর কারণ। কেদারবদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী আমার ঘোরা। তবে সে শুধুই বুড়ী ছোঁয়া। তার পর সেই ন্তুপ্সঃস্তুত্তুন্তুব্ধন্দ্বস্তু ব্ধপ্সত্তুজ্ঞএ সময় ছিল ক্ত্রব্ধনপ্সঃ করা। তাই দেবলোকের অমৃতসন্ধানে পড়ে মন উধাও হ'য়ে গেছে দেবতাত্মা হিমালয়ের কাছে, অমৃতের রসাস্বাদন করার জন্য। শুধু আমারই নয়, আমার ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মারও যার দু'চোখ গ্লুকোমায় আক্রান্ত। তার মধ্যে এক চোখের জ্ঞন্দ্বব্ধন্দ্র খারাপ। দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা হেতু ভাল পড়তে পারেন না। তবু প্রায় ২/৩ দিনে 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' শেষ করেছেন। এই গ্রন্থে কালিন্দীখালের যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'য়ে আপনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন সেতো সম্পূর্ণ ভগবানের আশীর্বাদ। আসলে আপনি হিমালয়ে এসেছিলেন অলৌকিক অধ্যাত্মলীলার সন্ধানে। সেজন্যই বোধহয় আপনার অভিজ্ঞতা এত ভয়ংকর। প্রকৃতির সাংঘাতিক রুদ্ররোষের মধ্যে পড়তে হয়েছে আপনাকে। 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' সত্যিই আমাদের অমৃতের স্বাদ দিয়েছে। তাইতো আমার অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে লেখক সম্বন্ধে একটি বিশেষণ "যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ"। মায়েরও সেই মত।

সবশেষে জানাই লেখনীকুশলতার কথা। লেখক বিশ্লেষণধর্মী রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেমিক, আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন তো বটেই। বাড়তি হ'চ্ছে লেখার মাঝে হ্মব্রুঞ্জন্তব্ধ-এর ব্যবহার যা রসিক চূড়ামণি দাদাঠাকুরকে মনে করায়। 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' প'ড়ে এবার গরমের ছুটিতে মাকে নিয়ে একাই কেদারবদ্রী ঘুরে এলাম। খুব ভাল দর্শন হ'য়েছে। হরিদ্বারে স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীর সাথে দেখা হয়েছিল। ওখানে ছিলাম। আপনার লেখনীর এবং আপনার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের খুব প্রশংসা করলেন। আমার গুরুদেব এবং লাহিড়ীবাবার কাছে প্রার্থনা জানাই — আপনার লেখনী অক্ষয় হোক।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

সুমিতা ভৌমিক

৮৪/৫বি, রাজা রামমোহন রায় রোড।

মাতৃভিলা। কলকাতা - ৮।

২৬/৮/২০০৬

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

লেখক সমীপেষু,

'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র সবকটি পর্বই পড়লাম। পড়তে পড়তে মন উদাস বাউলরূপী আত্মচেতনার ভেলায় চড়ে ঋতচিৎ আনন্দের গুহ্য দুয়ারে বারংবার আঘাত করছে। আমার এই মানসভ্রমণ তথা অধ্যাত্মপথের প্রথম আরোহণ হয়েছিল শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্দ্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'-র মাধ্যমে। তারপর একে একে বহু বই এই অধম পাঠক পড়েছে। কিন্তু 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র তিনটি পর্ব পড়ার পর থেকে হিমালয়ের ডাক যেন আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে। আপনার এই বইগুলির মাধ্যমে আশা জেগেছে হয়তো আমার মত অধমেরাও সেই মহান তাপসদের স্নেহাশীষের উষ্ণ স্পর্শ পেলেও পেতে পারে। আসলে আপনার লেখা চরিত্রগুলির মধ্যে আমি বাস্তবতার তথা মাটির ছোঁয়া পেয়েছি — ঝিলিকের এই প্রাণবন্ত রূপ ও মৈত্রেয়ীর স্নিগ্ধ স্বর্গীয় প্রেমের অপূর্ব মেলবন্ধন, হিমাদ্রিবাবুর এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ পিতা থেকে নিরাকার ব্রহ্ম নাকি সাকার ঈশ্বরের অপূর্ব জ্যোতিদর্শন, বালগোপালের ভক্তিরসে আপ্লুত ভক্তকে লীলার সঙ্গী করা

যে অনবদ্য।

ভাই, আপনাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবো? সাধকের? লেখকের? নাকি তারও উর্দ্ধে কোন যোগীর? শ্রী অরবিন্দের ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা আপনার লেখনীর মধ্যে, চিন্তা চেতনায় ঝংকার তুলছে।

ইতি

তাপস বোস

২৯, এন. এস. রোড, কলিকাতা - ১

২০/৪/২০০৬

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

তারাশিস বাবু,

আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব? পূণ্যাত্মা? ঈশ্বরের প্রতিনিধি? সঠিক পথের দিশারী? কারণ, ঋষিকেশ, উত্তরকাশী এবং যমুনোত্রীতে যাবার পথে নাগাবাবার দর্শন, নীল ঘাঘরা পরিহিতা যমুনাজীর দর্শন পূণ্যাত্মা ছাড়া হয় না। ঈশ্বরের প্রতিনিধি তো বটেই কারণ আপনার লেখনী শক্তি। যে কেউই "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" পড়লে ঈশ্বর দর্শন না করলেও চারধামের মানসভ্রমণ ক'রে ফেলবে এবং মনে অপার শান্তি লাভ করবে। আপনার বই-এর প্রতিটি জায়গার বর্ণনা খুবই জীবন্ত। ভ্রমণে না গেলেও মানস দর্শন হ'য়ে যায়।

নমষ্কারান্তে

অনুপ দত্ত

'মোহন কুটির' চিন্‌সুরা। হুগলী - ৭১২১০১

৬/৯/২০০৬

✪ গ্রন্থ সমালোচনা মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সম্বন্ধে :

ভারতীয় যোগসাধনার নানাবিধ পন্থার মধ্যে ক্রিয়াযোগ অন্যতম। এই ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে যোগী স্থুলদেহ সাময়িকভাবে ত্যাগ করে দেহাতীতে যেতে পারেন।

এমনই এক সিদ্ধ ক্রিয়াযোগীর ঊর্দ্ধ লোকে গমন এবং দর্শনের অভিজ্ঞতাই লেখক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে'-এর মূল উপাদান। কাহিনীর প্রধান চরিত্র নিশীথ লেখকের বাল্যবন্ধু। ভ্রমণ ও তৎসহ পুজো সংখ্যার লেখা শেষ করার উদ্দেশ্যে লেখকের মাইথন বেড়াতে আসা। এই মাইথনেই বাড়ি নিশীথের। নিশীথ রাতে নিশীথ খরস্রোতা দামোদরের তীরে বোল্ডারের উপর বসে ক্রি(য়াযোগের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে থাকে— কেমনভাবে বিহারের কোয়ার্টারের একটি ঘরে পুজোর আসনের ওপর, নিজের স্থুলদেহকে রেখে নিশীথ রওনা হয় ঊর্দ্ধ সপ্তলোকে, অতিক্রম করতে থাকে একটার পর একটা স্তর। লেখকের কলমের মুন্সিয়ানায় প্রস্ফুটিত হয়েছে এক-একটি লোকের চিত্র। এই বিচিত্র সফরেই গুরুদেব স্বামী মুক্তানন্দের দর্শন লাভ করে নিশীথ। দর্শন ও বাক্যালাপ হয় আরও কত সাধু মহাত্মার সঙ্গে — পরলোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অর্জন করে এক অভূতপূর্ব অনবদ্য অভিজ্ঞতা — যার আকর্ষণীয় বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়।

কিন্তু নিয়মানুসারে ক্রিয়াযোগীর স্থুল শরীর কেউ স্পর্শ করার আগেই তাকে প্রবেশ করতে হবে সেই শরীরে। নতুবা, অন্য যে কারও স্পর্শে মৃত্যু ঘটবে ক্রিয়াযোগীর স্থুলদেহের। ভুঃ এবং ভুবঃলোকের মধ্যে অতৃপ্ত হয়ে সূক্ষ্মদেহে এক কল্পকাল ঘুরে বেড়াতে হবে সেক্ষেত্রে ক্রিয়াযোগীকে। পূণ্য অর্জন করে দেবত্বে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত এ যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি নেই।

ঝুঁকি নিয়েছিল নিশীথও। তাই ভোর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুরুদেব তাঁকে বারবার সতর্ক করেছিলেন — এবার ফিরে যাও নিজের স্থুলদেহে। কেননা, তোমার বাড়ির লোকেরা জেগে উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত কি নিশীথ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছিল তার দেহে? রুদ্ধ শ্বাসে পড়ে ফেলার মত বইটির

অন্তিম পরিচ্ছেদে এই রহস্যেরই উত্তর পাঠকের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে । লেখক নিজেও একজন ক্রিয়াযোগী । অতএব, বিষয়ের ' ট্রিটমেন্ট '-এ তাঁর পারদর্শিতা নিঃসন্দেহে এ কাহিনীকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে । এককথায়, পরলোকতত্ত্বের ওপর এমন সহজ, গল্পের মত করে লেখা বই বিশেষ নেই । সুতরাং অবশ্যই সংরক্ষণযোগ্য ।

অতনু মজুমদার
সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকা
১১ই জুলাই, ১৯৯৮

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সম্বন্ধে

কল্যাণবরেষু

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,

পরলোকের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আমার কৈশোর থেকেই যখন আমি সুদূর হরিদ্বারের ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ছাত্র ছিলাম।

আমাদের আশ্রমে "পরলোক" নামে একটি পত্রিকা আসত, অবশ্য হিন্দীতে । সম্পাদক ছিলেন পরলোক বিশেষজ্ঞ শ্রী বি. ডি. ঋষি। তারপর 'Life Beyond Death'', শ্রী মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "জন্মান্তর রহস্য" ও যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "পরলোকের কথা"।

এই বইগুলিতে এইটুকু জানতে পারি যে এই পঞ্চ ভৌতিক দেহের অবসানের পরে অশরীরী আত্মাদের কার্য্যকলাপ এই মরলোকেও দেখা যায় । কিন্তু স্থুল চোখে সবসময় নজরে পড়ে না।

কিন্তু স্যার, এতে আমার ঠিক ক্ষিদেটা মেটেনি ।

তবে আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' বই পড়ে বেশ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি।

আপনার বইটি সত্যিই অনবদ্য । ভাষা, ভাব ও বর্ণনাশৈলী খুবই প্রভাবশালী।

আপনার মত তরুণ লেখক যে এই রহস্যময় বিষয়ে লেখনী ধরেছেন তাতে

আশা করি আরো অজানার কথা সমাজ জানতে পারবে । আপনি আমার হৃদয়-নিঃসৃত অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

— ভবদীয়
অরবিন্দনাথ ঘোষাল শাস্ত্রী
১/১৫ মিঠাগড় রোড, ও. এন. জি. সি অফিসারস্ ফ্ল্যাট
মুলুন্দ (ইস্ট) । মুম্বাই - ৮১
১৫/৯/১৯৯৮

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সম্বন্ধে

পরম শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

তরুণ সাহিত্যিক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" বইটি পড়ে মুগ্ধ হলাম । দেহ ও আত্মা যে আলাদা সেটা পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীতারাশিস । তারাশিস সুলেখক, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলময় সন্দেহ নেই । তারাশিসের সাধকের ঘরে জন্ম । পিতা সাধক শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা সাধিকা শ্রীমতি মীরা গঙ্গোপাধ্যায় । জন্মের পর থেকেই যে সাধক গোষ্ঠীর মধ্যে ও সাধু সমাবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে সেও আজ সাধকের মধ্যেই ধরে নিতে পারি । তরুণ সাহিত্যিকের আয়ু, স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি । তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি শুভেচ্ছা । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চাই —

'তোমার সৌন্দর্য্য হোক হে মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো ।'

— শ্রীমতি হাসি রায়চৌধুরী
১৮৭, ব্রেন্টউড রোড, র‍্যামফোর্ড, এসেক্স, U. K.
২/৩/৯৯

✪ **দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে**

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সমীপেষু,

শ্রদ্ধেয় লেখক,

আপনি আমার নমস্কার নেবেন। আপনাকে চিঠি লেখার কারণ আপনার লেখা "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" বইটা পড়ে মুগ্ধ হলাম। মনে হচ্ছে নিজেই যেন স্বচক্ষে গিয়ে সবকিছু দেখে এসেছি। আপনার এই বইটি অনেকদিন মনে থাকবে। আশা করি, এই ধরণের রোমাঞ্চ কর ভ্রমণ কাহিনী ভবিষ্যতে আমাদের আরো উপহার দেবেন।

নমস্কারান্তে
বন্দনা সাহা
বি ১৩/১৫৭ কল্যাণী, নদীয়া
২৩/২/২০০৫

✪ **মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ও দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে**

স্নেহের তারাশিস,

তোমার বইতে দেয়া Date of birth থেকে জানতে পারলাম তুমি আমার ছেলের চেয়ে এক বছরের ছোট। তাই 'তুমি' সম্বোধন করছি।

তোমার লেখা 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' ও 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' পড়ে আমি মুগ্ধ। বই পড়া আমার নেশা। শ্রী প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনেক বই পড়েছি। ভাল লেগেছে খুবই। তবে তোমার লেখা পড়ে ভিন্ন স্বাদ পেলাম। 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' বইখানা তো এত ভাল লেগেছে — তিনবার পড়লাম।

'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' পড়েও কী যে ভাল লাগলো তোমার মত ভাষাবিদ লেখককে লিখে বোঝাবার ভাষা আমার নাই। মৌনী গিরিরাজের দৈবী মাহাত্ম্য, প্রকৃতিসুন্দরের অপূর্ব রূপ বর্ণনা কী চমৎকার ভাষায় করেছো! বারবার পড়েছি কোনো কোনো Paragraph, সংলাপগুলোও ভারী সুন্দর।

সত্যিই তোমার রসবোধ প্রশংসনীয়।

আরও একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে। তোমার বই-এর পিছনে দেয়া সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখলাম তুমি বরাবরই ইংরেজীর ছাত্র। তবে বাংলাভাষার উপর এতটা দখল কি করে সম্ভব হল ? ঐশীকৃপা তো নিশ্চয়ই আছে তবু . . . ?

তোমার মায়ের বয়সী হব আমি। তাই তোমাকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে শেষ করছি।

— ইতি
মণিকা কুণ্ডু
২৩, ইষ্ট পয়েন্ট, কলিকাতা-৭৮
২৩/৪/২০০৫

✪ **মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ও দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে**

মাননীয় তারাশিসবাবু,

হঠাৎ একদিন সাপ্তাহিক বর্তমানের পাতায় আপনার লেখা দুটি বইয়ের বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো। নিজে এই বিশেষ প্রসঙ্গে উৎসাহী হবার জন্য পরদিনই নিম্নলিখিত বইগুলি সংগ্রহ করলাম —

১। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে

২। দেবলোকের অমৃতসন্ধানে (যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ পর্ব)

প্রথম বইখানি বিষয়বস্তুর দিক থেকে অভিনব এবং তাই খুবই ভাল লেগেছে। তবে দ্বিতীয় বইটি পড়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। এমন সুন্দর লেখা ইদানীং খুব কমই নজরে পড়ে। সব চেয়ে বড় কথা এর কাহিনী ও চরিত্র সব সময় হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পরেরটুকু পড়ার জন্য মনটা উদগ্রীব হয়ে থাকে। অবসর সময়ে যেন মনটাকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই উতলা মন নিয়ে দ্বিতীয় পর্ব কবে প্রকাশ হবে তা জানার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তারপর বিজ্ঞাপন মারফৎ জেনে দ্বিতীয় পর্বটি (বাসুকীতাল-কালিন্দীখাল-বদ্রীনাথ পর্ব)

সংগ্রহ করলাম । এটিও খুবই ভাল লাগল । এমন লেখার স্টাইল, ভাষার বয়ন প্রশংসা না করে পারা যায় না । মনটাকে নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট করে রাখে । বিভিন্ন চরিত্র ও পথের বর্ণনা অনবদ্য । এই গ্রন্থের আরেকটি পর্ব প্রকাশ হবে । যদি সত্বর ওই খণ্ডটি প্রকাশ হয় তবে বিশেষ ভাল লাগবে।

শ্রীভগবানের নিকট আপনার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি আর কামনা করি যেন আপনার অন্যান্য প্রকাশিতব্য বইগুলিও তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয় ।

ধন্যবাদান্তে - ভবদীয়
শ্রী চন্দন কুমার ঠাকুরতা
এল্/ডি২, পূর্ব বড়িষা সরকারী আবাসন
ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৬৩
১৫/৫/২০০৫

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ও দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়
সমীপেষু,

গত ২০০৬ বইমেলা হইতে আপনার 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'র প্রথম দুটি পর্ব হাতে পাইলাম । ইহার পূর্বে আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' বইটি পড়িয়া আমার চিন্তার জগতের সমস্তটাই ওলটপালট হইয়া গিয়াছে । এত ভাল লাগিয়াছে যে তাহার কোন সীমা নাই। আমি ঘোরতর ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং আমার চলার পথে এই গ্রন্থটি পথ প্রদর্শক বলিতে পারেন । আপনার লেখনী বিন্যাস আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে । আর 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র দুটি পর্ব পাঠ করিয়া যে অমৃতের সন্ধান আমি পাইয়াছি তাহা ঠিক লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নহে । এই গ্রন্থখানি আমাকে আরো ঘোরতর ঈশ্বরবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে । আমার মনেও আপনার মত অনেক কৌতুহল জমা আছে । অবশ্য আপনি একজন সাধক মানুষ আর আমরা তো সাধারণ মানুষ । তবে আপনার এই বইটি পড়িয়া নতুনভাবে হিমালয়কে ভালবাসিতে

শিখিলাম ।

কল্পনা ব্যানার্জী
৩৬/৫ ওংকারমল জেঠিয়া রোড
হাওড়া - ৩
৮/৪/২০০৬

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সমীপেষু,
ভাই তারাশিস,

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে গিয়ে তুমি যে দিব্য অনুভূতি পেলে তা তোমার কলমপ্রতিভায় পাঠকদেরও মন স্পর্শ করেছে । অভাবনীয়ভাবে ঘটে যাওয়া ঐ সব কিছু কি নির্দেশ করছে তা তুমি নিশ্চয়ই অবগত । নাগা সাধুদের কথাগুলির মধ্যেই তোমার ভবিষ্যৎ কর্মপ্রবাহ লুকিয়ে রয়েছে । তোমার অধ্যাত্মজীবনপথ সুপ্রশস্ত ।

ইতি
পার্থপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬২, বাঙ্গুর এভিনিউ
ব্লক - এ, কলকাতা - ৫৫
৫/১০/২০০৬

✪ অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান সম্বন্ধে

শ্রদ্ধেয় লেখক
শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সমীপেষু,

আপনার লেখা "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" বইটি হাতে পাবার পর থেকে যখনই সময় পেয়েছি খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছি ।

আমার hobby হল আধ্যাত্মিক বই পড়া এবং ভক্তিমূলক গান শোনা । এতে আমি বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করি । আমি স্বামী অভেদানন্দ

মহারাজের "মরণের পরে" এবং স্বামী মুক্তানন্দের লেখা "চিৎশক্তি বিলাস" পড়েছি । কিন্তু আপনার বইটি পড়ে যতটা সহজে অনুভব করতে পেরেছি এবং ভুবঃলোকের ওপারে ঊর্দ্ধলোকের সুন্দর বিবরণ পড়ে যতটা বিস্মিত হয়েছি তা আগে কখনও হইনি ।

আরাধনা চ্যাটার্জী
পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান্ট পোস্ট অফিস)
দুর্গাপুর - ১০, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ২১০
১১/২/০৭

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ও অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান সম্বন্ধে

শ্রদ্ধেয় তারাশিসবাবু,

আপনার রচিত "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" ও "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । একটা সত্যের সন্ধান পাইলাম । এই রাস্তাটি অনেক দিন ধরিয়া খুঁজছিলুম — আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ ।

নমস্কার লইবেন ।

ইতি
সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
পাতালঘাট আশ্রম, নবদ্বীপ, নদীয়া

২৮/৩/০৭

✪ গ্রন্থ সমালোচনা অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান সম্বন্ধে

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাত্মবাদ নিয়ে চর্চা করেন । তাঁর পিতা একজন সাধক । শৈশব থেকেই তারাশিস সাধু-সন্ন্যাসী সঙ্গ পছন্দ করতেন । অধ্যাত্মবাদ নিয়ে লেখা তাঁর একাধিক বই আছে । সম্প্রতি 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' বইটিতে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অতীন্দ্রিয় কাহিনী তুলে ধরেছেন। যেমন নিজের দিদিমার মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানের টানে বারবার পৃথিবীতে

ফিরে আসার কাহিনীও তিনি জানিয়েছেন । এ গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি কাহিনীই পাঠককে ভাবাবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি
সাপ্তাহিক বর্তমান
১৪ এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যা

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

প্রিয় লেখক

শ্রদ্ধেয় তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু,

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন । আপনার দেবতুল্য পিতামাতাকে আমার প্রণাম জানাইবেন । আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছি আপনি প্রণম্য । তাই বয়সে ছোট হইলেও এইটুকু না জানাইয়া পারিতেছি না।

আপনাকে ধন্যবাদ । আপনার "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে"-র তিনটি খণ্ডই আমি পড়িয়াছি। হিমালয় ভ্রমণের ও উপরি পাওনা হিসাবে সাধুসঙ্গ লাভের এমন বিচিত্র ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা আপনার বইগুলিকে ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে । ভাষার ব্যঞ্জনা অবর্ণনীয় সুন্দর । যতই পড়িতেছিলাম ততই আপনার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং মনে হইতেছিল একবার অন্ততঃ আপনাকে দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করি ।

আপনার কুশল কামনা করি । সেইসঙ্গে আশা করি ঈশ্বর চেতনাময় সকল পাঠিকা পাঠক এই স্বাদ গ্রহণ করুক ।

বিনীত
শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়
'মনোজ স্মৃতি'
২৪ লাইব্রেরী রোড, চুঁচুড়া
জেলা - হুগলী
২৬/৫/০৭

✪ অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান সম্বন্ধে

প্রকাশক সমীপেষু,

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' পড়ে এত ভালো লাগলো যে বলে বোঝাতে পারবো না । আমাদের মৃত্যুর পরের অভিজ্ঞতা এবং মৃত্যুর পরের অবস্থান সম্বন্ধে জানতে পেরে আগে থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম । তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটি বই পড়ার পর মনে হয় বইটা এতো তাড়াতাড়ি শেষ হোল কেন । এই বই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না । এমন বই পড়তে পারলেও জীবন সার্থক হয় । ভবিষ্যতে এই লেখকের কাছ থেকে এত ভালো ভালো বই আরো পাব আশা করি ।

— ইতি

বরুণা রায়চৌধুরী

২০৭/সি নারায়ণ দর্শন

ওয়ালধানি, অম্বরনাথ রোড

কল্যাণ - ৪২১৩০৪

২০/৬/০৭

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে ও অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান সম্বন্ধে

শ্রদ্ধেয়

শ্রীতারাশিসবাবু,

আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে', 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' (তিন খণ্ড) এবং 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' পড়ে আমি বিস্মিত, বিমোহিত, মন্ত্রমুগ্ধ । আপনার গ্রন্থগুলি পাঠ করে আমি উপলব্ধি করেছি যে আপনি একজন যোগভ্রষ্ট সাধক । যোগসাধনার কোন উচ্চস্তরে যেতে না পারলে তার এত নিগুঢ় তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল বিবরণ দেয়া সম্ভব নয় । (দ্রষ্টব্য - 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে') । সেইসঙ্গে পরলোকের প্রতিটি স্তরের এমন অপূর্ব বর্ণনা দেখে মন তো হারিয়ে ফেলে কিছু বলারও ক্ষমতা । আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে'

এবং 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' গ্রন্থে ঊর্দ্ধলোকের এমন বিবরণ দেখে বাস্তবিকই মৃত্যুভয় কেটে গেছে আমার। উপলব্ধি করেছি — মৃত্যু দেহেরই একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র । 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' গ্রন্থে আবার পেলাম আপনার সাধুসঙ্গপিয়াসী মনের পরিচয় । ওই মহাপ্রস্থানের পথে যেসব উচ্চকোটির মহাত্মাদের সান্নিধ্য আপনি পেয়েছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় আপনিও সেই গোত্রীয় । কারণ তাঁরা তো সাধারণ মানুষের কাছে নেমে আসেন না । তাঁদেরই কাছে তাঁরা যান যাঁরা তাঁদের মূল্য বুঝতে পারেন । আমার এই মত গড়ে উঠেছে আপনার লেখনীর উপরই ভিত্তি করে । উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে যেভাবে আপনি অত্যন্ত অনায়াসে সহজ ছন্দে ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ভাবধারাকে তুলে ধরেছেন এবং সেইসাথে সাধনার অতি উচ্চস্তরের অনুভূতির চিত্রকল্প বিবরণ দিয়েছেন তা কোন উচ্চকোটির মহাত্মা ছাড়া সম্ভব নয় ।

এবার আসি আপনার লেখনীর সাহিত্যের দিকটায় । এক্ষেত্রেও আমি মোহিত হয়ে গেছি। 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' এবং 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান'-এর মত গভীর গম্ভীর পরলোকতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থেও কি সুন্দর ভাষার অনায়াস সারল্য এবং রসবোধ রয়েছে । সংলাপ প্রয়োগেরও তুলনা হয় না । বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে যেসব দার্শনিক মন্তব্য আপনি করিয়েছেন তা হৃদয় ছুঁয়ে যায় । তবে এই প্রসঙ্গে বোধহয় সর্বাধিক প্রশংসা 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র প্রাপ্য। সেখানে সংলাপের অনবদ্য প্রয়োগে আপনি যেভাবে তিনটি খণ্ড জুড়ে পাঠকদের মন্ত্রমুগ্ধের মত ধরে রেখেছেন তা তুলনারহিত । এই গ্রন্থের চরিত্রায়নও অসাধারণ । মূলতঃ ঝিলিকের সারল্য ও দুরন্তপনায়, মৈত্রেয়ীর গভীর প্রেমে, প্রেমানন্দজীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ছোঁয়ায় এবং লেখকের হিমালয়ের অলৌকিক অমৃতের সন্ধানস্পৃহায় এই তিন খণ্ডের গ্রন্থটি রঙ ধরিয়েছে আমাদের মনে । সেই সাথে হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের যে অনবদ্য বিবরণ আপনি দিয়েছেন এবং হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিক মহিমার কথা আপনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে এই বই পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যেন ঘরে বসে টেলিভিশনে কোন রসসিক্ত

চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকাহিনীর সার্থক চলচ্চিত্রায়ন দেখছি । আপনি 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র মধ্য দিয়ে যেভাবে আমাদের হিমালয় দর্শন করালেন তার জন্য কোন ধন্যবাদই যথেষ্ট নয় ।

আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আমার চিঠি শেষ করছি। সেইসাথে অনুরোধ জানাচ্ছি — উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মত এমন চিত্তাকর্ষক ও মনভরানো গ্রন্থ আপনার কাছ থেকে আমরা যেন আরো অনেক পাই ।

— প্রণামান্তে
অন্তরা সেন
আন্ধেরী (ইষ্ট), কুরলা রোড
২১/৭/২০০৭ মুম্বাই - ৪০০০৫৯

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার রচিত গ্রন্থের আমি একজন নিয়মিত পাঠক । কাজেই একটি গ্রন্থ পাঠ করবার পর থেকেই উন্মুখ হয়ে বসে থাকি পরবর্ত্তী গ্রন্থের পথ চেয়ে । কারণটা অবশ্য আপনার পাঠকবৃন্দ সহজেই অনুমান করতে পারবেন । কিন্তু আপনার সাম্প্রতিকতম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' পাঠ করে যে অনুভূতি হৃদয়কে ছুঁয়ে গেল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় । হয়ত সেই ভাব প্রকাশ করার যথাযথ শব্দ বাংলা অভিধানে পাওয়াও যাবে না । এটি একটি অসামান্য কীর্ত্তি ।

বর্তমান যান্ত্রিকতার যুগে, যেখানে মানুষের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম সম্পাদিত হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিযুক্ত বিচারে সেখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, ধর্মবিশ্বাস এবং সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ যে অবলুপ্তপ্রায় হবে সেটাই স্বাভাবিক । এই রকম ভাবধারায় পরিপুষ্ট জড়বিজ্ঞানের ছাত্রী সুতপার জীবনে রাতারাতি যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল, যা পরবর্তীকালে তাঁকে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সকল রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করল তা সত্যিই

আমাদের অন্তরলোকের সুপ্ত ঈশ্বরচেতনাকে জাগিয়ে দেয় ! গ্রন্থটি পাঠ করবার পর কিছুক্ষণের জন্য হলেও যেকোন বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকও এই বিশ্বচরাচরের মায়াজালকে উপলব্ধি করে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই মায়ার পরম নিয়ন্তার রাতুল চরণে প্রণত হবেন । সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বস্তুটি হল সুতপার যুক্তিবাদী মনে ঈশ্বরীয় লীলাদর্শনের পর স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নের উদয় হওয়া এবং আপনার দ্বারা সেই সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত সমাধান দেয়া আর ধীরে ধীরে সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরমুখী করে তোলা । সত্যিই আপনি যথার্থই তাঁর আচার্য্যস্বরূপ ! তাই এই গ্রন্থ পাঠ করে পাঠকগণও তাঁর সাথে সর্বতোভাবে সংশয়মুক্ত হয়ে তথা ঈশ্বরীয় লীলায় বিশ্বাসী হয়ে সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা পাবেন । আর শেষে 'মহারাস'-এর যে অপূর্ব অতীন্দ্রিয় বর্ণনা রয়েছে, তাতো বোধহয় সমগ্র পৃথিবীর পাঠকসমাজে এই প্রথম আপনার মাধ্যমে প্রকাশিত হল । সর্বোপরি ভাষানৈপুণ্য এবং সাহিত্যরসের প্রয়োগ তো অতুলনীয় । আপনি সাধক তথা যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ । তা না হলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয় না আর আপনার লেখনী এমন অমৃতময় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না ।

দেবরঞ্জন ধাড়া
ষ্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭১
১৫/১২/২০০৭

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

ভাই তারাশিস,

তোমার অদ্ভুত সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে লেখা আধ্যাত্মিক বইগুলি পড়তে পড়তে এতই মোহিত হয়ে যাই যে বারবার বইগুলি নিজেও পড়ি এবং অন্যদেরও পড়ে শোনাই। সেইসাথে অবাক হয়ে ভাবি — কোথা থেকে এত অপূর্ব কাব্যিক ভাষা পাও ? সবার আগে তোমার লেখা 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' পড়েছি। পরে একে একে 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র তিন খন্ডই পড়লাম। তারপর 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' পড়ে তোমার বাবা, মা ও তোমার জীবনের

অনেক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা আমরা জানতে পারি । তখন থেকেই আমি 'অমৃতম' পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা । অমৃতমে যখন প্রথম 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' রচনাটির কয়েকটি কিস্তি পড়লাম তখন থেকেই প্রতীক্ষা করেছি কবে পাব সমগ্র রচনাটি বই আকারে । বইটি হাতে পাওয়ার পর রুদ্ধশ্বাসে পড়ে যাই। একটি নাস্তিক মেয়ে বই পড়ে লেখককে দেখতে এসে নিজের অজান্তেই কিভাবে সিদ্ধ লেখকের কাছ থেকে নাম পায় এবং বৃন্দাবনে চাকরীসূত্রে গিয়ে নেহাতই কৌতুহলী হয়ে নিধুবনে যেতে গিয়ে সেই মহানাম ১০৮ বার জপ করতেই অলৌকিকভাবে গোপাল পায় । সেই গোপাল যখন রাতে নুপুর পায়ে হেঁটে বেড়ায় বা মল খুলে রেখে বিছানায় শুয়ে থাকে সেসব ঘটনা পড়লে সমস্ত শরীরমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে । বিশেষতঃ গোপালের ভাত খাওয়ার পর্বটি পড়তে পড়তে তো চোখের জল ধরে রাখা যায় না । অবশ্যই সুতপা পূর্ব পূর্ব জন্মে অনেক সাধনা করেছে। তাই এজন্মে এত সহজে গোপালসোনাকে সে পেল, নাস্তিক থেকে আস্তিক হল এবং অলৌকিকভাবে দর্শন করল নিধুবনের মহারাস । পরিশেষে যখন জানতে পারি যে সে খিদে-তেষ্টা, শীত-গ্রীষ্ম ভুলে গোপালকে গলায় ঝুলিয়ে ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আমাদের মন ভরে ওঠে। কারণ তখন উপলব্ধি করি যে সুতপার সব ভার তার ছোট্ট গোপালসোনাই নিয়েছে । এই সময়ে সত্যিই সুতপার গুরুকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে । কারণ তখন যে অনুভব করি — তুমি বয়সে ছোট হলেও আধ্যাত্মিক জগতে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ ।

পরিশেষে জানাই, আমরা অর্থাৎ পাঠকসমাজ অপেক্ষায় রইলাম কবে আবার এরকম একটি সুন্দর বই তোমার কাছ থেকে উপহার পাব । তোমার জন্য আমার তারামা, গোপাল এবং বামদেবের কাছে আশীর্বাদ চাইছি যাতে তুমি এমনই আরো অনেক সুন্দর সুন্দর বই লিখতে পারো ।

— সোমা চক্রবর্ত্তি
গণ্ডেলপাড়া, হাওড়া, পাঁচলা
পিন - ৭১১৩০২
২২/১২/২০০৭

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

স্নেহাস্পদেষু তারাশিস,

তুমি বয়সে তরুণ । আমি তোমার মায়ের বয়সী । তাই সন্তানজ্ঞানে তুমি ছাড়া আপনি বলতে পারলাম না ।

আমি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী । তুমি জন্ম জন্ম কত সুকৃতি করেছো । তাই এমন সাধক মনীষীর পরিবারে জন্ম নিয়েছো । মাতা পিতারও অশেষ পূণ্য এমন সন্তান পেয়েছেন।

তোমার "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" ও "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে"-র তিনটি খন্ডই রীতিমত গোগ্রাসে গিলেছি — তারপর আবার একটু রয়ে সয়ে — তারপর একটু একটু করে রসাস্বাদন করে — আবারও সম্পূর্ণভাবে ধীরে ধীরে । তবু আশ মেটে না । সর্বক্ষণ হাতের কাছে । এত সুন্দর লেখনী তোমার । ভগবানের কত আশীর্বাদ পেয়েছো। তোমার লেখনীর সংযত সুন্দর স্নিগ্ধ অথচ বলিষ্ঠ ব্যবহার ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া কি! তোমার লেখনী আমার মন ভরিয়ে দিয়েছে ।

বর্তমানে মন খুব অস্থির । এখন দিনরাত আমি যেখানে পারি সেখানে ছুটে যাই সৎগুরুর সন্ধানে । হতাশ হয়ে ফিরে আসি । অথচ বয়স হয়েই যাচ্ছে । তাই বাড়ছে অস্থিরতা । সম্প্রতি ঈশ্বরের কৃপায় তোমার বইগুলো পড়ে মনের অস্থিরতা কমেছে । তোমার লেখনী আমার মন ভরিয়ে দিয়েছে । এ জীবনে গুরু না পেয়ে মরবো না — এ দৃঢ় বিশ্বাস মনে জেগেছে । আমি গুরু পেয়েছি — তুমিই আমার গুরু । সন্তানও তো মায়ের গুরু হয় ।

— ইতি
গুণগ্রাহী মাসীমা
প্রভা দত্ত
প্লট-১২১, গোল্ড পার্ক, কসবা
আনন্দপুর, কলকাতা - ১০৭
১৯/৫/২০০৮

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

শ্রদ্ধেয় লেখক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু,

মাননীয়,

আপনার সুগভীর আত্মপোলব্ধি পরিপুষ্ট ভক্তি সাহিত্যগুলি পাঠ করিয়া যে কি পরম আনন্দ লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না । সম্প্রতি পাঠ করা "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" এমনই একটি সুললিত প্রকাশ । আপনার লেখনীর মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূণ্যলীলার অপার্থিব সুখানুভূতির কোমল পরশ আমাদের সহজাত সুপ্ত পরম চেতনাকে জাগ্রত করিয়াছে ।

আজ ভোগসর্বস্ব পৃথিবীতে আমরা বড়ই দুঃখী, অসহায় ও দিশাহারা । যথাসময়েই আপনি মানবমনের গভীরে সেই ভক্তির বীজটি রোপণ করিবার মত পরম পূণ্যের কাজটি করিয়া চলিয়াছেন । কারণ এ পথেই রহিয়াছে শাশ্বত শান্তির ঠিকানা । করুণাময় ঈশ্বর আপনার এই সাধনার পথটি আরও আলোকিত করুন এবং তার প্রতিফলনে আমরাও যেন খুঁজিয়া পাই আমাদের একান্ত আপন সত্ত্বাকে — ইহাই প্রার্থনা । চরৈবেতি।

— শুভেচ্ছান্তে
শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪, লাইব্রেরী রোড, চুঁচুড়া, হুগলী
১/১২/২০০৭

✪ গ্রন্থ সমালোচনা বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে :

আজও অলৌকিকভাবে কিছু দিক আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে । হয়তো বিজ্ঞান, বুদ্ধি দিয়ে এইসব অংক করা সম্ভব হয় না, কিন্তু উপলব্ধির মাধ্যমে তা অনুভব করা যায় । দ্বাপর যুগের পর কেটে গেছে আরও পাঁচ হাজার বছর । কিন্তু আজও সেই বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজ করছেন শ্রীকৃষ্ণ । এক কঠোর বাস্তববাদিনী, যুক্তিনিষ্ঠা নারী তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন । বৃন্দাবনের বাৎসল্যরসঘন বিগ্রহ বালগোপালের অনন্ত মাধুর্য্য ও অপ্রাকৃত লীলার কথা ।

এই নারী ক্রমশঃ গোপালসাধিকা হয়েছেন, গোপালের অমৃতময় দর্শন, স্পর্শলাভ, মধুরতম লীলার আস্বাদন, সান্নিধ্যলাভ করেছেন। তাঁর মহাসিদ্ধি লাভ ঘটেছে । লেখক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় শুনেছেন সেই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ । তাঁর মনে হয়েছে অপার্থিব এই ঘটনাবলি অতীন্দ্রিয়ই নয়, অপরূপ, আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে এক মেলবন্ধন । বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন গ্রন্থটি শুধু সর্বতোভাবে চিত্তাকর্ষকই নয় । এখানে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণও তুলে ধরেছেন লেখক । বৃন্দাবনের মন্দির, কুঞ্জবন, ঘাটের কথা — এককথায় বৃন্দাবন দর্শনের মহিমা পাওয়া যাবে বইটিতে ।

— নিজস্ব প্রতিনিধি
সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকা
৩১শে মে, ২০০৮ সংখ্যা

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সম্বন্ধে

মাননীয় তারাশিসবাবু,

সম্প্রতি আমি আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ' বইটি বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে শেষ করলাম। গত দুই বছর আগে আমি শ্রীশ্রী রবিশংকরজীর তত্ত্বাবধানে প্রাণায়াম ও যোগের একটি শিবির করি এবং এখনও ওনার তত্ত্বাবধানে যোগসাধনায় রত আছি। সেই শিবিরে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে "আমি কে? কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব?" তার সঠিক উত্তর কারো কাছ থেকে সঠিকভাবে পাইনি। আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' বইটি পড়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর সর্বপ্রথম ভালভাবে জানতে পারলাম। এমনই একটি বই অনেকদিন ধরে খোঁজ করছিলাম যাতে পরলোক সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানা যায়। আমার মনের অনেক প্রশ্নের উত্তর এই বইটির মাধ্যমে পেয়েছি।

— শ্রী অম্লান পট্টনায়ক
সারদা পল্লী, মাখলা, হুগলী ৭১২২৪৫
২৫শে মার্চ, ২০০৮

✪ **বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে**

স্নেহের তারাশিস,

তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করছি। কারণ তুমি আমার ছেলের থেকে ১০ বৎসরের ছোট, যদিও তোমার মত ভাষাবিদ লেখককে আমাদের প্রণাম জানানো উচিত।

তোমার লেখা 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' বইটি পড়ে এত মুগ্ধ হয়েছি যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তোমার লেখার ধরণ এবং ভাষা এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে সুতপা মা-র সাথে আমিও বৃন্দাবনে সব ঘুরে ঘুরে দেখছি। সুতপামার সাথে রাসলীলা দেখার সৌভাগ্য যেন আমারো হল। এত সুন্দর বর্ণনা আমি কোন বইতে পাইনি। সাধক না হলে এত সুন্দরভাবে কেউ লিখতে পারে না। তোমার জীবন সার্থক। তোমার এই বই যে পড়বে সে একবার বৃন্দাবন অবশ্যই যাবে।

তোমাকে আশীর্বাদ করার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ সেই স্তরে এখনও উঠিনি। তবে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই। যেন তুমি আরো আরো অনেক লিখে সবাইকে আনন্দ দিতে পার।

— ইতি
গায়ত্রী রাউত
৪৫/৩, জি. টি. রোড
পোঃ - মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর
জেলা - হুগলী
৩১/৭/০৮

✪ **বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে**

প্রীতিচরিতেষু তারাশিসবাবু,

আপনার লেখা 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে', 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' এবং সম্প্রতি 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' পড়ে শুধু বিশেষ ধরণের আনন্দই পাইনি, সেইসাথে এক অব্যক্ত নেশায় মন চলে গিয়েছে এমন এক অপার্থিব

আঙিনায় যেখানে স্থুলজগতের অনেক বিশ্বাস, ধারণা, এমনকি কল্পনাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনার প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর টানে সুতপার জীবনে গোপালের নিত্যনূতন লীলাখেলা তাঁকে যেভাবে তপস্বিনী করে তুলেছে তা এক দিব্য বাতাবরণের মাঝে অভিনব রূপ ধারণ করেছে। একদা আপনার অনুগ্রহীতা শিষ্যা সুতপা তাই সাধিকারূপে শুধু আপনারই মানসকন্যা নয় — আমারও মানসনয়নে আদর্শবতী যোগিনী রূপে প্রতিভাতা।

— বিনীত
অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায়
২৬/৩১ শহীদ সুর্য্য সেন রোড
বেরহামপুর, মুর্শিদাবাদ
২৩/৪/০৮

✪ **বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে**

প্রকাশক সমীপেষু,

শ্রীচরণেষু,

শ্রীমান তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' বইটা পড়ে কী অপূর্ব লেগেছিল যে বলে বোঝাতে পারবো না। সুতপা ঘোষালকে নিয়ে গোপালসোনার যে কাহিনীর সুত্রপাত সেটা তো অমৃতম পত্রিকাতেই আরম্ভ হয়েছিল। সেটা পড়েই আমরা অভিভূত আর বইটা হাতে পেয়ে তো কথাই ছিল না। এখনও পড়ি।

বইটি দারুণ হয়েছে — এক কথায় অপূর্বর্ব। প্রথমে এক নিঃশ্বাসে পড়া হয়ে গেছে। এ নিয়ে বার কয়েক হল। যখনি পড়ি তখনই নতুন লাগে। শ্রীমান তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় খুব সুন্দর এক প্রতিভা।

সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়
১৭৪৮ আর্লিন প্লেস এ. পি. টি. সি
ফেয়ারবর্ণ। ওহিও। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা
১৫/৪/২০০৮

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

পরম শ্রদ্ধাষ্পদেষু

মাননীয় তারাশিসবাবু,

ভয়ংকর মানসিক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছি । হয়তো এই অস্থির মনের কষ্ট লাঘব করার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণকে খুব ছোট্টবেলা থেকে ভালবাসতাম তিনিই 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' এবং 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' হাতে এনে দিলেন । বই দুটো কি সুন্দর করে লিখেছেন । পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল — আমিই যেন নিশীথ, আমিই সুতপা । নিশীথ হয়ে যেন ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, তপো, জনঃ, মহঃলোকে ঘুরে এলাম । সুতপা হয়ে দর্শন করলাম বৃন্দাবন আর নিধুবনের মহারাস । সত্যিই চোখদুটো ঝাপসা হয়ে যায়— আপনাদের মত মহান আত্মাদের কথা ভাবলে । মনে জাগছে অস্থি রতা — আপনার বই পড়ে । সময় যে অকারণে চলে যাচ্ছে । আমি একটি কাগজের নৌকা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি এদিক ওদিক । আমায় ঠিক স্রোতে এনে দিন । পথ বলে দিন তাঁর কৃপা পাওয়ার।

— সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে

ডঃ স্বাতী নন্দ ত্রিপাঠী

চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি রোড

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

১/৭/০৮

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

মান্যবরেষু,

আমি আপনার লেখনীর একজন একনিষ্ঠ পাঠিকা । আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে', 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান', 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' এবং 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'-র তিনটি খন্ড বারবার করে পড়েছি । পড়তে পড়তে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি । শুধু আপনার রচনাশৈলীর কুশলতা, ভাষানৈপূণ্য, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং লেখনীর চুম্বকের মত ধরে রাখার শক্তির জন্যই এ মুগ্ধতা নয় — আমাদের ভারতবর্ষের সনাতন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে এমন সহজ সরল

ভাবে আমাদের মত সাধারণ মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্যও বটে । এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে যখন আমরা চূড়ান্ত অসহায়, দিকভ্রান্ত আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেই মুহূর্তে আপনার প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর স্পর্শে আমরা পাঠক-পাঠিকারা পেলাম নতুন দিশা । নতুন করে জানতে শিখলাম আমাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যকে । আচার্য্য শঙ্কর যেমনভাবে এক চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন খুবই অল্প বয়সে ঠিক তেমনভাবেই যেন আধ্যাত্মিক লেখনীর জগতে আপনার আবির্ভাব । এই যুগের দিশাহারা মানুষদের পথ দেখাতেই যে আচার্য্যরূপে ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন সেই সম্বন্ধে আমি অন্ততঃ নিঃসন্দেহ । আপনার এই ইষ্ট নির্দিষ্ট ব্রত সার্থক হোক।

— অঞ্জলী দেবরায়

মাউন্ট রোড, আন্নাসালাই

চেন্নাই - ৬০০০০২

১১/৮/০৮

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

প্রিয় লেখক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

সমীপেষু,

তোমার সুন্দর, সাবলীল, অসাধারণ সব রচনার এক নিয়মিত, একনিষ্ঠ ও মুগ্ধ পাঠিকা আমি। একটি বই শেষ হতে না হতেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি পরেরটির জন্য। সাম্প্রতিকতম প্রকাশিত তোমার 'কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন' লেখাটি হৃদয়কে নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে গেল আমার। কাশীর মত দিব্যক্ষেত্রে যেসব অপার্থিব অলৌকিক ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার তা পড়ে সত্যিই শিহরিত আমি। এত সুন্দর লেখার ধরণ তোমার যে পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল — কাশীতেই ঘুরছি আমি লেখকের সাথে। সেইসাথে গৃহাবধুত শ্রী সনাতন ভাই-এর আকাশবৃত্তিকে অবলম্বন করে, ঈশ্বরে পূর্ণ শরণাগতি রেখে সিদ্ধিলাভের যে বিবরণ পেলাম তা পড়ে মনটা এক অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল। ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক বিবরণে পরিপুষ্ট এই বইটি

এককথায় অনবদ্য।

বর্তমানে 'অমৃতম' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তোমার "শ্যামের মোহন বাঁশী" পড়ছি। কি যে ভাল লাগছে পড়তে তা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। তোমাদের ঘরে অধিষ্ঠিত গোপালসোনার কত অপ্রাকৃত লীলার কথা জানতে পারছি এই লেখাটি পড়ে। আমাদের এই পার্থিব স্থুল জগতে বসে তোমার যেসব দৈব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তা জানতে পেরে বিস্মিত বিমোহিত আমি। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তুমি কত উচ্চকোটির মহাত্মা। কারণ ভগবান তো তাঁদেরই কাছে লীলার মাধ্যমে ধরা দেন যাঁরা তাঁর যথার্থ মর্ম বোঝেন। তোমার লেখার ধরণ এবং ভাষা এত সুন্দর যে এক তীব্র সম্মোহিনী শক্তিতে আটকে থাকি পুরোটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। আর তারপরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি পরের সংখ্যার জন্য।

পরিশেষে বলি, তোমার মতন ঐশীকৃপাসম্পন্ন উচ্চস্তরের সাধকের অধ্যাত্ম ও সাহিত্য জীবনপথ নিষ্কন্টক হোক। ঈশ্বরের কাছে এই আমার অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ
শাশ্বতী দাস
টরেন্স, লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউ.এস.এ
.২২/৪/২০১০

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন সম্বন্ধে

মাননীয় শ্রীযুক্ত তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

প্রিয় তারাশিসবাবু,

আমার এতদিন ধারণা ছিল — বইপত্র এখন আর কেউ পড়ে না। পড়ার সময়ও নাই। আর বড় বই হলে তো কথাই ওঠে না। কিন্তু আপনার কয়েকটা বই পড়ে বুঝলাম—পড়ার মত লেখা হলে রসিক পড়ুয়ারা নিশ্চয়ই পড়েন। আমি বোধহয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আয়ুসূর্য্য প্রায় অস্তাচলে। সাথে গ্লুকোমায়

ভুগছি। তবু এক নিঃশ্বাসে বই শেষ করলাম। পড়েও যেন পড়ার শেষ হচ্ছে না। বারবার করে পড়তে ইচ্ছে করছে। গদ্যের মধ্যে কবিতার ছন্দ যেন অনুরণিত হচ্ছে সর্বত্র। তথ্য তত্ত্বের কথা আর নাইবা তুললাম। ভাবানুযায়ী ভাষা, ভক্তিরসে তা সদা সিঞ্চি ত। ইতিহাস-ভুগোল-বিজ্ঞান-দর্শন সব মিলে একেবারে একাকার। মনে হয় আপনি জন্মসূত্রেই লেখক। ঈশ্বরের কৃপাপুষ্টও বটে। এমন লেখা, বিশেষ করে ওই বিষয়বস্তু সামনে রেখে বলা যায় সহজে— বিরল। দ্বিতীয় নাস্তি বললেও হয়তো বা সত্যিকে অস্বীকার করা হয় না। আপনার লেখা নিঃসন্দেহে জাতীয় চেতনার সার্থক উদ্বোধক। বাকি বইগুলিও পড়ার প্রত্যাশায় রইলাম। না জানি বাকি গুলোতে আরো কত অমৃতকুম্ভের সন্ধান পাব।

— ইতি
শ্রী অনুকুল চন্দ্র নস্কর (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)
গ্রাম - বেলিয়াডাঙ্গা (বিবেকানন্দ পল্লী),
পোঃ - দক্ষিণ বারাসত, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা
২৭/৩/১০

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

প্রাণের তারাশিসদা,

আপনাকে দাদা বলেই সম্বোধন করলাম। আমি একজন আশ্রমবাসী। মাসখানেক আগে আমার দিদি একদিন আপনার লেখা 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' বইখানি দিয়ে বললেন—পড়বি। খুব ভাল বই। পড়েছি। গোপালের লীলা পড়তে পড়তে মন ভরে উঠেছে।

এরপর আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' ও 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' (তিন খন্ড) পড়েছি। বিভিন্ন ঊর্দ্ধলোক সম্বন্ধে জানতাম। কিন্তু আপনার বই পড়ে অভিজ্ঞতা হল। নিশীথের জন্য প্রভুর চরণে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করি তাঁর আত্মার যেন সদ্‌গতি হয়। 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' আমার মনপ্রাণ কেড়ে

নিয়েছে। আমিও যেন আপনাদের সাথে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলাম। শেষ না হওয়া অবধি এই বই ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান। হিমালয়ের দিকে আমার যাবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। তবে আপনার জন্য আমার মানসে হিমালয় ভ্রমণ ও দর্শন হল। এই বই পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি, আবার কষ্টও পেয়েছি। ঝিলিক রায় যখন চলে গেল তখন পড়তে পড়তে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি। বই পড়ে যে এত কান্না পেতে পারে তা ধারণাতেও ছিল না। তাছাড়া আপনি কেদারনাথ থেকে নাগা সন্ন্যাসীর সাথে পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে আপনার সাথে মৈত্রেয়ী দেবীর যে শেষ সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল সেই বিবরণও চোখে জল এনে দেয়। এরপরের বিবরণ নিয়ে আর কিছু এখন পর্যন্ত লেখেননি আপনি। কিন্তু মনের অদম্য কৌতূহলকে কিছুতেই বশে আনতে পারছি না। কারণ আপনার লেখনী। আর একটা কারণ হল বইতে আপনার ও মৈত্রেয়ী দেবীর সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের শেষ পরিণতি কি হল? আপনার বইএর একজন পাঠক হিসাবেই জানার এই আগ্রহ। কারণ বই পড়ে আপনাদের দুজনকেই যে আমি ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলেছি। তাই আমার অনুরোধ — এই প্রসঙ্গ নিয়ে অন্য কোন বইতে আবার লিখুন আপনি। আপনার বই পড়ার পর আপনার মত এত সুন্দর মানসিকতার একজন সাধককে নিজের বন্ধু বলেই মেনে নিয়েছি। গোপালের চরণে প্রার্থনা জানাই — তিনি যেন আপনাকে নিজের মনের মত করেই গড়ে তোলেন।

— ইতি

বন্ধু গোবিন্দ দাশ

শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর

কলকাতা - ৫৯

৯/৩/০৯

✪ TARASHIS GANGOPADHYAY, the saint author of Bengal

(*Excerpts from google site - written by Saswati Das*

http://sites.google.com/site/thebooksoftarashisgangopadhyay)

TARASHIS GANGOPADHYAY is a great saint author of the 21st century. He is a terrific writer and almost all of his writings have a special lyrical feel to them, which comes straight from his heart. It takes a certain kind of writing to reach people on a spiritual level and he possesses that. His writings lift people up, give them strength and strengthen their beliefs. In a lucid unadorned prose, Tarashis Gangopadhyay delivers the essence of great spiritual teachings of the ages. At the same time you will find practical spirituality in all his writings that are not encumbered by credo and rituals. You will find the mirror to see your holy self in his writings. This talented author has brought a rare and welcome blend of humanity, dimension and excitement to the genre.

As a frequent traveler, he has undertaken pilgrimages to various resonant sites in India and places of spiritual significance. He loves to share his experiences and knowledge to facilitate spiritual enlightenment in others. Each and every creation of this spiritual author is powerfully written and deserves a standing ovation. Potent insight, profound information, spirited practices .... all wrapped up in sumptuous prose make his work a gift that will keep on giving. Perfection is a rare accomplishment, particularly in the area of writing; and the perfection of his work makes it essential reading for anyone who genuinely cares to know about the spiritual treasures of India. His intimate grasp of history, and his ability to interweave several supporting narratives into a cohesive

and digestible whole will appeal to a broad range of historical and spiritual fans. HE IS DEFINITELY AMONG THE FIRST RANK OF WRITERS ON THE PLANET AT THIS TIME.

In 1996 he made his debut in the literary field with his great classic “MAHASINDHUR OPAR THEKE “, (a unique account of a KRIYA YOGI’s mystic experiences in the LIFE BEYOND DEATH by the help of his gurudeb). This is indeed a wonderful book on after-death-communication.

In 2000, he stormed the Bengali travellogue literature with the 3 volumes of his mind blowing creation “DEBOLOKER AMRITASANDHANE”. This is a detailed literary account of a pilgrim’s mystic experiences in the HIMALAYAS, specially, YAMUNOTRI, GANGOTRI, GOMUKH, BASUKI TAAL, KALINDI KHAL, PANCHA BADRI, PANCHA PRAYAG, PANCHA KEDAR and all other obscure TIRTHAS of Garhwal HIMALAYAS where MIRACLES still happen.This gem of spiritual literature is based on the practical experience of the author who witnessed this HIMALAYAN MIRACLES face to face. In this book, he has also given the minute description of the NATURE as well as the historical, geographical & mythicalbackground of all TIRTHAs there.

In 2006, his next superhit creation was published “OTINDRIYA JAGATER AAHBAN”. This is an incredible account of the mystical experiences of the author and his relatives with the spirits of the WORLD OF DEATH. In the seance & planchet these spirits revealed to the author about their experiences during & after death.

These best sellers were followed by another great classic of TARASHIS GANGOPADHYAY tradition - “BRINDABANE AAJO GHOTE AGHATAN” in 2007. Like the

earliar ones, this classic was also based on the practical experiences of the author. It shows how an atheist acquaintance of the author was transformed into a SIDHHA SADHIKA “GOPALER MA” by the miraculous acts of LORD GOPALA in BRINDABAN. Even she had witnessed the MAHA RASH of SRI RADHA & KRISHNA in the Nidhuban, a sacred TIRTHA of BRINDABAN by the grace of LORDGOPALA.

In 2008 he rocked the spiritual world with another hit “GYANGANJER AMRITOLOKE”.This book is about the mystic experience of a mahayogi of Gyanganjo,the eternal sacred land of the saints of the Himalayas.This mahayogi after attaining the mahasidhhi was escorted by his Gurudeb to that heavenly secret and sacred site of the saints who still control the religious world from there with their eternal powers.This book unveils the mystery of the world of the secret yogis who control the world from ths dawn of the civilization.

”KASHIDHAMEY AAJO GHOTEY AGHATAN” is another masterpiece of this god-gifted author, Sri Tarashis Gangopadhyay published in 2009. This book has portrayed the miracles which still happen in Kashidham,the detailed history of Kashi,the historical as well as mythological backgrounds of Kashi,the divine miracles experienced here by different Mahatmas as well as the divine experience of a great grihabodhut Sanatanbhai who from the life of a billionaire chartered accountant has completely transformed himself into a sage and by taking AKASHBRITTI attained the MAHASIDHHI and MAHANIRBAN by the grace of his Guru Brahmanandaji.The author has portrayed his divine mystic experiences in the most lucid way in this book. To know the spiritual self of Kashi and the miracles experienced here you must have a glance of this book.

”KHONIK KHONJE CHIRONTON” is another classic written by this talented author Sri Tarashis Gangopadhyay. The first volume of this trilogy (published in 2010) is based on the author’s tour to Madhyaypradesh. This is really a classic travellogue on the notable religious sites and tourist spots of M.P., like Khajuraho, Bhopal, Sanchi, Bhojeswar, Bhimvetka, Indore, Mandu, Omkareswar, Ujjaini, Panchmarhi and Amarkantak. This travellogue has a romantic touch in the form of Swarnali,the heroine who is surely the romance personified.But the main theme of the book is the saint Rudranandaji who has declared his death day 2 months prior and then set on to travel all the religious sites of India where he practiced severe Sadhna earliar in his life.This book gives all the historical,spiritual & geographical details of the sites of M.P where the author travelled with Rudranandaji.

”SHYAMER MOHON BANSHI” is the 10th book of the talented author SRI TARASHIS GANGOPADHYAY. This book is all about the author’s own mystic experiences with the divine idol of Gopalsona, the celebrated deity of his Ashrama, who has been guiding him in times of sorrow and troubles since his childhood days. “Shyamer Mohon Banshi” simply confirms that miracles still happen and it gives us the wonderful idea that life is simply a course in understanding the spiritual laws that can make us happy. This book has been published in August 2010.

The most awaited 4th volume of “DEBOLOKER AMRITASANDHANE” has been published in 2011. This volume of the book is based on his experiences gathered in Nepal with a siddha saint Nagaji, whom he met while travelling in the Garhwal Himalayas. Packed with tidbits of history,

folklore and fascinating information about most of the holy sites of KATHMANDU, LUMBINI, KAGBENI, MUKTINATH, PASHUPATINATH TEMPLE, GUJHYESWARI SATIPITH, DAKSHINAKALI, BODHINATH STUPA, SWAYAMVU STUPA and a lot more, this book is a must read for anyone seeking meaningful experiences beyond the usual tourist locations. There is something new to discover in every chapter. It is as if a picture is being painted right before you as you journey through each chapter. And one more thing which is worth to mention that this book has a terrific ending....a completely new type that can only be portrayed by a genius like our beloved author.

The 2nd volume of “KHONIK KHONJE CHIRONTON” has also been published in 2011. This volume of the trilogy highlights the religious sites of Nasik, Shirdi, Dwarka and Pravash and the spiritual experiences that the author had with saint Rudranandaji while travelling in the remote locales of Gujarat.

Then was published another brilliant book “AAJO LEELA KOREN SAI”. It is a penetrating and inspiring real-life account of mystical experiences, miraculous healing, divine interventions and personal transformation of an ordinary boy to a siddha saint by the divine power of Saibaba of Shirdi. While waiting for the Mangalarati at Sai Samadhi mandir, the author and his companion were discussing about the Leela of Saibaba in his mortal body and also in his immaterial self. At that pitch-dark hour of late night, a mystic Sai-saint appeared mysteriously over there and told the author about this real life experience on Saibaba.

In 2012,his first English book “FROM THE WORLD

BEYOND DEATH" has been published. This book is the English version of the classic MAHASINDHUR OPAR THEKE by the spiritual author Tarashis Gangopadhyay.This book has been brilliantly translated by Saswati Das. The price of the book is Rs.100/in India and U.S.$10.00 in abroad. Few things in life are guaranteed, of which one is a sure guarantee: sooner or later death will touch everyone's life. Fear of death is the most basic fear of human journey. The only way to overcome that fear is through knowledge of our eternal beings and the connection of our eternal souls with a higher spirit, which is the Supreme Being. "From The World Beyond Death" is about the vast world that lies on the other side of the veil that Nisheeth, a kriyayogi experienced during his out-of-body experience (OBE) to the higher spiritual world. His fascinating and detailed description of the concepts about the different nonphysical dimensions of consciousness, interactions with highly advanced souls, how the afterlife differs from earthly life, whom we usually meet over there is really amazing. This book addresses the purpose of our lives, and our eternal soul's important questions like: Who are we? What is life? What is death? What is reality? What happens when we die?', Where do we go when we die?..... and many more. If you are interested in gathering wisdom and knowledge from higher intelligences, this book will certainly do a great job for you. Turn the pages and travel to higher dimensions and visit new vistas. We arrive in this world with no instructional guidance, but surely we can prepare for our entrance into the afterlife and make our future world a better place to live in by going through the treasures of this book and prepare ourselves for eternity.

The 3rd part of the book of "KHONIK KHONJE CHIRONTON" i.e Dakshin Bharat Parbo has been also published in 2012.It covers the glorious spiritual end of the

great life of Rudranandaji,as he has predicted earliar in Kanyakumari.This volume also includes all the spiritual and religious sites of South India where the author has visited and this book also includes author's visit to Puttaputti and his meeting with Bhagwan Satya Sai Baba.This book also has the life story of Saibaba in Bengali,probably for the 1st time.This book includes many more fantastic experiences of Rudranandaji and his meeting with Netaji in Chennai.This book includes Rudranandaji and author's visit to Chennai, and many more spiritual sites.

"JANMANTOR" is the brilliant classic of Tarashis Gangopadhyay published just before Durga Puja 2012. This book is a first-hand narrative of a Brahmachari travelling back to his previous incarnations through the path of Agyachakra {third eye situated in the middle of eyebrows} with the help of an eminent saint Swami Vidyananda. This book is about the past life regression of a Brahmachari in the process of yoga.It is a mesmerizing account of how reincarnation worked through his last seven lives and by dealing with and resolving karmic troubles how he has attained his current spiritual level in his present life.

His next brilliant book published in 2013 is "MAHAPRAVUR NEELACHOLE AAJO CHOLE LEELA".This book is about author's Puri porikroma by foot in all the notable temples there.It also contains the mythological,historical,geographical stories and datas associated with Neelachal.Along with Puri,this book also covers the pilgrimage to Neelmadhab in Kantilo,from where the saga of Jagannathdeb started.The author's visit to Bhubaneswar,Konarak,Alalnath and other associated places have added feathers to it.Along with this there is the most thorough research of Mahapravu Chaitanyadeb's antordhan with the truth associated with it.In this pilgrimage the author

came in touch with a gyani bhakto Madhav Mishraji who has given a glimpse of the spiritual mysteries of Jagannathdeb and Chaitanyadeb.Its really interesting to know from him that still today lots of miracles are being performed by the 2 Mahapravus there.Along with this,the book wills erve as the detailed guide to every reader for the successful Puri Pilgrimage.

In September 2013, his next book “ANANTER JIGYASA” (in 2 volumes) has been published.This book is the compilation of the replies to all the spiritual queries that the yogi author delivered to his readers and disciples at the different sessions of his spiritual discourses in “Adhyatmik Adhibeshon”. This book will help all humans around the world to accelerate the progress on their spiritual paths.

In January 2014, his next book “KEDARNATHEY AAJO GHOTE AGHATON” has been published.This is a detailed account of a lady’s mystic experiences by the grace of Lord Gopala in the Himalayas and also of her unique vicinity with a great saint of Tibet,(who was also her Guruji of the previous birth) in the midst of the tremendous disaster in Kedarnath during June 2013. The divine experiences of this lady in Kedarnath during the disaster once again proves that miracles still happen there, even in these days.

In March 2014,his Hindi book “BRINDABAN MEIN AAJ BHI GHATNEWALE CHAMATKAR” (the most awaited Hindi translation of his book “Brindabone Aajo Ghote AGhoton”) has been published.The translation was done brilliantly by Keya Sarkar.This classic is based on the practical experiences of the author. It shows how an atheist acquaintance of the author was transformed into a SIDHHA SADHIKA “GOPALA’S MA” by the miraculous acts of LORD GOPALA in BRINDABAN.

Even she had witnessed the MAHA RASH of SRI RADHA & KRISHNA in Nidhuban, a sacred TIRTHA of BRINDABAN by the grace of LORD GOPALA.

In May 2014, his first e-book “AMI TARASHIS BOLCHI” has been published. It is a c ollection of the spiritual blogs written by the saint author Tarashis Gangopadhyay since 2013 in his google blog http://amitarashisbolchi.blogspot.in/

In the last week of May 2014, his long awaited book “JETHA RAMDHANU OTHE HESHE” has been published.This book is a collection of spiritual, romantic and satiric short stories of the author which are based upon his own philosophy of life.These stories are marked by epigrammatic brevity, subtle humor, witty dialogues and terseness of expression.They have been already praised greatly by different critics.

In March 2015, his next book “AAJO SETHA NITYA LEELA KOREN GORA RAY” has been published. This book is the only complete travelogue in Bengali on Nabadwip, Shantipur and Kalna with the significance of those places and details of Mahaprabhu’s leela.

In the later half of 2015,his next book “JIBON THEKE MAHAJIBONER POTHE” has been published. This attractive book is a fascinating trip down the memory lane of a saint spiritual writer Tarashis Gangopadhyay, that tells us how he has been inspired by his Gurudeb, numerous saints and glorified souls since childhood to proceed towards the spiritual path from an ordinary path of life. It also tells us how he has been guided by his Ishta-Devata Lord Gopala throughout his journey of life upto his diksha and how his life has been shaped and moulded towards spirituality by Lord Gopala’s grace.

In July 2016,his next book “ANANTER JIGYASA (Yogsadhan porbo)” has been published.This book is the compilation of the replies to all the spiritual queries that the yogi author delivered to his readers and disciples about yogasadhna in his spiritual discourses of “Adhyatmik Adhibeshon”. This book will help all humans around the world to accelerate the progress on their spiritual paths by the help of Yogasadhna.

In August 2016,his next book “SANGRILAR GUPTOYOGI” has been published. This book is the mystic narrative of a great Tibetan Lama who visited the secret Buddhist Gompha of Sangrila, hidden away in the valleys of remote Tibetan plateau with a highly evolved soul and mahayogi Rechung Lama.He had also enlightened the author with the minute details of his experience of the Yogsadhna of Sangrila he performed there to achieve sidhhi.

In July 2017,his next book “Brajadhame Aajo Ghotey Aloukik -Vrindaban porbo” has been published.This is a detailed account of an elderly man’s mystic experiences by Srimati Radharani and Sri Krishna’s grace in Vrajdham, and also of his close proximity to one of the greatest Vaishnava saints of Vrajdham. Later he became a devoted disciple of this great Vaishnava saint and accompanied him to Vrajdham Parikrama. The divine experiences of this elderly person in Vrindavan as well as in Vrajdham, the mystic experiences of different saints of Vrajdham as well as the divine leela performed by Shrimati Radharani and Sri Krishna from time to time in different temples and teerthas depicted in this book proves that miracles still happen there, even in today’s modern world.

In June 2018,The second volume of Brajadhame Aajo Ghote Aloukik.(Mathura-Radhakunda- Gobardhan-kamyaban porbo) has been published.This is a detailed account of an elderly man’s mystic experiences by Srimati Radharani and Sri Krishna's grace in Vrajdham, and also of his close proximity to one of the greatest Vaishnava saints of Vrajdham. Later he became a devoted disciple of this great Vaishnava saint and accompanied him to Vrajdham Parikrama. The divine experiences of this devoted elderly person in Mathura,Radhakunda,Gobardhan,Kamyabon as well as in the rest of Vrajdham, the mystic experiences of different saints of Vrajdham as well as the divine leela performed by Shrimati Radharani and Sri Krishna from time to time in different temples and teerthas depicted in this book proves that miracles still happen there, even in today's modern world.

The writing style of this respected YOGI author is marked by epigrammatic brevity, subtle humor, witty dialogues and terseness of expression, which are based upon his own philosophy of life. In all his books, the author’s quest for the nector of spiritualism impresses us most. Each of his creation is different from the other with different background and topic. So, it’s advisable not to compare one book with the other, since apple cannot be compared to orange.

To conclude, if you ‘re willing to realize the HINDU SPIRITUALISM you must read the above mentioned works of TARASHIS GANGOPADHYAY. He is without a **d**oubt one of the most gifted authors on the planet at this time.

✪ তরুণ সাহিত্যিক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী সম্বন্ধে

ভাই তারাশিস,

তোমার রচনার আমি একজন একনিষ্ঠ ও মুগ্ধ পাঠিকা। এত সুন্দর সাবলীল ভাষার ব্যবহার তোমার লেখায় যে আশ্চর্য্য না হয়ে পারা যায় না। তোমার বইগুলির মধ্যে আমার প্রথম হাতে আসে "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে।" এতটাই চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি তোমার লেখার যে কয়েকদিনের মধ্যেই পরপর তিনটি খণ্ডই শেষ করে ফেলি। এমন সুন্দর লেখা কি কেউ আগে লিখেছেন? আমি তো অন্ততঃ পড়িনি। একইসাথে ভ্রমণকাহিনী ও সাধুসঙ্গ লাভের নানান অভিজ্ঞতা এমন সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত এই রচনাটিতে যে প্রশংসা না করে পারা যায় না। হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের ইতিহাস এবং তাদের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ বিবরণ ফুটে উঠেছে এতে তোমার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। রীতিমত গোগ্রাসে পড়েছি বইগুলো। মনে হচ্ছিল যে আমি নিজেই পৌঁছে গেছি হিমালয়ে। এর চরিত্রগুলির সাথেও নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলাম।

এর পর সুযোগ হয় "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান", "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে", "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" এবং 'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে" পড়ার। সব কয়টি লেখাই এককথায় অসাধারণ। মনকে নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে যায়।

"অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" পড়ে তোমার এবং তোমার বাবামায়ের ব্যক্তিগত অনেক অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারলাম। সত্যি কত জন্মের সুকৃতির ফলে তুমি এমন সাধক পরিবারে জন্ম নিয়েছ। বয়সে তরুণ হলেও অনেক উঁচুস্তরের সাধক তুমি। তোমার বাবা মাকেও জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল — আমি যেন নিশীথ হয়ে গেছি। নিশীথ হয়ে ঊর্দ্ধলোকের সব স্তরগুলি কি সুন্দরভাবে ঘুরে এলাম তোমার অসাধারণ লেখনীর দৌলতে।

এরপর পড়ি "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" এবং "জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে"। মন্ত্রমুগ্ধের মত পুরো বই শেষ করেছি একবারে — অন্য সব কাজ ফেলে। তোমার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভাষানৈপূণ্য চুম্বকের মতন আটকে

রেখেছিল আমাকে যতক্ষণ পড়েছি, আর তারপর তার রেশ তো এখনো রয়ে গেছে মনের মধ্যে। "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" পড়ে মনশ্চক্ষে নিধুবনের যে রাসলীলা দর্শন করলাম তার জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। এছাড়া পুরো কাহিনীতেই বালগোপালকে নিয়ে সুতপার যে অভিজ্ঞতা, তা এককথায় অপূর্ব।

আর "জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে" পড়ে তো আমি অভিভূত। এক অন্য দুনিয়ায় চলে গিয়েছিলাম, যা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। বিশেষ ঐশীকৃপা ছাড়া এরকম লেখা সম্ভব কি? মনে তো হয় না। তুমি সত্যি ঈশ্বরের বরপুত্র, নাহলে জ্ঞানানন্দজী তোমাকেই কেন নির্বাচন করবেন জ্ঞানগঞ্জের মহিমা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য? তোমার বইগুলো পড়ে আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যকে নতুন করে জানছি, তাকে আপন করার ইচ্ছা জাগছে। সত্যি তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত দূত, আমাদের সঠিক পথ দেখাতেই হয়েছে তোমার আবির্ভাব!

সবার শেষে বলি, ইন্টারনেটে অমৃতমের কতকগুলি সংখ্যা পড়লাম আমি। সেখানে তোমার আসন্ন প্রকাশিতব্য গ্রন্থ "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" পড়ছি। অসাধারণ লাগছে। বইটি প্রকাশের অপেক্ষায় আছি।

যাইহোক, পরিশেষে এটাই প্রার্থনা করি যে ভগবান যেন তোমার মতন এই উজ্জ্বল প্রতিভাকে অনেক শক্তি দেন যাতে তুমি আরো অনেক অসাধারণ লেখা লিখে আমাদের মন শাশ্বত আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারো। আর তারই সাথে আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল — তোমার অধ্যাত্ম জীবনে তুমি যেন তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারো।

শাশ্বতী দাস
এমার‍্যালড স্ট্রীট,
টরেন্স, লস এঞ্জেলস
ক্যালিফোর্নিয়া - ৯০৫০৩
ইউ.এস.এ
৩০/০৮/০৯

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

মান্যবরেষু,

আপনার 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডই পড়লাম। পড়া শেষ করে সবিস্ময়ে ভাবছিলাম — আপনি কি লেখক? না চিত্রকর? আপনার হাতের কলমখানি যে রীতিমত তুলি হয়ে উঠেছিল গ্রন্থরচনার সময়ে। শব্দ দিয়ে যে এত সুন্দর ছবি আঁকা যায় এতো আমার কল্পনারও অতীত ছিল। গাড়োয়াল হিমালয়ের বিরাট ক্যানভাস জুড়ে শব্দের মুন্সীয়ানা দিয়ে যে ছবি আপনি এঁকেছেন তা অনবদ্য। হিমালয়ে আমার কখনো যাওয়া হয়নি। কিন্তু আপনার লেখনী এই গ্রন্থটির মাধ্যমেই আমায় হিমালয় ভ্রমণ করিয়ে দিল। গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে আমি যেন চোখের সামনে হিমালয়ের প্রতিটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে একাত্ম হয়ে যাচ্ছিলাম প্রেমানন্দজী, জ্ঞানানন্দজী, গোপালের মা, ঝিলিক, মৈত্রেয়ী ও আপনার সাথে। আপনাদের সবার সাথেই যেন আমিও দর্শন করলাম হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থ, দুচোখ ভরে দেখলাম গিরিরাজের অনুপম রূপমাধুরী, প্রাণভরে শুনলাম যমুনা, গঙ্গা, অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর কলতান। আপনার লেখনীর মাধ্যমে এই হিমালয়ভ্রমণ ভরিয়ে দিল আমার সকল সত্ত্বা। ধন্য আপনার লেখনীশক্তি, ধন্য আপনার হিমালয়প্রেম। আর সেইসাথে আমিও ধন্য — এমন অসাধারণ লেখনীর পরশ পেয়ে।

ধন্যবাদান্তে
সুপ্রভা সরখেল
ডঃ আম্বেদকর রোড,
দাদার,মুম্বই - ৭০০০১৪
০৯/০৬/২০০৯

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ও অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান সম্বন্ধে

শ্রদ্ধেয় সাধক,

আমাদের জীবনে মৃত্যুর চেয়ে বড় ভয়াবহ আর কিছুই নেই। আমাদের জীবনে প্রতিটি দিনই চলে যাবার সময় মনে করিয়ে দিয়ে যায় — মৃত্যু আরো এক ধাপ এগিয়ে এল কাছে। প্রতিনিয়তঃই আমাদের আশপাশ থেকে কত প্রিয়জনই হারিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর করালগ্রাসে। তাদের পরিণতি দেখে উদাস হয়ে যায় মন — এই মৃত্যু তো আমার কাছেও এল বলে। বয়স যে আমার আশী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎই আমার মন থেকে মৃত্যুভয়ের নির্বাসন ঘটেছে। কেন জানেন? আপনার লেখনীর সৌজন্যে। আপনার 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' আর 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' আমার মৃত্যুভয় ভুলিয়ে দিয়েছে। এই বই দুটিই আমায় বুঝতে শিখিয়েছে যে মৃত্যু জীবনেরই অঙ্গ। মৃত্যু জীবনের পথ চলার মাঝে ক্ষণিকের বিরামমাত্র। আর আপনি এই বইদুটিতে মৃত্যুর পরের জগতের যে ছবি এঁকেছেন তাতে তো মনে হচ্ছে যে মৃত্যুর ওপারের জীবন মৃত্যুর এপারের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী সুখের, অনেক বেশী শান্তির। এই পরিণত বয়সে মৃত্যুভয়ের হাত থেকে মুক্তিলাভ যে কি বড় স্বস্তির তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। এই স্বস্তি আমায় যোগানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

— বরুণ মুখোপাধ্যায়
মুড়াগাছা, যুগবেরিয়া।
২৪ পরগণা (উত্তর)
২৫/০৮/২০০৯

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে সম্বন্ধে

প্রীতিভাজনেষু লেখক,

তুমি আমার চেয়ে বয়সে প্রায় বছর দশেকের ছোট। তাই তোমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করছি। সম্প্রতি আমার জন্মদিনে আমার এক বন্ধু তোমার "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে"র "যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ" পর্বটি আমায়

উপহার দিয়েছিল। বইটি হাতে পেয়ে প্রথমে বিশেষ পাত্তাই দিইনি। ভাবছিলাম— এতদিন হিমালয়ের উপর জলধর সেন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শংকু মহারাজের মত দিকপালদের লেখা পড়েছি। তাঁদের লেখায় হিমালয়কে যেভাবে পেয়েছি তারপর এই নব্যযুবক আর হিমালয় সম্বন্ধে কিই বা জানাবে ? প্রায় মাস দুয়েক ফেলে রাখার পর একদিন রাতে ভাবলাম — দেখাই যাক, ছেলেটি কি লিখেছে! হাজার হোক, হিমালয়ের উপরই তো বই। সেই শুরু। বইটির প্রথম খণ্ডটির প্রথম লাইনটি পড়তে না পড়তেই বইটি যেন টেনে নিল আমায়। পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে উঠলাম। জীবনদর্শনের কি অপার্থিব উপলব্ধি বইটির প্রতিটি লাইনে ছড়িয়ে আছে! সেইসাথে প্রতিটি তীর্থের সবিস্তার বিবরণ, সেখানকার অনুপম দৃশ্যাবলীর চিত্রকল্প বর্ণনা, আর লেখনীর অপূর্ব ছন্দমাধুর্য্য আমার মন ভরিয়ে দিল। সারারাত ধরে পড়ে যখন বইটি শেষ করলাম তখনো মনে জাগছে জিজ্ঞাসা — অতঃকিম ? এরপর কি হল ? তা জানতে পরদিনই মহেশ লাইব্রেরীতে পরের দুটি পর্বের জন্য লোক পাঠালাম। যথাসময়ে বই দুটি এল আমার কাছে। দুদিন ধরে অফিস কামাই করে পরের দুটি পর্বও শেষ করলাম। সত্যি বলতে কি, এই তিনটি পর্ব শেষ করে আমি অভিভূত হয়ে ছিলাম বেশ কয়েকদিন। হিমালয়ের আঙিনায় তোমার পূর্বসূরীদের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি — গাড়োয়াল হিমালয়ের সমস্ত তীর্থের উপর এমন চিত্রকল্প, উপন্যাস রসসিক্ত ভ্রমণ কাহিনী আগে পড়িনি। আগের লেখকদের গ্রন্থগুলি হিমালয়ের প্রতি আমার মুগ্ধতা জাগিয়েছিল কিন্তু তোমার লেখনী আমায় হিমালয়কে অনুভব করাল। উপলব্ধি করাল নগাধিরাজের অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা। এমন লেখনী সত্যিই আমাদের পাঠকদের কাছে এক অপার্থিব প্রাপ্তি।

— সুমিত চিত্রকর
বারবেরিয়া,মেদিনীপুর।
২/৯/২০০৯

✪ **'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' সম্বন্ধে শাশ্বতী দাস, (লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৪ অক্টোবর ২০১৫)** ঃ শেষ হল পড়া "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে"। প্রতিবারের মতো এবারও আমি এক দিব্য আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি। বইটি পড়লে বোঝা যাবে লেখকের অসাধারণ লেখনীর পিছনে এক দিব্যশক্তি কাজ করছে। ইনি সাধারণ লেখক তো নন — ঈশ্বর প্রেরিত দূত, যাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ধরণীতে মানবজাতির মনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোরের কয়েক বছর পর্যন্ত লেখকের জীবনের কথা আমরা জানতে পারি এই বইটিতে। এই স্বল্প কয়েক বছরেই তাঁর জীবনের ধারা যে খাতে বাহিত হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় যে লেখক সাধারণ মানব নন। সাধক-সাধিকা পিতামাতার সন্তান হিসেবে ছোট্ট থেকেই লেখকের বহু সাধু সন্ন্যাসীর সাথে মেলামেশা করার সুযোগ হয়েছে। নিজের পিতা তথা গুরুর প্রভাব যেমন লেখকের জীবন গঠন করতে সাহায্য করেছে, তেমনি অন্যান্য সাধক সাধিকার আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যও ভীষণভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছে আধ্যাত্মিক পথে। জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে বহু স্বনামধন্য উচ্চকোটির সাধুর কৃপা ইনি পেয়েছেন। তাঁরা লেখকের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদবাণী করেছেন তা যে ফলে গেছে তা আমরা বর্তমানে দেখতে পাই। বইটির প্রতিটি অধ্যায় যেন বারে বারে জানিয়ে দিচ্ছে যে ইনি সাধারণ নন, নাহলে এমন ভাবে এত উচ্চকোটির মহাত্মার কৃপালাভ তো সম্ভব হত না। এক দিব্য ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছি যখন জানতে পেরেছি তাঁর আগের জন্মের সিদ্ধি লাভের কথা। সেটার স্ফূরণ যখন এজন্মে ঘটল, তার প্রকাশের কথা পড়তে পড়তে রীতিমত শিহরিত হয়েছি। শুধু তাই নয়, তারাপীঠে সকলের চোখ এড়িয়ে লেখকের এক দৈব আকর্ষণের বশে বিভোর হয়ে থাকার ঘটনাটাও কম বিস্ময়কর নয়।

ছোটবেলার দিনগুলো খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যা পড়তে পড়তে কখনও খুব হাসি পাচ্ছে আবার কখনও দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে চোখে অশ্রুরেখা দেখা দিচ্ছে। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে বইটিতে ; সব এখানে লিখে দিলে যাঁরা পড়বেন

বইটি, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই আর বেশি স্তুন্দ্বন্ধ্রনপুব্দ-এ না গিয়ে এইটুকুই বলছি যে বইটি পড়তে পড়তে বারে বারে মনে হয়েছে আমি সত্যিই খুব ভাগ্যবতী যে ঈশ্বর আমায় কৃপা করে মানুষরূপী এমন মহাত্মার সান্নিধ্য করার সুযোগ দিয়েছেন। ঈশ্বর প্রেরিত এই দূত যেন জগতের আরো বহু মানুষের মনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে তাঁদের আলোর পথে বহুদূর এগিয়ে দেন — এই সৎ কামনাই করি। মঙ্গলময় ভগবান লেখকের সার্বিক মঙ্গল করুন!

✪ **'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' সম্বন্ধে মৌসুমী চক্রবর্তী (কোচবিহার, ২৩শে নভেম্বর ২০১৫) ঃ** এই মাত্র শেষ হল "জীবন থেকে মহাজীবনের" পথে পড়া। জানি না এ সম্পর্কে কি বললে যথাযথ বলা হবে। দাদার প্রতিটি বই-ই অধ্যাত্ম পথের দিশারীদের কাছে অমূল্য সম্পদ। তবুও এই বইটির কথা আলাদা করে বলতেই হয়। যে বটগাছ আজ আমাদের স্নেহছায়া দিয়ে প্রতিমুহূর্তে আগলে রেখেছে তার বীজ থেকে মহিরূহে পরিণত হবার ন্দস্তুভ্রজ্জন্দ্বন্তুটি সত্যিই অপূর্ব। গুরুর প্রতি বিশ্বাস আর শরণাগতি ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা শিখলাম এই বইটি পড়ে। শাক্ত বৈষ্ণবে যে আসলে কোন পার্থক্য নেই তা শুনেছিলাম কিন্তু দাদার জীবনে এর যে প্রকাশ তাতে সত্যিই অভিভূত হলাম। 'আপনি আচরি ধর্ম' শুনেছিলাম। দাদার এই বইটিতে যেন প্রতি মুহূর্তে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশ। সাধুসঙ্গের বর্ণনায় তৃষিত মন তৃপ্ত হল। তার সঙ্গে লেখার ভঙ্গী মনোগ্রাহী করে তুলেছে বইটিকে।

✪ **'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' সম্বন্ধে মালা গাঙ্গুলী (ফরিদপুর, ১৩ই নভেম্বর ২০১৫) ঃ** 'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' বোধহয় আমাদের তারাশিসদাদার সবচেয়ে প্রাণকাড়া গ্রন্থ। পড়তে পড়তে হারিয়ে যাচ্ছিলাম দাদার স্মৃতির মাঝে। সেই ছোট্টবেলা থেকে দাদা কোন কোন সব মহাত্মাদের সঙ্গ করেছেন ভাবলেও শিহরিত হতে হয় — নেপালী মা, বহেরা বাবা, উঁচু মহারাজ, নচিকেতা মহারাজ, হৈড়াখান বাবা, মৌনী বাবা, পাগল যোগানন্দ বাবা, দ্বারিকানাথ পুরি, বুড়িমা, দুলুঠাকুর, বামদেবের শিষ্য নগেন বাগচী। প্রত্যেকেই দাদার সম্বন্ধে যা যা বলেছেন তা আজ প্রমাণিত সত্য। কিভাবে

দাদা ছোট্ট থেকে আধ্যাত্মিক জগতে এসেছেন তার এক অপূর্ব বিবরণ এই গ্রন্থ। সেই সাথে দাদার কথোপকথন জ্যেঠুর সাথে অনবদ্য। তারাশিসদাদার সাধক সত্ত্বা এবং সাহিত্যিক সত্ত্বা এখানে যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। যেমন অনুপম হাস্যরস, ড্রুভ্রপ্পস্তুভ্রজ তিনি দিয়েছেন তেমনি আবার তার মধ্যে তাঁর সাধনপথের সোপান কিভাবে তৈরি হয়েছে তার বিবরণ। কত অলৌকিক অভিজ্ঞতার সাক্ষী দাদা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটি যোগানন্দজীর ট্রুভ্রন্ধ্পস্নস্বপ্সন্ধজ্রন্মড্রস্তু স্পন্দ্রভ্র দ্বন্প্সন্ধন্জর মতই এক অনুপম আধ্যাত্মিক সম্পদ হবে। আমরা যারা দাদার বই ভালবাসি তাদের সবার জন্যে এ এক সম্পদ। আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক জগতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন এখানে পেলাম দাদার দুই সত্ত্বার মিলনে। বইটি পড়ে আমি অভিভূত।

✪ **'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' সম্বন্ধে তানিয়া চক্রবর্তী (কলকাতা, ২১শে নভেম্বর ২০১৫) ঃ** প্রিয় দাদা, তোমার সব বই-ই আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। তোমার বই মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়, দিশাহীনকে দিশা দেখায়, অজ্ঞানী মনকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। তোমার বই মানেই ঈশ্বরের করুণাধারাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করা।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তোমার বই 'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' আবারও এই সত্যকে তুলে ধরে যে তোমার গৃহাশ্রমে অধিষ্ঠিত আমাদের সবার প্রিয় সদাজাগ্রত গোপাল সোনার লীলারই প্রকাশ এমন দিব্য জীবনী।

দাদা, বইটি পড়ে জানতে পারি ছোট থেকে একের পর এক ঐশ্বরীয় দিব্যলীলা তোমার সাথে ঘটে এসেছে। বইটি পড়তে পড়তে যেন মনে হচ্ছিল তোমার ছোটবেলার সেই দিনগুলিতে তোমার হাত ধরেই আমি দ্রষ্টা হয়ে দেখছি। এতটাই তোমার লেখার মাধুর্য্য দাদা প্রতিটি অক্ষরে ছড়িয়ে আছে। দার্জিলিঙের সেই লামার আশীর্বাদের ফলে তোমার নিজের মধ্যেই পরমাত্মাকে এবং বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে নিজ সত্ত্বাকে দর্শন করা নিজের অজান্তেই মনের মধ্যে এক দৈব কৃপার আবেশ ছড়িয়ে দেয়।

আমরা সবাই যে পরমাত্মার অংশ। সাধনা ও নিষ্কাম ভক্তির মাধ্যমে সেই

চেতনাকে অনুভব করলে কত অল্প বয়সেই তাঁর কৃপা পাওয়া যায় তা তোমার জীবনের এইসব ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের দেখালেন। বইটিতে উল্লিখিত তোমার সাথে হওয়া প্রতিটি ঘটনাই আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত যা মনে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এর সাথে এই বই-এ উল্লিখিত মহাত্মা মনিষীদের দিব্য জীবনী আমাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক ভিত গড়ে তোলে। তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের প্রেরণা যোগায় ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

✪ **'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' সম্বন্ধে বলাকা চ্যাটার্জী (কলকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর ২০১৫) ঃ** পরম শ্রদ্ধেয় প্রিয় দাদা, 'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' শেষ হল পড়া। অনবদ্য এই বইটি। যেন একবার পড়ে আশ মেটেনা। বার বার পড়ে যেতে ইচ্ছে করে। তোমার জীবনের পরম তত্ত্ব তথা তথ্যগুলি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কত মহাত্মা, সাধু, যোগী তোমার জীবন তাঁদের অপার্থিব সান্নিধ্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশ্রী বহেরা বাবা, উঁচু মহারাজ, যোগীরাজ মুক্তানন্দ, মৌনীবাবা, বুড়িমা, শিবানন্দ গিরি মহারাজ প্রভৃতি এত সাধু মহাত্মার সান্নিধ্য তোমার এত অল্প বয়সে পাওয়া আমাদের জানিয়ে দেয় তুমি কে। আর এই বই-এর পাতায় পাতায় উঠে এসেছে অনুভূতি তুমি পরম পুরুষের কৃপাধন্য সিদ্ধ যোগী তথা সুবিখ্যাত মহাত্মা বহু মানুষ যাঁর কৃপাধন্য হয়েছেন পূর্ব পূর্ব জন্মে। তোমার অলৌকিক অনুভূতি, দর্শন, অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেয় তুমি এসেছ এক বিরাট কর্মযজ্ঞে আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনে আলো জ্বালাতে। তুমিই আলোর আলো। যতই বইটি পড়তে পড়তে এগিয়েছি ততই নতমস্তক হয়েছি তোমার শ্রীচরণে। আর আপন আনন্দাশ্রু দিয়ে গোপালসোনাকে জানিয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আমায় কৃপা করে সে দিয়েছে তোমার চরণে স্থান। এমন মহামানবের শিষ্যা হতে পেরেছি আমি তাঁর কৃপায়। তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম দাদা।

✪ **'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' সম্বন্ধে কমল পাল (বর্দ্ধমান, ২৬শে ডিসেম্বর ২০১৫) ঃ** 'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' অপূর্ব অনির্বচনীয় এক যাত্রা। গ্রন্থটির ঘটনাক্রম আমাদের টেনে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। এখানে

আমরা পেয়েছি আপনার আধ্যাত্মিক মাধুর্য্যমণ্ডিত জীবন, আপনার শ্রীগুরুদেব তথা শ্রীপিতৃদেবের কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যেও তারা মা-এর কাছে সমর্পিত ভাব — এইসব কিছু আমাদের শরণাগতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে তোলে। এখানে পেয়েছি উচ্চকোটির মহাত্মাদের (ভূপতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোরী বাবা, মুক্তানন্দ, হৈড়াখান বাবা, সাহেব মহারাজ, আনন্দ গিরি) কথা। তাঁদের মনোজ্ঞ আধ্যাত্মিক আলোচনা আমাদের জীবনপথের পাথেয় হয়ে ওঠে। একান্তভাবে অনুভব করা যায় তাঁদের সান্নিধ্য। এছাড়া পাই গন্ধবাবার কথা। ভক্ত মানুষরা স্বামী বিশুদ্ধানন্দের এক অজানা কাহিনী জানতে পারবেন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে। এছাড়া আপনার দীক্ষাকালীন আপনার পিতৃদেবের দীক্ষা বিষয়ে আলোচনা বাণীরূপে প্রতিভাত হয়। তবু যেন শেষ হয় না। মনে হয় শেষ হয়ে হইল না শেষ।

✪ **'আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরা রায়' সম্বন্ধে অমিত ভট্টাচার্য (হাওড়া, ১৮ই এপ্রিল ২০১৫) ঃ** দাদা, "আজো সেথা নিত্য লীলা করেন গোরা রায়" পড়া শেষ হল। শুরুতে মন চাইছিল আরো আরো কিছু বেশি এবং অবশেষে পেলাম সেই স্পর্শ যা তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের signature style। খুব খুব ভালো লাগলো দাদা এটা পাঠ করে। বই এর ভূমিকায় সেই অলৌকিক স্বপ্ন আর বাবার দ্বারা তার অলৌকিক ব্যাখ্যা শুরুতেই একটা আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। মুনমুনদি আর শর্মিলা দেবীর দীক্ষা প্রসঙ্গ অপূর্ব। এবার আসি বই এর মূল বিষয়ে। এই বই অবশ্যই পাঠকদের নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কালনা ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য গাইড হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতেই এর উৎকর্ষতা শেষ হয়ে যায় না। ভগবানদাস বাবাজী, চৈতন্যদাস বাবাজী, চরণদাস বাবাজীর অমর জীবন কথা এর প্রধান উপজীব্য। বাবলার অদ্বৈত পাট, শ্রীবাস অঙ্গন, সমাজবাড়ি, শ্রীনন্দন আচার্যের গৃহ, রাখাল রাজা মন্দির, কানাই-বলাই মন্দিরের কথা পাঠ করে অনেক কিছু জানা গেল। নবদ্বীপ এর নাটুয়া গৌরের লীলাকথা হৃদয় স্পর্শ করলো। আর সবচেয়ে ভালো লাগলো ১৪ নম্বর অধ্যায়ের পাগল যোগানন্দজীর প্রেমযোগের কথা। তোমায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেল। তাই আরেকবার তোমায় দূর

থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি দাদা। তুমি ইস্কন মন্দিরে রাধারাণীর (আমি নিশ্চিত, পোষাকের বর্ণনা তো তাই বলছে, উনি অষ্টসখীদের কেউ নন, স্বয়ং রাধারাণী) দর্শন পেয়েছ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রবণ করেছ। ধন্য তুমি এবং সেই সঙ্গে ধন্য আমরাও। জয় শ্রীকৃষ্ণ।

✪ 'আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরা রায়' সম্বন্ধে বিন্তি বণিক (শ্যামনগর, ২৭শে জুলাই ২০১৫) ঃ 'আজো সেথা নিত্য লীলা করেন গোরা রায়' একটি আধ্যাত্মিক রত্নরাজিতে পূর্ণ ভ্রমণমূলক গ্রন্থ। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ তথা ধাম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটক্ষেত্র নবদ্বীপ, গৌর আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুলতিলক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর লীলাক্ষেত্র শান্তিপুর, গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট কালনা, শ্রীরামাই পণ্ডিতের শ্রীপাট বাঘনাপাড়া এবং গুপ্তিপাড়া ও গোপালদাসপুরের শ্রীসম্পদ যে মন্দিরগুলি, তাদের ঐতিহাসিক স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনা সমেত যে ভ্রমণবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব উপস্থাপনা। প্রতিটি স্থানের এমন প্রাঞ্জল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আর সাথে পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিবেদন প্রয়াস খুবই উচ্চপ্রশংসিত হবার দাবী করে নিঃসন্দেহে। সেই সঙ্গে লেখকের সাহিত্য প্রতিভা গ্রন্থের প্রতি পাতায়, প্রতি লাইনে নিজেকে প্রকাশ করেছে পরিপূর্ণভাবে। অত্যন্ত সুচারু ও সুসংগঠিত লেখনীর শৈলী। অমোঘ এক টানটান আকর্ষণ সমস্ত গ্রন্থ জুড়ে। লেখকের বর্ণনার গুণে পাঠকেরও যেন ওই স্থানগুলির পরিক্রমা পূর্ণ হয়। তবে এই গ্রন্থ থেকে পরমপ্রাপ্তি বলে আমার যে বিষয়টি মনে হয়েছে, তা হল বাংলার এক দীর্ঘদিনের বিতর্কিত, আলোচিত, অনেকের অজানার অন্ধকারে অবরুদ্ধ একটি তত্ত্ব — মহাপ্রভুর জন্মস্থান বিতর্ক। আকাশে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লে সূর্যের অস্তিত্ব কি মিথ্যা হয়ে যায়? না, হয় না। সে থাকে তার স্বমহিমায়। শুধু ক্ষণিক মেঘের আচ্ছাদন তাকে দৃষ্টিপথের আড়াল করে। "মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে — নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির, আঘাতে না টলে।" তেমনি মহাপ্রভুর যে আসল জন্মস্থান তা যতই যে গোষ্ঠী, যে দল, বা যে সম্প্রদায় বা যে সংগঠন অন্য জায়গায় দাবী করুক না কেন,

জন্মস্থান থাকবে তার চিরন্তন মহিমায় চিরকালের গর্ভে অবিসংবাদিতভাবে। আর সেই সত্যটিকে লেখক তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক প্রমাণ সহযোগে ও গুণীজনের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের নেপথ্য আবহে। এই জটিল ও সুকঠিন প্রয়াস যা লেখক করেছেন এই গ্রন্থে, তাঁকে ব্যাপকার্থে সাধুবাদ জানাতেই হবে। বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা লেখক চাইলেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা উনি করেন নি। বরং, সত্য প্রতিষ্ঠা করতে আলোচনার আবর্তে প্রবেশ করেছেন ধৈর্য্যসহ নিজের অনুসন্ধানী, নিরপেক্ষ মন ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। আর যা সত্য তা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর এই অনলস প্রয়াসে। আর এখানেই তাঁর লেখনীর সার্থকতা। লেখককে তাই অভিনন্দন ও ধন্যবাদ এমন সত্য উন্মোচন করার প্রচেষ্টায়।

অন্তর ছুঁয়ে গেছে লেখকের নিজস্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অনুভবের দ্বারা মহাপ্রভুতত্ত্ব পাঠককে অনুধাবন করানোর প্রয়াসে। মানবের ষড়রিপু জয়ের যে দিগদর্শন উনি করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। ঠাকুর নরোত্তমের 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা'য় নির্দেশিত পথেরই তা যথার্থ অনুগামী যেন। অতীব প্রশংসনীয় লেখকের এই পাঠককুলকে জীবন থেকে মহাজীবনের পথের সন্ধান দেবার প্রয়াস।

এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার হোক এই কামনাই করি মহাপ্রভুর কাছে। এই গ্রন্থের দ্বারা মানুষ নবদ্বীপের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে, এই ধামের ধূলিকণার আশীর্বাদ নিতে হাজির হোন অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায়, এই প্রার্থনাই করি কায়মনোবাক্যে।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে শাশ্বতী দাস, ৫ই আগষ্ট ২০১৬ ঃ "সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী" — বইয়ের নামটি এক রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল আমার মনে শুরু থেকেই। "অমৃতম" পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনীর প্রথম দিকের কিছুটা পড়ার সুযোগ হয়েছিল আমার, আর তারপর যখন পুরো লেখাটাই হাতে পাই, তখন যে আবার শুরু থেকেই পড়তে শুরু করব, তা বলাই বাহুল্য। কারণ শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের এক লাইন লেখা কোথাও পেলে সেটি

পড়ার সুযোগ ছাড়তে পারিনা আমি। ওনার সকল পাঠক পাঠিকারা এ ব্যাপার আমার সাথে নিশ্চয়ই সহমত হবেন। দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতি আমি বরাবরই এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করি। আর এই সাংগ্রীলা মঠ এর অবস্থান হিমালয়েরই কোলে তিব্বতের গুপ্ত স্থানে। তাই সব মিলিয়ে, "সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী"র প্রতি আমার আকর্ষণও একটু বেশীই শুরু থেকেই। তিব্বতের কিছু গুপ্ত যোগ-এর কথা আগে শুনেছিলাম তবে বিস্তারিত কিছু জানা ছিল না। এই বইতে তিব্বতের অনেক গুপ্ত সাধন ক্রিয়ার কথা আমরা জানতে পারি যা লেখক অদ্ভুত ভাবে জানতে পারেন সেখানকার এক লামার থেকে। সুদূর তিব্বত থেকে এক অচেনা লামা হঠাৎ একদিন কলকাতায় এসে লেখকের সাথে যোগাযোগ করেন তাঁর গুরুর নির্দেশে লেখককে কতগুলি যোগের ক্রিয়া শেখানোর জন্য, যাতে সেগুলি ভবিষ্যতে মানুষের মাঝে আধার বুঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই যে লেখককে নির্বাচন করা হল এতো সহস্র কোটি মানুষের মধ্য থেকে এই মহৎ কাজের জন্য, এর পিছনে এক বিশাল দৈব কারণ আছে যা আমি প্রকাশ করছি না কারণ বইটি যাঁরা পড়েননি এখনো, তাঁদের জন্য অবিচার করা হবে যদি এখনই বলে দিই সেটা। লামার কাছ থেকে লেখক ওই বিশেষ যোগশিক্ষার সাথে সাথে, তিব্বতের সাংগ্রীলা মঠের যোগীদের জীবনধারা ও সাধনার কথাও বিস্তারিত ভাবে জেনে নিয়েছেন এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গুছিয়ে পরিবেশন করেছেন এই বইটিতে তাঁর অসাধারণ জাদুময় লেখনীর মাধ্যমে। বইটি পড়তে পড়তে কখনো আমি চলে গেছি সুদূর তিব্বতের সেই গহন ক্ষেত্রে। পথে প্রকৃতির বিরূপতায় কখনো বা ভয়ে থমকে গেছি, কখনো বা প্রবল উৎসাহে এগিয়ে গেছি লেখকের সাথে হাসিমুখে। "দেবলোকের অমৃতসাধনে"-র পর দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রকৃতির রূপের এক অসাধারণ বর্ণনা আবারও পেলাম এই বইটিতে। কখনো সেই বর্ণনা উত্তাল এবং ভয়ঙ্কর, কখনো বা তা আস্বাদন করিয়েছে দিগন্তবিস্তৃত তুষারলোকের গভীর নৈঃশব্দ, আবার কখনো বা তা মনকে ভরিয়ে তুলেছে এক ঝলমলে রৌদ্রোজ্জ্বল স্বপ্নিল পরিবেশের ছোঁয়া দিয়ে।

তিব্বতের এই গুপ্ত সাধনক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে কত কাণ্ড ঘটে চলেছে তা

ধারণাও করতে পারতাম না এই বইয়ের সংস্পর্শে না এলে। এখানকার মঠের সাধনপ্রণালীর সাথে ভারতীয় সাধনপ্রণালীর অনেক মিল থাকলেও কিছু কিছু ব্যাপার একদম আলাদা আর বেশ ন্ব্ধন্দ্বজ্ঞন্দ্বব্দব্ধন্ন্ব্ধ। তিব্বতী সাধনার বিভিন্ন স্তর এবং তা অনুশীলন করার প্রণালী, এমনকি মৃত্যুর পরে আত্মার এগোনোর পথ যাতে সুগম হয়, তারও সাধনা কিভাবে করতে হয়, তা আমরা জানতে পারি এই বই থেকে। তিব্বতী সাধনার যে বিভিন্ন ধাপ, সেসবের মাঝেও আবার কিছু পর্যায় আছে অনেক ক্ষেত্রেই। এই সাধনা বেশ কঠিন হলেও লেখকের অসাধারণ সুন্দর লেখার ব্দব্ধভ্তপ্তুন্দ্ব ও বোঝানোর ক্ষমতায় তা আমার মতন সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে বোধগম্য। বইটি প্রচুর মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ এবং একটা নিজস্ব মসৃণ গতি আছে এর। লেখকের অন্যান্য বই-এর মতন এটিও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করে ফেলেছি আমি, কারণ লেখকের লেখায় এমনই জাদু যে তা ফেলে রাখতে পারিনা ; শেষ না করা অবধি আমার স্বস্তি হয়না একদম। বলিষ্ঠ বিষয়বস্তুতে, ভাষার মাধুর্য্যে, তথ্যের প্রাচুর্য্যে, শব্দের যথাযথ প্রয়োগে আর সর্বোপরি লেখকের জাদুময় চৌম্বকীয় লেখার ব্দব্ধভ্তপ্তুন্দ্ব-এ "সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী" হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য রচনা। একদম নতুন স্বাদের এই রচনা ; আর আমার মনে হয়না এই বিষয়বস্তু নিয়ে এর আগে কেউ লিখেছেন। পড়তে পড়তে আমি যেন সেই সাধনার মধ্যেই ঢুকে গেছিলাম আর কখন যে বইটি শেষ হয়ে গেল খেয়ালই ছিল না। লেখকের প্রতি লামার স্নেহ মাখানো কথাবার্তা এবং তাঁকে নির্বাচন করার কারণ যেটা তিনি জানিয়েছেন, সেটা পড়ে আমার দুচোখ দিয়ে কখন যে বিস্ময় ও আনন্দের অশ্রুধারা নেমে এসেছে আমি খেয়াল করিনি। সেই মহাত্মা, যাঁর লেখনীর রত্নরাজিতে আমি পুষ্ট হয়েছি প্রতিনিয়ত, সেই লেখকের অন্তরাত্মাকে জানালাম আমার শতকোটি প্রণাম আর সেই সাথে ঈশ্বরকেও জানালাম আমার সহস্রকোটি প্রণাম, কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই তো এমন মহাত্মার সঙ্গ করতে পারি প্রতিনিয়ত। অধ্যাত্ম পিপাসু মানুষের মনে শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য বই-এর মতন এই বইটিও বিরাটভাবে সাড়া ফেলবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। লেখকের লেখনীর চালক গোপাল যেন এরকম দৃঢ়ভাবে সেই লেখনীকে ধরে

থেকে মসৃণভাবে তা চালনা করে চলে চিরকাল, এই প্রার্থনাই করি ঈশ্বরের কাছে। জয় গোপাল।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে বলাকা চ্যাটার্জী, ৯ই আগষ্ট ২০১৬ঃ

প্রিয় দাদা, সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী বইটি ছিল আমার বহু আকাঙ্খিত বই। অবশেষে তা পড়া হল। পড়ার পর কিছুক্ষণ নিশ্চু প হয়ে ডুবে ছিলাম হিমালয়ের কোলে লামা আংডেনের পাহাড়ী পথের গুহায়। দেবতাত্মা হিমালয়ের গভীর গহন কন্দরে লুকিয়ে থাকা অতিন্দ্রীয় জগতের সম্পর্কে জানার কৌতুহল আমার দুর্নিবার আর সেই কৌতুহল যদি স্বয়ং আপন গুরুদেবের হাতের ছোঁয়ায় অন্তরে ধবনিত হয় তখন তা হয়ে ওঠে অপার্থিব। এই বইটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল আমি তোমার সঙ্গেই চলেছি, তোমার পাশে বসেই শুনছি গুপ্তযোগী মহাত্মা লামার কথা। তাঁর সাধনজীবনের অভূতপূর্ব তথ্য তুমি যেভাবে তুলে ধরেছ তা এতোই প্রাঞ্জল যে অতি সাধারণ মানুষ হয়েও আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম সাংগ্রীলা সাধনক্ষেত্রকে এবং সেই সাথে সেই মহাত্মার সাধনার প্রতিটি ধাপ একে একে অতিক্রম করাকে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে কিভাবে পরমের লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া উচিত আর এই মানবজন্মকে কিভাবে অতিবাহিত করা উচিত তা সুন্দর ভাবে বলে দিয়েছ। কিছু কিছু অংশ পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল যেন তুমিই কথা বলছো মহাত্মা লামার বাণীর মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতির বর্ণনায় হারিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সাংগ্রীলা পাস-এ যেখানে আমি কোনদিন যাইনি। এই মহাসিদ্ধ যোগী সুদূর অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে এসেছেন তোমার কাছে। সমগ্র পূর্ব ভারতে এতো জনের মধ্যে কেবলমাত্র তোমাকেই নির্বাচন করেছেন সেই জ্ঞানগঞ্জের উচ্চকোটির সাধকরা। যেখান থেকে তাঁরা সমগ্র পৃথিবী পরিচালনা করেন সেখান থেকে তোমাকে নির্বাচন করা আমাদের জানিয়েই দেয় তুমি সাধনার কোন স্তরে অবস্থান করছ। এক বিস্ময়ব্যাপী কর্মকাণ্ডের দূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছো, আর আমাদের সরল দাদা হয়ে হাসিমুখে আমাদের মধ্যে মিশে আছো নিজের অসীম অধ্যাত্মশক্তিকে সযত্নে সঙ্গোপনে রেখে। তুমি নিজেকে না চেনালে কেউ তোমায় চিনবে না। উচ্চকোটির সাধকরা নিজে থেকে ধরা না দিলে যেমন

দেখা যায়না তুমিও তাই। তোমার লেখনীর অপার্থিব আকর্ষণী শক্তিতে আমি এতোটাই মোহিত হয়ে পড়েছিলাম যে চারপাশের পরিবেশের কোনো কিছুই খেয়াল ছিল না আমার। ব্যস্ততা আর কোলাহল কিছুই বুঝতেই পারিনি। পড়ার শেষে অভিভূত হয়ে শুধু এইটাই ভাবছিলাম যে গোপালের কি অসীম কৃপা যে এমন সাধকের শিষ্যা হবার যোগ্য সে আমায় মনে করেছে। আমি গুপ্তযোগী মহাত্মা লামাকে শতকোটি প্রণাম জানাই। আর তোমার শ্রীচরণে আমার ভক্তির অশ্রু দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। শতকোটি প্রণাম নিয়ো দাদা। জয় গোপাল।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, ১২ই আগষ্ট ২০১৬ঃ

প্রিয় দাদাভাই, তোমার লেখা "সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী" বইটি পড়া শেষ হল। তোমার প্রতিটি বই-ই বর্ণনাতীত। প্রতিটি বই পড়তে পড়তে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হতে হয়। এক আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। সেই সঙ্গে মানস ভ্রমণও হয়ে যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। পড়তে পড়তে বার বার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনুভব করেছি তোমার গভীরতা। উচ্চকোটির মহাত্মাদের চির রহস্যময় সাধনক্ষেত্র জ্ঞানগঞ্জ ও সাংগ্রীলা সম্পর্কে জানার কৌতুহল কিছুটা নিবৃত্ত হল। তোমার সাবলীল ভাষায় এই সাধনক্ষেত্র সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছ তা প্রতিটি পাঠক পাঠিকার মন ভরিয়ে তুলবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উচ্চকোটির মহাত্মারা ঠিক যেমনভাবে তাঁদের শিষ্যদের অধ্যাত্ম পথে এগিয়ে নিয়ে যান তুমি ঠিক সেভাবেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছো। আমরা যে সকলেই তোমার বাগানের কুঁড়ি, তুমি যে এই বাগানের মালি। তাই প্রতিটি কুঁড়িকে তুমি সুন্দরভাবে পরিচর্যা করে চলেছো, যাতে আমরা প্রত্যেকেই ফুল হয়ে ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত হই। আর গোপালসোনা যে আমাকে তোমার বাগানের ফুল হওয়ার যোগ্য মনে করেছেন এতো আমার কম সৌভাগ্য নয়। মহাত্মা লামা কি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন "যে শরীরটা আমরা অবলম্বন করে থাকি তা পঞ্চ ভূতের সম্পদ, আর সেটি পরমাত্মার দেয়া দুদিনের উপহার"। এই বইটি পড়ে আরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করছি, আমার বলতে রইলে শুধু তুমি আর গোপালসোনা। শ্বাসে-প্রশ্বাসে, জনমে-মরণে, ভালোয়-মন্দয়, সুখে-দুঃখে, প্রতিটি রক্তবিন্দুকণায় শুধু যেন তোমায় অনুভব করি।

অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে চলেছো তুমি। তোমার শ্রীচরণে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য ও সহস্রকোটি প্রণাম।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে তানিয়া চক্রবর্ত্তী, ১৫ই আগষ্ট ২০১৬ঃ
প্রিয় দাদা, "সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী" বইটি যখন হাতে পেলাম তখনই মনে হয়েছিল যে যোগ সাধনার ওপর অনেক কিছু জানতে পারব। পূর্বে "জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে" বইটি থেকে যে মনমুগ্ধকর বর্ণনা পেয়েছিলাম সেখানকার অধ্যাত্ম সাধনার ওপর তার ফলে যখন তোমার "সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী" প্রকাশিত হল তখনই অধীর অপেক্ষায় ছিলাম বইটি পাওয়ার জন্য। কারণ তিববতে অবস্থিত সাংগ্রীলার সাধনপথ সম্বন্ধে যে অনেক কিছু জানতে পারব শুধু তাই নয়, অত্যন্ত সরল ভাবে তোমার লেখনী যে পড়লেই মনের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক ভাবের রেশ ছড়িয়ে যায়। লামা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কালীঘাটে তোমার সাক্ষাতের এবং জ্ঞানগঞ্জে তপস্যারত মাহত্মা জ্ঞানানন্দজীর পৃথিবী থেকে লুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়া যোগ ক্রিয়ার প্রক্রিয়া তোমায় প্রদান করার জন্য নির্বাচন এবং লামাজীকে তাঁর জন্য তোমার কাছে প্রেরণ সত্যি বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে পরমাত্মার অনন্ত কৃপা সদা সর্বদা তাঁর শ্রীচরণে সমর্পিত যোগীদের ওপর এইভাবেই বর্ষিত হয়। এই বই পড়ে সাংগ্রীলার সাধনপথ সম্পর্কে এতো নিখুঁতভাবে অবগত হওয়া যায় যে পড়ার সময় মনে হয় লামাজী এবং তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে আমরাও দীর্ঘ ১১ মাস যাত্রা করে সাংগ্রীলায় পৌঁছেছি। সাংগ্রীলায় প্রবেশের পর মঠের প্রতিটি বর্ণনা এতটাই জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত যে ছবির মতো মানসচোখে ফুটে ওঠে। এই বইটির লেখনী জীবনের পরম সত্যকে অনুভব করায়। যখন জাগতিক ভাবে মানুষ একা হয়ে যায় তখনই ঈশ্বর এসে তার হাত ধরেন। জাগতিক জীবনের চরম বিপর্যয়ই ইষ্ট সাধনার জন্য অন্তরকে প্রস্তুত করে এবং এই দুঃখ যন্ত্রণাই ঈশ্বরের অমৃতলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রার সূত্রপাত ঘটায়। এই বইটিতে পাওয়া বজ্রযোগিনী তারা মায়ের উগ্র রূপের অপূর্ব বিবরণ মায়ের মূর্তিকে পাঠকের মানসচোখে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে। সাংগ্রীলায় যোগসাধনার ছয়টি স্তর সম্পর্কে জানতে পেরে খুবই ভালো লাগে দাদা। তুম্মো সাধনার প্রাথমিক অংশের ধ্যান পর্বের বিবরণ অত্যন্ত ভালো

লাগছে। যে জীবদেহকে আশ্রয় করে যোগী সিদ্ধি লাভ করেন সেই দেহকে সংরক্ষিত করার অপূর্ব বিবরণ মনকে ভাবিয়ে তোলে যে আধ্যাত্মিক জগৎ অসীম — যে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ কখনো শেষ হয় না। অসীম অনন্ত বিশ্ব মাঝে যে সাধু পরমাত্মাকেই আপন করে পেতে চায়, নিজের জাগতিক জীবনের সমস্ত ভার শুধু তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণের মাধ্যমে তাঁকেই ঈশ্বর হয়তো এই ভাবে তাঁর জগৎ সম্পর্কে জানান দেন যেভাবে লামাজী তাঁর গুরু রেচুং লামাজীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। লামাজীর গুরুপ্রীতি, সর্ব অবস্থায় সমর্পণ এবং তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন গুরুভক্তির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখে। তোমার এই বইটিও প্রতিটি পাঠক হৃদয় জয় করে সমাদর লাভ করুক গোপালসোনার কাছে এই প্রার্থনা করি দাদা। সমস্ত ভক্ত হৃদয় এই বই পাঠ করে আনন্দ লাভ করবে। সাংগ্রীলার এই যোগ তথা তন্ত্রের ক্রিয়ার সাধনপথ সম্পর্কে এত সুন্দরভাবে তোমার লেখনীর মাধ্যমে জানতে পেরে সত্যিই খুব ভালো লাগল দাদা।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে তমাল মুখার্জী, ৯ই আগষ্ট ২০১৬ঃ :
'সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী' পড়া শেষ করলাম। অসাধারণ আরেকটা বই উপহার পেয়েছি। এক সিদ্ধ যোগী লামার নিজের সাধন জগতের যে বিবরণ তোমার লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তা সত্যিই এক কথায় প্রকাশ করা যায় না। 'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে' বইটাও পড়েছিলাম। কিন্তু সাংগ্রীলার যে সাধন পথ তা সত্যিই অনেক আলাদা। আর তোমার লেখনীর মাধ্যমে তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে এটা সত্যি যে সব পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার কথা বইটিতে উল্লেখ আছে তা সিদ্ধ যোগগুরুর নির্দেশ ছাড়া করা উচিত না। তবে পড়তে পড়তে নিজের মনের মধ্যে এক অন্য সত্ত্বার জাগরণ হয় যা দেয় নিজের অন্তরাত্মাকে পরম শান্তি। মন হারিয়ে যায় ওই চতুর্থ আয়ামের সাধনপথে। সত্যি অপূর্ব। তোমার লেখনীর মাধ্যমে যেন এরকম আরো অনেক গুপ্ত সিদ্ধ যোগীদের কথা জানতে পারি এই কামনা করি। জয় গোপাল।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে কমল পাল, ২৪শে আগষ্ট ২০১৬ :
"সাংগ্রীলার গুপ্ত যোগী" — এই গ্রন্থটিও সেই চিরন্তনের দিকে যাত্রার ইঙ্গি

তবাহী। এক মাতৃহারা অকিঞ্চ ন বালকের — মহান যোগী রেচুং লামার পবিত্র সান্নিধ্যে গুপ্ত সাধনপীঠ সাংগ্রীলার দিকে যাত্রা, সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা, সেখানকার গুপ্ত যোগসাধনার প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে সেই বালকের মহান যোগীতে রূপান্তরিত হবার বিস্ময়কর কাহিনী ভাষার সুললিত প্রয়োগে মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থটি পাঠ করার সময় পাঠক যেন নিজের অজান্তেই যাত্রা শুরু করে সেই মহাগুপ্ত যোগস্থলী সাংগ্রীলার দিকে এবং যোগ সাধনার তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গ ম করে মন হয় সহস্রারমুখী। কারণ সেই কঠিন যোগ সাধনার তত্ত্বগুলি পুজ্যপাদ দাদার কলমের মাধ্যমে সহজ ও সরল ভাবে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি জীবন্ত অভিজ্ঞতার ও উপলব্ধির রসধারায় রসসিক্ত হয়ে উঠেছে।

পূজ্যপাদ দাদার অন্যান্য গ্রন্থের মতন এই গ্রন্থটিও পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী অনুরণিত করে এবং হৃদয় কন্দরের নিভৃতে উচ্চারিত হয় উপনিষদের সেই মহাবাণী — চরৈবেতি... চরৈবেতি।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে সুতপা দেব, ২৮শে আগষ্ট ২০১৬ : "সাংগ্রীলার গুপ্ত যোগী" বইটি পড়া শেষ হল। অনেক অপেক্ষার পর বইটি হাতে নিয়ে যখন "ভূমিকা"টি পড়তে শুরু করলাম, তখন মনের মধ্যে জেগে উঠছিল রেচুং লামার কথা। তারপর শুধু দাদা নির্বাচিত হলেন পূর্ব ভারত থেকে। সব কিছু মিলিয়ে একটা অজানা ভাব আমাকে তাড়া দিতে লাগল। পড়তে পড়তে হারিয়ে গেলাম জ্ঞানানন্দজীর কথা শুনে।

ভাবতেই শিহরণ হতে লাগল আবার নতুন যোগের কথা শুনব। মনের মাঝে ভাবতে লাগলাম দাদা কত বড় যোগী। ধন্য আমি যে এত বড় মানুষের সান্নিধ্যে আছি। তারপর দাদার সহজবোধ্য ভাষা, লেখার ধরণ, বুঝিয়ে বলার চমৎকার কলা, এগুলো সব মিলিয়ে বলতে গেলে বইটি এককথায় অনবদ্য। ভগবান সত্যিই কি মানুষকে নির্বাচন করেছেন জগৎ কল্যানের জন্য।

আমরাও ধন্য এই কারণে যে সেই দাদার সংস্পর্শে আছি। দাদার বই থেকে অনেক কিছু শিখেছি, যা আমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবে মানুষের কল্যানের কাজে। আমাদের মন হবে ভালোবাসায় পূর্ণ, হিংসাবিহীন। জয় গোপালসোনা।

গোপালের আশীর্বাদে আমরাও যেন দাদার বই পড়ে মানুষের কল্যানে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি, এই প্রার্থনা করি। জয় গোপালসোনা।

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী সম্বন্ধে মুনমুন মুখার্জী রায়, ২৯শে আগষ্ট ২০১৬ : 'সাংগ্রীলার গুপ্ত যোগী' পড়া শেষ করলাম। এক নিঃশাসে পড়ে ফেললাম। কি রোমাঞ্চ কর। তিববতের গুহা কন্দরে আজো কত মহাপুরুষ সাধনায় রত জানতে পারলাম। এর আগে 'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে' বইটি পড়েও এইরকম রোমাঞ্চ জেগেছিল।

দাদা, তুমি সত্যিই ঈশ্বরের বরপুত্র। তাই তোমায় জ্ঞানগঞ্জের সাধকরা এত কৃপা করেন। আর আমাদের পরম ভাগ্য যে আমরা তোমার লেখনীর মধ্য দিয়ে সেই কৃপাকে জানতে পারি। রেচুং লামার কথা তোমার এই বই-এর মাধ্যমেই জানতে পারলাম। তার সাথে পেলাম তিববতের মহাপ্রকৃতির অসাধারণ বর্ণনা। সাংগ্রীলা যে জ্ঞানগঞ্জের মতই আরেক স্তরের সাধনরাজ্য তা এই বইয়ের জন্য জানতে পারলাম। এই বই পড়ে মনে আরো জানার বাসনা বেড়ে গেল। বইটি পড়তে পড়তে নিজেদের কত ক্ষুদ্র মনে হয়। আমরা এই পৃথিবীতে এসে কিই বা করতে পেরেছি!

দাদার লেখনীই আমাদের আরো নতুন নতুন অতীন্দ্রিয় জগতের কথা আরো জানাক এই কামনাই করি।

জয় গোপালসোনার জয়। জয় গুরুদেবের জয়।

বিন্তি বণিকের গ্রন্থ সমালোচনা যেথা রামধনু ওঠে হেসে সম্বন্ধে (১৫ই জুন ২০১৪) ঃ

তোমার 'যেথা রামধনু ওঠে হেসে' পড়লাম। আর পড়ার পর যত ভাবছি তোমার কথা ততই অবাক হচ্ছি। তোমার সে রসবোধ খুব ভাল তা অন্য বই, Facebook-এর status আর তোমার দেওয়া commentsগুলো থেকে বুঝেছি কিন্তু সেই রসবোধের রস যে এত সুদূরপ্রসারী তা 'যেথা রামধনু ওঠে হেসে' না পড়লে বুঝতাম না। যদিও এই বইয়ের গল্পগুলো তোমার অনেক কমবয়সের লেখা, এখনকার নয়, তবু এই সৃষ্টির স্রষ্টা তো তুমিই... তাই অবাক হওয়া আমার যে, তোমার মত একজন আধ্যাত্মিক লেখক কী করে হাস্যরসাত্মক আর প্রেমের গল্প লেখাতেও এমন সিদ্ধহস্ত হতে পারে! বইয়ের ১০টি গল্পের মধ্যে ৫টি গল্প হাসির। শিবরাম চক্রবর্তীর পর এই তোমার লেখায় comedy গল্পের অলংকার pun নামক শিল্পটির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ পেলাম এত সুন্দর করে। যত পড়েছি তত অবাক হয়েছি শব্দপ্রয়োগে তোমার চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তা আর রসজ্ঞানের মেলবন্ধন— punning-এর অত্যন্ত সুচারু উপস্থাপনা দেখে। এক একটা লাইন এত হাসির, পড়ছি আর হাসতে হাসতে ভাবছি তুমি যদি আধ্যাত্মিক লেখা না লিখে শুধু হাসির গল্প লিখতে, তাহলে এ যুগের অন্যতম comedy writer হতে। 'সুর কার?' 'রান্না যখন কান্না আনে', 'Love মানে লোকসান' ইত্যাদি প্রতিটি গল্পই অনবদ্য।

এবার আসি প্রেমের গল্পগুলোর কথায়। আহা! কী অপূর্ব তোমার জীবনদর্শন। এই পৃথিবীতে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার ভিতর সাধারণ প্রেম যে কি উপায়ে দৈবীপ্রেমের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে তা জানলাম তোমার 'অশ্রুনদীর অমৃতধারা' পড়ে। অত্যাশ্চর্য হয়েছি, এই জাগতিক পৃথিবীতে শান্তি পাওয়ার যে ছয়টি সূত্র তুমি লিখেছ এই গল্পে তা পড়ে। কী সহজ-সরল-প্রাণছোঁয়া ভাষায় সমগ্র শাস্ত্রের গূঢ় মর্মকথা মেলে ধরেছ এই ছয়টি সূত্রের মাধ্যমে। মানব জীবনের এক একটা চরম-পরম সত্য, তোমার লেখনীতে নতুন করে উদঘাটিত হয়েছে যেন। ইচ্ছে করছে লাইন ধরে ধরে তুলে লিখি, কিন্তু তাহলে

আবার আর একটা বই হয়ে যাবে! 'আবীর রাঙা হিয়া' পড়ে চোখে জল বাঁধ মানছিল না। খুব রাগ হচ্ছিল তোমার উপর কষ্ট দেবার জন্য। আর এখানেই তোমার লেখনীর সার্থকতা। 'অন্তরাগের ছোঁয়া' আর 'সে এসেছিল নিভৃতে' পড়েও খুব ভাল লেগেছে। আর সব শেষে বলি 'অনন্তের পথিক'-এর কথা। কী যে অনন্ত-অনাবিল আস্বাদন করলাম আমার পক্ষে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রেমের গল্প তো আগে অনেক পড়েছি, কিন্তু প্রেমের সংজ্ঞা আর তার তাৎপর্য কী, তা জানলাম বা বলা ভাল শিখলাম তোমার এই গল্পের মাধ্যমে। প্রেমের এমন অসাধারণ, অপূর্ব অনুসঙ্গ আগে পাই নি কোথাও। প্রেম, যা কিনা abstract noun একটি, শুধুই অনুভবের বিষয় তাকে তুমি ভাষারূপ দান করে পাঠকের মননে পবিত্র মূর্তি তৈরী করে পুরে দিয়েছ। আহা! 'ধরার বুকে অধরা অমৃত' বলেছ তুমি প্রেম কে! আমি বিস্মিত হয়েছি প্রেম সম্পর্কে তোমার অনুভূতি আর চিন্তাধারা দেখে। সত্যি এমন করে যদি প্রেমকে ভাবতে পারতাম আর সম্মান জানাতে পারতাম আমরা সকলে, তাহলে হয়তো এত মনকষাকষি আর বিচ্ছেদ থাকতো না প্রেমে। আমার রাধামাধবের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার এই লেখার উদ্দেশ্য সফল হোক, অর্থাৎ এই গল্প পড়ার পর প্রতিটি পাঠকের প্রেম যেন তোমার সন্ধান দেওয়া আত্মিক প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে পারে। আর সেখানেই 'অনন্তের পথিক' লেখার সার্থকতা। তোমার তো প্রতিটি গল্পের শেষে সেটি তোমার কোন বয়সের লেখা তা দেওয়া। আমি 'অশ্রু নদীর অমৃতধারা' আর 'অনন্তের পথিক' পড়ে মুগ্ধ হয়ে এটাই ভেবেছি যে এত কম বয়সে মনের এত গভীর ভাব এককথায় অবিশ্বাস্য।

তোমার 'যেথা রামধনু ওঠে হেসে' বই প্রতিটি পাঠকের হৃদয়ে গল্পে প্রদত্ত হাসির, আনন্দের, আবেগের, ভালো লাগার, মানবিকতার, আধ্যাত্মিকতার ও প্রেমের রামধনু সৃষ্টি করুক আর এই বইয়ের ব্যাপকার্থে প্রচার হোক এই কামনা করি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে।

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের
whats app গ্রুপ
Book Reviews of Tarashis Gangopadhyayতে
প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা
এখানে তুলে দেয়া হল

১। কেয়া সাউ : "আজো লীলা করেন সাই" — গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২রা নভেম্বর, ২০১৬)

প্রত্যহ সকালে whatsapp ও face book-এ সাইবাবার বাণী পড়ে মনটা খুব ভালো লাগে। তাই কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়-এর লেখা, "আজো লীলা করেন সাই"—বইটা আর একবার পড়ি। আজকের দিনে কলেজ ছুটি। কোথাও যাওয়ারও প্ল্যান নেই। মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, 'তুই না তোর গুরুদেবের সাইবাবার ওপর লেখা বইটা পড়তে চাস।' এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ও সাইবাবাকে স্মরণ করে বইটা পড়তে শুরু করে দিলাম। আমি কোনোদিন শিরডি যাইনি। কিন্তু পড়তে পড়তে লেখকের ভাষায় আমার মানসচক্ষে শিরডির প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠছে। যেন সেই নিমগাছ, বাবার সমাধি মন্দির, বাবার মর্মর মূর্ত্তি সব আমার আসে-পাশে রয়েছে। লেখক কী সুন্দর সাবলীল ভাবে শিরডির সাইবাবার মঙ্গলারতি দর্শন করালেন।

লেখক ও তাঁর বন্ধু সুরেশ বাবুর কথোপকথন কালে সাইবাবার জীবনচরিত ও বিদেহীদেহে বিভিন্ন লীলার কথা আস্বাদন করতে করতে মনটা হারিয়ে গিয়েছিল কোন এক অজানা আধ্যাত্মিক আবেশে। এর সঙ্গে নতুন সংযোজন হল স্বয়ং সাইবাবার ছদ্মবেশে ওঁনাদের কাছে নিজমুখে ধর্মেশ মালহোত্রার কাহিনী বর্ণনা। লেখক জগৎ ও জীবের কল্যাণে আপন ঐশী নির্দিষ্ট ব্রতে একান্তভাবে নিয়োজিত। তাই সাইবাবা যে তাঁকে দিয়ে এ জগৎ সংসার উদ্ধার করার কাজে লাগাবেন, তা নতুন কিছু নয়। কথা আছে, 'যে খায় চিনি, তাকে জোগায় চিন্তামণি।' তাই প্রেমের ঠাকুর সাইবাবা তাঁর প্রেমের পূজারীকে চিনতে ভুল করেননি। আর তার ফলস্বরূপ আমরাও 'আজো লীলা করেন সাই' — এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি পেলাম।

বইটি যতবার পড়ি, ততবারই নতুন মনে হয়। প্রতিটি ঘটনার এত নিখুঁত বর্ণনা, এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা, এত টান টান উত্তেজনা — একবার পড়তে

শুরু করলে আর কিছুতেই উঠতে পারি না। পড়তে পড়তে মনটা সাইময় হয়ে গেল। সেই মাথায় সাদা ফেট্টি, গায়ে সাদা আলখাল্লা, মুখে একরাশ সাদা দাড়ি গোঁফ — সাইবাবার ছবি মানসচক্ষে ভেসে উঠছে। সাইময় অমিয়মথিত আবেশ অন্তরে উপলব্ধি করছি। মুখে কোনো ভাষা নেই, লেখার কোনো শব্দ নেই, সবকিছু হারিয়ে গিয়ে আমি সাইময় হয়ে গেলাম। কিছুটা সময় এইভাবে কাটার পর আবার জগৎ সংসারে ফিরে এলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বইটাতে সাইবাবার মাহাত্ম্য এত সহজ সরল, সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে, যে বইটি পড়লে প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার জীবন সাইময় হয়ে উঠবে ; সাই যে পরম করুণাময়, তা তারা অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করবে। জয় সাইবাবা, জয় গোপালসোনা, জয় গুরুদেব।

২। কেয়া সাউ : "আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরা রায়" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৫ই নভেম্বর, ২০১৬)

শেষ বৃহস্পতিবার ৪.১১.২০১৬ তে আমি একটা বড় ভুল করেছিলাম। এর জন্য কিছু শাস্তি, আশা করেছিলাম। শাস্তি না পাওয়ায় একটা মানসিক যন্ত্রণা ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলাম। মন বলে উঠল, 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো' করার কথা। বেশ, অতি উত্তম প্রস্তাব। লীলাময় আমার প্রিয় গোপালসোনা ঘর ও বাইরে বই পড়া ও লেখার পরিবেশও তৈরী করে দিলেন। তাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের শ্রীচরণে তাঁরই লেখা — "আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরারায়"-এর রিভিউটি অর্পণ করলাম।

মহাপ্রভুর ইচ্ছায় কলেজে পড়াকালীন ১৯৯১তে প্রথম মায়াপুর যাই। সত্যি বলতে কি, তখন আমার মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস ছিল না। এরপরে ২০০৩-এ শ্বশুর. শ্বাশুড়ী, স্বামী, পুত্রের সঙ্গে যাই। তখনও আর পাঁচটা জায়গা যেমন বেড়াতে যাই সেরকমই লাগে। বিশেষ কোনো অনুভূতিলাভ করিনি। অবশেষে ২০১৩তে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের

'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে' এবং 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' বই দুটি আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। লেখকের সব বই অনেকবার করে পড়েছি। প্রতিটি এক একটি রত্ন। তবে আজকে শুধু করব প্রেমাবতার মহাপ্রভুর লীলা কথা বর্ণনা, যা 'আজো সেথা নিত্য লীলা করেন গোরারায়' বইতে বর্ণিত হয়েছে।

শুরুতে মুনমুন দেবী ও তমাল বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনাদের বিশেষ করে মুনমুন দেবীর আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এই মহামূল্যবান গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। বইটিকে শুধু আধ্যাত্মিক বই বললে খুবই ভুল বলা হবে। এটি একাধারে ঐতিহাসিক, ভ্রমণকাহিনী ও ধর্মীয় পুস্তকের মহাসম্মেলন। বইটির প্রচ্ছদ, উপস্থাপনা, প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত একটা সুন্দর গল্প আছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব কখন ও কেন হল — সুন্দর, সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় লেখা হয়েছে। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ কেন কলিযুগে গৌরাঙ্গ, বলরাম কেন শ্রীনিত্যানন্দ, সন্ন্যাসের পর গৌরাঙ্গ কেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হলেন, তাও সহজভাবে লেখক বুঝিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা ছোট্ট অনুভূতি ভাগ করে নিচ্ছি। শেষ ৩০/১০/১৬তে কাটোয়া গিয়েছিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গধাম দর্শন করেছি। লেখকের বইয়ের প্রত্যেকটা বর্ণনা খুব সত্যি। ভেতরের অনুভূতিকে এভাবে ভাষায় প্রকাশ করা একমাত্র ওঁনার মতো সদ্‌গুরু ছাড়া সম্ভব নয়। তবে এবার কিছু অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু তা লেখার ভাষা ও বলার ক্ষমতা আমার নেই। এটুকু বলতে পারি — ট্রেনে করে যখন কাটোয়া যাচ্ছিলাম, এক এক করে সব স্টেশন আসছিল, লেখকের প্রত্যেকটা বর্ণনা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম, ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। কানে ভেসে আসছিল মধুর হরিনাম সংকীর্তন। মন প্রাণ এক দিব্য আবেশে ভরে গিয়েছিল।

লেখক প্রত্যেক জায়গায় নামকরণেরও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করেছেন। কলিযুগে যে নামই মুখ্য, ভক্তের ভগবান শ্যাম ও শ্যামা যে অভিন্ন, এই পৃথিবীতে মৃত্যু বলে যে কিছু নেই, মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই যে হয় শুধু আত্মার দেহান্তর, শরণাগতিতে যে অনন্ত সুখ মেলে তা বার বার বিভিন্ন স্থানে লেখক তুলে

ধরেছেন। এই বইয়ের সবচেয়ে মধুর অংশ পাগল যোগানন্দজীর প্রেমযোগের কথা, যা প্রেমের মাধুর্য্যে ভরিয়ে তুলেছে লেখকের লেখনী। এই বইয়ের সার কথা "অন্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জাগলে শ্রীকৃষ্ণ গুরু জুটিয়ে দেন, আর গুরুর দেখানো পথে ভজন ও সাধন করলেই লাভ হয় শ্রীকৃষ্ণকৃপা।"

জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় গুরুদেব। তোমার চরণে শত কোটি প্রণাম।

৩। ইন্দিরা চক্রবর্তী : কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২১শে নভেম্বর, ২০১৬)

দাদার কলম ক্যামেরায় কাশীধামের ঘাটগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখনীর এই যাদু আর কারো লেখায় তো পাইনি। মন যে আনন্দে মাতছে। আর এমন মনে হয়, যেন কাশী না গেলেও কাশী দর্শন যথার্থই হয়ে যাচ্ছে। তাই লেখককে শত কোটি প্রণাম এই দুর্লভ অনুভব করানোর জন্য। কাশীর স্থান মাহাত্ম্য জেনে খুবই উপকৃত হবে আমার মত হাজার হাজার সাংসারিক ক্লিষ্ট জীবেরা। পূর্ণ শরণাগতি আর ইষ্ট প্রেম যে, যে কোনো মানুষকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে পারে এটা জেনেও মনটা ঐশ্বরিক সুখের পরশ পাচ্ছে। এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে? আকাশবৃত্তি নেওয়া সুতপা দেবী বা সনাতন ভাই হতে হয়তো আমরা পারব না। কিন্তু দাদার লেখার মোহন যাদুতে যদি আমাদের চোখ থেকে মায়ার আবরণ খুলে যায়, সেটা অনেক, অনেক, অনেক বড় পাওনা।

৪। আনন্দিনী রাধিকা দেবী দাসী : কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২১শে নভেম্বর, ২০১৬)

কাল রাতে, 'কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন' শেষ করলাম। প্রভা দেবীর চোখে আর তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে জানতে পারলাম ভগবানের তান্ডবলীলা। কি ভয়ংকর আর সত্যি তান্ডবলীলা। মনটা ভার হয়ে গেল। সবটাই

আমাদের কর্মফল। ভাই তাঁর লেখনীতে এটা বলতে চেয়েছেন। এই বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠার কথাগুলো বার বার মনে পরছে, 'আমরা সব জেনেও কিছুই জানি না, ভিতরকার সুপ্ত ঈশ্বরকে আমরা ভুলে যাই। আমরা যা থাকবে না সেটা নিয়ে মেতে থাকি। কিন্তু জীবনটা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। সেইজন্য চাই সাধনা। নিজেকে জানার সাধনা। আর তাতেই পাওয়া যাবে অনন্ত শান্তি আর তৃপ্তি।' ভাই, তুমি আমাকে তোমার বইগুলোর মধ্যে কি যে দিলে, তুমি নিজেই জানো না। আমার থেকে তুমি কিছুটা ছোটো কিন্তু জ্ঞান এবং ভক্তিতে অনেক বড়ো। এই রাধারাণীর দাসীর থেকে প্রণাম নিও।

৫। কল্যাণাশীষ বিশ্বাস : 'দেবলোকে অমৃত সন্ধানে' গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২২শে নভেম্বর, ২০১৬)

ইতিপূর্বে দাদার লেখা কিছু গ্রন্থ পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। এখন 'দেবলোকের অমৃত সন্ধানে'র তৃতীয় পর্ব পড়ছি। ঝিলিককে অবশ্যই মিস্ করছি। কিন্তু দাদার লেখনীর মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তে না থেকেও থাকার জানান দিচ্ছে। ধন্য দাদা, ধন্য আপনার লেখনী শৈলী। কোথাও না গিয়েও সেই স্থানের আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাঠকদের কাছে, এর আগে কেউ তুলে ধরেছেন বলে আমার জানা নেই। কোনো জন্মের সুকৃতি বলে আপনার বই পড়ার, সংসর্গ করার সুযোগ পেয়েছি। আপনার কৃপা আমাদের ওপর দাদা বর্ষিত হোক, এই শুধু প্রার্থনা।

৬। মুনমুন মুখার্জ্জী রায় : 'আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরা রায়' গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২রা ডিসেম্বর, ২০১৬)

দাদা, 'আজও সেথা নিত্যলীলা করেন গোরারায়' শুধু মহাপ্রভুর ওপর তোমার ভালোবাসা থেকেই লেখা নয়, এই বই মহাপ্রভুর ওপর করা যত গবেষণা গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি। বইটি বেশ কিছু মানুষের ঈর্ষার কারণ তা আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালোই জানি। কিছু মানুষ এই বইকে সহ্য করতে পারেন না, মানতে পারেন না কারণ মহাপ্রভুকে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেন। কিন্তু দাদা আমরা তো জানি সব ভালো কাজের পিছনে কোথাও না কোথাও একজন করে নিন্দুক থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

দাদা, আমরা তোমার ভাই বোনেরা তো জানি এ বই লিখতে তোমাকে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। কত বই পড়তে হয়েছে। সর্বোপরি এই বই মহাপ্রভু এবং গোপালসোনার আশীর্বাদের ফসল। একবার মনে করো মহাপ্রভু তোমার ওপর কত দয়াময়। তিনি তোমাকে তাঁর কীর্তন শোনানোর মধ্যে দিয়ে এই বই রচনার আশীর্বাণী দিয়েছিলেন। রাখাল রাজা তো গোপাল সোনার আরেকরূপ। মন্দির বন্ধ হয়ে যাবার পর মন্দির খোলা রাখাল রাজার ইতিহাসে কখনোই হয়নি। রাখাল রাজা সেই অসম্ভবও সম্ভব করে তোমায় দর্শন দিয়েছিলেন। এ যে এই বই রচনার জন্য তোমার ওপর তাঁদের আশীর্বাদ — যা সতত তোমার ওপর ছিলো, আছে আর থাকবে।

পরিশেষে বলি, নবদ্বীপ সম্পর্কে কিছু বই রচনা হলেও, কালনা, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, বাঘনাপাড়া, রাখাল রাজা নিয়ে কোনো গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত রচনা হয়নি। তোমার বই প্রথম এই স্থানগুলি তুলে ধরেছে আধ্যাত্মিক তথা সাহিত্য পিপাসু মানুষের কাছে।

৭। তমসা ব্যানার্জ্জী : 'শ্যামের মোহন বাঁশী' গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৫ই ডিসেম্বর, ২০১৬)

প্রথমেই প্রণাম জানাই দাদাকে। দাদার বই তো একবার পড়লে বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। কাল থেকে তাই পুনরায় শুরু করেছিলাম, 'শ্যামের মোহন বাঁশী'। এই শেষ হল। আর মন জুড়ে যেন সেই মোহন বাঁশী, সুরের আবেশ ছড়িয়ে গেল। সন্ন্যাসী শ্যামানন্দকে, দাদার বলে যাওয়া গোপালের একের পর এক মধুর লীলা, যেন চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আর দাদার প্রিয় ভাইটি যে প্রতি নিয়ত, কত দুষ্টু-মিষ্টি লীলাতে তার ভক্তদের ভরিয়ে তোলে, তার অমৃতময় বর্ণনা পড়ে ভরে গেল মন-প্রাণ। গোপালসোনাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আর একটি কথাই বলতে পারি, 'শররাগত'।

৮। নবারুণ রায় ঃ "জন্মান্তর" বইটি সম্বন্ধে (১১ই ডিসেম্বর, ২০১৬)

সময় না হলে যে কিছুই হওয়ার নেই, তা দাদার লেখা 'জন্মান্তর' না পড়া অবধি বুঝতে পারিনি। আমার কাছে ভাষা নেই এই বই সম্বন্ধে কিছু বলার বা লেখার। শুধু আমার অভিজ্ঞতা লেখার চেষ্টা করছি।

প্রথমে দাদাকে প্রণাম জানাই, এই বইয়ের মাধ্যমে আত্মা তার প্রারব্ধরূপী লটবহর নিয়ে কিভাবে ভ্রমণ করে, তা আমাদের জানানোর জন্য। তারপর আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অমিত আর নীলাঞ্জনাকে, যারা বার বার আমাকে এই বই পড়ার জন্য বলেছে, কিন্তু আমি শুধু পড়ব বলে গেছি। অবশেষে অমিতকে বললাম, বইটা আমাকে পাঠাতে।

খুব ভালো লাগল পড়ে। আর সাথে সাথে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল বইটা পড়ে।

ব্রহ্মচারীজীর জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা এত সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন দাদা যে পড়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছে যেন নিজেই ওই journeyতে আছি। খুব কম সময়ে এই বড় পড়া শেষ করতে হল। কারণ চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে

আমাকে এই বই।

আর জন্মান্তরের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে আমিও আমার একটা সুপ্ত প্রশ্নের উত্তর পাই। আমি যখন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে তখন আমি আমার গুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী জানকীদাস কাঠিয়াবাবার থেকে নাম মন্ত্র পাই। কানে কানে মন্ত্র দিয়ে উনি আমাকে বলেন জপ করতে, আর জপ করার পদ্ধতিও বলে দেন। পরে মাও তাই বলতেন, কিন্তু আমি তো তখন জপ করতাম না। যদিও এখন করি, আর যখন থেকে আধ্যাত্মিক পথে মন্ত্রজপের গুরুত্ব জেনেছি বা বুঝতে চেষ্টা করেছি, তখন থেকে আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে নামমন্ত্র আর বীজমন্ত্রের মানে কী আর দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? নামমন্ত্র কখন আর কেন পায়? আর বীজমন্ত্র কখন আর কেন পায়? সময়ে সময়ে জানতে পেরেছি তার মানে। কিন্তু বুঝলাম এই বই পড়ে। সঠিক সময় না হলে, কোনো উত্তরও পাওয়া যায় না বা পেলেও তার মর্ম বোঝা যায় না। আমার কাছে নামমন্ত্র বা দীক্ষা গ্রীক লাগত। কিছু বুঝতাম না। দাদা, আপনি সেটা বুঝিয়ে দিলেন এই বইয়ের মাধ্যমে। জানতে পারলাম দুই প্রকারের দীক্ষার ব্যাপারে। তারপর তাজমহলের ব্যাপারেও জানতে পারলাম এই বইতে। আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর আমার বুঝতেও বাকি থাকল না, যে আমার গুরুদেবের ইচ্ছাতেই দাদার সাথে আমার পরিচয় বা যোগাযোগ হয়েছে। একটা দিকনির্দেশ পেলাম। আর কি লিখব, এই বই 'একদম অতুলনীয় এবং অপরিমেয়।'

তাই সব্বাইকে আমার অনুরোধ যে, যারা এই বই "জন্মান্তর" পড়েননি, তারা যেন অবশ্যই পড়েন।

৯। জয়ন্ত মৃধা : "জন্মান্তর" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (১৮ই ডিসেম্বর, ২০১৬)

'জন্মান্তর'—বইটি সবারই পড়া উচিৎ। না পড়লে যে বোঝাই যায় না আমাদের জীবনের খুব ছোট ছোট ভুল কি সাংঘাতিক প্রারব্ধের জন্ম দেয়, আর তার পরিণামে আমরা আলোর পথ থেকে আবার ফিরে যাই অন্ধকারের পথে। এখানে উপস্থিত সবাই তো আলোর পথের পথিক। সবার মূল লক্ষ্যই

সেই আনন্দময়কেই আপন করে পাওয়া। কিন্তু চলার পথের বাঁকেই লুকিয়ে থাকে ইষ্টের নানান পরীক্ষা আর সেখানেই আমাদের বার বার ভুল হতে থাকে আর তাই ফিরে ফিরে আসতে থাকি এই মায়াময় সংসারে। আবার এই সংসারে এসেও কি শান্তি আছে? ভুলে যাই পূর্বজন্মের সাধনা। মনে করি, এই দেহটাই আমি, দেহ যে নকল আমি তা উপলব্ধিই হয় না। আবার বহু সুকৃতির ফসল হিসাবে আসেন গুরু, দেন কাঙ্খিত মন্ত্র। তাও আমরা সঠিকভাবে জপ করি না। কখনও আত্মঅহংকার, কখনও লোভ, কখনও ক্রোধ আমাদের শত্রু হয়ে আমাদের আলোর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা এই মোহের মায়াজাল কেটে বেরোতে পারি না। গুরু কিন্তু জন্ম ও মৃত্যু দুই অবস্থাতেই লক্ষ্য রেখে চলেন শিষ্যের প্রতি। কখনোই ভোলেন না তাকে। কিন্তু গুরুকেও শিষ্যের জন্য অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই মনে হয় নিজের জন্য না হোক অন্তত গুরুকে কষ্টের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য সবার এই বইটি পড়া উচিৎ। আর যাদের গুরুকরণ এখনও হয়নি তাদেরও জানা উচিৎ কিভাবে আমরা এই দুঃখ কষ্টের সংসার থেকে উদ্ধার পেয়ে আলোর পথযাত্রী হতে পারি, কিভাবেই বা এই প্রারব্ধ সঞ্চয় বন্ধ করে জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারি।

১০। তনিমা চ্যাটার্জী ঃ সামগ্রিক গ্রন্থ সমালোচনা : (১লা ডিসেম্বর, ২০১৬)

"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" ডাক পেয়ে "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে" হাঁটা দিলাম। দেখা হল কালীঘাটে "সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী"র সাথে। ঘটে গেল "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন", "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" ও "কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন"। হঠাৎ করে কানে বেজে উঠল "শ্যামের মোহন বাঁশী"। তারপর "যেথা রামধনু ওঠে হেসে"। রামধনুর আলোয় আলোকিত হয়ে "দেবলোকের অমৃত সন্ধানে" নেমে পড়লাম। হিমালয় সন্ধান, সাধকদের সন্ধান, দিব্য অলৌকিক অভিজ্ঞতার সন্ধানে মন ভরে গেল। তারপরে পেলাম, "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান"। আহ্বান পেয়েই চলে গেলাম

"জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে"। সেখানে দেখলাম "আজো লীলা করেন সাই" ও "মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা"। "ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তণ" জানতে গিয়ে মনে ভেসে এল "অনন্তের জিজ্ঞাসা"। এরই মাঝে তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই আমাদের জন্য আরেক উপহার প্রস্তুত করলেন "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক"। জানি না আগামী দিনে আরো কি কি উপহার পেতে চলেছি। সেই জন্য অপেক্ষায় রইলাম। জন্ম "জন্মান্তর" এর ফলে এমন বইয়ের সন্ধান, সান্নিধ্য ও স্বাদ পেলাম।

১১। আনন্দিনী রাধিকা দেবী দাসী : "যেথা রামধনু ওঠে হেসে" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২৩শে জানুয়ারী, ২০১৭)

নিউজার্সিতে ফিরে এলাম কলকাতা ছেড়ে। সঙ্গে নিয়ে এলাম ভাইয়ের বেশ কিছু বই। Jet lag চলছে। সেই সুযোগে পড়তে শুরু করলাম, "যেথা রামধনু ওঠে হেসে"। কয়েকটা ছোট গল্প নিয়ে লেখা এই বইটা। রোম্যান্টিক এবং হাসির গল্পগুলো, খুব ভালো লাগছে। মামার রান্না করার গল্পটা আমি ছোটদের সাথে ভাগ করে নিলাম। ওদের খুব ভালো লেগেছে। আমরা যারা বাইরে থাকি, তাদের কাছে সংস্কারটা দেবার একটা উপায় হল এই বই।

১২। নীলাঞ্জনা ঘোষের গ্রন্থ সমালোচনা : "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৩০শে জানুয়ারী, ২০১৭) :

দাউয়ের (শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়) তো প্রত্যেকটি বই একেকটা কালজয়ী গ্রন্থ যে যার নিজের ক্ষেত্রে। কিন্তু 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন'-এর একটি এমন অনুরণন আছে, যা ভাষায় বোঝানো মুশকিল। শুধু একটা ঘটনা ভাগ করে নিচ্ছি — ২০১৫-র কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন, আমি 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' থেকে একাদশ অধ্যায়ের ১১৩ পৃষ্ঠা পাঠ করছিলাম। বিশেষ কারণ হল— আমার এই জন্মে বৃন্দাবন যাওয়া হচ্ছিল না। আর পূর্ণচন্দ্রের রাতে

নিধুবনকে অনুভব করার তীব্র ইচ্ছা জেগেছিল মনে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে ঠিক পরের পূর্ণিমাতে (২৫শে ডিসেম্বর), আমি নিধুবনের ভিতরে শুধু যে সময় কাটাতে পেরেছি তা নয়। রঙমহলের ভিতরে দু'বারের বেশী ঢুকে যতক্ষণ ইচ্ছা বসতে পেরেছি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিছানায় মাথা ঠেকিয়ে। সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছিল যখন ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নের জন্য সব আয়োজন করা হচ্ছিল, তখন আমার ওই দিব্য শয্যায় — দু'হাতে আতর মাখিয়ে দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। জয় রাধা মাধব।

১৩। ঈশিকা রুদ্রের গ্রন্থ সমালোচনা : "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৩০শে জানুয়ারী, ২০১৭)

'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' আমার জীবনের প্রিয়তম বই। কেন না, এই বইটি আমাকে নিজের জীবন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে শিখিয়েছে, আমাকে এই জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়েছে। আর আমাকে কি অভিজ্ঞতা দিয়েছে, তা গুরুর নির্দেশ ছাড়া জানাতে পারব না। তাই এই বইটির উল্লেখ হলেই নিজেকে ধরে রাখতে পারি না।

১৪। নীলাঞ্জনা ঘোষের গ্রন্থ সমালোচনা : "জন্মান্তর" বইটি সম্বন্ধে (৩০শে জানুয়ারী, ২০১৭) :

"জন্মান্তর" বইটি আরেক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আসলে, দাউয়ের প্রতিটি বই যেন এক দিব্য অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য খনি। ২০১৪-র গুরুপূর্ণিমার সময়, "জন্মান্তর", "কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন"-সহ আরো কিছু বই নিয়ে এসেছিলাম। আসলে, আমার মায়ের মুখে "জন্মান্তর"-এর সম্বন্ধে শুনে পড়ার জন্য ছট্‌ফট্ করছিলাম। মাকে আমিই ওই বইটি উপহার দিয়েছিলাম আগে। কারণ, আমি বাংলা পড়িনি অক্ষর পরিচয় না থাকায়। আমি শিলং-এ মাকে বইটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে বলতেই হয় যে ২০১৪র গুরুপূর্ণিমার

আগে অবধি, আমি ভারতে গেলে সবার পিছনে ভিখারির মতো পরে থাকতাম আমাকে দাউ-এর বই-এর একটা পৃষ্ঠা পড়ে শোনাবার জন্য। "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" আমায় প্রথমে আমার মা আর আমার ননদ অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেক পড়ে শুনিয়েছিল। ২০১৪-তে ধৈর্য্য রাখতে না পেরে আমি "জন্মান্তর" বইটির পাতা একটু উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলাম। ভাবলাম একটা লাইন পড়ার একটু চেষ্টা করি। প্রথম শব্দটি আমার পরিচিত ছিল। অবিশ্বাস্য, আমি বোঝার আগেই দেখি এক থেকে দু নম্বর পাতা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি। সেদিনের এই 'ইউরেকা' মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে গিয়ে আমি অনেক রাত অবধি ডিমলাইটের নীচে বসে অর্দ্ধেকটা বই পড়ে ফেলেছিলাম। আর বাকিটা তো এখন স্মরণীয়।

তারপরে, যেন এক ঘোরের মধ্যে "কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন", "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" — একে একে পড়ে ফেললাম। সত্যি বলতে কি, আমি দাউয়ের বইগুলো যখন শেষ করি, মনে হয় কোন ঘোরে থাকি।

১৫। কাঞ্চন ভৌমিকের গ্রন্থ সমালোচনা : "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে", "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" এবং "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থ তিনটি সম্বন্ধে, (৩১শে জানুয়ারী, ২০১৩) ঃ

দিদিভাই (বলাকা চ্যাটার্জ্জী) গুরুজীর যে মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো দিয়েছিলেন ("মহাসিন্ধুর ওপার থেকে", "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" এবং "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন") এই গ্রন্থগুলো একে একে পড়া শেষ করলাম।

বলার অবকাশ রাখে না যে, গুরুজীর লেখনীশক্তি এবং সত্যনির্ভর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের ফলে প্রত্যেকটি স্থান, কাল, চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তার সাথে বলাকা দিদিভাই-এর, আমার তথা সকল অধ্যাত্মপ্রেমিক পাঠক-পাঠিকার মনে জুগিয়েছে অমৃতধারা।

"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" গ্রন্থটি আমার পড়া হয়েছিল মাসখানেক আগে। মনের ভেতর রেখাপাত করেছিল নিশীথের যন্ত্রণার কথা। সঙ্গে গুরুজীর লেখনীর নিপুণতায় দেখেছিলাম মানসচোখে সমস্ত উর্দ্ধলোকের স্তরগুলিকে।

সবশেষে নিশীথ রাত্রিতে নিশীথের নিশ্চুপ বেদনা আর আর্তনাদ আমার মনের মাঝে হাহাকার জাগিয়েছিল।

এবার আসি "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" গ্রন্থটির কথায়। ভূমিকায় ছিল গুরুজীর অনিন্দ্যসুন্দর বক্তব্য তথা উপলব্ধি। পড়ে যতটা না মুগ্ধ হয়েছি তার থেকেও অভিভূত হয়েছিলাম বেশি।

গুরুজীর লেখনীর গুণে জেগে উঠেছিল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। অতীত ফিরে এসেছিল বর্তমানে। সৃষ্টি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব গা ছমছমে নির্জন পরিবেশ। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছিল তারাপীঠ মহাশ্মশান। গুরুজীর লেখনীর নিপুনতায় আমার শরীর-মনে শিহরণ খেলেছিল শ্মশানবিভূতি আর গণেদের দাপটে। তারপর যখন ওই পাথরখন্ডে বসে "মহাপীঠ তারাপীঠ"-এর মহান লেখক সিদ্ধিলাভ করেন মা তারার আশীর্বাদে এবং এক প্রচণ্ড আনন্দে তাঁর সমস্ত শরীর শিহরিত হয় তখন আমার মনেও এসেছিল আনন্দের জোয়ার।

আর তাঁর মহানুভবতায় যখন মুক্তি পায় ফকিরের মন্ত্রগ্রাস থেকে যোগেশ বাবুর আত্মা তখন আমি মনে মনে প্রণাম জানিয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় গুরুজীর পিতা শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে।

তারপর গুরুজীর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পড়তে পেরে মনে এক গভীর শান্তি জেগেছে। যা বোঝা যায়, অথচ বোঝানো যায় না। যেন এক অব্যক্ত এবং সুবিশাল শান্তির ঢেউ অনুরণন তুলেছে প্রাণসমুদ্রে। গুরুজীর লেখা, "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থটিতে বন্ধু কানাইয়ের অপূর্ব লীলার আবেশ, সঙ্গে তাঁর অপরূপ লীলাধাম বৃন্দাবন ভ্রমণ ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সঙ্গে গোপালজননী সুতপা দেবীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া গোপালের অপরূপ লীলা। নিধুবনের রাস — গুরুজীর নিপুণ বিবরণে মানসচোখে দেখে মনে ছড়িয়ে গেছে এক অপরূপ অমৃতময় মুগ্ধতা।

রাধামাধবের রাসের বর্ণনা আমার মনে আজীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আজ আমি পূর্ণ সেই রাসের পরোক্ষ দর্শন করতে পেরে।

জয় গুরু, জয় গোপাল।

১৬। তমসা ব্যানার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৩রা জানুয়ারী, ২০১৭)

দাদার বই প্রথম পড়েছি, "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন"। তখন ২০০৮। আমার এক দিদা, আমাকে বইটি দিয়ে বলেছিলেন, 'ইনি, সব সত্য ঘটনা লেখেন।' আমি পড়তে শুরু করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সুতপা দিদির সাথে মানসে করেছিলাম গোপালের কৃপা দর্শন। আজও তবে রাধারাণী কৃপা করেন! বিশ্বাস আর আনন্দে ভরে উঠেছিলাম। কিন্তু তখনও যে সময় হয়নি পরমানন্দ লাভের। তাই ২০১৫ সালের আগে দাদার আর কোনো বই পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। ২০১৫-তে পুজোর উপহার পেলাম আমার জ্যেঠিমার কাছ থেকে 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'। এবার আর থেমে থাকি নি। দাদার লেখনীর যাদু, প্রতিটি বর্ণনার সাথে মনের মাঝে ভেসে ওঠে সেই ছবি। আর সর্বোপরি আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য যেন আমাকে নিয়ে চলল কোন অন্য জগতে। পড়ে ফেললাম একে একে দাদার সব কটি বই। যত পড়ি, তত মাথা নত হয়ে যায় শ্রদ্ধাতে ভালোবাসাতে। আর তখন তো সর্বসময়ের সঙ্গী দাদার বই। প্রণাম জানাই তোমাকে এমন এক জগতের সাথে পরিচয় করানোর জন্য। এ তো শুধু বই নয়, এ তো অমৃতপান। অপেক্ষাতে রয়েছি পরের অমৃতসুধা পানের। শত কোটি প্রণাম জানাই তোমার চরণে।

১৭। রূপা মুখার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "জন্মান্তর" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

"জন্মান্তর" বইটি পড়া শেষ হল। এক কথায় অতুলনীয়, অনবদ্য। পড়ার পর একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি। মানুষের জীবনের একটি ভুলের জন্য, জন্ম জন্মান্তর ধরে প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়। প্রারব্ধ ভোগের মাধ্যমে তার জন্মজন্মান্তরের পাপ খণ্ডন হয়। বইটি পড়ার পর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীটাই বদলে গেছে। ভাইয়ের বই আমাদের জীবনে চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

জীবনের একটা ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল পদক্ষেপ আমাদের ভাবাবে। কারণ এই ভুলের মাশুলের প্রারব্ধ আমাদের জন্মজন্মান্তর ধরে ভোগ করতে হবে। সেইসঙ্গে গুরুশিষ্যের জন্ম জন্মান্তরের শাশ্বত সম্পর্ক আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য সকল সম্পর্কই ঋণানুবন্ধ — তাও বুঝেছি। মায়ার পৃথিবী থেকে উত্তরণের জন্য গুরু ও গুরুদত্ত মন্ত্রই ভরসা। ভাইয়ের বই পড়ে কত যে অজানাকে জানতে পারছি...।

১৮। সুমহান লেখক শ্রীযুক্ত তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী নিয়ে মহেলিকা ঘোষের আলোচনা : (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

এক সাধারণ মেয়ে আমি। তোমার ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছি অসাধারণ। হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া সময়কে আবার ফিরে পেতে ইচ্ছা হয়। ছয়টি রিপুর সাথে অবিরাম লড়াই করে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় জীবন। তোমার ছোঁয়ায় সেই জীবনই হয়ে গেছে আধ্যাত্মিকমুখী। শ্বাসে প্রশ্বাসে ভগবানকে বাঁধতে ইচ্ছা হয় আমারও। এর নামই কি শুদ্ধতা? থোড় বড়ি খাঁড়া-র জীবনেও ঘটে যায় নানান অলৌকিক কাণ্ড। সোনালী এক রেখা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। মহাজীবনের দরজা যেন আমারও অপেক্ষায় আছে। অতি সাধারণ মেয়ে আমি। সেও দিই প্রবচন বাণী পথহারাদের। ভাবতে ভারী অবাক লাগে। দীক্ষা না দিয়েই কিভাবে গুরু হওয়া যায়, তার জ্বলন্ত নিদর্শন তুমি। যে মন্ত্রে অসংখ্য পথহারাকে আমার মতো করে তৈরি করেছ, মন বৃন্দাবনে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, কিভাবে ঈশ্বরকে জীবনের লক্ষ্য করা যায় সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি আমি। কয়েকটা বই শুধু পড়ে সাধারণ থেকে অসাধারণ হতে পারে মানুষ? যে আলো ভগবানকে চেনায়, তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে মনকে সজাগ করে সেই হল গুরু। তাঁর দেখানো আলো হল ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা। তোমায় শতকোটি প্রণাম। বিশ্ব নিয়ন্তার কাছে তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। জয় জগন্নাথ।

১৯। অমিত ভট্টাচার্যের গ্রন্থ সমালোচনা : "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৯ই মার্চ, ২০১৭)

আমার মনে হয়, এই বই এখনও যাদের হাতে পৌঁছয়নি, তাদের উত্তরণের সময় সুদূর পরাহত। এই বইটি বিশ্বাস-অবিশ্বাস,আশা-নিরাশা, আস্তিকতা -নাস্তিকতা, নিশ্চিত-অনিশ্চিতের মাঝে একখানা বৈতরণীর মতো। যাঁরা এই বৈতরণী পার হতে এই নৌকায় সওয়ার হয়েছেন, তাঁরা এই দোলাচল মুক্ত হয়ে এক বুক আশা নিয়ে বিশ্বাসে ভর করে আস্তিকতা অবলম্বন করে নিশ্চিত ঠিকানার পথে পাড়ি দিতে সম্পূর্ণ শরণাগতিকে নিশ্চয় পাথেয় করবেন। মাত্র একবার পাঠ করলে যাবতীয় জাগতিক চিন্তা ভাবনা এক মুহূর্তে নস্যাৎ করে দেওয়ার এমন ক্ষমতা অন্য কোন বই-এর মধ্যে আমি কোথাও দেখিনি। জয় শ্রীকৃষ্ণ।

২০। তমাল মুখার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "জন্মান্তর" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২৯শে এপ্রিল, ২০১৭)

মানুষের জীবন রহস্যে ঘেরা। জীবনের চলার পথে প্রতিটি ছন্দের মাঝে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন ঘটানোর মাঝে অনেক পরীক্ষা দিয়ে এগোতে হয়। জীবনের প্রতিটা ছন্দে পূর্ব জন্মের প্রারব্ধ ভোগ করে সেই প্রারব্ধকে কাটিয়ে আলোর পথে এগিয়ে যেতে হয়।

যতদিন না তার পূর্ব পূর্ব জন্মের সব প্রারব্ধ কেটে যাচ্ছে, ততদিন তাকে ফিরে ফিরে আসতে হয় এই ধরাধামে। অসংখ্য দুঃখ কষ্ট ভোগ (অবশ্যই পূর্বজন্মের প্রারব্ধ কতটা তার ওপর) করে তাকে চিনতে হয় নিজের আত্মস্বরূপ। ঠিক তেমনই এক অসামান্য জন্মান্তর কাহিনীর বিবরণ আমার প্রিয় দাদার লেখা, "জন্মান্তর"। মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী শিবানন্দ গিরি মহারাজের কৃপাধন্য সাধক ব্রহ্মচারীজীর জন্মান্তরের অপার্থিব বিবরণ এই "জন্মান্তর" পুস্তকটি। গোপালের অসীম কৃপায় দাদার অসামান্য লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে

ব্রহ্মচারীজীর জীবনের পূর্ব পূর্ব জন্মের এক অজানা কাহিনী।

এই পুস্তকে পেলাম হিমালয়ের মহাযোগীদের পক্ষে আপন যোগশক্তির মাধ্যমে কোনো সাধককে কিভাবে পূর্ব পূর্ব জন্মের জন্মান্তরের পথে নিয়ে যাওয়া যায় তার অসামান্য ব্যাখ্যা, যা প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করতে হয়। সপ্ত জন্ম ধরে ব্রহ্মচারীজী যেভাবে একটু একটু করে নিজের প্রারব্ধ ভোগ করেছেন, তা শুধু এই বইটি পড়লেই আর মনোমধ্যে অনুভব করলেই বোঝা সম্ভব।

গোপালের অসীম কৃপায় দাদার অসামান্য লেখনী "জন্মান্তর" বইটি পড়তে পেরে সত্যিই আমি ধন্য। বইটি সত্যিই আজ নিজের আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। আমার প্রণাম নিও দাদা এতো সুন্দর বইটি সবাইকে উপহার দেওয়ার জন্য।

২১। অনিন্দ্য আলোক ব্যানার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা: "কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৯ই মে, ২০১৭)

"কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন" — অসাধারণ।

১) ট্র্যাভেল গাইড হিসাবে অসাধারণ।

২) এতো সহজ করে লেখা, যে কেউ বুঝতে পারবে।

৩) আর বইটির বক্তব্য ধরে থাকতে পারলে যে তিনিও আগলে রাখেন এর থেকে বড়ো উদাহরণ বোধহয় দেওয়া যাবে না এক কথায়।

যারা শরণাগতির মন্দির নিজের হৃদয়ে গড়েছে, তাদের ভিত কিছু শক্ত করে দিতে পারে বইটি।

২২। দেবযানী সাঁতরার গ্রন্থ সমালোচনা — "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" গ্রন্থটি সম্বন্ধে : (১২ই মে, ২০১৭)

দাদা, কাল "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" শেষ করলাম। এই নিয়ে আট-নয় বার পড়লাম। প্রতিবারই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি। গোপালের এমন লীলা

তো অতুলনীয়। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় স্থান। আজো তাই সেখানে নিত্যলীলা করে চলেছেন তিনি। তাঁকে শুধু মনপ্রাণ দিয়ে ডাকতে হবে ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। তিনি যে সর্বত্র বিরাজমান। আপনার কৃপায় দাদা, এমন এক মহামূল্যবান রত্ন আমরা পেয়েছি। এত খুঁটিয়ে বৃন্দাবনের মন্দির ও স্থান মাহাত্ম্য আর কোনো বইতে আছে বলে আমার জানা নেই। আপনি যথার্থ বৃন্দাবনকে আমাদের চেনালেন। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।

২৩। **Shakuntala Lahiri wrote on 22nd May, 2017 about writing of Sri Tarashis Gangopadhyay :**

The books of Sri Tarashis Gangopadhyay are exceptional and are extremely inspirational and charged with positivity.

To me, each of his books is depictions of the eternal journey of Jivatma towards his blissful resting place in Paramatma.

Besides that, the books give historical facts about the pilgrimage sites and places which are an immense source of knowledge.

Sri Tarashis Gangopadhyay's constant claim that he is only a pen in the hands of the Almighty is recognition of his extreme humility that is noteworthy.

My sincere prayers to Sri Gopal sona is to continue to bless him with the knowledge, goodwill and good health so he may continue to

enlighten the world of the Eternal Truths and raise humanity upwards from its' slumber which is the need of the hour today.

২৪। আনন্দিনী রাধিকা দেবী দাসীর গ্রন্থ সমালোচনা : "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" ৪টি পর্ব (২৩শে মে, ২০১৭)

ভারতবর্ষ থেকে নিউ জার্সিতে জানুয়ারীতে ফিরে আসার পথে তারাশিস ভাইয়ের লেখা ""দেবলোকের অমৃতসন্ধানে"" বইটির প্রথম পর্বটি পড়া শুরু করলাম। চারটি পর্বের প্রথমটি হল — 'যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ পর্ব।' দ্বিতীয়টি হল 'বাসুকীতাল, কালিন্দীখাল, বদ্রীনাথ', তৃতীয় পর্ব হল — 'পঞ্চবদ্রী, পঞ্চপ্রয়াগ ও পঞ্চকেদার' এবং শেষ পর্বটি হল — 'নেপাল পর্ব'। এই চারটি বই আমি শুধু একটু একটু করে পড়লাম। ঠিক যেন আমিও লেখকের সঙ্গে বেড়িয়ে পড়েছি হিমালয়ের পথে পথে। কখনও দেখছি যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ কেদারের রূপ। আবার কখনও বাসুকীতাল, পঞ্চবদ্রী, পঞ্চপ্রয়াগ, পঞ্চকেদার, কাঠমাণ্ডু, লুম্বিনী, পশুপতিনাথ, সতীপীঠ এবং আরো কতকিছু। এছাড়া অনেক ভক্ত এবং সাধুদের সঙ্গ মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলল। এখানে লেখক ভয়ংকর বিপদের রাস্তা ধরে হিমালয়কে জেনেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন। আর আমরা ঘরে বসে সেই স্পর্শ পাচ্ছি। উনি এইভাবে না লিখলে জানতে পারতাম না হিমালয়কে। এই লেখা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। সেইসঙ্গে এই বইগুলো হল আধ্যাত্মিক জগতের এক একটি সম্পদ। তিনি মহান লেখক এবং আমি তাঁর লেখা পড়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করছি। সত্যিই যেন এই মানুষটা আমার রাধামাধবের মানসপুত্র। হিমালয়ে আমার কখনো সেইভাবে যাওয়া হয়নি, কিন্তু বইগুলো পড়তে পড়তে আমি হিমালয়কে একান্তভাবে পেয়েছি। প্রেমানন্দজী, জ্ঞানানন্দজী, গোপালের মা, ঝিলিক, মৈত্রেয়ী এবং তারাশিস ভাই — এদের সঙ্গে আমিও যেন সেখানে ছিলাম। আমিও তোমাদের সঙ্গে কত তীর্থ, গিরিরাজের শান্ত এবং অশান্ত রূপ প্রাণভরে

দেখলাম। আর দেখলাম যমুনা, গঙ্গা, অলকানন্দা এবং মন্দাকিনীকে। এ যেন আমার অনেক দিনের উপোসী মনকে ভরিয়ে দিল। ধন্য তোমার লেখার ক্ষমতা ও শক্তি এবং অটুট বিশ্বাস তোমার গোপালসোনার ওপর। আমিও সার্থক হলাম, ধন্য হলাম তোমার এমন অসাধারণ লেখার স্পর্শ পেয়ে। তোমার গোপালসোনার কাছে প্রার্থনা করি, তোমাকে ভালো রাখুন। আর কয়েক দিনের মধ্যে আর একটা বইয়ের জন্য অধীর আশায় থাকলাম...

২৫। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "দেবলোকের অমৃত সন্ধানে" (যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও গোমুখ পর্ব) গ্রন্থটি সম্বন্ধে (৩০শে মে, ২০১৭)

পড়া শেষ করলাম, শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" গ্রন্থের প্রথম পর্ব — যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ পর্ব।

অদ্ভুত। অনুভব করলাম যেন আমি নিজেও চলছি ওই পথে। যেন নিজের চোখের সামনে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটল। ভ্রমণকাহিনী তো অনেক পড়েছি কিন্তু এই বই শুধু ভ্রমণকাহিনী নয়। এটি অলৌকিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ভ্রমণকাহিনী, যেটা এই বইকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। খুব একটা ভালো লিখতে পারি না। তবুও সাহস করে চেষ্টা করে ফেললাম নিজের অভিজ্ঞতা ও ভাব দিয়েএই বইটি নিয়ে লেখার। পঙ্গুর পর্বতে ওঠার চেষ্টা করার মতো।

এক কথায়, বাংলায় 'আহা অপূর্ব!' এবং ইংরাজীতে 'awesome' ছাড়া মুখ দিয়ে আর যেন কিছু বেরোয় না। মনে হতে থাকে, যেন সবকিছুই আমারই সাথে ঘটছে। যেমন — হাতে সেই ঠান্ডা অনুভব করলাম যখন লেখক গীতাভবনে নাগা বাবার নাড়ী দেখার জন্য হাত ধরলেন, বাস যাত্রায় গান শোনা, সেই উত্তেজনা যখন ড্রাইভার খুব জোরে বাস চালিয়ে একটা ধ্বস অতিক্রম করল, সেই ঠান্ডা বিকেলে চৌহান গেস্ট হাউসের উল্টো দিকের রাস্তায় চা, পকোড়া খাওয়া। আহা...।

তারপর মা যমুনার সেই ছোট্টো মেয়ে রূপে এসে পথ দেখানো। কি দুর্গম রাস্তায় যমুনোত্রী পৌঁছানো। কুয়াশা, বৃষ্টি — গায়ে কাঁটা দেওয়া। সাথে

জীবানন্দের আত্মকথা, প্রেমানন্দজীর সেই এক রাতের শ্মশানের ভয়ংকর হাড়হিম করা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। ভাবলে এখনও ভয়ে শিহরণ হয়। সহযাত্রীদের সাথে মেলামেশা। আর সর্বোপরি রাঙা পিসিমা। সব্বাইকে যেন খুব চেনাই লাগছিল। প্রতিটি পাহাড়ের অসাধারণ বর্ণনা। যেন হিমালয়কে নতুন করে চিনলাম।

যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী আর গোমুখ দর্শন করলাম খুব আনন্দে। আর সেই অমৃত ফলের প্রভাব। সব কিছু মিলেমিশে এক অপূর্ব গাথা। আমার তো এমনিতেই অন্তরের স্থান হিমালয়। সকল প্রকৃতিকে ঈশ্বর নিজের হাতে সাজিয়েছেন। এই বইয়ের প্রথম পর্ব পরে এটা আরো বিবর্ধিত হয়ে গেল।

জানি না, উত্তেজিত হয়ে অনেক কিছু লেখার ইচ্ছায় কি লিখে ফেললাম।

কিন্তু এটা অপার্থিব অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরের কৃপা যদি হয়, তবে হয়তো কোনো দিন সশরীরে ওইসব স্থান দর্শন করার সৌভাগ্য হবে। কিন্তু যদি নাও হয়, তবুও এই জীবন ধন্য।

ধন্যবাদ আপনাকে, আমাদের এমন স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ গ্রন্থরাজি উপহার দেওয়ার জন্য।

২৬। শ্রদ্ধেয় শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী নিয়ে ঈশিকা রুদ্রের আলোচনা (৩১শে মে, ২০১৭)

শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, আমার প্রিয় দাদার বইয়ের আলোচনা করতে গেলেই একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখে ফেলা যায়। যদিও তারপরেও মনে হবে, বোধহয় মনের ভাব সম্পূর্ণ এবং যথাযথভাবে ব্যক্ত করা গেল না। সুতরাং আজ এই লেখা যে অসম্পূর্ণ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তবুও গুরুকে স্মরণ করে লেখার চেষ্টা করছি। দাদার বইগুলি এমনই এক ভাবের স্রোতে ভাসিয়ে দেয়, যেন মনে হয়, সেই জোয়ারের স্রোতেই ভাসতে থাকি। দাদার প্রায় সব বই আমার পড়া। আত্মার আত্মীয়দের উপহারও দিয়েছি নিজের আনন্দ তাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। দাদার প্রতিটি বই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব

সুন্দর। যদিও মানসিকতা এবং জীবনের অভিজ্ঞতার তারতম্যের জন্য কোনো কোনো বই কারোর কারোর কাছে বেশি প্রিয় হয়ে উঠতেই পারে। নিজের অনুভূতির দ্বারা এবং প্রিয়জনদের কাছে শুনে আমি বুঝেছি, বইগুলির পাঠকেরা অনুভব করেন বইয়ের ভাষা। লেখনী কি সাবলীল ছন্দে জীবনের সুগভীর অনুভূতি ও উপলব্ধিকে মানুষের বোধগম্য করে তুলেছে। রহস্য রোমাঞ্চ ভরা অভিজ্ঞতার মুহূর্তগুলি, প্রকৃতির অনিন্দসুন্দর দৃশ্য ইত্যাদি হৃদয়ের ক্যামেরায় বন্দী করে লেখক কি অসাধারণভাবে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। বইগুলির মাধ্যমে স্থান, কাল, পাত্রের দূরত্ব দূর করে অবলীলাক্রমে নিজের ভ্রমণ পথের সঙ্গী করে নেন লেখক তাঁর পাঠকবৃন্দকে। পাঠকদের মধ্যে তার স্মৃতির অনুরণন চলতে থাকে বহুদিন। তারপর ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তাঁর আরো একটি নতুন বইয়ের জন্য। পাঠকেরা সেই কথা বারবার সহর্ষেই স্বীকার করেন।

সেই স্বীকারোক্তির কিছু নিদর্শন আমরা এই "বুক রিভিউ" গ্রুপেই দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই কিভাবে বইগুলি মানুষকে ভাববিহ্বল করে তুলেছে, ভক্তিদেবীর সাম্রাজ্যে তাদের আকর্ষণ করছে, প্রবেশ করাচ্ছে এবং চিরস্থায়ী করে দিচ্ছে। আজ কোনো একটি বিশেষ বই নিয়ে আমি লিখছি না। বরং দাদার লেখা কিভাবে ভক্তিরসে সিক্ত করে সাধনার কথায় সমৃদ্ধ করে আধ্যাত্মিক সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে যা প্রসারিত হয়েই চলেছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করছি। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী আমরা সবাই সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে। কিন্তু সচেতন হওয়া এইজন্যই প্রয়োজন যে অচেতনতার অন্ধকারে মানুষ পথ এগোতে পারে না। অন্ধকার মনে হয় গ্রাস করে নিচ্ছে। ঈশ্বর সবসময়ে বিভিন্ন রূপে এবং মাধ্যমে সেইসব মানুষদের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করতে চান, যারা অচেতনতার অন্ধকারে দিশাহীন। দাদার বইগুলি এমনই ঈশ্বর নির্দিষ্ট মাধ্যম যা দিশাহীন মানুষদের দিশা দেখাতে পারে, আনন্দহীন মানুষদের মনে জাগাতে পারে পরম আনন্দ। দাদার বইগুলির সহজ, সরল, রসময় ভাষা আর ভাবের অপূর্ব সমন্বয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যে বিরল। আধ্যাত্মিক বইগুলি অনেক সময়ে এমন জটিল ভাষা ও তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হয় যার অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না আর তাই

আধ্যাত্মিক জগৎকে তাদের সম্পূর্ণ অন্য জগৎ মনে হয়। এর স্পর্শ পাওয়া সাংসারিক জীবন যাপন করে ও জাগতিক কাজ-কর্ম করে অসম্ভব মনে হয়।

এই ভুল ভাঙিয়ে দেয় দাদার বইগুলি। তীর্থভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস, পুরাণের কথা, লোকগাথা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা — সবকিছুর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে দাদা বারংবার বুঝিয়ে দিয়েছেন আধ্যাত্মিকতাই প্রকৃত জীবন এবং ঈশ্বরলাভ তথা আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। জীবনের সব রস সংগ্রহ করতে করতে, রসেবশে থেকে শুধুমাত্র ঈশ্বরে শরণাগতি নিয়ে চললে আধ্যাত্মিক জীবনকে সার্থক করে তোলা যায়, এই শিক্ষাই আমরা দাদার বইগুলি থেকে পাই আর এই শিক্ষা এতো সহজ আর এতো আনন্দের সাথে পাই যে, প্রাথমিক অবস্থায় এই বইগুলি পড়ে নিলেই অন্যান্য যেকোনো অপেক্ষাকৃত কঠিন আধ্যাত্মিক বই বা লেখা বোঝা সহজ হয়ে ওঠে। মহান যোগী এবং সাধকরা সব যুগেই থাকেন এবং তাঁদের যোগ সাধনার বল দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন। কিন্তু অনেক সময়ে তাঁরা থাকেন লোকচক্ষুর আড়ালে। অনেক সময়ে থাকেন মৌন। দাদার অনেক বইতে পাই তাঁদের কথা ; তাঁদের জীবন-বাণী-সাধনার কথা। ঈশ্বর যেন এই মহান যোগীদের আর ভক্তিভাবসম্পন্ন গৃহস্থ মানুষদের সাধনপথের মেলবন্ধন ঘটাতেই দাদাকে বইগুলি লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

এইসব পবিত্র জীবন কাহিনী মনপ্রাণকে শিহরিত করে, ধন্য করে, মানসিক শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি করে। এইভাবে মহামানবদের কাহিনী, দেব-দেবীর কাহিনী, তীর্থভ্রমণ কাহিনী পাঠ করেও বুঝি পুণ্য সঞ্চিত হয়। এই পুণ্য ঈশ্বরের পথে চলার পাথেয় হয়ে ওঠে।

যাঁর কথা না লিখলে কিছুই লেখা হয় না, তিনি হলেন গোপালসোনা। দাদার ইষ্ট, বন্ধু, ভাই, একাধারে সব। দাদা বলেন, "প্রকৃত লেখক 'গোপালসোনা', দাদা তাঁর কলম মাত্র।" ধন্য গোপালসোনা, ধন্য তাঁর কলম। আমরা গোপালসোনার ভালোবাসার স্পর্শ যেন দাদার আরো অসংখ্য লেখায় অনুভব করতে পারি। অন্তরের পরমপুরুষ এবং বাইরের মায়াময় প্রকৃতির যে অপূর্ব মিলন হয় দাদার লেখায়, তার স্পন্দনে যেন বার বার স্পন্দিত হতে পারি এই আশা গোপালসোনার শ্রীচরণে রাখি। জয় গোপাল, জয় গুরু।

২৭। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" (বাসুকীতাল, কালিন্দীখাল, বদ্রীনাথ পর্ব) : (৪ঠা জুন, ২০১৭)

একরকম T20 format-এর মতো পড়া শেষ করলাম শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব — "দেবলোকের অমৃত সন্ধানে" (বাসুকীতাল, কালিন্দীখাল, বদ্রীনাথ পর্ব)। একটা high voltage, eventfull episode। যেটা পড়া তো শেষ হয়েছে কিন্তু তার রেশ মনের মধ্যে চিরদিনের মতো ছাপ রেখে যাওয়ার মতো।

প্রথম পর্বের পর, গঙ্গোত্রী থেকে যাত্রা শুরু হয়। জিৎ সিং আর তার চারজন সহকর্মীদের কোনো তুলনা হয় না। 'গঙ্গোপাধ্যায়'-এর মানেটা অসাধারণ। এই Trek পড়ার সময়ে লেখক আর তার সঙ্গীদের প্রতি মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে পেলাম। মনে হতে লাগল, যেন আমি নিজেই চলেছি। আমারও শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। ক্লান্ত আমিও হচ্ছি। জলের তৃষ্ণা আমারও পাচ্ছে। আর তার ওপর জিৎ সিং-এর 'জলদি চলিয়ে' যেন বাক্‌ব্রহ্ম।

অপূর্ব বর্ণনা প্রতিটি scenery-র। শুধু তাই নয়, তার সাথে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস, myth সব খুব detailed oriented। প্রতিটি চরিত্র যেন আরো খুলে সামনে এসেছে। রথীনদার পলিথিনের প্যাকেট লুকানো আর তার confidence যে কিছু হবে না, চীরবাসা, ভুজবাসা, চতুরঙ্গী হিমবাহ, গঙ্গোত্রী হিমবাহ, তপোবন, নন্দনবন, বাসুকীতাল, কালিন্দীখাল, শ্বেতা হিমবাহের এত সুন্দর বর্ণনা আগে আমি তো কোনো বই বা ব্লগে পড়িনি।

চোখ বন্ধ করলেই যেন ফলাহারী বাবার সেই অপূর্ব দর্শনের দৃশ্য সামনে ভেসে আসে। সেই ৮০ ফুট উঁচু নাগরাজ বাসুকীর মাথা আর তার ফণা। আর সেই বাসুকীর একটা miniature form থাকে মহাদেবের কণ্ঠে। ভাবলেই মনটা কিরকম হয়ে যায়।

লেখক, মৈত্রেয়ী, হিমাদ্রিবাবু, ঝিলিক সব্বাই এক একবার দূর্ঘটনার সম্মুখীন হন। শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই অপূর্ব কবিতা —

আমি জীবনে একা, মরণে একা
সকল সময়ে একা
আমি ভিতরে শূন্য, বাইরে শূন্য
মহাশূন্যে আছি ঢাকা।
অসীম, অনন্ত এই নীলাকাশ
অন্তবিহীন এই যে বাতাস,
এই চন্দ্র সূর্য, গ্রহতারা
একের মাঝে সবাই একা।

—এই লাইনগুলো খুব করে মনে গাঁথল আমার।

গন্ধর্বরাজ্যের বর্ণনা অপূর্ব। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মা গঙ্গার আসল উৎপত্তিস্থল। সেখানেও সবাই যেতে পারে না। তার বর্ণনাতে মনে হল, যেন নিজেই দাঁড়িয়ে আছি মা গঙ্গার সামনে — কি কপাল!

তারপর mountaineering-এর খুব বিস্তারিত বর্ণনা। আর সেই দুর্ঘটনা। উফ্! কি ভয়ানক সেই দৃশ্য আর সেই মুহূর্ত!

কিন্তু সব থেকে বড় fact যেটা আমি take away করলাম, সেটা হল — এই পৃথিবীতে কিছুই দুর্ঘটনা নয়। সবই ঘটনা। Nothing in this world happens as accident, whatever happens are all events, which are all pre-destined.

শেষে খুব ভালো বদ্রীনাথ দর্শন হল। আমি সত্যি খুব উত্তেজিত। আবার আমার অন্তরের স্থান হিমালয়কে খুব কাছ থেকে দেখতে আর বুঝতে পারলাম। অন্তরের কামনা — যদি কোনো দিন যেতে পারি!

তবে সত্যি, I lived the book। একটা সম্পূর্ণ action-packed, nailbiting আর emotional blockbuster এই পর্বটি। Again, thank you for giving us such a divinely wonderful series of books.

২৮। তমাল মুখার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন'(১২ই জুন, ২০১৭)

আমাদের এই ভারতবর্ষ অনন্ত পরমাত্মার লীলাক্ষেত্রের পুণ্যভূমি। যুগে, যুগে, কালে-কালে ভগবানের কত লীলার পরশে স্নাত বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন পুণ্যভূমি। এক অনির্বচনীয় অভাবনীয়, অপার্থিব লীলার সাক্ষী হলাম নিজে এই "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" বইটি পড়তে পড়তে। সত্যি কথা, দাদার লেখা বইয়ের ঘটনাক্রম এতটাই মনমধ্যে অন্তরস্থ হয়ে যায় যা কোনো বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না।

এক উচ্চকোটির সাধক ব্রহ্মানন্দজী, যাঁর প্রথম জ্যোতির্ময় আবির্ভাবে এ কাহিনীর সূত্রপাত, দাদার লক্ষ্ণৌয়ে এক অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার সময়। এক অপার্থিব ঘটনাক্রমের মাধ্যমে কাশীধামে সর্বস্ব নিঃস্ব হয়ে দাদার পদার্পণ, কাশী বিশ্বনাথজীর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে কাশীধামে প্রবেশ। তারপর জামশেদপুরের বিশিষ্ট চাটার্ড অ্যাকাউটেন্ট সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সাথে পরিচয়। পূর্ব জন্মের গুরুজীর কৃপায় ধীরে ধীরে সমস্ত সংসার ধর্মের মায়া মোহ কাটিয়ে কাশী বিশ্বনাথজীর চরণে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ আর শরণাগতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলার মাধ্যমে সনাতন মুখোপাধ্যায় থেকে সনাতনভাই হয়ে ওঠার অপার্থিব কাহিনীর বিন্যাস পড়তে পড়তে মন হারিয়ে যায় কাশীধামের পূণ্যভূমিতে। দাদার লেখনীর মাধ্যমে কাশীর গঙ্গা তীরবর্তী প্রয়াগঘাট থেকে অসি ঘাট আর সেখান থেকে আদি কেশবঘাট পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘাটের অনির্বচনীয় বিশ্লেষণ আর প্রত্যেকটা ঘাটের সাথে যুক্ত আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটের বিন্যাস মনকে তৃপ্ত করে। হারিয়ে যেতে হয় ওই কাশীধামের লীলা বৈচিত্র্যের মাঝেই। বইটি পড়তে পড়তে চোখের জল যেন বাঁধ মানে না। শুধু ফিরে ফিরে একটাই কথা ভাবিয়ে তোলে, 'আমি কে'? পরমাত্মার অংশ হয়ে মায়ারূপ মোহতে কিভাবে আমরা প্রতিনিয়ত আবদ্ধ।

শুধু পূর্ণ শরণাগতি আর পূর্ণ ভক্তি পারে এই মায়ারূপ মোহকে ছিন্ন করতে,

যা বইটি পড়তে পড়তে আরও একবার সেই ইষ্টকৃপায় নিজের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

হে জগতপিতা, হে জগতমাতা সত্যি তোমাদের কৃপার পরশ আর ভালোবাসা অনন্ত।

দাদার লেখনীর অমৃতময় পরশ যেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পরে। মঙ্গলময় পরমাত্মা সবার মঙ্গল করুন।

"জয় জয় বিশ্বনাথজী কী জয়"।

২৯। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" (পঞ্চবদ্রী, পঞ্চপ্রয়াগ, পঞ্চকেদার পর্ব) (১৫ই জুন, ২০১৭)

শেষ হল শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা মেগা গ্রন্থ "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে"র তৃতীয় খণ্ড (পঞ্চবদ্রী, পঞ্চপ্রয়াগ, পঞ্চকেদার পর্ব)। এবারও ভাবছি যে কি লিখব। ভাষা পাচ্ছি না। শুধু ভেবে যাচ্ছি।

যাই হোক, কিছু তো লেখা দরকার, তাই চেষ্টা করছি। এই বইটি একটা high voltage, spiritual, dramatical blog। খুব ভালো ভাবে হিমালয়ের divinely dangerous প্রকৃতির প্রতিটি পাহাড়, নদী, ধার্মিক স্থানের সাথে connect করালেন লেখক। মন তো বেরোতেই চাইছে না। আরো বেশি করে দাগ কাটল এই দেবভূমি হিমালয়। কি যে অপূর্ব এই adhesive writing capacity, যেটা সত্যি দৈবী প্রকাশ ছাড়া সম্ভব নয়। আমরা যে অমৃতের সন্তান, তা হাড়ে হাড়ে অনুভূতিও হলো, বইয়ের প্রতিটি পাতা পড়ে।

খুব ভালোভাবে লেখকের হাত ধরে অনেক পুণ্যস্থান দর্শন করলাম। ক্ষিদে আরো বেড়ে গেল। প্রথমেই বদ্রীনাথ থেকে পঞ্চবদ্রীর দর্শন হল। সত্যি বলতে, আমি পঞ্চবদ্রীর কথা জানতাম না। এবার জানলাম অপূর্ব সব মন্দিরের বর্ণনা, তার আশপাশের বর্ণনা। যেন আর কোনো reference-এর প্রয়োজন নেই। এই বই আর আমি, তাহলেই 'হিমালয় জিন্দাবাদ'। কত বড়ো, বড়ো মহাত্মা

সাধনা করেছেন এই "হিমালয় কী গোদ মে" তার অনেক বর্ণনাই এই বই পড়ে জানতে পারি। হনুমানচটি, যোগধ্যানী বদ্রী, বিষ্ণুপ্রয়াগ, ভবিষ্য বদ্রী, আদি বদ্রী, বৃদ্ধ বদ্রী, মহাত্মা সদানন্দজীর দর্শন, যোশীমঠের details, আর surprisingly ভবিষ্য কেদারের দর্শন খুব করে মন ভরে দিল। দারুণ ছিল ড্রাইভার রণি সিংয়ের ভবিষ্য বদ্রীর সঙ্গ নেওয়ার প্ল্যান। তারপর ছিল এই পবিত্র ভূমির দুর্লভ দর্শন পঞ্চকেদার — যথাক্রমে কল্পেশ্বর, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ আর কেদারনাথ। কিন্তু আমার মন মদমহেশ্বরেই পরে রইল। আবার মনকে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে এগোলাম লেখকের হাত ধরে। একে একে অনেক মন্দির দর্শন করার সৌভাগ্য হল। কালীমঠ, চন্দ্রশিলায় রাম মন্দির, গোপেশ্বরের গোপেশ্বর মহাদেব, উখীমঠে ওঁকারেশ্বর মন্দির, গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ আর অর্ধনারীশ্বর মন্দির। The list goes on and on...। অবশেষে কেদারনাথ।

অনেক অজানা পৌরাণিক তথ্য জানতে পেরেছি লেখক আর প্রেমানন্দজীর থেকে।

কিন্তু সব থেকে আমাকে যেটা goosebumps দিল, সেটা হল বুদ্ধ বোসের মহাদেব দর্শন। হে মহেশ্বর, তোমার কি কৃপা!

অতঃপর লেখকের মহেশ্বরের চিদানন্দ রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বেদনার জ্বালার বর্ণনা। এক অপূর্ব খালি ভাব এসে গেল ওই একটা paragraph পড়ে। কতবার যে পড়েছি ওই লেখা। একটা undescriptive feeling। কত বেদনা যে লুকিয়ে রেখেছেন এই ভোলানাথ কৈলাসপতি। তাঁর চরণে আমার শত কোটি প্রণাম।

আর কি লিখব জানি না। সবই যেন এলোপাথালি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে হল, কারণ চতুর্থ খণ্ডে যেতে হবে যে।

Again, I have to confess that I lived the book। আমার অন্তরের হিমালয় — একটি mega blockbuster এর ক্ষণিকের বিশ্রাম।

৩০। তানিয়া ধরের গ্রন্থ সমালোচনা : (দেবলোকের অমৃত সন্ধানে) — ১৬ই জুন, ২০১৭

দাদা, আমি আজকে 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'— প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব পড়ে শেষ করলাম। আগেও পড়েছি, আবার পড়ব (কারণ আপনার লেখা সবকটা বই আমার নিত্যসঙ্গী)।

আর যখনই পড়ি, তখন কেন জানি মন আমার আনন্দে ভরে ওঠে। যেন মনে হয়, আমি নিজেই সেখানে উপস্থিত। প্রত্যেকটা ঘটনা এত সুন্দর করে দেওয়া যে চোখের সামনে সেই ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিমালয়কে আমরা সবাই জানি তার সৌন্দর্যের জন্য — ভয়ঙ্কর হয়েও সুন্দর। আর হিমালয়কে জানার চেষ্টা করলে তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে হবে। দাদার বই পড়ে তাই আমি অনুভব করলাম। জানতে পারলাম সাধক প্রেমানন্দজীর ও গোপালের মার কথা যিনি গোপালকে নিজের কোলের ছেলে করে পেয়েছেন, দুর্গম গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর পথের বিবরণ, যমুনোত্রীর পথে মা যমুনার অলৌকিক লীলা দাদা যেভাবে লিখেছেন তা অসাধারণ। জানি না কি লিখলাম। কারণ এর আগে কোনোদিন নিজের মনের কথা লেখার সাহস করিনি। এ শুধু আমার নিজের অনুভূতি। জয় গোপাল।

৩১। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" (নেপাল পর্ব) : ২০শে জুন, ২০১৭

জয় বাবা পশুপতিনাথ।

'আমি হলাম জীবাত্মা — সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের রূপ। এসেছি তারই মধ্য থেকে। জীবনপুরের পথিক হয়ে এই পৃথিবীতে আমার আবির্ভাবের কারণ মায়ার প্রকোপ কাটিয়ে সাধনার মাধ্যমে নিজ আত্মায় আত্মস্থ হয়ে পরমাত্মার দর্শন লাভ। তারপর ফিরে যাব তারই মাঝে' — এই উক্তি নিয়ে আমি শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা মহাগ্রন্থ দেবলোকের অমৃতসন্ধানের অন্তিম

পর্ব (নেপাল পর্ব) পড়া শেষ করলাম আর তার সাথে একাত্ম হয়ে তার অনুভব করলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, পড়া শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না মন কি বলতে আর বোঝাতে চাইছে আমাকে। এই কিছুদিন যে লেখকের সাথে একাত্ম হয়ে হিমালয়ের অমৃতের সন্ধানে পথ চলছিলাম, তাতে যে বিরাম লাগল, শেষ হল এক gigantic spriritual Treasure hunt। ওই ভাব থেকে বেরোতে যদিও একটু সময় লাগল কিন্তু বেরোতে যে হল, কারণ নিজের অনুভূতি লেখার কর্ম যে বাকি আছে। তাই সোজা হয়ে উঠে বসলাম আর চিন্তায় ডুবলাম যে কি লিখব আর কিভাবে শুরু করব। এ যে আমার অন্তরের হিমালয়ের অপূর্ব অনুভব।

প্রথমেই লেখক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে এক "gigantic" ধন্যবাদ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অমৃত বিতরণের জন্য। অনেক কিছুই জানতে পারলাম নেপাল হিমালয়ের সম্বন্ধে। এত বিস্তারিত ইতিহাস, স্থান মাহাত্ম্য, বিভিন্ন জায়গার মন্দির দর্শন আর তার সাথে এত কিংবদন্তী আর পৌরাণিক কাহিনী না মিলালে যে অমৃতের সন্ধান পূর্ণই হোত না। অনেক সমৃদ্ধ হলাম ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান দর্শন করে। বাবা পশুপতিনাথের দর্শন, রামনাথ অঘোরীবাবার আশ্রম, বিরূপাক্ষ মন্দির, মা বাৎসল্যেশ্বরী মন্দির, গুহ্যেশ্বরী মন্দির, ভক্তপুরের বিভিন্ন মন্দির, দরবার স্কোয়ার, তাদের সাথে জড়িত রাজা মহারাজার কাহিনী, ন্যায়তপোলা মন্দির, ভৈরব মন্দির, ছাঙ্গুনারায়ণ মন্দির, বোধিনাথ স্তূপ, কাঠমাণ্ডুর দরবার স্কোয়ার, নেপালের "Living Goddess" এর দর্শন, শিখানারায়ণ মন্দির, দক্ষিণা কালী, প্রাচীন দক্ষিণা কালী, famous বজ্রযোগিনী তারা মন্দির, এর সাথে আচার্য শঙ্করের তারা মায়ের সামনে অপরাধ ভঞ্জন স্তবের কাহিনী — এক "heartbeat stopping" কাহিনী। তারপর স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ, ললিতাপুরে নেয়ারী কারুশিল্পের অপূর্ব বর্ণনা আর তার সাথে ওখানকার বিভিন্ন মন্দিরের বর্ণনা আর দর্শন। নীলকণ্ঠ, কুম্ভেশ্বর লিঙ্গ, মনোকামনা মন্দির ও মুক্তিনাথ মন্দির

দর্শন করে খুব ভাল লাগল।

খুব ভালো লাগল মাউন্ট এভারেস্টের এত detailed attempts এর বর্ণনা। So perfect।

নাগাজী, নারাং বাবা, অনাহারী বাবা, সুধানন্দজীদের মতো হিমালয়ের সন্তানদের সান্নিধ্যতে অমৃতের এই খোঁজ আরো পরিপূর্ণ হল। আর সব থেকে আমাকে যেটা অবাক করল সেটা হল লেখকের কিংবদন্তী আর পৌরাণিক artifacts এর বর্ণনা। আমি যেহেতু তাঁর গলার স্বর (voice) চিনি, আমার মনে হল যেন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সব গল্প শুনছি। কত অমৃতের সন্তানের সাথে একসাথে চললাম। মিস্টার গুরুং, নেহা, দীপেন্দ্র, ড্রাইভার বাহাদুর, ড্রাইভার তরুণ রাই। সত্যি, আমি যেন ভেসে চলেছি হিমালয়ের আকাশে বাতাসে। মন ফিরতেই চায় না। কিন্তু ফিরতে যে হল, অমৃতের যে সন্ধান পেলাম। এবার নিজে সেই অমৃত খোঁজার পালা। অনেক বড় প্রেরণা।

I again lived the book।

ইতি

এক পাঠক

৩২। তানিয়া ধরের গ্রন্থ সমালোচনা : (দেবলোকের অমৃতসন্ধানে) (চারটি পর্ব একত্রে) ২১শে জুন, ২০১৭ :

শেষ হয়ে গেল শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাধারণ রচনা 'দেবলোকের অমৃতসন্ধানে'র সব কটি পর্ব পড়া। জানি না, কিভাবে শুরু করব। আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে, এই সিরিজটা পড়ে, আমার মনপ্রাণ যে হারিয়ে গেছে দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলে, তার থেকে মনকে এই বাস্তব জগতে (যেখানে কর্মই আমাদের জীবন) ফিরিয়ে নিয়ে আসা যে কি কঠিন কাজ তা আর কি বলব। কিন্তু ফিরিয়ে তো আনতেই হবে। অসাধারণ, অলৌকিক, শ্বাসরুদ্ধকারী সব ঘটনার এক অসামান্য যোগফল হল এই সিরিজ। প্রত্যেকটি তীর্থস্থান, তার স্থান মাহাত্ম্য, ঐতিহাসিক গুরুত্ব সব এত সুন্দরভাবে দেওয়া

আছে! এই বইটি না পড়লে আমি হয়ত জানতেই পারতাম না — পঞ্চবদ্রী, পঞ্চকেদার তীর্থের কথা। শুধুমাত্র গাড়োয়াল হিমালয়ের সব তীর্থস্থানই নয়, নেপাল হিমালয়েরও সব জানা অজানা তীর্থ দর্শন হয়ে উঠল। জানতে পারলাম পশুপতিনাথ, মুক্তিনাথ, বজ্রযোগিনী তারা মায়ের মন্দির ও আরো অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থস্থানের কথা। পড়তে পড়তে মনের পর্দায় সব দৃশ্যই ফুটে উঠেছে। আর এখানেই দাদার লেখনীর জয়। In short, this series of 'Debloker Amritasandhane' is a perfect combination of nature, religion, divinity, beauty as well as history।

জয় বদ্রীবিশাল, জয় কেদারনাথ, জয় পশুপতিনাথ।

৩৩। শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (বৃন্দাবন পর্ব)" গ্রন্থের প্রকাশের ছয়দিন আগে থেকে বইটির সম্বন্ধে অমিত ভট্টাচার্য্যের countdown।

চতুর্থ দিন : (২২শে জুন, ২০১৭)

হুয়ি বাবরি ম্যায় তো তব সে।
বাঁধি প্রেম কি ডোর মোহন সে।
নাতা তোড়া ম্যায়নে জগ সে।
হ্যায় ইয়ে ক্যায়সি পাগল প্রীত,
ইয়ে দুনিয়া কেয়া জানে।
মেরী লগি শাম সঙ্গ প্রীত,
ইয়ে দুনিয়া কেয়া জানে।
মোহন কি সুন্দর সুরতিয়া।
মন মে বস গয়ি মোহনি মুরতিয়া।
লোগ কহে ম্যায় তো ভয়ি বাবরিয়া।
যব সে ওড়ি শাম চুনরিয়া।

ম্যায়নে ছোড়ি জগ কি রীত,
ইয়ে দুনিয়া কেয়া জানে।
মেরী লগি শাম সঙ্গ প্রীত,
ইয়ে দুনিয়া কেয়া জানে।
কেয়া জানে কোই কেয়া জানে।
মুঝে মিল গয়া মন কা মিত।
ইয়ে দুনিয়া কেয়া জানে।
বোলো জয় জয় শ্রীরাধে।

আজ countdown। একটু পরিবর্তন। আজ থেকে আমরা ব্রজধাম বই সম্পর্কে একটু করে আলোচনা করব। এতদিন দাদার বইয়ের post release review হতো। এই প্রথম দাদার কোন বইয়ের pre-release preview হতে চলেছে। ব্রজধাম সবদিক থেকেই অনন্য। জয় জয় শ্রীরাধে।

ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১ এর কাজ শেষ হওয়ার পর দাদা বলেছিলেন এক বিরাট যজ্ঞ শেষ হল। বাস্তবিকই এটা একটা যজ্ঞ বটে। ব্রজধামের প্রায় সকল প্রমুখ সন্তদের জীবন কথা তুলে ধরা চাট্টিখানি কথা নয়। আর বাংলাভাষায় বোধকরি সর্বপ্রথম এইরূপ গ্রন্থ হতে চলেছে এই ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১। ছত্রে ছত্রে আপনারা অনুভব করবেন শ্রীশ্রী রাধারাণীর কৃপা। তাঁর কৃপা না হলে যে প্রথমতঃ ব্রজধাম যাওয়াই যায় না, আর দ্বিতীয়তঃ গেলেও শুধু ভ্রমণই হয়, দর্শন হয় না।

এখনো পর্যন্ত দাদার লেখা সবচেয়ে মোটা বই 'দেবলোকের অমৃত সন্ধানে-৩', ২৯৮ পাতা। আর তারপরেই আছে 'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে-১', ২৮০ পাতা। দাদার লেখনীর এমন আকর্ষণ, এমন ইন্দ্রজাল, যে সেই জাল ছিন্ন করতে ইচ্ছেই করে না। মনে হয় যেন আরও আরও আরও পড়ি, পড়েই যাই। এবং আশা করি এটা শুধুমাত্র আমারই মনে হয়, এমনটা নয়।

যাদের এইরূপ মনে হয়, তাদের জন্য সুখবর। 'ব্রজধামে আজো ঘটে

অলৌকিক-১' দাদার লেখা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ কলেবরের পুস্তক হতে চলেছে, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪। জয় শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১ এর কাজে শ্রীগুরুদেব একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আর ঠিক সেই দায়িত্ব পালনের সময়ই আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। ব্রজধামের কিছু অংশ এমন রয়েছে, যেখানে অন্ততঃ আমার মনে হয়েছে যে, স্থূল শরীরে প্রাত্যহিক জাগতিক জীবনে থেকে কিছুতেই এই অংশগুলি লেখা সম্ভব নয়। আমি কখনো গোলোকধাম বা বৈকুণ্ঠ দেখিনি বা দেখলেও তা বর্তমানে আমার স্মরণে নেই। কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঐ অংশগুলি পড়বার সময় আমার মনে হয়েছে যে, সরাসরি গোলোকধাম বা বৈকুণ্ঠ

থেকেই যেন ঐ লেখাগুলি উৎসারিত হয়ে দাদার কলমে ধরা দিয়েছে। আমি বাচালতা/ প্রগলভতা পছন্দ করি না। তাই বইটি পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন আমি ঠিক কতটা সত্যি বলছি। জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরু শরণম।

তৃতীয় দিন : (২৩শে জুন, ২০১৭)

শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে জানতে হলে তাঁর সাথে মোলাকাৎ করা জরুরি নয়। বরং তাঁর থেকেও অনেক বেশি কার্যকর হল, তাঁর বইগুলি মন দিয়ে অধ্যয়ন। এই অধ্যয়ন করলেই তাঁর মনটাকে, তাঁর সত্তাকে ছোঁয়া যায়। আর সেই সূত্রে পাঠক পৌঁছে যান এক দিব্য পরিমণ্ডলে।

তবে এখন যেহেতু আমরা 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' এর আলোচনা করছিলাম, সেই প্রসঙ্গে বলি, নিঃসন্দেহে দাদার লেখা বইগুলি পড়লে আপনারা দাদার অন্তরের অন্তঃস্থলের কথা জানতে পারবেন। শ্রীমতী রাধারাণীর সমগ্র জীবনব্যাপী সুদীর্ঘকাল বিরহ বেদনার কথা আমরা সকলেই আলোচনা করি। কিন্তু শ্রীভগবানের অন্তরের অন্তঃস্থলের কথা?এই বইতে শ্রীভগবানের অন্তরের সেই সুতীব্র বেদনার কথা ব্যক্ত করা আছে, যা নিশ্চিতভাবে প্রতিটি ভক্তমনকে ছুঁয়ে যাবে।

জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরু শরণম।

দ্বিতীয় দিন : (২৪শে জুন, ২০১৭)

হিসেববতো countdown এ আজ দ্বিতীয় দিন। বৃন্দাবন দর্শনে গিয়ে আমরা দুটো লাইন শুনেছিলাম। আমার মনে হয় বৃন্দাবনকে এককথায় ব্যাখ্যা করতে হলে এই লাইনগুলোই যথেষ্ট এবং ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' এর প্রতিটি পর্বে আপনারা এই সীমার মাঝে অসীম, ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনকে খুঁজে পাবেন এবং অবশ্যই ব্রজেশ্বরীর কৃপায় তাকে অনুভবও করতে পারবেন—

"বৃন্দাবন না আয়ে কোই
আয়ে তো না যায়ে কোই।
যায়ে তো না জিয়ে কোই
জিয়ে তো বাওরা হোয়ে।"

জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরু শরণম।

প্রথম দিন : (২৪শে জুন, ২০১৭)

আমাদের countdown এ আজ Day 1। আজ কিছু ব্যক্তিগত ভালো লাগার কথা বলব।

আচ্ছা, বৃন্দাবন তো অনেকেই গেছেন। কখনো সন্ধ্যেবেলা যমুনাকিনারে চীরঘাটে কিছু সময় কাটিয়েছেন? কখনো শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির চত্বরে কীর্তন শুনেছেন? কখনো ঠিক ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তে কেশীঘাটে বসে মনঃ সংযোগ করেছেন? যমুনার জলবিহার করতে করতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের শোভা দেখেছেন? বা শ্রীরাধারমণের আরতি? আর সায়ংকালীন নিধুবনের নিস্তব্ধতাকে অনুভব করেছেন? কিম্বা রাসমঞ্চ বা জ্ঞানগুদরীতে ব্রজরজঃ গায়ে নিয়েছেন? বা সন্ধ্যাবেলায় লালাবাবুর মন্দিরে অপূর্ব সুরের হরিনাম শ্রবণ করেছেন? এগুলোর মধ্যে অনেকেই হয়তো কিছু কিছু করে থাকবেন। আর যদি না করে থাকেন তো অবশ্যই করবেন। শ্রীগুরু কৃপায় আমরা এইগুলি আস্বাদ করবার সুযোগ পেয়েছি। এইটুকু বলতে পারি, যারা বৃন্দাবনধামকে মনে প্রাণে ভালোবেসে সেখানে যাবেন প্রত্যেকেই শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাপরশ কোনো

না কোনো ভাবে পাবেনই পাবেন। আর এটা অবধারিত সত্য, যার জ্বলন্ত প্রমাণ দাদার 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে।

আর উপরে যেগুলি বললাম, তার প্রতিটাতেই দেখবেন অপার্থিব শান্তির পরশ পাচ্ছেন। শুনে কি হবে? একবার অনুভব করেই দেখুন না। আর নিশ্চিতভাবেই 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' আপনাদের হাত ধরে সেই জগতে পৌঁছে দেবে।

জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরু শরণম্।

আমি যখন countdown শুরু করেছিলাম তখন একটা অনিশ্চয়তা ছিল। তারপর মাঝখানে তো হালই ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু এটা ভাবিনি যে ব্রজেশ্বরী এই countdown কে সত্যি প্রমাণ করবেন। ভক্তদের জন্য ভগবান কি'ই না করেন। কখনো আদালতে সাক্ষী দিতে যান, কখনো এয়ারপোর্টে চিরকুট দিতে যান, কখনো টিটি সেজে ভক্তের ডিউটির প্রক্সি দেন, কখনো ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যুদ্ধভূমিতে অস্ত্র তুলে নেন। আবার কখনো আমাদের মতো অকিঞ্চনের কথা রাখতে ঠিক সময়ে বই ডেলিভারীও দিয়ে দেন।

বই হাতে আসা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। শুধু এইটুকু বলছি, 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' আমাদেরকে বৃন্দাবনধামকে প্রকৃতরূপে চিনতে শেখাবে। বৃন্দাবনের প্রতিটি ব্রজরজঃকে ভালোবাসতে শেখাবে। কারণ ঐ ব্রজরজঃতে যে লেগে রয়েছে কিশোরীজী আর নওলকিশোরের পায়ের স্পর্শ।

একটা কথা খুব মনে আসছে, বৃন্দাবনধামের গাইডরা এর পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায় সকলেই একটা কথা বলেন, "ইয়ে আনন্দ কা ধাম হ্যায়।"

আজ আমাদের countdown এই এর শেষদিন। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ এই countdown কে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। countdown হয়তো শেষ, কিন্তু আলোচনা নয়। কারণ, এই আনন্দের কোন শেষ হয় না, এ হল চির আনন্দের ধাম।

জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরু শরণম্।

৩৪। গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের গ্রন্থ পূর্ব মূল্যায়ণ : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" (বৃন্দাবন পর্ব) : ২১শে জুন, ২০১৭

"ব্রজধামে আজও ঘটে অলৌকিক" এই গ্রন্থের তিনটি পর্ব অমৃতম পত্রিকায় পড়েছি। সেই দিন থেকেই এই গ্রন্থের শুভ আবির্ভাব তিথির জন্য অপেক্ষায় আছি। হৃদয়ের অন্তস্থলে নিরন্তর অনুধ্যান করে চলেছি। কারণ, এ শুধু গ্রন্থ নয়, এ যে শ্রীরাধারাণী আর শ্রীগোবিন্দের লীলামাধুর্যের বাঙ্ময় রূপ। স্বয়ং যুগল কিশোর কিশোরীর অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির রূপকার শ্রীগোপালসোনার প্রিয় ভক্ত ও সাধক আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় দাদাভাই। তাই এই গ্রন্থের মহিমা বর্ণনা করার ভাষা বা সাধ্য আমার নেই। আমি শুধু সেই অমূল্য রত্নের আস্বাদন করার প্রতীক্ষায় আছি। প্রণাম জানাই সেই গ্রন্থকে, প্রণাম জানাই দাদাভাইকে, আভূমি প্রণাম জানাই গোপালসোনা তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে।

৩৫। গ্রন্থ সমালোচনায় বিদিশা নন্দী : "শ্যামের মোহন বাঁশী" (২২শে জুন, ২০১৭)

দাদার লেখা 'শ্যামের মোহন বাঁশী' বইটি আগেও পড়েছি, আবার পড়লাম। দাদার গোপালসোনার ইচ্ছাতেই বইটি আবার পড়লাম।

গোপালের ইচ্ছাতে মনে উপলব্ধি করেছি, আমরা মানুষরা সব সময় বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকি। তবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্য সাধারণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে। দৈনন্দিন জীবনে গোপালসোনার অনন্ত লীলা দর্শন সত্যি অপূর্ব সৌভাগ্যের ব্যাপার। দাদার প্রত্যেক বইয়ের মতো এই বইয়ের শেষটা বারবার পড়ছি। মনে হচ্ছে, দাদার গীতার ব্যাখ্যার যে উপলব্ধি তা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া জগতের কোনো কিছুই সম্ভব নয়। তাই একান্ত শরণাগত ভক্তের কাছে তিনি ধরা দেন বার বার।

জয় দুষ্টু গোপালসোনার জয়।

৩৬। জয়ন্ত মৃধার পূর্ব মূল্যায়ন : 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' বৃন্দাবন পর্ব বইটি নিয়ে : (২৪শে জুন, ২০১৭)

"বৃন্দাবনমে না আয়ে কোই
আয়ে তো না যায়ে কোই
যায়ে তো না জীয়ে কোই
জীয়ে তো বাওরা হোই।।"

ছোটোবেলাতেই বৃন্দাবনের কথা শুনেছিলাম কিছু আত্মীয়ের মুখে। শুনে কখনও কখনও মনে হত অতিরঞ্জিত। মনের আবেগে সবাই হয়ত কল্পজাল বুনছে।

আমাদের পাড়াতেই একজন ছিলেন, একবার বৃন্দাবন গিয়েই সম্পূর্ণ পাল্টে যান, নিত্য গোপালকে ভোগ, গঙ্গাস্নান, নিরামিষ আহার।

আমি ভাবতাম কি আছে সেই বৃন্দাবনে যেখানে গেলে একজন মানুষের এতো পরিবর্তন হতে পারে। সত্যি কি কোনো জাদু রয়েছে এই বৃন্দাবনের মাটিতে?

পরে জানতে পারি নিধুবনের অলৌকিক রহস্যের কথা। পরে দাদার বৃন্দাবনের বই পড়ার পর কেবলই মনে হত, 'কবে যাব বৃন্দাবনে।' শেষে এমন একদিন এল যে দাদার সাথেই বৃন্দাবন যাবার সৌভাগ্য হল।

আজো মনে পড়ে সেই বৃন্দাবনে প্রথম রাতের কথা। আমরা ছিলাম নিধুবন থেকে বহুদূরে কিন্তু সেই প্রথম রাত থেকেই কি অপূর্ব আনন্দের শিহরণ হয়েছিল। সেই নিশুতি রাতের গাছের ছায়ায় কি অপার্থিব শান্তি! মন চাইছিল এইখানেই থেকে যাই।

সেই যমুনাতীর, কেশীঘাট, নিধুবন, মদনমোহন মন্দির, বাঁকেবিহারী, চীরঘাট।

মনে আছে, আমাদের কুরুক্ষেত্রে যাবার কথা ছিল, কিন্তু পারলাম না বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে যেতে। এত প্রেম, এত আনন্দ, এ যে শুধু বৃন্দাবনেই সম্ভব।

আমি দাদাকে এর আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— ঈশ্বর তো আনন্দময়

পুরুষ। উনি আমাদের সৃষ্টি করলেন কেন? দাদা উত্তর দিলেও তা অনুধাবন করতে পারিনি।

পারলাম এই বৃন্দাবনে এসে। এই প্রেম এই আনন্দকে উপভোগ করার জন্য আমাদের সৃষ্টি। এতে স্রষ্টারও তাঁর সৃষ্ট জীবের ন্যায় আনন্দ হয়। এ যে ভাষাহীন অসীম, অনন্ত প্রেমসাগর।

আর আমাদের দ্বিতীয়বারের বৃন্দাবন যাত্রা যে শুধুই ঘটনাবহুল কাহিনী। দাদা আর রাধারাণীর কৃপাতে প্রতিদিন হয়ে উঠল এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা। যার কিছুটা আভাস সবাই দাদার লেখাতেই পেয়েছে।

আরও যে কত রহস্য উন্মোচন বাকি রয়ে গেছে, তার কিছুটা দাদা ব্রজধাম বইটিতে আমাদের জন্য তুলে ধরবে।

শেষে শুধু এইটুকু বলতে পারি গুরুকৃপা ও রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন বৃন্দাবনকে জানা যায় না। ভারতে যত তীর্থ রয়েছে সবাই আপন মহিমাতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই রকম প্রেমমাধুরী বৃন্দাবন ভিন্ন কোথাও নেই। এ যে রাধারাণীর ধাম, এ যে প্রেম নগরী, এ যে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের নগরী।

এই প্রেমনগরীর প্রেমসাগরে আবার একবার অবগাহনের জন্য বসে আছি। কবে যে দাদার বইটি নির্জনে আস্বাদন করতে পারব!

৩৭। শাশ্বতী দাসের গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" : ২৭শে জুন, ২০১৭

"ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" — এর review লেখার ইচ্ছায় কলম তো তুললাম, কিন্তু কিভাবে যে শুরু করব আর এই অমৃত সমান গ্রন্থের কথা কতটুকুই বা লিখতে পারব বুঝতেই পারছি না। যাইহোক, শ্রীরাধারাণীর নাম নিয়েই শুরু করি বইটি সম্পর্কে কিছু একটু জানানোর। রাধে, রাধে!

এই বইটি পড়তে শুরু করলে পাঠকমাত্রেই বুঝতেপারবেন যে, এটি কোনো সাধারণ বই নয়; এ হচ্ছে স্বয়ং রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের লীলার জীবন্ত লিখিত

রূপ বইয়ের আকারে। আর শুধু তাই নয়, তার সাথে বৃন্দাবনের বহু উচ্চকোটির সাধক সাধিকা ও ভক্তবৃন্দের অপার লীলামাহাত্ম্যের অসাধারণ সব কাহিনীর কথাও জানা যায় এর থেকে।

বৃন্দাবন হচ্ছে মন্দির নগরী। বৃন্দাবনের প্রধান সব মন্দিরের পরিব্রাজনের ইতিবৃত্ত, সেইসব মন্দিরের ঠাকুরের লীলামৃত ও সেখানকার সাধক সাধিকার কৃপাপ্রাপ্তির অসাধারণ সব কাহিনীর অপূর্ব বর্ণনাতে পরিপুষ্ট এই মহাগ্রন্থ। জাগতিক বৃন্দাবনের ভেতর লুকিয়ে থাকা সুপ্ত ও গুপ্ত বৃন্দাবনকে কি সুন্দর করে তুলে ধরেছেন লেখক। পড়তে পড়তে কখনো মনে হয়েছে আমি ললিতাজীর সাথে দর্শনে ঘুরছি, কখনো বা মনে হয়েছে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গোঁসাইজীর চরণের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছি। আবার কখনো বা হঠাৎ করে অনুভব করছি যে নিজের চোখের জলে গাল ভিজে গেছে বিশ্বনাথ বাবুর কথা পড়তে পড়তে।

মূল বৃন্দাবনের আত্মার মাঝেই আছে এক সুপ্ত, গুপ্ত বৃন্দাবন। যা কেবলমাত্র ধরা দেয় রাধারাণীর পরম কৃপাধন্য ভক্তবৃন্দের কাছেই। সেই সুপ্ত বৃন্দাবনের অমৃতপান করতে হলে এই বই হাতে তুলতেই হবে। কথাতেই আছে যে, ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর কৃপা না হলে বৃন্দাবনে পা'ই রাখা যায় না। আর এরকম একটি অসাধারণ বই রচনা যে শুধুমাত্র তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে, সেই কথা বললেও খুব কম বলা হবে। স্বয়ং রাধারাণী ও ব্রজেশ্বরের মিলিত শক্তি লেখকের মধ্যে বাহিত হয়ে, অমৃতের ভাণ্ডারসম এই বইটি সৃষ্টি করেছে — এমনটাই মনে হচ্ছে আমার। আমি যে একটুও বাড়িয়ে বলছি না, সেটা আরো বোঝা যাবে বইয়ের শেষের দিকে এলে। কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা মুখে বলে বা লিখে প্রকাশ করা যায় না। সে সব পুরোটাই অনুভবের ব্যাপার। হৃদয় ও মন দিয়ে সেইসব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো অনুভব করে নিতে হয়, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই লিখছি যে বৃন্দাবনের যে সকল কৃপাধন্য উচ্চকোটির সাধকদের কথা এই বইতে ব্যক্ত করেছেন লেখক, তিনি নিজেও যে তাঁদের থেকে কিছু কম নন, তা কিন্তু বেশ বুঝতে পেরেছি আমি। এই ব্যাপারে আর কিছু জানাতে চাই না, সামান্য ইঙ্গিত দিলাম মাত্র। এইটুকু লিখেই আমার

গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল।

এই বইটি পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দিক অমৃতের আস্বাদ, বিশ্বনাথবাবুর মত জ্ঞানমার্গের পথিককে আনুক ভক্তিমার্গে, নাস্তিক মানুষের মনকে সিঞ্চিত করুক বিশ্বাস ও ভক্তির রসে আর ভক্ত মানুষকে পুষ্ট করুক আধ্যাত্মিক জ্ঞানে — এই প্রার্থনাই করি রাধারাণীর কাছে। আর সেইসাথে লেখকের সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু প্রার্থনাও করি রাধারাণী ও ব্রজেশ্বরের কাছে। ঈশ্বর প্রেরিত এই দূত যেন এমন ভাবেই ভক্তি ও জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে, সেই উজ্জ্বল আলোয় সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত রাখতে পারেন চিরকাল। আর এই স্নিগ্ধ অথচ তেজস্বী আলোর বলয়ে থেকে যেন রাধারাণীর কৃপা পাই আমি এই জন্মেই। রাধে, রাধে।

৩৮। বলাকা চ্যাটার্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (২৮শে জুন, ২০১৭)

তুমি যে অমৃতরসসুধাতে অবগাহন করে তাঁদের লীলা সঙ্গী হয়ে লিখেছ, তাতে এই গ্রন্থ বই নয়, হয়ে উঠেছে যে ধ্যান। যেন কোন এক আলোক রাজ্যে বসে ধ্যানে দেখছি সকল কাহিনী। শুধু আমি নয় সকল পাঠকের হৃদয়েই এই উপলব্ধি হবে আমি নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি। এই বই তথা বৃন্দাবনের প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমি এমনিতেই ভাষা হারিয়ে ফেলি। বইয়ের প্রুফ দেখতে গিয়ে লীলারস আস্বাদে ডুবে কত যে কেঁদেছি হিসেব নেই। এ যে বই নয়, এ এক প্রেম অমৃতধারা যাতে স্নাত হয়ে কাঁদবে বহু ভক্ত, ভাসবে ভক্তি অশ্রুজলে। এমন করে ভাবের ছবি লেখায় কেবল তখনই ফোটানো যায় যখন স্বয়ং সেই লীলাক্ষেত্রে অবগাহন করেন কেউ আর আপনা আপনি লেখা হয়ে যায়। গ্রন্থ আলোচনা কি লিখব, কবে লিখব জানি না। আমি এর শুরু, শেষ খুঁজে পাই না।

৩৯। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তণ" (মধ্যপ্রদেশ পর্ব) : ২রা জুলাই, ২০১৭

হর নর্মদে হর।

আমার জ্ঞানের ঝুলিতে আরো একটা বিশাল অধ্যায় জুড়ল।

অবশেষে আমি শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো একটি মহাগ্রন্থ "ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন" (মধ্যপ্রদেশ পর্ব)-এর শেষ পাতায় পৌঁছে গিয়ে ভাবলাম এবার তো কি বুঝলাম, কি জানলাম, আর কি দেখলাম, তা লিখতে হবে। আর যেই ভাবা সেই কাজ। একটু চিন্তা করে বসে পড়লাম কী-বোর্ড রূপী কলম হাতে নিয়ে "Review" লিখতে।

প্রথমে শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে জানাই অন্তরের প্রণাম, কারণ এই গ্রন্থ আমাকে অনেক ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক জায়গায় মানস ভ্রমণ করিয়েছে। আসলে, মানসভ্রমণও ঠিক বলা যায় না। আমি তো যেন লেখকের হাত ধরে প্রত্যেকটি জায়গা, মন্দির, দুর্গ, মহল, গুহা ঘুরেছি। আর চলতে চলতে তাঁর বাণীতে সেইসব জায়গার ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক গুরুত্বও শুনেছি। এক কথায় এই গ্রন্থ হচ্ছে "A Travelogue with knowing and feelings. A massive library of information."

অনেক ভালো দর্শন হল মধ্যপ্রদেশের। খুব বেশী জানা ছিল না আমার মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে। কিন্তু লেখকের সাথে মধ্যপ্রদেশের এত জায়গা ঘুরেছি যে এখন বলতে পারব যে মধ্যপ্রদেশ কিছুটা জানি।

প্রথমেই ঋাজুরাহোর এত culturally enriched মন্দিরের দর্শন। যেমন লক্ষ্মণ মন্দির, কাণ্ডারীয়া মহাদেব মন্দির, জগদম্বা মন্দির, চিত্রগুপ্ত মন্দির, পার্বতী মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির, মাতঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দির, চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, লালগুয়াঁ মহাদেব মন্দির, চতুর্ভুজ মন্দির, দুলহাদেও মন্দির, তারপর ভূপালের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, সাঁচীর স্তূপ। তারপর ভীমবেটকা গুহা, ইন্দোরের কাঁচ মন্দির, জুনা রাজওয়াড়া, বাবা গণপতি, অন্নপূর্ণা মন্দির, মাণ্ডু ফোর্টের সব মহল, নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির, নর্মদা তীর্থ ওঁকারেশ্বর আর ওখানের সব

মন্দির ও তার স্থানমাহাত্ম্য। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর, পাঁচমারির জটাশঙ্কর গুহা, গুপ্ত মহাদেব, বড়া মহাদেব গুহা, পাণ্ডব গুহা, হাণ্ডি খো ভিউ পয়েন্ট, জব্বলপুরের ধুঁয়াধার ফল্‌স, পঞ্চবটী ঘাট, চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, তারপর নর্মদার উদগম স্থল অমরকন্টক এবং সেখানকার সব তীর্থস্থান সূর্য্যকুণ্ড, পাতালেশ্বর মহাদেব, জলেশ্বর মহাদেব, মাইকী বাগিচা, কপিলধারা, শ্রীযন্ত্র মন্দির, শোনমুড়া, কবীর চবুতরা, ভৃগুকমণ্ডলু প্রমুখ। আর সেই সাথে জানতে পেরেছি এইসব স্থানের অনেক অজানা তথ্য।

এই গ্রন্থেও অনেক অমৃতের সন্তানের সান্নিধ্যে এসেছি। যেমন — চিত্রদীপ, বর্ণালী বৌদি, স্বর্ণালী, সুন্দরলাল আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রুদ্রানন্দজী। বর্ণালী বৌদির অভিজ্ঞতা শুনে আবার হারিয়ে গেলাম হিমালয়ের কোলে গঙ্গোত্রীতে। মনে হল এই তো কয়েকদিন আগেই ঘুরে এলাম গঙ্গোত্রী।

রুদ্রানন্দজীর জীবন থেকে মহাজীবনের পথে খুঁজে পাওয়ার অপূর্ব বিবরণ, তাঁর নর্মদা পরিক্রমার অপার্থিব বিবরণ।

এখন শুধু অপেক্ষা করছি কখন ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পড়া শুরু করব। এক অপূর্ব অনুভব হল ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে।

৪০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ সমালোচনায় জয়ন্ত মৃধা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" : ৩রা জুলাই, ২০১৭

গতকাল সব কাজ ফেলে ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক বইটা শেষ করলাম। এক কথাতে অসাধারণ। অন্তর বৃন্দাবনকে জানার এর থেকে ভালো বই এর আগে আমি পড়িনি।

রাধারাণী ও ব্রজেশ্বর যে আজো নিত্য বৃন্দাবনে রয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর সমস্ত মন্দিরের ইতিহাস জানার পর আবার ইচ্ছা করছে মন্দিরগুলোতে ছুটে যাই। আবার ঘুরে বেড়াই বৃন্দাবনে সেই রাধা নাম শুনতে, সেই ব্রজ রজ

মাখতে।

ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক। বইটার নামের মধ্যেই রয়েছে এক রহস্যময় গন্ধ। বৃন্দাবনে সুতপার সত্যকাহিনী জানার পর বিশ্বনাথবাবুর কাহিনী জানার জন্যে ডুব দিলাম বইয়ের মাঝে। বিশ্বনাথবাবুর সেই কেশীঘাটে রাধারাণীর কৃপা পাওয়ার ঘটনাটি আমার অন্তরাত্মাকে ছুঁয়ে গেল। রাধারাণীর এত ভালোবাসা এত প্রেম তাঁর ধামে আসা ভক্তের জন্য।

অনুভব করলাম সাধু সন্তেরা ঠিকই বলেন, ঈশ্বরের চিন্তা ও ভালোবাসা আমাদের জন্যে কি অসীম। আমরা কেবল অহংকে ত্যাগ করতে পারি না তাই তার ভালোবাসা অনুভব করতে পারি না।

এইবার বিশ্বনাথবাবুর সাথে চললাম বৃন্দাবন পরিক্রমায়।

প্রতিটি মন্দিরের কি অপূর্ব ইতিহাস। সেই সাথে রয়েছে বৈষ্ণব সন্তদের ইষ্টকৃপা ও দর্শনের প্রাণস্পর্শী বিবরণ।

আমিও যেন তাঁদের সাথে পৌঁছে যাচ্ছি সেই ঠাকুরজী ও রাধারাণীর দর্শনে। দর্শন করছি দুই চোখ ভরে।

বিশ্বনাথবাবুর গুরু সান্নিধ্যে সাধন অনুভূতিগুলি তো অসাধারণ। যেন আমিও ওনার অনুভূতি দিয়ে সব অনুভব করতে পারছি, আর পাঠ করতে করতে মনে জাগছে এক অপার্থিব আনন্দ। বিশেষ করে গোবিন্দদেব মন্দিরে বসে উনি যখন দেখছেন রূপগোস্বামীর বিগ্রহ পুনরুদ্ধার। সেই ঘটনাগুলো যেন চোখের সামনে সব দেখা যাচ্ছে দাদার লেখনীর জন্য। মীরাবাঈ, রূপ গোস্বামী, হরিদাস স্বামী, সনাতন গোস্বামী, আনন্দীবাঈ প্রভৃতি সন্তদের বৃন্দাবনকেন্দ্রিক সাধনা ও ইষ্ট প্রাপ্তি মনকে অনাবিল আনন্দে ভরে দিল।

সব মন্দিরের ইতিহাস পড়ে মনে হল, আবার ছুটে যাই। দর্শনে অনুভব করি সেই বাঁকেবিহারীর করুণা। বিশ্বনাথবাবুর মত বসে পড়ি জপে। মনকে নিয়ে যাই সেই সময়ে আর প্রাণ ভরে তাঁকে উপভোগ করি। ওনার নিধুবনকেন্দ্রিক জপের বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরল নিধুবনের চিরন্তন রহস্যকে।

শেষে মনে হল বই পড়া শেষ হয়েও হল না শেষ। মন্দির ও বিগ্রহের

ইতিহাস জানার পর মন পরে রইল সেই বৃন্দাবনে। যেখানে গেলে প্রয়োজন নেই যজ্ঞের, নেই প্রয়োজন অন্য কোনো তীর্থের, যেথা সর্বত্র বিরাজ করেন রাধারাণী ও বাঁকেবিহারী। শুধু তাঁকে ভালোবেসে আপন করতে পারলেই মেলে তাঁর দর্শন ও কৃপা।

এই বইয়ের রস আস্বাদন এখনও বহু বাকি রয়ে গেল। আরও বহুবার পড়তে হবে।

রাধে, রাধে।

৪১। মুনমুন মুখার্জী রায়ের গ্রন্থসমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" : ৩রা জুলাই, ২০১৭

দাদা, 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (বৃন্দাবন পর্ব) বইটি এক নিঃশ্বাসে শেষ করলাম। কিন্তু এ তো সাঙ্গ করি মনে হল শেষ হয়ে হইল না শেষ। বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ আজও সেখানে নিত্যলীলা করেন। কোনো কোনো ভাগ্যবানে তা দেখিবারে পায়। দাদা আমরা স্থূল দৃষ্টিতে সেই মধুরলীলা দেখতে পাব না হয়তো, কিন্তু তোমার লেখনীর মাধ্যমে আর বিশ্বনাথবাবুর ভাষ্যে আমরা সেই লীলা আস্বাদন করার সৌভাগ্য লাভ করলাম।

দাদা তুমি আমার গুরু। অন্ধকার থেকে আমাদের আলোর পথে নিয়ে যাবার যে গুরুদায়িত্ব তুমি নিয়েছ, আমি বুঝতে পারি তোমার সেই দায়িত্ব তুমি একাগ্র চিত্তে নীরবে পালন করে চলেছ। আর তার ফলশ্রুতি এই বই। এই বই আমার জীবনে তোমার অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি কখনও বৃন্দাবন যাইনি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কোনোদিন এই পুণ্যভূমি স্পর্শ করার সৌভাগ্য হবে কি না তাও জানি না। কিন্তু দাদা আমি বৃন্দাবন দর্শন করেছি। তোমার বইয়ের মাধ্যমে তুমি আমাকে করিয়েছ এই মানস দর্শন। এর আগে একবার দর্শন করেছি "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" বইটিতে সুতপাদির চোখ দিয়ে। আমি মুগ্ধ হয়েছি, ধন্য হয়েছি। আমি তখনো বুঝিনি যে তুমি পরম করুণাময়। বৃন্দাবন যে বারেবারে দর্শন করেও আশ মেটার নয়।

তাই আবার তোমার কৃপা হল। রচনা করলে আর একটি কালজয়ী গ্রন্থ। আমাকে আবার শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলা কথা শুনিয়ে তাঁর পরশ দিলে। এ যে পরম সৌভাগ্য আমার। বৃন্দাবন আজ আর আমার অচেনা লাগে না। চোখ বুজলেই মানস নয়নে যেন দেখতে পাই বৃন্দাবনে নিধুবনে বসে জপ করছো তুমি, আলোয় উদ্ভাসিত তোমার মুখ, সারা দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে এক অপার্থিব জ্যোতি। দূরে কোথাও থেকে ভেসে আসছে মধুর বাঁশির ধ্বনি। সৃষ্টি হয়েছে এক স্বর্গীয় পরিবেশের। এই বই আমাকে এই স্বর্গীয় অনুভূতি দান করেছে। সর্বোপরি প্রণাম জানাই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর চরণে। তোমাদের অসীম কৃপা আমার ওপর। তা না হলে এই গুরুকৃপা লাভ করতাম কিভাবে। কিভাবে সেই গুরুকৃপার মাধ্যমে আস্বাদন করতে পারতাম এই মহালীলা। এই বই আধ্যাত্মিক পাঠকমণ্ডলীর কাছে এক দিশা। এক শ্রদ্ধেয় স্বামীজী বলেছেন, দামোদর মাসে যদি প্রতিদিন এই বই-এর একটি করে অধ্যায় পাঠ করা যায়, তাহলে তা বৃন্দাবন পরিক্রমার পুণ্য বহন করবে। আর কি চাই আমাদের। এত করুণাধারা। এই বই যারা পড়বেন আমি হলফ করে বলতে পারি, তারা যে রকমই আধার হোন না কেন, প্রত্যেকে লাভ করবেন এক দিব্য অনুভূতি। এই বই নিয়ে আর কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই। এ বলার নয়, এ সম্পূর্ণ অনুভবের। গুরু চরণে আমার প্রণাম জানাই। তোমার কৃপা যেন এই ভাবেই জন্ম জন্মান্তরে পেতে থাকি। জয় গুরুদেবের জয়। জয় রাধারাণীর জয়। জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়।

৪২। তমসা ব্যানার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" (বৃন্দাবন পর্ব), (৬ই জুলাই, ২০১৭)

এইমাত্র শেষ করলাম "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)"। গ্রন্থটি হাতে পাওয়ার পর মনে হয়েছিল — 'এই গ্রন্থ শেষ না করে ছাড়া যাবে না।' কিন্তু যতই ওই ভক্তির সাগরে ডুব দিলাম, মনের মাঝে এমনই ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল যে কখনও স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম, কখনও দু'চোখ ভরে

উঠছিল জলে, আবার কখনও মনের মধ্যে শুরু হচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণ-রাধারাণীর নাম কীর্ত্তন। তাই যতটা তাড়াতাড়ি শেষ করব ভেবেছিলাম, তা হয়ে ওঠেনি। এই গ্রন্থটিকে মহাসাগরের সাথে তুলনা করা যায়। আনন্দের সাগর, ভক্তির সাগর আর প্রেমের সাগর — সব মিলে মিশে এক হয়ে এক মহাসাগর সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রন্থটি পড়তে পড়তে কখনও বিশ্বনাথবাবুর সাথে ব্রজধামের পথে পথে পরিক্রমা করেছি, আবার কখনও বৃন্দাবনের মন্দিরগুলিতে গোঁসাইজী ললিতাজী আর বিশ্বনাথবাবুর সাথে বিগ্রহ দর্শন করেছি, গোঁসাইজীর কণ্ঠে কখনও শুনেছি সেই মন্দিরে সাধনরত মহাত্মাদের কথা (যদিও গোঁসাইজীর কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেছে দাদার কণ্ঠে)।

এতসব সাধক, মহাত্মাদের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব পড়তে পড়তে মন ভরে উঠেছে। গলুজী মহারাজ, যশোদামাঈ, কৃষ্ণপ্রেম, মীরাবাঈ, সন্তদাসজী, মাধবদাসজী, অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস স্বামী আরো কত সাধক মহাত্মাদের সাধনতত্ত্ব ও ব্রজবিহারী-ব্রজবিহারিণীজীর কৃপালাভের আশ্চর্য বর্ণনা পড়তে পড়তে মন বলে ওঠে, 'আজো কত অলৌকিক ঘটনাই না নিত্য ঘটে চলেছে আমাদের স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে।' রাধারাণীর প্রেমস্বরূপ, করুণাঘন স্পর্শ যেন জেগে উঠেছে গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। গ্রন্থটিকে শুধু গ্রন্থ বলা চলে না। কিভাবে মানুষের জীবন ভরে উঠতে পারে করুণাময়ের কৃপার পরশে তাই যেন পুঞ্জীভূতরূপ নিয়েছে গ্রন্থের মাঝে। সর্বোপরি বিশ্বাস, ভালোবাসা আর প্রকৃত শরণাগতিতে তিনিও যে আমাদের কাছে আসেন এবং তিনিও তাঁর ভক্তকে কৃপার পরশ দিতে কতটা আকুল তা যেন স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় গ্রন্থটি পড়লে। এই মহাগ্রন্থটি নিয়ে বেশি কিছু লেখার ক্ষমতা আমার নেই। যে ভক্তির রস এই গ্রন্থটির মধ্যে লুকিয়ে আছে তা ভক্তজনের হৃদয়কে করবে রসসিক্ত। কত ভক্ত মানুষ যে ছুটে যাবে বৃন্দাবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে, তা শুধু গোপালই জানে। আমার অনুভূতিতে আমি এখনও ওই মহাসাগরের ঢেউয়ে সম্পূর্ণ সিক্ত হয়ে আছি। শ্রীগুরুদেবের চরণে আমার শত কোটি প্রণাম। শরণাগত।

৪৩। শ্রীমতি রেখা মুখার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" (বৃন্দাবন পর্ব) (৭ই জুলাই, ২০১৭)

পড়া শেষ করে প্রেম সুধারসে স্নাত হয়েই রয়েছে মনপ্রাণ। শ্রীরাধারাণীর তত্ত্ব খুবই নিগূঢ় যা আমাদের মধ্যে এনে দিলেন শ্রদ্ধেয় পরম প্রিয় লেখক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর রচিত "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" শুধুমাত্র গ্রন্থ না একটি ধর্মগ্রন্থের সমতুল্য। এরপর তাঁর অপার্থিব সৃষ্টি "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনে মানস ভ্রমণ করতে পারছি। এ এক অমৃতগ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে শব্দও যেন কম পরে। শুধু পড়া শেষে উপলব্ধি ও অনুভূতিটুকুই প্রকাশের ছোট্ট প্রচেষ্টা করছি মাত্র। এই অমৃতের আস্বাদন শুরু করতে পেরেছিলাম ২রা জুলাই। শ্রীরাধারাণীর অপার্থিব লীলার বর্ণনা কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা কি সম্ভব! এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রেম-ভক্তির আলোকধারায় সিক্ত নিজ সাধনার উপলব্ধির মাধ্যমে উচ্চকোটির মহাত্মার পক্ষেই সম্ভব। অনুভব করছি শ্রীরাধারাণীর অপার করুণায় যুগে যুগে কত শত সাধক ও ভক্তরা এই অমৃতের স্বাদ পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। মন জাগতিক বন্ধনের উর্দ্ধে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে ভ্রমণ করে অনাবিল পরমানন্দে ভরে উঠেছে। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের মন্থন ঘটেছে। নিধুবন তথা সেবাকুঞ্জের লীলামাধুরী এবং প্রতিটি মন্দিরের ইতিহাস ফুটে উঠেছে। গ্রন্থে ব্রজভূমির চিত্ররূপ পেলাম; পাশাপাশি মীরাবাঈ, হরিদাস স্বামী, তুলসীদাস, রামদাস কাঠিয়াবাবা এবং আরো সাধু-সন্তের ও ভক্তের লীলামাধুরীতে সমৃদ্ধ পরমাত্মার অনুরণন রয়েছে গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে যার অনুধাবনে অন্তরাত্মা ছুটে চলে যায় অপার্থিব বৃন্দাবনধামে। এতখানি সহজ সরল ভাষায় রচিত গ্রন্থখানি। আর রয়েছে সারল্যপূর্ণ অকৃত্রিম প্রেম-ভক্তি যা পঠন করে প্রত্যেকের জীবন ঈশ্বরমুখী হয়ে উঠুক ও সকলের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের সঞ্চার ঘটুক। লেখকের শ্রীহস্তে লিখিত এমন ধর্মগ্রন্থ অগণিত কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে তাদেরও জীবন অধ্যাত্মের আলোতে আলোকিত করুক শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই। প্রতিটি অধ্যায় পঠনের পর স্মরণ,

মনন এবং অনুধাবন করলে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণীর অপার্থিব লীলামাধুরীর আস্বাদন হয়। মানসভ্রমণ করতে করতে এমন লীলামাধুরী আকণ্ঠ পান করে অন্তরাত্মা গভীর আনন্দে পরিপূর্ণরূপে আপ্লুত, যা কখনো অশ্রুসজল চোখের বারিধারায় অঝোরে ঝরে সিক্ত হয়েছে। এত কৃপার বর্ণনার কথা পড়ে আমাদের মত সাধারণ মানুষ হয়ে যায় ভাষারহিত। কারণ আমার মত যারা শারীরিক ভাবে অসুস্থ তাদের এই ধর্মগ্রন্থই পারে শ্রীশ্রী কৃষ্ণের এবং শ্রীশ্রী রাধারাণীর কৃপা অনুভব করাতে। তাঁরা এ যুগেও যেভাবে কৃপা করে চলেছেন তার দর্শন সহজ করে দিয়েছেন লেখক তথা মহাসাধক দাদা। এত হানাহানি চারিদিকে, হিংসা বিবাদে ভরে উঠেছে পরিবেশ। ক্রমশ মানুষ ঈশ্বরের উপর দ্রুত আস্থা হারাচ্ছে। সেই সন্ধিক্ষণে তাদেরকেও দাদার রচিত ধর্মগ্রন্থ যেভাবে ফেরাতে পারছে, তা বলে বোঝানো কয়েকটা শব্দ দিয়ে খুব কঠিন।

এটুকুই বলি—

"প্রভাত কমল-সম
ফুটিল হৃদয় মম।"

এ দৈবিক অনুভূতি সকলকে এত সহজে দিয়েছ তুমি ; হে মহামানব আমার শত কোটি প্রণাম তোমার রাতুল চরণে।

৪৪। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন (নাসিক, শিরতি, দ্বারকা, প্রভাস পর্ব)" (৯ই জুলাই, ২০১৭)

অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ডনায়ক রাজাধিরাজ
যোগীরাজ পরব্রহ্ম শ্রী সচ্চিদানন্দ সদগুরু
সাইনাথ মহারাজ কি জয়।
সাইনাথপর্ণমস্তু শুভম ভবতু।

আজ গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে গুরুদেবের কৃপায় শতেক বাধার মধ্য দিয়ে চিরন্তনের খোঁজে আরো একটু অগ্রসর হতে পেরেছি। শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা আরো একটি মহাগ্রন্থ Eternal innerself

guidebook vol 2—ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন (নাসিক, শিরডি, দ্বারকা, প্রভাস পর্ব) শেষ করলাম।

মধ্যপ্রদেশের সব তীর্থস্থান লেখকের সাথে দর্শন করার পর নির্দিষ্ট প্ল্যান মত দ্বারকা যেতাম। সাইবাবার অশেষ কৃপায় প্ল্যানে পরিবর্তন হল। আর তার ফলে নাসিক, শিরডি, শনি শিঙ্গনাপুর দর্শনের সৌভাগ্য হল। যদিও ২০১৫তে নাসিক কুম্ভ স্নানের সৌভাগ্য হয়েছে আর তারও এক বছর আগে সাইবাবা ও ত্র্যম্বকেশ্বর দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছে যথাক্রমে শিরডি আর ত্র্যম্বকে, তবুও আবার লেখকের হাত ধরে আরো ভক্তিপূর্ণ মন নিয়ে চিরন্তনের খোঁজে এই যাত্রা আরো fruitful.

সত্যি কথা বলতে, এই ভ্রমণে প্রত্যেক স্থানের মাহাত্ম্যের সাথে যুক্ত হতে পেরেছি। অনেক অজানা তথ্যও জেনেছি। Astrologyও খুব details-এ classify নিজেই করেছেন লেখক। It's a bonus.

চিরন্তনের যাত্রা এবার শুরু হল নাসিক থেকে অনেক তীর্থস্থানের দর্শনের সাথে। রামকুন্ডে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার গোদাবরীতে কুম্ভস্নানের স্মৃতি। সাথে অনেক মন্দির যেমন শ্রীসুন্দর নারায়ণ মন্দির, বালাজী মন্দির, শ্রীগোরে রাম মন্দির, শ্রীকপালেশ্বর মহাদেব মন্দির, কালারাম মন্দির, সীতাগুম্ফা, পঞ্চবটীর পাঁচ বটের একটি বটের দর্শন, তপোবন, পর্ণকুটির। সময় কম ছিল তো। তাই অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে হল। প্রত্যেক মন্দিরের এত detailed significance, mythological importance আর এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সুন্দর মন্দিরের architechtural বিবরণ, শুনে শুনে আর দর্শন করে করে একাত্ম হয়ে যাওয়া যায়। তারপর আদি জ্যোতির্লিঙ্গ ত্র্যম্বকেশ্বরে অপূর্ব দর্শন হল জ্যোতির্লিঙ্গরূপী মহাদেবের। এই জ্যোতির্লিঙ্গের নেপথ্যে mythological reasons জানা হল। কুশাবর্ত কুণ্ড, অঞ্জন পর্বত, অঞ্জনা মাতার মন্দির, হনুমানের জন্মস্থান দর্শন হল।

তারপর শিরডি। নাম শুনলেই মনটা যেন কি রকম হয়ে যায়। তাঁর ছবি ভেসে ওঠে মনে আর মন ব্যাকুল হয়ে যায় তাঁর দর্শনের জন্য। মনটা আরো ভরে গেল যখন শিরডি যেতে যেতে লেখকের বাল্যবান্ধবী পারিজাতের মুখে

সাই বাবার এত detailed জীবনী শুনলাম। সত্যি মনে হল আমিও সেই সময়ে time mechine এর মাধ্যমে চলে গেছি। কিন্তু মূল যে বাস্তবে ছিল তাই ফিরতে হল। তবুও সেই সময়ের শিরডির পটভূমি চোখের সামনে ভেসে আছে। সাইবাবার গাঁথার সাথে নববিধা ভক্তি, আত্মজ্ঞানের নয় পদ্ধতি, জীবনের মূল উদ্দেশ্যের বর্ণনা, আর সাথে ভক্তির ন'টি বৈশিষ্ট্যের প্রতীকের বর্ণনা খুব সুন্দর করে বুঝলাম। সাইবাবার কাকড় আরতি উপভোগ করলাম। যেন নিজেই লেখকের সাথে দাঁড়িয়ে সেই আরতি দেখছি, ধূপের গন্ধ পাচ্ছি। আবার মন ওখানেই থাকতে চাইছিল। কিন্তু মনকে বোঝালাম যে এখানেই শেষ না... আরো আছে... আর সঙ্গে মহাত্মা লেখক যখন রয়েছেন তো দুঃখ কেন। তারপর একে একে দ্বারকামায়ী, নিমগাছ, খান্ডোবা মন্দির সব স্থূল চোখের সাথে মনের চোখ দিয়েও দর্শন করি। মহাদেবের মার্তণ্ড অবতারের এত detailed কাহিনী শুনে আরো মন ভরে গেল। তারপর শনিদেবের দর্শনের পালা। তাই লেখকের সাথে ছুটলাম শনি শিঙ্গনাপুরে। যেতে যেতে শনিদেবের গাঁথা আর শনি শিঙ্গনাপুরের স্থান মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে মন তো যেন অনেক আগেই পৌঁছে গেল সেই স্থানে। যাইহোক, যথা সময়ে শনিদেবের ত্রিখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শিলার দর্শন হল।

এবার লেখকের সাথে দ্বারকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আবার সঙ্গে পেলাম অমৃতের সন্তান মহাত্মা রুদ্রানন্দজী, বর্ণালী বৌদি, স্বর্ণালী ও সুন্দরলালকে।

দর্শন করলাম দ্বারকার সব তীর্থস্থান, যেমন — নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, গোপীতালাও, ভেটদ্বারকা, দ্বারকাধীশ মন্দির, শঙ্খনারায়ণ মন্দির, রুক্মিণী মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মহাদেব মন্দির ও আরো অনেক মন্দির। সেই সঙ্গে প্রত্যেক মন্দিরের detailed significance, mythological importance, historical facts-ও জানতে পারলাম। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধীশরূপের অনেক কাহিনীও জানলাম। অপূর্ব লাগল তুলাদানের কাহিনী। রুদ্রানন্দজীর দ্বারকা ভ্রমণের সময়ে তাঁর সাথে ঘটা দৈবী ঘটনা মন ছুঁয়ে যায়।

তারপর হরসিদ্ধি মাতা দর্শন করে প্রভাসক্ষেত্রের সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন হল। তার সাথে সোমনাথ মন্দিরের ওপর ঘটা ঐতিহাসিক অত্যাচারের

এত detailed বর্ণনা আমি আগে কোথাও পড়িনি। গুপ্তবংশ থেকে ব্রিটিশ আমল অবধি এত সুন্দর আর detailed মন্দিরের স্থান related facts just awesome।

তারপর একে একে দর্শন হল ভাল্‌কা তীর্থ, শশীভূষণ মহাদেব মন্দির, প্রভাস ত্রিবেণী সঙ্গম, শ্রীসারদা মঠ, শ্রীপ্রভাস গোলকধাম মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গীতা মন্দির, দাউগুম্ফা।

ওহ্, অনেক কিছুই লিখে ফেললাম, এবার থামতে হবে যে... চেন্নাইয়ের ফ্লাইট ধরতে হবে তো পোরবন্দর থেকে।

সত্যি. এই part of the journey তে আমার মনেই হচ্ছিল না যে আমি বই পড়ছি। আমি যেন ছিলাম লেখকেরই আশেপাশে।

ইতি এক পাঠক

৪৫। শিঞ্জিতা তলাপাত্রের গ্রন্থ সমালোচনা : ("ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক —বৃন্দাবন পর্ব") (৯ই জুলাই, ২০১৭) :

পড়া শেষ হল দাদার আর একটি অমূল্য রত্ন "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)"। কিন্তু সত্যি কি পড়া শেষ হল! এ যে সবে শুরু। পড়তে পড়তে চোখের জলে ভেসে গেছি। এত করুণা ব্রজেশ্বরী ও বৃন্দাবনচন্দ্রের যে এই বই না পড়লে অনুভব করা যেত না।

প্রথমেই জানতে পারলাম শ্রীরাধাতত্ত্বের উপরে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। যা এর আগে জানতাম না। এরপর শ্রীবিশ্বনাথ রায় বাবুর সাথে শুরু হল মানস বৃন্দাবন পরিক্রমা। তার সাথে জানতে পারলাম বৃন্দাবনের প্রতিটি মন্দিরের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী। যত পড়ছি তত শিহরণ জাগছে। কি অপার্থিব অনুভূতি যে হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু মনে-প্রাণে অনুভব করা যায়। এর সাথে জানা গেল উচ্চকোটির সাধক, মহাত্মাদের সাধন তত্ত্ব ও তাঁদের প্রতি শ্রীরাধারাণী ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের কৃপালাভের বিবরণ। এর থেকে বোঝা গেল আজো সূক্ষ্মে কত নিত্যলীলা ঘটে চলেছে ব্রজভূমিতে।

সর্বশেষে নিধুবনে শ্রীবিশ্বনাথবাবুর যে অলৌকিক দর্শন হল তা যেন আমিও ঘরে বসেই মানসচক্ষে অনুভব করলাম। আহা! কি অপার্থিব লীলা যে লেখকের (দাদার) লেখনীতে। যেন আমাকেও সে স্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

এই বই হল অমূল্য রত্নখনি। একে সাধারণ বই না বলে মহাগ্রন্থ বলা উচিত। আমার এমনটা বলার কারণ এই মহাগ্রন্থ পড়লেই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন। এর বেশি আর কিছু বলার ভাষা নেই কারণ এই মহাগ্রন্থে থাকা লীলার পরশ অন্তর দিয়ে অনুভব করার জন্য। যা ব্যক্ত করার বিষয় নয়।

জয় গোপাল, জয় গুরুদেব, জয় ব্রজেশ্বরী, জয় বৃন্দাবনচন্দ্র।

৪৬। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন (দক্ষিণ ভারত পর্ব)" (১১ই জুলাই, ২০১৭)

স্বামী সত্য সাই শরণম।

অনেক কিছুই ভিতরে আসছে, কিন্তু কি লিখব আর কি লিখব না সেটা নিয়ে সত্যি খুব বিপদে পরেছি। তাই মনে মনে লেখকেরই শরণাপন্ন হলাম। দেখা যাক, যা ভাবছি তা লিখতে পারব কি না।

সত্যি বলতে কি, জীবনে চলার পথের যে এত সুন্দর আর সাত্ত্বিক মানে হয় সেটা আজ অন্তরমন দিয়ে অনুভব করতে পারলাম। আর বুঝতে পারলাম যে জীবনের গন্তব্যস্থল কি, আর তার মূল লক্ষ্য কি। সত্যি, এই ক্ষণিক জীবনের একমাত্র তপস্যা যে পরমাত্মারূপী চিরন্তন খোঁজা।

এটা অনুভব করলাম যখন স্থূল চোখে পড়ে আর রীতিমত গভীর সূক্ষ্মে ঢুকে সেই অমৃত পান করলাম শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা 'ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন (দক্ষিণ ভারত পর্ব)'। ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমি যে দেবলোক হিমালয়ের থেকে কন্যাকুমারীর ত্রিসঙ্গম পর্যন্ত। আহা! কিভাবে যে সময় পেরিয়ে গেল লেখক ও প্রেমানন্দজীর সাথে দেবলোক হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থস্থানের স্থূল দর্শন ও দিব্য সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে ও পরে যৌথভাবে লেখক ও রুদ্রানন্দজীর সান্নিধ্যে সেই সমুদ্র সৈকতে "Land's End" পর্যন্ত।

আমার হৃদয়ের সকল সত্ত্বা দিয়ে এই মহান আধ্যাত্মিক লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাই এত সুন্দর একটি গ্রন্থ রচনা করে আমাদের আধ্যাত্মিক পথে চলার জ্ঞানের আরো একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য।

যদিও অনেকেই এই গ্রন্থরূপী অমৃতপান ইতিমধ্যে করে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তো চিরকালই "late riser"। তাই late-ই হয়ে গেল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। কিন্তু বলে না যে সময় না হলে কিছুই হওয়ার নেই।

অনেক সুন্দর করে অনুভব করলাম এই সুস্বাদু অমৃত। সবথেকে বড় coincidence হল যে লেখকের সাথে এই যাত্রাতে কিছু তীর্থস্থান আমি নিজেও এই স্থূল শরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তার মধ্যে রয়েছে রামেশ্বরম, মাদুরাই, পণ্ডিচেরী, মহাবলীপুরম, কাঞ্চীপুরম কন্যাকুমারী, চেন্নাই আর ব্যাঙ্গালোর তো বটেই।

কিন্তু সত্যিকারের দর্শন আর অনুভূতি তো লেখকের হাত ধরেই হল। আর সার্থক হল আমার এই স্থূলদেহের নাম যখন ৮৯ পাতায় একটা লাইনে পড়লাম, "নবারুণের নতুন আলোর ছোঁয়ায় আমাদের নতুন দিনের শুরু হল ব্যাঙ্গালোরে।" just mind blowing, এই লাইনের জন্য আরো একবার ধন্যবাদ।

শুরু হল দর্শনের পালা দাদার (লেখককে আমরা যে নামে ডাকি) সাথে। প্রথমে চেন্নাইয়ের কপালেশ্বর মন্দির থেকে শুরু করে তিরুপতি বালাজী, তার সাথে আরো অনেক মন্দির। পণ্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, অরোভিল, মহাবলীপুরমের পঞ্চরথ, সৌর মন্দির, পক্ষী-তীর্থের সেই অপূর্ব পক্ষী যুগলের দর্শন, কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনাথ মন্দির কামাক্ষী মন্দির ও বরদরাজ মন্দির, পুত্তাপুর্ত্তিতে শ্রী সত্য সাইবাবার দর্শন, শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গস্বামী মন্দির, গুরুবায়ুর গুরুবায়ুরাপ্পা শ্রীকৃষ্ণতীর্থ, মাম্মিয়ুর মহাদেব মন্দির, ধন্বন্তরি মন্দির, মাদুরাইতে মীনাক্ষী আম্মার মন্দির, রামেশ্বরমে রামেশ্বরম জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন, ত্রিভান্দ্রমে শ্রীপদ্মনাভ স্বামী মন্দির, শুচিন্দ্রম মন্দির ও শেষে Land's End-এ কন্যাকুমারী, বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল ও থিরুভাল্লাভুর মূর্তি দর্শন করে স্থূলদেহের আশ মিটল। এই আশ মেটার পিছনে লেখকের প্রত্যেকটি মন্দিরের

এত detailed mythological significance, historical facts এর বর্ণনা, সত্যি "A Living Encyclopaedia"। এতে জ্ঞানও অনেক বাড়ল।

সঙ্গে ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান নেতাজীর অনেক তথ্য জানলাম, জানতে পারলাম শ্রীসত্যসাইবাবার এত detailed জীবনী। এক নতুন দৃষ্টিতে শ্রী সত্যসাই বাবাকে দেখলাম।

জানলাম রুদ্রানন্দজীর নিজের সাধনজীবনে ঘটা অনেক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। আর "HIt a six in the last ball" হল রুদ্রানন্দজী ইচ্ছামৃত্যুর দৃশ্য। মীনাক্ষী মন্দিরে মহাত্মা গান্ধীর ফটোর মত আমিও যেন ওই স্থানে বসেছিলাম। মনটা আমারও খালি খালি হয়ে গেছিল, কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু কাঁদতে পাচ্ছিলাম না। কারণ রুদ্রানন্দজীর আদেশ ছিল চোখে জল না আনার।

আর যে কিছু লিখতে পারছি না। শেষের পরেও যে থাকে অবশেষ... a long pause...।

ইতি

এক পাঠক

৪৭। শাশ্বতী দের গ্রন্থ সমালোচনা : "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" (১১ই জুলাই, ২০১৭)

ভাই, আমি বেনারসে তোমার বই "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" কে গাইড করে ঘুরছি। এত সুন্দর অভিজ্ঞতা হচ্ছে কি বলব। সবথেকে অদ্ভুত ব্যাপার যে এখানে এসেই শুনলাম যে আজ গুরুপূর্ণিমা। পরে সব ভালো করে লিখব। এর আগে দু'দিন ধরে বৃন্দাবন দেখে এলাম। সে ও তোমার লেখার অনুপ্রেরণায়। ভাই, তোমার লেখা আমার পুরো জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে কত আনন্দের করে দিয়েছে। কি অপূর্ব অনুভূতি। ভগবান তোমাকে সুস্থ রাখুন ও তোমার অনেক অনেক মঙ্গল করুন।

৪৮। কেয়া সাউয়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)", (১৬ই জুলাই, ২০১৭)

শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম জানিয়ে, ওঁনার অসীম কৃপায় "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" (বৃন্দাবন পর্ব) মহাগ্রন্থের ওপর কিছু কথা লেখার চেষ্টা করছি।

লেখক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের অগাধ জাগতিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান তথা ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের এক মহা সম্মেলনের সূচনা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের মূল চরিত্রেরা আমাদের সমাজজীবনে অধিকমাত্রায় দেখা যায়। বিশেষ করে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পিতামাতা সন্তানদের লালনপালন করতে নিজেদের অর্থ, সময়, শখ আহ্লাদ সব কিছুই বিসর্জন দেন। বৃদ্ধ বয়সে এসে যখন তাঁরা সন্তানদের দ্বারা উপেক্ষিত হন, তখন নিজেদের অসহায় ও বোঝা বোধ করেন। এই রকম এক ব্যক্তি লেখকের পূর্ব প্রকাশিত "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" বইটির সত্যতা যাচাই করতে আসেন। লেখক একটি সুন্দর গল্প "সংশয় ও বিশ্বাস" নিয়ে ওনাকে বলেন। গল্পটি খুবই ছোটো, কিন্তু প্রত্যেক পাঠককে ভাবাবে। এইভাবে এই গ্রন্থের বীজ রোপণ হয়। বাংলাভাষায় একটা কথা আছে, "বাড়ন্ত মূল পত্তনে চেনা যায়" যেহেতু এই গ্রন্থের প্রেক্ষাপট এত সুন্দর, আমার স্থির বিশ্বাস এ একদিন মহীরূহে পরিণত হবে। ঈশ্বরের ওপর পূর্ণ শরণাগতি থাকলে তিনি যে ভক্তের তল্পি বয়ে নিয়ে যান, এই গ্রন্থে তা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত। "শ্রীভগবান" আমাদের কাছে "শ্রীগুরু" রূপে আসেন। এইভাবে গ্রন্থের মূল চরিত্র বিশ্বনাথবাবু গোঁসাইজীর মত উচ্চকোটির মহাত্মাকে গুরু হিসাবে পান। এখানে বিশ্বনাথবাবু শ্রীগুরু সঙ্গে তাঁর ব্রজধাম পরিক্রমা লেখকের সঙ্গে share করেন। লেখক এই অমৃতের স্বাদ শুধু নিজে আস্বাদন করে তৃপ্ত হননি, আপামর জনসাধারণের জন্য তুলে নিলেন তাঁর লেখনী। ওঁনার লেখনীতে আছে সহজ, সরল, সুন্দর, প্রাণবন্ত ভাষা, মাধুর্য্যের মধুরতা, জ্ঞানের অনন্ত গভীরতা যা পাঠকদের অমৃতধারায় সিক্ত করে তাদের ঘুমিয়ে থাকা অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তোলে। এইভাবে ওঁনার লেখনী দিকে দিকে অগণিত মানুষকে আলোর পথে নিয়ে চলেছে। এখানে উনি প্রকৃত

বৃন্দাবনের পরিক্রমা বর্ণনার দ্বারা দেখিয়েছেন, গুরু শিষ্যকে শরণাগতির পথে এগিয়ে দেন এবং শিষ্য সেই পথে অবিচল থাকলে শ্রীরাধারাণীর ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারে এবং জানতে পারে আপন স্বরূপ। বৃন্দাবন পরিক্রমার নিয়ম কানুন, কিভাবে পরিক্রমা করতে হয়, তার ফল কি, শেষ কিভাবে হয় — সুন্দর ও নিখুঁত বর্ণনা আছে। যাঁরা পরিক্রমা করতে চান তাঁদের জন্য guide হিসাবে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। প্রত্যেক মন্দিরের অবস্থান, ইতিহাস, লীলা মাহাত্ম্য সাধু সন্তদের বিবরণ খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর আগে আপনি কোনো একটা বইয়ের মধ্যে এত কিছুর সমারোহ খুঁজে পাবেন না। ভক্ত ও ভগবানের মধুর সম্পর্ক বর্ণনা করতে লেখকের ভাষার অলংকার চয়ন অতুলনীয়। কখনও মনে হয়েছে লেখক বুঝি ভগবানের মা-বাবা, কখনও মনে হয়েছে সখা, কখনও সেবক, কখনও প্রেমিক ইত্যাদি। আপনি জানতে পারবেন শাশ্বত প্রেম কি। ওঁনার বর্ণনা আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। একজন কিভাবে অন্যের অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন, তিনি যদি ওই জায়গায় নিজেকে নিয়ে না যান? এই যে একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবের বিন্যাস, কোনো ঐশ্বরীয় শক্তি ছাড়া এ কি সম্ভব? মনে হয়েছে লেখক শ্রীরাধারাণীর অশেষ কৃপাধন্য ব্যক্তি। তিনি তাঁর পাওয়া কৃপায় পাঠককুলকে সমৃদ্ধ করছেন। পড়তে পড়তে চোখের জলে ভেসে গেছি। মনের মধ্যে এমন ভাব এসে যায় যে মনে হয় সবকিছু ছেড়ে চলে যাই প্রিয় নাথের কাছে। আমার বিশ্বাস — যাঁরা এই গ্রন্থ পড়বেন তাঁদের হৃদি-বৃন্দাবন জাগ্রত হবেই। পড়তে পড়তে পাঠকেরও মানসভ্রমণ হয়ে যাবে। মানসে উপলব্ধি করবেন — শ্রীরাধারানী আপনাকে কৃপা করছেন। লেখকের এই বই পড়ে আমার মনে বৃন্দাবনের পঞ্চকোশী পরিক্রমা করার অদম্য বাসনা জেগে ওঠে। শ্রীগুরুর কৃপায় তা সদ্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করলাম এবং শ্রীরাধারাণী যেভাবে আমায় ভরিয়ে দিয়েছেন তা অভাবনীয়। আমার মনে হয় যুগে যুগে অগণিত পাঠক ও ভক্ত এই গ্রন্থটি পড়ে পরিক্রমা করার জন্য অনুপ্রাণিত হবেন এবং পরিক্রমা করবেন। এর সাথে স্থান মাহাত্ম্য, লীলা চিন্তন ও স্মরণ মনন করে শ্রীরাধারাণীর কৃপাধন্য হবেন। জয় গুরু, রাধে, রাধে।

প্রণাম।

৪৯। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (১৮ই জুলাই, ২০১৭)

রাধে রাধে।

কত যে "hard truth" এই চার লাইন — "ইয়াহা না আয়ে কোই, আয়ে তো না যায়ে কোই, যায়ে তো না জিয়ে কোই, জিয়ে তো বাওরা হোয়ে"— সেটা বুঝতে আর বাকি রইল না।

লীলাভূমি শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনের undisputed punch line.

একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্য দিয়ে শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের monolith গ্রন্থ "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" প্রবেশ করল আমার অন্তর মনে।

আমার মত অজ্ঞানী যে বৃন্দাবনের কিছুই জানত না, বুঝত না, মনে কিছু ধরত না, তার ভেতরে এই দৈবী আলোর সঞ্চার তো শুধু এই মহাত্মা লেখকের জন্যই সম্ভব হল। ধন্যবাদ তো অনেক ছোটো শব্দ, কৃতজ্ঞতা জানানোরও তো ভাষা নেই। শুধু অশ্রুচোখে মৌন হয়ে তাঁর বন্দনাই করতে পারব।

কি বুঝলাম, কি জানলাম আর মানস চোখে কি দেখলাম তা বলার ভাষাও যে জন্মায়নি আমার মধ্যে। মনে হচ্ছে যেন "In the middle of nowhere" ভাসছি। কি review লিখব সত্যি জানি না। তবুও চেষ্টা করছি কিছু লেখার। এই আলো দেখতে পেলাম, শুধু আমার মা আর দাদার জন্য। এঁনাদের suggestion-এ আজ আমি বৃন্দাবনকে বুঝতে পারলাম। দুজনেই আমাকে বলেছিলেন যে ব্রজধাম পড়ার আগে "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" পড়তে, তাহলেই ব্রজধামের বৃন্দাবন পর্ব আমার ভিতরে ঢুকবে। ওই পথ ধরেই আমি এগোলাম।

প্রথমে বৃন্দাবন পড়লাম আর তারপর ব্রজধাম হাতে নিলাম। যাকে বলে back-to-back। সত্যি বলতে কি এই গ্রন্থগুলো পড়ার মত নয়, পাঠ

করার মত, আর কিছুদিন ওই রসে ডুবে থাকার মত। এখনো ডুবেই আছি।

এই মূর্খ, যে শুধু রাধা নাম জানতো, আজ তার মানে বুঝল, তার মহিমা বুঝল আর উনি কত কৃপা করতে পারেন, তাও বুঝল। "রাধে রাধে"।

বৃন্দাবনে প্রবেশ তো করলাম সুতপা দেবীর পিছু পিছু। চোখের সামনে দেখলাম তাঁকে শূন্য হতে আর শূন্য থেকে পূর্ণ হতে। তেরী মায়া কা না আয়া কোই পার, কে লীলা তেরী তুহি জানে — কে বুঝতে পারে তাঁর লীলা। এক অদ্ভুত মনস্থিতি হল, ভক্তি জাগল, চোখে জল এল, কি উষ্ণ সেই অশ্রু।

ষোলো আনা যে শুধু এক টাকা নয়, তাও বুঝলাম। শরণাগতি তো অনেক বড় আর কঠিন শব্দ, কিন্তু তাকে একটু সহজ করে নিজের ভাষায় বুঝলাম "নির্ভরতা"। ওটা রাখতে পারলেই আস্তে আস্তে শরণাগতির graduation এ পাশ করতে পারব।

এই আবেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই হাতে নিলাম ব্রজধাম। নিয়ে মাথায় লাগিয়ে প্রণাম করলাম। করে প্রার্থনা করলাম, "হে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ হাতে নিলাম, সেই উদ্দেশ্য যেন আমার সফল হয়, বৃন্দাবনকে যেন আমি মনে ধরতে পারি। সেই আশীর্বাদ কোর।"

আনন্দিনীদি ঠিকই বলেছেন যে এই গ্রন্থের মূল্য হয় না, এতো অমূল্য। অপূর্ব এই গ্রন্থ, যেন বৃন্দাবনকে জানার জন্য "One stop shop". আর এত details-এ প্রতিটি মন্দিরের, প্রতি স্থানের spiritual importance, historical data. Yet another milestone for "The Living Spiritual Encyclopedia." আর তার সাথে এত মহাত্মা, সাধুসন্তদের জীবনী ও তাঁদের তপস্যা আর কৃপালাভের বিবরণ। আহা, দেখতে দেখতে যে ৩৭৬ পাতায় পৌঁছে গেলাম।

খুব ভালো লাগল অমৃতের সন্তান বিশ্বনাথ বাবু, ললিতাজী আর গোঁসাইজীর সাথে এত সিদ্ধপুরুষের কৃপার কাহিনী শুনতে শুনতে, ঠাকুরজী আর শ্রীরাধার লীলা স্মরণ করতে করতে বৃন্দাবন পরিক্রমা। আমি যেন সত্যি এক অপূর্ব মানস পরিক্রমা করলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল সব মন্দিরের ছবি আর তার আরাধ্য বিগ্রহের। মনে হচ্ছে এখন থেকে যেখানেই কোন শ্যামবর্ণ ছেলে

দেখি আর নীল রঙের ঘাগরা ও সবুজ রঙের চোলি পরা কোনো কিশোরী দেখি, প্রণাম করতে যাতে না ভুলি। বলা তো যায় না।...

শুরু থেকেই যে সেই শ্যামবর্ণ টোটো ড্রাইভার, কেশীঘাটে সেই অলৌকিকভাবে বিশ্বনাথবাবুকে কৃপা, শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের সেই mysterious হনুমানের কৃপা, তারপর গোঁসাইজী দ্বারা বিশ্বনাথ বাবুকে সেই অতীতের রূপ গোস্বামীর শ্রী গোবিন্দদেবের মূর্তি খোঁজার দিব্য ছবি দেখানো, চীরঘাটে কিশোরীদের থেকে প্রসাদ লাভের দৈবী কৃপা, আর নিধুবনে ধ্যানের গভীরে সেই অলৌকিক ঝলক, আহা! মনে হল, নিজের সামনেই ঘটে গেল সব।

আর অবশ্যই রামদাস কাঠিয়াবাবার আশ্রমের দর্শন। গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা যে মানস দর্শন তো করলাম, এবার তাঁর কৃপায় এই স্থূলদেহ নিয়ে বৃন্দাবনের রজঃ যেন মাথায় লাগাতে পারি।

আর কি লিখব জানি না। শুধু এই প্রার্থনা যেন গুরুদেব, রাধা, কৃষ্ণ, মহাদেব মিলে মিশে এক দেখতে পারি। তাহলেই আমার মন মন্দিরে বৃন্দাবনের আলো জ্বলে উঠবে চিরন্তনের জন্য।

রাধে রাধে।

৫০। অমিত ভট্টাচার্যের গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (১৮ই জুলাই, ২০১৭)

নবারুণদাদা বলছিলেন, 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' আসলে বৃন্দাবন মহাপুরাণ।

তোমাদের বলি, এই গ্রন্থের কিছু কাজ করতে গিয়ে কয়েকটা জায়গায় আমার মনে হয়েছে, স্থূল শরীরে কলকাতার মতো কলুষিত জায়গায় এই ভাব নিয়ে লেখা সম্ভব নয়। বিশেষ করে শ্রীভগবানের দুঃখের ... না আর বলা যাবে না। পড়তে পড়তে মন যেন কোন উর্দ্ধলোকে পাড়ি দেয়। যেন নিত্যগোলকধাম অনুভূতিতে ধরা দেয়। এতটাই অপার্থিব ওই বিশেষ জায়গায়

লেখাগুলি। দাদা যথার্থই বলেন যে গোপালসোনা নিজেই তাঁকে কলম করে লেখেন। সেই কষ্ট এতটাই বাস্তব যে আমাদের বুকেও যন্ত্রণা হয়।

যারা ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন, নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন যে আমি একটি বর্ণও বানিয়ে বলছি না। অবশ্যই যাঁরা অনুধাবন করতে চান তাঁদের জন্য বলা।

জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরু শরণম্।

৫১। পৌষালী রুদ্র বসুর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (১৯শে জুলাই, ২০১৭)

তোমার বাড়ি গিয়ে যেদিন প্রথম 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' বইটি পেলাম, প্রতিবারের মত অধীর আগ্রহে পড়া শুরু করলাম। অন্যবার যত দ্রুত তোমার লেখা বই শেষ হয় এবার তার চেয়ে সময় বেশ খানিক বেশি লাগল। কারণ এ বই যে শুধু লেখার অক্ষর নয়, এ যে মনের মধ্যে পরপর ছবি এঁকে যাচ্ছিল। দু'পাতা পড়লে তা ভাবতেই কেটে যেত সারাটা দিন। কেমন একটা ঘোরে ছিলাম আমি। চলতে ফিরতে বারবার আমার মাথার কাছে রাখা টেবিলে দৃষ্টি যেত, মনে হত বইটার এক অদ্ভুত সম্মোহিনী শক্তি আছে। সুতীব্র টান জাগত। যেদিন পড়া বেশি এগোতো না সেদিন সারাক্ষণ ওই গ্রন্থের প্রচ্ছদের ছবিটা মনের মধ্যে জেগে থাকত। আমার এখনো বৃন্দাবন যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। জানি না কবে তাঁর কৃপালাভ করে যেতে পারব বা আদৌ পারব কি না। কিন্তু এই বই পড়তে পড়তে চোখের সামনে যে সব দেখতে পেলাম। সবটুকু অনুভব করলাম।

প্রতিটি দেবদেবীর মন্দির, বহু মহাত্মাদের কথা পড়ে ধন্য হল মন প্রাণ। এক অপার্থিব আনন্দে ভেসে গেলাম। এ যে কি আনন্দ আমি কাউকে তা বোঝাতে পারব না, হয়তো চাইও না।

মনে হল দাদার এই বই এক অমাবস্যার রাতে শুরু করে শেষপর্যন্ত পূর্ণিমার ভরা আলোকিত স্নানে শেষ হল। যার প্রতিটা অক্ষরের অনুরণন জেগে থাকল

হৃদয়ে।

এই বই লেখা না হলে এই অপরূপ আনন্দ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতাম আমরা।

অবিশ্বাসী মন আবারও ঈশ্বরের প্রতি নতজানু হয়ে যাবে এই বইটি পড়লে। ঈশ্বরের কৃপা আজো আমাদের ওপর কতখানি বর্ষিত হয় তা এই বইয়ের ছত্রে ছত্রে রয়েছে।

ধন্য হলাম এই বড় পড়ে। আরো জানার জন্য তাকিয়ে রইলাম আগামী দিনের দিকে।

জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রী রাধারাণী, জয় সকল দেবদেবী, জয় শ্রীবৃন্দাবনধাম।

শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যবান বক্তব্য "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" গ্রন্থটির সমালোচনা নিয়ে : (১৯শে জুলাই, ২০১৭)

ব্রজধাম বইটি নিয়ে যারা review দিয়েছ, সবাই খুব পরিস্কার মনের মানুষ যে তা review দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যে কোনো আধ্যাত্মিক অমৃতের রস আস্বাদ করতে হলে সরল মন নিয়ে পাঠ করতে হয়। তবেই মাধুর্য্য ধরা দেয় মনে। তোমরা যে সেভাবেই বইটি পড়েছ। তোমাদের দেখার চোখ ও মন সুন্দর বলেই না বইটি তোমাদের কাছে এত সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। মন পরিস্কার হলেই যে এই ধর্মীয় বইয়ের মাধুর্য্য অনুভব করা যায়। আর মন পরিস্কার না থাকলে হাজার মহাভারত, গীতা, চন্ডীপাঠ করেও খালি অপরের দোষদর্শন আর অন্যদের নিয়ে ঘোঁট পাকানোর দিকেই মন থাকে। আসল কথা হল পরিস্কার মন। সেটি তোমাদের আছে বলেই জেগেছে এমন উপলব্ধি তোমাদের অন্তরে। নির্মল বায়ুশূন্য হ্রদের জলেই যে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ প্রতিফলন জেগে ওঠে।

৫২। শকুন্তলা লাহিড়ীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজ ধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (১৯শে জুলাই, ২০১৭)

শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" বইটা পড়া শেষ হল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, সত্যি কি পুরো বইটা পড়া হয়ে গেছে? ৩৭৬ পৃষ্ঠার পথ কি করে অতিক্রম করলাম নিজেই ভেবে পাচ্ছি না।

মনের মধ্যে এর রেশ যে এখনো চলছে।

একটা সাধারণ সংসারী জীবন কেমন করে রূপান্তরিত হয়ে গেল এক অসাধারণ মহাজীবনে, তারই উজ্জ্বল বর্ণনা এই বইটিতে। আর তা যে হতে পারে তাঁরই প্রসাদী কৃপায়। যা আমরা দেখতে পেলাম বিশ্বনাথবাবুর জীবনে। তিনি জাগতিক জীবনে নিঃস্ব হয়ে মহাজীবনের পথে নামলেন। ঈশ্বরীয় কৃপায় এবং অলৌকিক ভাবে তাঁর গুরুকরণ হল। গুরু যে ভগবানের প্রতিনিধি, তিনি যে এই ভবসাগর পার করার একমাত্র সম্বল তার দৃষ্টান্তও আমরা পেলাম। আর পেলাম গুরু শিষ্যের হাত ধরে প্রাকৃত ব্রজধাম থেকে অপ্রাকৃত সূক্ষ্ম ব্রজে উত্তরণের অপার্থিব বিবরণ।

লেখক গোপী প্রেমের সার্থকতা তুলে ধরেছেন এই বইটিতে। বিরহের মাধ্যমে নিষ্কাম প্রেমমাধুরীর উজ্জ্বল উদাহরণ এই গোপিনীরা। শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে, তাঁরই সুখের জন্য নিজেদের নিঃশেষ করে দেওয়াই তাঁদের জীবনের সার্থকতা। আমাদের সবাইকে যে গোপী হতে হবে।

ব্রজগোপিনীদের বিরহ বেদনা ও নিষ্কাম প্রেম মাধুরীর কথা পড়তে পড়তে নিজ দেহ মন প্রাণ যেন এই প্রেমে আপ্লুত হয়ে গেল। জাগতিক সুখ দুঃখের সব চিন্তাভাবনা যেন সব কোথায় মিলিয়ে গেল। যেন এক প্রশান্ত প্রেমের সাগরই রয়ে গেল। এই প্রেমের সাগরে জীবন যেন একটা বুদবুদ মাত্র। সেও এই সাগরে মিলিয়ে যাবে, থাকবে শুধু সাগর।

বইটিতে আছে অজস্র ভক্ত, সাধক, সাধিকা, সন্ত, মোহন্তদের অলৌকিক জীবনী ও কৃপার অভিজ্ঞতার কথা। এদের সবার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে তাঁরা সবাই ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছেন সবার আগে নিজেদেরকে

পূর্ণভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত করে তাঁর পায়ে সবকিছু নিবেদন করে দিয়ে।

আছে শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীমতির অসংখ্য লীলার বর্ণনা। যুগে যুগে তাঁদের এই লীলাখেলার মাধ্যমে ভক্তদের তাঁরা করে যাচ্ছেন কৃপাধন্য। আজো এই লীলা চলছে। ভক্ত ভগবানের এক মধুর সম্পর্ক। প্রাণের ঠাকুর আজো যে ছুটে আসেন ভক্তের ব্যাকুল টানে। ভক্তের ডাকে তিনিও যে স্থির থাকতে পারেন না। এর দৃষ্টান্তও যে লেখক তুলে ধরেছেন বহু জায়গায় এই বইয়ে।

বিভিন্ন মন্দির, মঠের ইতিহাস, তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের ইতিহাস সব খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া।

এই ঘোর কলিতে যখন চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা তারই মধ্যে যখন কেউ জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে চলেছেন, তাঁকে শুধু ধন্যবাদ জানালে হবে না। আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাচ্ছি নমস্কার।

ব্রজে আমার এখনো যাওয়া হয়নি। শ্রীমতি যদি কৃপা করেন তবেই হবে। সেই কৃপার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করতে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

The last but not the least — এই বই যদি কেউ ভাবস্থ হয়ে হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে পড়ে, তার মধ্যে হৃদিবৃন্দাবন প্রকট করার শক্তি এই বইয়ের মধ্যে আছে — আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

৫৩। দোলা গুহঠাকুরতার গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (২০শে জুলাই, ২০১৭)

ভাইয়ের অসাধারণ লেখা "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" পড়া শেষ করেছি। যদিও জানি যে এই তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রন্থটি আরো অনেকবার পড়তে হবে সম্পূর্ণ অনুধাবন করার জন্য।

বিশ্বনাথবাবুকে মাধ্যম করে এমন অমৃত সমান রচনা। কত পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে তবেই বিশ্বনাথবাবু হয়ে জন্ম নেওয়া যায়। তাঁর জীবন থেকে মহাজীবনের পথে যাত্রা শুরু ভাইয়ের (লেখকের) হাত ধরে।

কত মহাত্মা সাধনা করেছেন শ্রীবৃন্দাবনে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ কত লীলা করেছেন

তাঁদের সাথে। যখন পড়েছি মনে হয়েছে প্রতিটি ঘটনা আমি স্বচক্ষে দর্শন করছি। সব কাহিনীর কোনো একটি চরিত্র আমার আত্মা। বিভোর হয়ে গেছি পড়তে পড়তে। সমস্ত হৃদয় জুড়ে অনুরণন। মনে হয়েছে শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ কণা আমার সর্বাঙ্গে। আবার পড়ায় যখন বিরতি তখন মন ছুটে চলেছে সেই পরম ধামের একটু স্পর্শের জন্য।

পরমভক্ত হতে পারলে তিনি ধরা দেবেনই এ বিশ্বাস তুমি জাগিয়েছ ভাই। এই গ্রন্থ পাঠে সেই বিশ্বাস আরো জোরালো হল। শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলায় মুখরিত বৃন্দাবনের প্রতিটি রজঃ, প্রতি মুহূর্ত।

শ্রীরাধার করুণা, ভালোবাসা, বিরহবেদনা চাক্ষুষ করলাম ও তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি যা আগে কখনো এমনভাবে উপলব্ধি হয়নি।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের লীলামৃত এই অমূল্য মহাগ্রন্থ।

যিনি আগে যাননি বৃন্দাবন এবং যিনি গেছেন সকলের জন্য অনন্য guide book এটি। এই লীলাভূমির প্রতিটি পথ, প্রতিটি মন্দির, তার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব অপূর্বভাবে বর্ণিত। প্রকৃতির কি অপূর্ব বর্ণনা গ্রন্থটিতে। চোখ বন্ধ করলেই পৌঁছে যাই সেই মহাভূমিতে।

কত ভক্তের আরো সহজ হবে পথ নির্ণয়। কত সাধারণ মানুষ কূল পাবেন। কত আত্মার উত্তরণ হচ্ছে ও হবে এই লীলামৃত পড়ে। এই তো জীবন থেকে মহাজীবনের পথে যাত্রা।

জয় শ্রীরাধা, জয় শ্রীকৃষ্ণ।

৫৪। তমাল মুখার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা" (২০শে জুলাই, ২০১৭)

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে।

'মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা' গ্রন্থটি পড়া শেষ হল বলব না, শুধু বলব দাদার লেখা গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে এ আরেক অমৃতকুম্ভ যার অমৃতরস পান করে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীক্ষেত্রে দাদার হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে

ওই নীলাচলে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝেই হারিয়ে গিয়েছি।

পুরীর জগন্নাথদেবের শ্রীক্ষেত্রের প্রতিটি ধুলিকণার মাঝে মহাপ্রভুর লীলা যেমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করলাম তেমনি দাদার সাথে ঘুরতে ঘুরতে অনেক অজানা ঐতিহাসিক কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের রস আস্বাদন করে মনপ্রাণ ভরে গেল।

দাদার শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা দাদার বিশেষ সুহৃদ সুজয় ও তার স্ত্রীয়ের সাথে একত্রে। কিন্তু নীলাচল পরিক্রমার আগে দাদা নিয়ে গেলেন ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খন্ডগিরি, ধবলগিরি, কোনারক, রামচণ্ডী মন্দির। সেখানকার প্রতিটা জায়গার অপূর্ব বিশ্লেষণ। তারপর জগন্নাথদেবের মন্দির পরিক্রমা করে সেখানে পূজা দিয়ে শুরু হল দাদার শ্রীক্ষেত্র পরিভ্রমণ। নগ্নপথে পদব্রজে দাদার সাথে সঙ্গী হলেন এক বিশিষ্ট ওড়িয়া ভক্ত শ্রী মাধব মিশ্র মহাশয়।

তিনদিনের অপূর্ব পরিক্রমা। সিদ্ধ বকুলমঠ, শ্বেতগঙ্গা, কপালমোচন, রামদাস মঠ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কুলদানন্দের সমাধি মন্দির, নীলাচল আশ্রম, চক্রতীর্থ, গুরু নানক মঠ ইত্যাদি পরিক্রমা করে আবার মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে পূজা দিয়ে পরিক্রমার পরিসমাপ্তি। প্রত্যেকটা জায়গার পরিভ্রমণের সাথে অপূর্ব স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা।

দাদার এই পরিক্রমার সাথে মিশ্রজীর জীবনের অপার্থিব অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে শুনতে হারিয়ে গিয়েছিলাম নীলাচলে সমুদ্রের নীল ঢেউ এর মাঝেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা যে আজো নীলাচলের প্রতিটা ধূলিকণার মাঝে নিত্য বিরাজমান তা অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করলাম।

জানা অজানা প্রচুর প্রশ্ন ও উত্তরের দোলাচলে ভাসতে ভাসতে পড়া 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। যেন আরো কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। খুঁজতে লাগলাম নিজেকে। আর সেই খোঁজার মাঝেই নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য পুনরায় হারিয়ে ফেললাম মহাপ্রভুর প্রেম রসসিক্ত অখণ্ড ভালবাসার মাঝে।

পরিশেষে বলা যায়—

"আজো হেথা নিত্যলীলা করেন গোরারায়,
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

জয় জগন্নাথ প্রভু, জয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়।

৫৫। কৃষ্ণা নন্দীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (২২শে জুলাই ২০১৭)

পরম প্রিয় তারাশিস,

আজ আমার, তোমার লেখা 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' বইটি পড়া শেষ হল। এ যেন পড়া নয়, অমৃতধারা পান করলাম। কেমন করে তা প্রকাশ করব গোপালসোনাই জানে।

বইটা কেমন করে কখন শেষ হল বুঝতেই পারলাম না। প্রতিটা অক্ষরই সেই ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরীর কৃপাধন্য অনুভূতি। কত মহাত্মার জীবনে সেই রাধাগোবিন্দের কৃপা বর্ষিত হয়েছে। আসলে বৃন্দাবনে তো প্রতিটি অণু পরমাণুতে পরমাত্মার অস্তিত্ব। বৃন্দাবনের মাটিতে যে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে সেই পরমাত্মার অনুরণন, বইটি পড়ে সেই অনুভূতিই হল। মনে হল, আমিও যেন বিশ্বনাথবাবু, ললিতাজী ও তাদের গুরুদেবের সঙ্গে পরিক্রমা করে এলাম। মহাত্মাদের প্রতি রাধারাণীর কত অসীম কৃপা। মনে হচ্ছিল বইটা পড়ছি না। শুধু অনুভব করছি — আর চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অক্ষরগুলো। সত্যি ! এত কৃপা করেন রাধারাণী ! কত মহাত্মারা নিধুবনে আসেন সূক্ষ্ম শরীরে। ভাবলে মনে হয়, আমিও যেন সেই পথের পথিক হয়ে যাই। এক অপার্থিব আনন্দে আমার মন-প্রাণ ডুবে থাকুক। শ্রীরাধারাণীর কৃপা হলে অনুভব করব বৃন্দাবনের স্থলে জলে অন্তরীক্ষে সেই অসীম আনন্দ। তোমাকে শতকোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানালাম। আমিও যেন সেই পরমের ছোঁয়া পাই, আশীর্বাদ কোরো।

৫৬। দীপা চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থ সমালোচনা : "জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে" (২৬শে জুলাই, ২০১৭)

জয় গোবিন্দ।

শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে' বইটি শেষ করলাম। এই রচনায় লেখকের সতপন্থ অভিযানের কাহিনী মনকে এক অতীন্দ্রিয় জগতে নিয়ে গেছে। তাঁর অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ পড়ে মনে হয়েছে যে আমিও বোধহয় এই অভিযানের সঙ্গী ছিলাম। চোখের সামনে যেন সব দেখতে পাচ্ছি। মহাসাধক জ্ঞানানন্দজী যে লেখককে চরম দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করলেন, ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া সেটি সম্ভব নয়।

জ্ঞানানন্দজী লেখককে তাঁর জ্ঞানগঞ্জের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলেন। এই লেখা পড়ে আমরা জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে অবগত হলাম। কত মহাত্মা, কত সাধকের কথা জানতে পারলাম। এই অধ্যাত্মক্ষেত্রে বায়ুবিজ্ঞান, সূর্যবিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, চন্দ্র বিজ্ঞান, ভূমি বিজ্ঞান নামক বিজ্ঞান নিয়ে সিদ্ধ মহাসাধক ও সাধিকাগণ নিরন্তর লোককল্যাণের জন্য সাধনা করে চলেছেন। জ্ঞানানন্দজীর স্ত্রী বিজয়ার জ্যোতির্ময় দেহের দর্শন তো কল্পনাতীত। তাঁদের আদ্যাশক্তি মায়ের আবাহন অপার্থিব। এক বিস্ময়কর জগতের কথা আমরা লেখকের মাধ্যমে জানতে পারলাম। লেখকের উপর অশেষ গুরুকৃপা ও ইষ্টদেবতার কৃপা যে তিনি এই মহাত্মার সান্নিধ্যে আসতে পেরেছেন এবং তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সমস্ত কাহিনী পাঠক পাঠিকার কাছে তুলে ধরেছেন, যা পাঠ করে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি।

গুরু কৃপাহি কেবলম।

৫৭। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে" (২৬শে জুলাই, ২০১৭)

দোহাই মা চণ্ডী, শ্রীদুর্গা, জয় তারা
ডাইনে ভবানী বায়ে সিদ্ধিদাতা গণেশ
সম্মুখে পঞ্চ দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রক্ষমাম্।

The childhood shows the man, as morning shows the day. Charity begins at home. এই মুহূর্তে এই কথাগুলিই মনে পড়ছে। আরো আছে নিশ্চয়। এই quotes গুলোর একটা one liner মানে হয়তো জানতাম, কিন্তু এর in depth মানে জানলাম আর বুঝলাম যখন অন্তর হৃদয় দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে" (The Autobiography of Sri Tarashis Gangopadhyay — The quest to reach the eternal)...

প্রথমেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই বিশিষ্ট সাধক, ক্রিয়াযোগী, লেখক ও ধর্মগুরু শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রীচরণে। এই মহাপুরুষের জন্যই আজ আমরা আরেক মহাত্মা সাধক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় দাদাকে আমাদের মধ্যে পেলাম। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয় যখন ভাবি যে "I am walking this earth in His era."

খুব মূল্যবান তথ্য জানতে পারলাম যে কিভাবে নিজেকে তৈরী করতে হয় চিরন্তনে পৌঁছনোর জন্য (যদিও নিজে জানি না যে current acceleration এ কত দূর পৌঁছব but very inspiring, very motivational.) এই জীবনী গ্রন্থ পড়ার পর at least The Goal is visible.

লেখককে "দাদা" ডাকার খুব divine বিবরণ পেলাম। কিভাবে গোপালসোনা দাদার জীবন এবং প্রাণের কাছে এলেন, দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে এই ছোট্ট গোপালসোনা দাদার জীবনের সঙ্গী হলেন। আর সবথেকে ভালো

লাগল ওঁনার divine expressions. আহা! কত অলৌকিক অঘটন ঘটে গেল দাদাকে কেন্দ্রবিন্দু করে। কখনও দলজিৎ পাজীর রূপ ধরে, কখনও পরীক্ষার সময়, কখনও কুম্ভ স্নানে দিদিমার পূর্ণ উদ্যমের কারণ হয়ে, কখনও মেলার অন্ধকারে মোহন বাঁশীর সুর হয়ে বা কখনও গৃহত্যাগে আগ্রহী লেখককে সন্ন্যাসের মানে বোঝানোর মাধ্যমে।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কিভাবে কত মহাত্মার, সাধকের সান্নিধ্যে দাদার spiritual base শক্ত হল এবং তাঁদের নিজেদের সঙ্গে ঘটা অলৌকিক ঘটনার detailed বর্ণনা। তবে এটা তো মানতেই হবে মায়ের বকুনি না খেলে জীবনের সঠিক স্বাদই পাওয়া যায় না।

দেখলাম পুরীর রথযাত্রা। খুব সুন্দর করে জগন্নাথ মন্দিরে ঘুরলাম আর দর্শন করলাম। আর ঠিক সেই ভাবেই প্রায় ১০দিন ধরে হরিদ্বারে কুম্ভের পবিত্র হাওয়া পেলাম আর প্রাণভরে গঙ্গাস্নান করলাম। Last but not the least 1983র Prudential Cup-এর final আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

যা বুঝেছি তা লিখতে গেলে অনেক বড় review হয়ে যাবে। তাই এখানেই pause দিলাম। কিন্তু যে ঝলক পেলাম তাই অনেক।

Thank you DADA for such wonderful motivational life-facts.

ইতি

এক পাঠক

লেখক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যবান বক্তব্য: গ্রন্থ সমালোচনাগুলি সম্বন্ধে

জানো আজকেই আমি বলছিলাম — এই যে একেকজন আমার বইগুলো পড়ে তাদের ভাব বিনিময় কর এখানে এই রিভিউগুলোই হচ্ছে আমার কাজের আসল award। সত্যি বলতে কি, আমার এত লেখার উদ্দেশ্য একটাই।

মানুষকে ঠাকুরের পথে নিয়ে যাওয়া। তাদের ঈশ্বরমুখী করে জীবনের দিশা দেখানো। তাদের জন্য এইটুকু করতে পারাই আমার ঈশ্বরসেবা। তাই যখন দেখি আমার লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঠাকুরকে এত ভালোবাসছে, রাতদিন ধর্ম চর্চায় রয়েছে তখন ভাবি যে মিশন নিয়ে আমি এত উদ্যোগী সেই মানুষকে ঈশ্বরমুখী করার মিশন সফলতা পেয়েছে। এটাই চেয়েছিলাম আমি। নবীনের মাঝে ঈশ্বরপ্রেমের সঞ্চার। ঠাকুর বলতেন— অল্প বয়সে হাতে সময় থাকে এবং মন স্বচ্ছ থাকে। এই সময় থেকে যদি তাদের সঠিক পথে আনা যায় তারা ঠিক পারবে, সফল হবে তাদের অধ্যাত্ম জগতে উত্তরণ। এমনিতে আমার গুরুদেব তথা বাবা তো বলেইছেন — যারা আমার শিষ্য শিষ্যা তাদের তো সাধনার শেষ ধাপে পৌঁছনো সময়ের অপেক্ষা। সাথে বাকি যে সব ভক্ত ছেলেমেয়েরা এখানে আছে এবং নিত্য অধ্যাত্ম আলোচনায় রয়েছে, আমাকে দিয়ে গোপালের লেখানো বইগুলো নিয়ে যারা নিত্য স্মরণ মনন করছে তাদেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কারণ এই বইগুলোর মধ্যেই বিভিন্ন সাধুদের মুখে দেওয়া রয়েছে ঈশ্বরলাভের পথ। তাই এই ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপে বুক রিভিউ গ্রুপের প্রতিটা রিভিউ আমাকে বুঝিয়ে দেয় আমার মিশন সফল। মানুষের মধ্যে এই ঈশ্বরপ্রেমের প্রবাহ আমি চেয়েছিলাম। বা আমাকে মাধ্যম করে ঠাকুর চেয়েছিলেন বললেই ভাল হয়।

৫৮। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" (৩০শে জুলাই, ২০১৭)

মা তারা।

খুব দৃঢ় এই আহ্বান। তাই সুড়সুড় করে লেখক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে অতীন্দ্রিয় জগতের উপলব্ধির পরশ পেতে মান্ডু ফোর্টের জাহাজমহলের ছাদের এক কোণায় বসে পড়লাম। আর জাহাজমহলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই করজোড়ে প্রণাম করলাম বিশিষ্ট সাধক, ক্রিয়াযোগী, লেখক, ধর্মগুরু ও তারামায়ের কোলের ছেলে শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রীচরণে। আর

spiritual গুরু এবং writer, mystic, The living Encyclopedia এবং গোপালসোনা তথা আমাদের সকলের দাদা শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রীচরণেও প্রণাম আর ধন্যবাদ যে আমাকে মানসে ওইখানে বসে শোনার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

সত্যি, আজকের থেকে ছয়-সাত বছর আগেও যদি এই বই পড়তাম, তাহলে বলতাম ভুতের গল্প পড়ছি বা কোনো science fiction পড়ছি। উপলব্ধি তো দূরের কথা। কিন্তু আজকের আমার যে মনস্থিতি বা জ্ঞানের ক্লাস ওয়ানে পড়তে পড়তে আর বুঝতে বুঝতে এই জ্ঞান তো হয়েছে, ঠাকুরজীর কৃপায় যে অনুভূতি শব্দের মানে বুঝতে পারলাম আর এর সাথে এও বুঝতে পারলাম যে সঠিক মনস্থিতি হলে, we can feel beyond the boundaries of 3-D happennings. এইরকমই একটা মনস্থিতি নিয়ে "অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান" আত্মসাৎ করলাম।

একে তো ঠান্ডা হাওয়া। তার মধ্যে বিপুল বাবার তারাপীঠের মহাশ্মশানের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনলাম। "অমানিশায় মহাশ্মশানে"। ওই ঘটনার রেশ যেতে না যেতেই কবিগুরুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম "মরণের পারে রবীন্দ্রনাথ" এর মাধ্যমে। অপূর্ব লাগল Madam Katherine-র capability. "অমৃতলোকের দিব্য বাণী"র মাধ্যমে জানলাম কিভাবে পরলোক থেকে তাঁর মা'কে নিয়ে এসে বিপুল বাবা তাঁর নিজের দেহে ঢোকালেন। এই অপার্থিব ঘটনার সাথে মহাশূন্যের যে অপূর্ব বর্ণনা, চোখ বন্ধ করলে মনে হচ্ছিল যেন নিজেই ভেসে যাচ্ছি।

"অপার্থিব আকর্ষণ"-এর মাধ্যমে অনুভব করলাম যে পার্থিব আকর্ষণে কিভাবে বিদেহীরা এই পৃথিবীর সাথে বন্ধনে বেঁধে যায়। অদ্ভুত সুন্দর বিবরণ। বিদেহী আর্মি বাবার দেশের আর দশের প্রতি কর্তব্য আর ভালোবাসার মন ছুঁয়ে যাওয়া বিবরণ শুনলাম "আঁধারের আলো"র মাধ্যমে। আত্মার সাথেও যে চক্রান্ত হয় আর কিভাবে তাঁরা তান্ত্রিকদের ও ফকিরদের মন্ত্রের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যান, সেটা জানলাম যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধনের দুঃখজনক যন্ত্রণার কাহিনী "অমৃত যন্ত্রণা"-র মাধ্যমে।

অবশেষে খান সাহেবের ঘটনা দেখে goosebumps তো আর যেতেই চাইছে না।

দাদার এই রচনা সত্যি একটি goosebumps packed thriller-এর সঙ্গে রাখা যায়।

ইতি

এক পাঠক

৫৯। কেয়া সাউয়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে" (২রা আগষ্ট, ২০১৭)

আমার পরম প্রিয় ভাই তথা গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে ওঁনার "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে" বইটির সম্বন্ধে আমার উপলব্ধির কথা বলছি। জীবনে কোনোদিন review লেখার অভ্যাস নেই। আজ গুরুদেবের ইচ্ছায় ও আমার গোপালসোনার কৃপায় লেখনী হাতে নিলাম। বইটি নিঃসন্দেহে অনবদ্য।

লেখকের অন্যান্য বইয়ের মত এতেও লেখার মাধুর্য্য, সরলতা, ভাষার অলংকার, রসবোধ সর্বোপরি শরণাগত থাকার সুফলের প্রতিফলন দেখা যায়। জন্ম থেকে দীক্ষা মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে এত সাধুসঙ্গ, তীর্থভ্রমণ, ঈশ্বর দর্শন, জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি এটা কোনো মতেই একজন্মের ফল নয়। লেখক যে পূর্বপূর্ব জন্মেও এক উঁচু স্তরের সাধক ছিলেন তা প্রমাণিত। না হলে স্বাভাবিক শিশুরা যখন কথা বলতে পারে না উনি তারাপীঠে গিয়ে তারা মায়ের মন্ত্র এত সাবলীলভাবে বলেন কি করে? উনি ওঁনার পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে এক সিদ্ধ বংশ এবং উন্নত সাধক সাধিকাকে পিতামাতা হিসেবে পেয়েছেন। উনি দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরকে সংসারে থেকেও পাওয়া যায় শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়ে। যা কিনা আমাদের মত গৃহস্থকেও আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছে। উনি ছোটোবেলা থেকে ঈশ্বর অনুরাগী হয়েও ওঁনার জাগতিক শিক্ষায় বিরাট সাফল্য দেখিয়েছেন। এখান থেকে একটা বিরাট শিক্ষনীয় বিষয়

দেখা যায়। জীবনে ভারসাম্য রেখে চলা। ওঁনার পিতামাতাকে প্রত্যেক পিতামাতার অনুসরণ করা উচিৎ। গোপালসোনার কৃপায় ওঁনাকে সামনা-সামনি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। উনি বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে একদমই আলাদা। সত্যি উনি অন্তরে সন্ন্যাসী। যা কি না ওঁনার 'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' বইটিতে পাওয়া যায়। বইটির নামের সঙ্গে লেখার শুরু ও শেষ বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তবুও লেখকের এরপর কি হল জানতে মনটা বড় উদগ্রীব। তাই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায়। প্রণাম, জয় গোপালসোনা।

৬০। সুতপা দেবের গ্রন্থ সমালোচনা : "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" (৩রা আগষ্ট, ২০১৭)

'হিমালয়' শব্দটি আমার কাছে ছিল চার অক্ষরের একটি শব্দ। আগে ভাবতাম শুধু পাহাড়-পর্বত, নিঝুম রাস্তা, সাধুজন, মন্দির এগুলো নিয়েই বোধহয় হিমালয়। কিন্তু বিশিষ্ট লেখক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের চার খন্ডে লেখা "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" বইটি পড়ে আমার সেই ধারণার পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার আবেগপূর্ণ মন দিয়ে লাভ করেছি এই চার অক্ষরের হিমালয়ের মধ্যে কত অর্থ, কত অজানার গন্ধ, কত যোগী-মহাত্মার স্পর্শ, কত অলৌকিক আবেশ, কত মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর কত মন্দিরের নাম। তারই জ্ঞান নিয়ে আমি আমার কলম তুলে ধরলাম। দেবতাত্মা হিমালয়ের দিব্যরূপ, মনোরম দৃশ্যাবলী, সুন্দর তীর্থক্ষেত্র মনকে একদম ভরিয়ে তোলে। লেখকের সাথে সাথে প্রথমে যাই হরিদ্বারের পূণ্যভূমিতে। গঙ্গা আরতি দেখলাম। সাথে তো আরো কত মন্দির দর্শন করলাম। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখের পথে পা দিলাম। সেখানেও কতকিছু দর্শন করলাম। পরপর বাসুকীতাল, কালিন্দী খাল, বদ্রীনাথধাম, পঞ্চবদ্রী, পঞ্চপ্রয়াগ, পঞ্চকেদারের দর্শন করলাম। মনে-প্রাণে অনুভব করলাম আর মনে মনে আশীর্বাদ চাইলাম। জানতে পারলাম মা দুর্গা, শিব, নারায়ণের কাহিনী। হিমালয়ের বুকে ঐশীলীলার প্রকাশ ঘটে কত উচ্চকোটির যোগী, ঋষি, মহাত্মাদের মাধ্যমে। মন কেড়ে

নিয়েছেন সেই বৃদ্ধ নাগা বাবাও। সাথে সাথে শ্রীশ্রী ফলাহারী বাবা, লাল বাবাও। আমারও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার যদি ওই উচ্চকোটির বাবাদের সাথে কথা বলতে পারতাম। অলৌকিকে ভরা হিমালয় সত্যি মন কেড়ে নিয়েছে। পূজারীর মুখে সেখানকার অলৌকিক মাহাত্ম্য শুনেও মন ভরে গেছে। মনে পড়ে ভয়ংকর ঠান্ডায় যখন মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তখন বদ্রীনাথ-কেদারনাথের সেই অখণ্ড জ্যোতির কথা। মনে পরে গোপালের মায়ের কথা, গোপালের জিলিপী খাওয়ার কথা, প্রেমানন্দজীর কথা, প্রাণবন্ত ঝিলিকের কাহিনী, আর শান্ত স্বভাব প্রেমময়ী মৈত্রেয়ীর কথা। দুই বোন কিভাবে যে লেখকের মন জয় করেছিল। ঝিলিকের প্রতি লেখকের স্নেহ আর মৈত্রেয়ীর প্রতি ব্যক্তহীন ভালোবাসা ও মিষ্টি মধুর প্রেম কাহিনীও মনকে ছুঁয়ে গেছে। সেখানে প্রেম দেখলাম শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র। সব প্রেম শুধু পান করে না। কিছু প্রেম ঝরে যায় ফুল ফোঁটার আগে। কত ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে লেখককে। মন বিষাদে ভরে যায় যখন দেখি ঝিলিকের জীবনে আগত তুষার ঝড়। শব্দ শেষ হয়ে যায়। ঝিলিক দূরে বহুদূরে হারিয়ে যায়। মৈত্রেয়ী ঘরে ফেরার জন্য পাড়ি দেয়। মাঝ রাস্তায় থেকে যায় প্রেমময়ী, শান্ত স্বভাবের নারীর বর্ষিত প্রেম। কিছুক্ষণের জন্য দীর্ঘশ্বাস নিলাম। ভাবলাম ভালোবাসা এত কষ্টদায়ক, এত নিষ্ঠুর। কিছুদিন পর লেখকের সাথে আবার মানস ভ্রমণে নেপালে চলে গেলাম। সেখানে প্রকৃতির সাথে পরিচিত হলাম। মাউন্ট এভারেস্টের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। নেহা, দীপেন্দ্র, ডায়ানা, মার্কের সহজ সরল ব্যবহার মন ভরিয়ে দিল। পড়তে পড়তে নাগা বাবার সতর্কবাণী এক এক সময় মনে ঝড় তুলে দিয়েছিল। হঠাৎ মনের ঘা যেন প্রশমিত হয়ে গেল। জানতে পারলাম আবার দেখা হবে ঝিলিকের সাথে। বাহাদুর ঝিলিকের ঠিকানা দিয়েছে। মনও ছুটেছিল ঝিলিককে একবার দেখার জন্য। ঝিলিককে দেখলাম। ঝিলিকের ভালোবাসা যে কত গভীর, তা লেখকের ভাষায় ফুটে উঠেছে। নাগা বাবার সতর্কবাণী আর যাকে ধরা যায় না সেই অধরাই ধরা দিল। লেখকের লেখনীর কৌশলে ভরে গেছে মন প্রাণ। স্তব্ধ হৃদয়, ভাষাহীন মন শুধু এটাই বলবে 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'। মানস ভ্রমণ করতে করতে কোনো এক সময়

দাঁড়িয়ে পড়লাম। 'হিমলায়' এই শব্দটি আর চার অক্ষরের রইল না। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মনে মনে উচ্চারণ করলাম "পথের শেষে এসে দেখি অনেক হিসেব বাকি, সারা জীবন যা করেছি তার পুরোটাই ফাঁকি।"

৬১। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা" (১৯শে আগষ্ট, ২০১৭)

জয় জগন্নাথ দেব।

যাঁহা সে যাও, ওহি সভেরা সমঝো — এমনটিই আমার সাথেও ঘটে চলেছে।

ঠাকুরজীর কৃপা ছাড়া তো এ সম্ভব ছিল না।

অন্তরের গভীরে শ্রী জগন্নাথদেবজীর কৃপা দৃষ্টি পড়ল, সাথে সাথে আমার শ্রীক্ষেত্রের দর্শন ও পরিক্রমাও সম্ভব হল। আর মনে হল যেন আমার আত্মাও উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে কৃতজ্ঞতা জানালো মহাপ্রভুকে এবং তাঁর বালরূপ গোপাল সোনার স্নেহের কলম শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর "মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা"-র মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকাশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

সত্যি বলতে কি, আমি শ্রী জগন্নাথদেবজী, চৈতন্য মহাপ্রভু, পুরীধাম নিয়ে বিশেষ কিছুই জানতাম না। অনেক ছবি দেখেছি, অনেক ভিডিও-ও দেখেছি, কিন্তু কখনও উনি আমার মনে দাগ কাটেননি। কিন্তু এই বইটা সেই অনুভূতি দিয়েছে আমাকে। এই বই-ই আমার শ্রী জগন্নাথ দেবজী, চৈতন্য মহাপ্রভু, পুরী ধামের ওপর পড়া প্রথম বই। আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি যে এই তথ্য গোপালসোনার কলমের মাধ্যমেই আমার ভেতরে প্রবেশ করল।

আগে অনেক কিছুই শুনেছিলাম পুরীধাম, শ্রী জগন্নাথ দেবজীর সম্বন্ধে, কিন্তু অজ্ঞানরূপী মায়ার বশে কিছুই বুঝতাম না। আর এমনিতেই আমি একটু কম বুঝি। A slow learner... and as usual a late riser...।

২৪০ পাতা পাঠ করে এখন চোখ বন্ধ করলে শ্রী জগন্নাথদেবজীর দারুবিগ্রহ

দেখতে পাই। পাঠ করতে করতে অপূর্ব মানস পরিক্রমা করলাম শ্রীক্ষেত্রের। দাদা আর মিশ্রজীর মুখে প্রতিটি মন্দিরের, মঠের কাহিনী ও মাহাত্ম্যের খুব সুন্দর বিবরণ শুনতে শুনতে তো সেখানে মানসে বারবার-ই চলে যাচ্ছিলাম।

খুব details-এ লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারকের সূর্য মন্দিরের historical significance ও mythological importance পেলাম। Actually, এগুলোকে myth-ও বলা যায় না। এ যে আরো বড় লীলা।

কোণারক মন্দিরের geometrical implications সত্যিই অপূর্ব বিবরণ। আর পরিক্রমার যে এত কঠিন নিয়ম, সেটাও জানলাম।

মহাবিদ্যা মা কালীর রূপের অপূর্ব বর্ণনা আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমার মনে যে অজানা তথ্য সবকিছুর চেয়েও বেশী করে 1000 watt-এর বাল্ব জ্বালল, সেটা হল শ্রীচৈতন্যদেবের "জগন্নাথের অঙ্গ লীন"-এর দুর্বল তথ্য। এটা তো বলতেই হবে, এত in depth গবেষণা আর তার outcome সত্যি ঠাকুরজীর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। অনেকেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের এই সত্য জেনেছে এই বইয়ের মাধ্যমে। মিশ্রজীর ছোটো ছেলে চরণের অভিজ্ঞতা তো মনকে খুব জোর নাড়া দিয়ে গেছে। চরণের অভিজ্ঞতায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই লীলা পড়তে পড়তে চোখে জল না আসা অমানুষিক।

প্রার্থনা করি যেন এই জীবনে অন্তত একবার সশরীরে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবজীর দর্শন করতে পারি।

৬২। দোলা গুহঠাকুরতার গ্রন্থ সমালোচনা : "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" (২১শে আগষ্ট, ২০১৭)

গত বছর মে তে "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" বইটি সংগ্রহ করেছিলাম। এনেই পড়তে আরম্ভ করলাম। ভাইয়ের লেখা পড়া মানেই ঘোর লাগা। সাংসারিক স্বাভাবিক কথা বলতে মন চায় না।

কনফারেন্সের আমন্ত্রণে কাশী স্টেশনে নেমে পড়া। তাঁর লীলা কত। স্টেশনে ভাইয়ের অভিজ্ঞতা গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। তারপর একটার পর একটা ঘটনা।

ধন্য সনাতনভাই আর তাঁর জীবন। আকাশবৃত্তি নিতে গেলে যে অসাধারণ সাধনা ও তীব্র ভক্তির প্রয়োজন। সমত্ববোধের কথা ভাইয়ের কাছে জানতে পারি তাঁর অডিওতে বলা শ্রীগীতার ব্যাখ্যায়। সনাতন ভাইও সেই বোধেই অবস্থান করছেন ঈশ্বরের কৃপায় ও আশীর্বাদে।

প্রতিটি ঘটনা পড়তে পড়তে চোখে জল এসেছে আবেগে।

প্রতিটি মন্দির, ঘটনাগুলির অসাধারণ বর্ণনা। অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ, যা সারা জীবনের সম্পদ। বিশ্বনাথ মন্দিরের এবং মহালিঙ্গগুলির পরিচয় ব্যাখ্যা অপূর্ব। কিছুই তো জানি না। ভাইয়ের কৃপায় কত ধন জমছে অন্তরে।

ভাইয়ের কর্মকাণ্ডের একটি দারুণ রূপ এটি। পর পর ঘটে যাওয়া ঐশীনির্দিষ্ট ঘটনাবহুল কয়েকটি দিন। প্রত্যেক জায়গার নাম আর direction এত সুন্দর করে বর্ণনা করা যে দর্শনে একটুও অসুবিধা হয়নি।

ভাই তোমার লেখার চরিত্রগুলিকে অনুসরণ করতে থাকি অজান্তেই। এতই ভালোবাসা, আশীর্বাদ, কৃপা তোমার।

ধন্য আমি, আমরা। জয় গোপালসোনা।

৬৩। আনন্দিনী রাধিকা দেবী দাসীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (১৯শে আগষ্ট, ২০১৭)

ভাই তারাশিস, কয়েক দিন আগে তোমার লেখা "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" বইটা পড়া শেষ করলাম। সত্যি কি বই পড়লাম? নাকি আবার নতুনভাবে বৃন্দাবন ঘুরে এলাম? জানি না। মনে হচ্ছিল আমি বৃন্দাবনের প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছি তোমাদের সঙ্গে। তোমরা যখন বৃন্দাবনে গেছিলে তখন হাল্কাভাবে বুঝতে পেরেছিলাম তুমি অনেক উপলব্ধি করছ ব্রজভূমিকে। তাই অধীর আগ্রহতে বসেছিলাম কবে পড়ব এই বইটা। কবে তোমার অমৃতধারা পড়ব। আমায় বইটা New Jersey তে অমিত খুব যত্ন করে পাঠাল। পড়তে শুরু করলাম খুব আস্তে আস্তে। কারণ পড়া শেষ হলে তো আর পাবো না এই ব্রজভূমির স্বাদ। আমি রোজ রাধামাধবের সেবা করি এখানে। সেবা

করার সময়ও মনে হত খালি তুমি যা লিখেছ তাই। বৃন্দাবনের কথা। তোমার লেখা মন্দিরগুলোর কথা। ব্রজকিশোরীর কথা। বইটা শেষ হোক আমি চাইছিলাম না। এই অনুভূতি লিখে প্রকাশ করতে পারব না। কত যুগ ধরে রাধাকৃষ্ণ লীলা করে চলেছেন বৃন্দাবনে। বিশ্বনাথবাবু, ললিতাজী তার উদাহরণ। পড়তে পড়তে কোথায় যেন হারিয়ে যেতাম। দশ হাজার মাইল দূরে বসে কি করে যে এই স্পর্শ পাচ্ছি বুঝতে পারছি না। এ কার ইশারা? এক অদ্ভুত আনন্দে মন ডুবে যাচ্ছে। রাধাময় বৃন্দাবনের পথে পথে যেন ঘুরছি। সব লীলা দেখছি। সত্যি কি তুমি লেখক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়? নাকি অন্য কেউ? যেন পৃথিবীতে তুমিও কিছু লীলা করছ আমাদের সঙ্গে? মনের মধ্যে এর রেশ এখনও থেকে গেছে। তোমার লেখা একটা মানুষের রূপান্তর করতে পারে তা বুঝতে পারছি। বিশ্বনাথবাবু কেশীঘাটে রাধারাণীর কৃপা পেলেন। প্রত্যেক মন্দিরের কি সুন্দর ইতিহাস। চোখের সামনে মীরার ভজন। তাঁর ভজন ভেসে আসছে বাতাসে। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, হরিদাস ঠাকুর, আনন্দীবাঈ কিভাবে ঠাকুরকে ভালোবাসলেন তা যেন দেখতে পাচ্ছি বহুদূর থেকে। এই বইটা বারবার পড়ার মতন। পড়ব অনেক বার। সেই ভাব যেন আবার খুঁজে পাই। আর শিখব একটু একটু করে কিভাবে কৃষ্ণকে আরো ভালোবাসা যায়। ধন্য তোমার কলম, তোমার গোপালসোনা, তাঁর প্রতি তোমার ভালোবাসা। পথ দেখাও লেখার মাধ্যমে। গোপালসোনার চরণে আমার মাথা নত করে শেষ করছি। ভালো থেকো। আরো লেখ ঠিক এই ভাবে।

আনন্দিনী দিদি

৬৪। তুষার ঘোষের গ্রন্থ সমালোচনা : "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" (২১শে আগষ্ট, ২০১৭)

পুজোয় কাশীধামে যাব বাবা বিশ্বনাথের দর্শনে প্রথমবার। তাই দাদার "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" বইটি পড়তে শুরু করেছিলাম কয়েকদিন আগে কাশীধাম সম্বন্ধে জেনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু পড়তে শুরু করার পর এক অন্যরকম ঘোর লেগে গেল। কাশীধাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার

পাশাপাশি এ বই ভক্তিরসের এক অনন্য আকর। পড়তে পড়তে বারবার চোখে জল চলে আসে। পরমেশ্বরের লীলার অংশ হয়ে দাদা যেরকম পার্থিবভাবে নিঃসম্বল হয়ে ভিনরাজ্যে কাশীধামে হঠাৎ পৌঁছে গেলেন, তারপর মহাত্মা সনাতন ভাইকে পেলেন এবং দুদিন ধরে যা যা ঘটলো, সনাতনভাই দাদাকে যা যা জানালেন, তাঁর ভক্তজীবনে বাবা বিশ্বনাথের কৃপা লাভ এবং দুদিন পরেও স্টেশনে গিয়ে দাদার যে অভিজ্ঞতা তার ছত্রে ছত্রে আছে বাবা বিশ্বনাথের ভক্তের প্রতি ভালোবাসা। জীবনের প্রথম কথকতার আসরে সনাতনভাইয়ের যে শিবলিঙ্গ তত্ত্বের ব্যাখ্যা তা আমার মত মূঢ়র প্রাণে যেন এক অন্য ভাব দিয়ে গেল। এ বলার ভাষা আমার নেই। ঠিক এ রকম ভাবে ব্যাখ্যাই আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম আমার ইষ্ট মহাপ্রভু জগন্নাথের সম্পর্কে এক ক্রিয়াযোগী সাধকের লেখায়। সেখানে বলভদ্র হলেন স্থূল শরীরের প্রতীক, মা সুভদ্রা সূক্ষ্ম শরীরের প্রতীক আর মহাপ্রভু জগন্নাথ কারণ শরীরের প্রতীক। মহাদেব মহাকাল বিশ্বনাথের যৌগিক ব্যাখ্যায়ও সনাতনভাই এমনই বললেন যেন। জগন্নাথ বিশ্বনাথ মিলে মিশে গেলেন আমার মত মূঢ়ের বুদ্ধিতে।

সনাতনভাইয়ের কথায় দাদার লেখায়, এই সংসার রূপ জেলখানায় যদি সনাতনভাই হয়ে থাকা যায় তবেই পরমশিবম্ এর আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু সনাতনভাই হতে হবে।

প্রত্যহ সংসারের নোংরা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে গেলে ব্রহ্মানন্দ স্বামীরূপ গুরুমহারাজের অত্যন্ত প্রয়োজন। দাদা ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ পেয়েছেন। যাঁরা দাদাকে গুরুমহারাজ রূপে পেয়েছেন তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। দাদার চরণে আমার অন্তরের প্রণাম। জয় জগন্নাথ, জয় বাবা বিশ্বনাথ।

৬৫। শাশ্বতী দাসের গ্রন্থ সমালোচনা : "অনন্তের জিজ্ঞাসা (যোগসাধন পর্ব)" (১৪ই আগষ্ট, ২০১৭)

"অনন্তের জিজ্ঞাসা (যোগসাধন পর্ব)" বইটি হাতে পেয়ে বেশ একটা অন্য রকমের thrilling আনন্দ হচ্ছিল কারণ এটি যে বই আকারে সত্যি বেরোবে কখনও সেটা ভাবিনি। বছর ছয়েক আগে তারাবাম সেবাশ্রমে একদিন যোগসাধনা নিয়ে একটি অধিবেশন হয়েছিল এবং আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। সেই অধিবেশন তখন রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল এবং সেই রেকর্ডিং-এর আলোচনাই বইয়ের আকার পেল এতদিন পরে দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হল।

এবার আসি বইয়ের বিষয়বস্তুতে। লেখকের ভাষায় "জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগের একমাত্র মাধ্যম হল যোগ।" কি অপূর্ব কথা! একটি লাইনেই যেন বইয়ের মূল লক্ষ্যটি তুলে ধরা হল! এই যোগেরও আবার অনেক শাখা আছে, যেমন — কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, মন্ত্রযোগ, ক্রিয়াযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি। যোগাভ্যাস মূলত সাধনার পথেই এগিয়ে দেয় যোগীকে। আর এই যোগাভ্যাস করতে হলে প্রাণায়াম, মুদ্রা ও আসনের জ্ঞান থাকা খুবই জরুরী ও অনেক ক্ষেত্রে প্রাণায়াম দিয়েই শুরু করতে হয় যোগাভ্যাস। তাই নানা মুদ্রা, আসন ও প্রাণায়াম ও আমাদের দেহের বিভিন্ন ক্ষেত্রেরও বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে বিভিন্ন জনের প্রশ্নের উত্তরের আকারে। এই আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, যোগ, সাধন—সবই সূক্ষ্মভাবে inter-related এবং সবই মূলত সাধনপথে এগোনোরই সোপান। সেই সোপানপথে কিভাবে এগোব আমরা সেটাই বোঝানো হয়েছে নানা উদাহরণ দিয়ে। সাধারণ মানুষ তাদের কর্মব্যস্ত জীবনে কিভাবে যোগাভ্যাস করবে এবং সেই অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তাই বা কি, তা খুব সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে শুরুতেই। এতো কিছুর অনুশীলনের প্রণালী, তাদের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, বিধিনিষেধ—সবই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বইটিতে। কেউ যদি ভাবেন — এই বই তো কাহিনীভিত্তিক নয়, তাই পড়তে

পড়তে bore লাগবে কিনা, তাহলে বলি, তা কিন্তু একদমই নয়। কারণ শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা যাঁরাই পড়েছেন, আমার সাথে নিশ্চয় একমত হবেন যে লেখকের যাদুময় লেখনীর গুণে তাঁর সকল রচনাই হয়ে ওঠে অমৃতসমান। এই "অনন্তের জিজ্ঞাসা (যোগসাধন পর্ব)"-ও তার ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি যে, এই বইটি যেন পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পরে এবং অসীমের লক্ষ্যের যাত্রীদের মনের জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানের তৃষ্ণা যেন মেটাতে সমর্থ হয় তার অমৃতসুধা পান করিয়ে। জয় গোপাল।

৬৬। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরারায়" (১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৭)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

"সাধনার প্রথম দিকে সাধক ভাবেন যে তিনি বেশ কিছু সাধন করেছেন যার শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ লাভ সম্ভব। কিন্তু এই ভাবনা তো তাঁর অহংকারেরই ফসল। এই ভাব থাকা পর্যন্ত সাধকের সাধনায় কোনো ফল হয় না। অবশেষে সাধন করতে করতে সাধকের মনে এক সময় উপলব্ধি জাগে যে তাঁর সাধনভজন কিছুই হচ্ছে না; বৃথাই জীবন যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এই ভাব যখন প্রবল হয় এবং কঠোর পরিশ্রমসত্বেও আপন অক্ষমতার অনুভূতি জাগে হৃদয়ে, সেটাই হল সাধনার চরম ফল। সাধনার পূর্ণতা সাধককে বোঝায় তাঁর নিজের অসম্পূর্ণতা। তখনই তাঁর মনে জাগে দীনতা। সেই দৈন্যই তাঁকে ইষ্টকৃপালাভের যোগ্য করে তোলে।"

প্রাচীন মায়াপুরের চৈতন্য জন্মস্থান মন্দিরে পাগল যোগানন্দ স্বামী যে কত বড়ো কথা বলেছেন, সেটা বুঝতে একটু সময় লাগল। কিন্তু যখন এর সম্পূর্ণ মানে বুঝলাম, তখন কিছু সময় চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না। সত্যি, এই angle-এ তো আমি কখনো দেখিইনি। যাহোক, মনের এই

ভাব থেকে বেরোতেই বুঝলাম যে আমি আরো একটা milestone অতিক্রম করেছি। Spiritual legendary লেখক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো একটা gem "আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরারায়" এর পাতা ১৫১-ও প্রবেশ করল আমার অন্তরে। শতকোটি প্রণাম।

অন্যদের কথা তো বলতে পারব না, কিন্তু এনার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থ যে আমার জীবনের এক একটা গাঁট খুলে দিয়েছে।

সম্পূর্ণ অজ্ঞানী ছিলাম শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপধাম সম্বন্ধে। শুধু নামই জানতাম, কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে আমি জীবনের শেষের দিকে পৌঁছোনোর আগেই এই জ্ঞান ও অমৃতের পরশ পেলাম। এ ঠাকুরজীর কৃপা ছাড়া আর কি বলব? নতুন করে দাদার লেখনী সম্বন্ধে বলার আমার আর ক্ষমতা নেই এবং ভাষাও নেই। প্রতিটি গ্রন্থের মতোই এই গ্রন্থও কিছুটা পড়ার পরই চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসলে মানসে আমাকে ওই স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে। অবশ্য আবার ফিরেও আসতে হচ্ছে next destination-এর জন্য। সত্যি এবার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগল এই ধাম স্বশরীরে দর্শনের। জানি না, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তবে দর্শন কামনার list-এ শ্রীজগন্নাথ ধামের সাথে নবদ্বীপও জুড়ল। খুব সুন্দরভাবে কালনা, শান্তিপুর আর বিশেষত নদীয়া আর নবদ্বীপের স্থানের মাহাত্ম্য জানলাম। কিছুই তো জানতাম না। মানসে দর্শন করলাম কালনার শ্রীগৌর গৌরীদাস মন্দির, আম্বলিতলা, শ্রীশ্যামসুন্দরবাটী, নামব্রহ্মবাটী, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, ১০৮ শিব মন্দির, লালজী মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, শ্রীবৈদ্যনাথ শিব মন্দির, কমলাকান্তের ভিটে। সাথে জানলাম প্রতিটি মন্দিরের নেপথ্য কাহিনী ও মাহাত্ম্য, বাঘনাপাড়ার শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর শ্রীপাট, গোপালদাসপুরে শ্রীরাখালরাজার মন্দিরও মানসে দর্শন করলাম। অপূর্ব এইসব স্থানের কাহিনী ও মাহাত্ম্য। মানসে দর্শন করলাম শান্তিপুরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি আর শ্রী শ্যামসুন্দরজী, শ্রীগোকুলচাঁদ মন্দির, রঘুনাথ মন্দির, শ্রীশ্যামচাঁদ মন্দির, শ্রীমদনগোপাল মন্দির, শ্রী অদ্বৈতাচার্যের শ্রীপাট। মন্দিরের নেপথ্য কাহিনীর সাথে শুনলাম অনেক মহাপুরুষের কাহিনীও। গুপ্তিপাড়ার শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির, শ্রী গৌরনিতাই মন্দির, নবদ্বীপ নামের নয় দ্বীপের অপূর্ব

details জানলাম। মানসে দর্শন হল নবদ্বীপের বুড়ো শিব মন্দির, ওলা দেবী মন্দির, ধামেশ্বর মন্দির, পোড়ামাতার মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন ও প্রাচীন মায়াপুরের চৈতন্য জন্মস্থান মন্দির। কাহিনী শুনতে শুনতে চোখের সামনে সব যেন ভেসে উঠল। এই অজানা তথ্যগুলো তুলে ধরার জন্য দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সব শেষে ধন্যবাদ জানাই দাদার শিষ্যা মুনমুন দেবী ও ওনার স্বামী তমাল বাবুকে। ওঁনাদের ইচ্ছার মান রাখতেই দাদার এই রচনা। আর এই রচনার মাধ্যমে আমরাও গোরা রায়ের অনেক লীলার কথা জানতে পারলাম। সত্যি, গোপালসোনার কি লীলা...।

ইতি
এক পাঠক

৬৭। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "অনন্তের জিজ্ঞাসা (সৎসঙ্গ পর্ব)" (৩রা সেপ্টেম্বর, ২০১৭)

"ওঁ শিবোহম্"

কি যে আনন্দ পেলাম তা বলার জন্য সত্যি যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। খুব অসহায় লাগছে। অনেক সময় বসেছিলাম আর ভাবছিলাম যে কি লিখব আর কিভাবেই বা লিখব। কিন্তু কর্ম তো করতেই হবে। তাই দু'হাত তুলে আদিগুরুর স্মরণ করে ঝাঁপ দিলাম। দেখা যাক, উনি কি লেখান। সত্যি কিভাবে শুরু করব, এখনো ভাবছি আর আদিগুরুকে ডাকছি যে পথ দেখাও। আমাদের জীবনে ঠিকভাবে অগ্রসর হতে হলে, মানে "To lead and live a perfectly correct spiritual life", শুধু সদ্‌গুরুর থেকে নামমন্ত্র বা দীক্ষা মন্ত্র নেওয়াই কি target, না গুরুবাক্য মেনে চলাও? জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বা ধারণা যা অজ্ঞানবশতঃ শুধু জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মেনে আমরা নিজেদেরকে ভুল পথে চালিয়ে escalator-এর speed-এ নীচে নামতে থাকি, তা সদ্‌গুরুর কৃপায়, আশীর্বাদে, প্রবচনে এবং ওঁনার দেওয়া সঠিক জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের ভেতরের ভুল তথ্য

মুছে আমাদেরকে আত্মদর্শনের দিকে এগিয়ে দেয়, যাতে আমরা ধীরে ধীরে সঠিক পথে ওপরে উঠতে পারি। কিন্তু problem হল যে এই পথে চলার সময় অনেক প্রশ্ন আসে মনে আমাদের চারিদিকের environment দেখে, যার সঠিক উত্তর জানা একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় এমনও হয় যে আমি confused আর বুঝতে পারছি না যে কি জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু দেখা গেল অন্য আরেকজনের সাহায্যে আমাদের মনের confusionটা সুন্দরভাবে একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে গুরুর থেকে যথাযথ উত্তর পেয়ে গেল। আর এটা সম্ভব হয় একমাত্র সৎসঙ্গের মাধ্যমে। আর সদ্‌গুরু তো এমনই দরকার যিনি শুধু শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যেই সৎসঙ্গের অমৃতকে সীমাবদ্ধ করেন না। উনি এই অমৃতরস জগতের সব অমৃতের সন্তানের কাছেই পৌঁছে দেন, "দিয়েই আনন্দ" কে follow করে। কিন্তু সমস্যার সমাধান তো এখনো হল না। আমার মত অজ্ঞানী প্রাণী যার স্মরণশক্তি কম, কি করে এত প্রশ্ন আর তার উত্তর মনে রাখবে? সাধক লেখক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এর সমাধান "অনন্তের জিজ্ঞাসা (সৎসঙ্গ পর্ব)"-র মাধ্যমে আমায় করে দিলেন। যিনি সবার মধ্যে জ্ঞানের উদয় ঘটান, তিনিই সদ্‌গুরু, আর আমি সেই সাধক লেখককে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। অপূর্ব এই সৎসঙ্গের সংকলন। আমি তাদের সবাইকে প্রণাম করি যারা জীবনের (all walks of life) থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। আমি সেই সৎসঙ্গকেও প্রণাম করি। সত্যি আমি এই dictionary কে "A complete spiritual FAQ"-ই বলতে পারি, যার সাহায্যে আমি অনেক উত্তর পেয়েছি, অনেক কিছু জেনেছি, অনেক উত্তরই চোখ বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করেছি ও পরে বুঝেছি, অনেক confusion এর মার্গ দর্শন পেয়েছি, আবার এটাও পেয়েছি যেটা আমার মনে এখনো প্রশ্নের রূপ নেয়নি। আমি তো সত্যি মনে করি (from core of my heart) যে আমি অনেক ভাগ্যবান যে জীবনে ঠিকভাবে চলার জন্য দাদা (শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়) এত সুন্দর একটি guide book রূপী dictionary আমার জন্য জীবনপথের library-র rack-এ রাখলেন। আমার মত যাঁরা এই সৎসঙ্গরূপী অমৃতের class করেননি, তাঁরা তো নিশ্চয় এই বই নিজের

কাছে রাখুন। এই বই যে নিজের কাছে থাকাও অনেক পূণ্যের ফল।

এক একটা প্রশ্ন is a life saving drug। আর তো বুঝতে পারছি না কি লিখব এই FAQ সম্বন্ধে।

সৎসঙ্গের একজন ঠিকই বলেছেন, "অনেক ধন্যবাদ। এবারও আপনি বরাবরেরই মত একদম মনের মত উত্তর দিলেন। সত্যি বলছি, আপনাকে দেখে ভাবি কেমন নিঃস্বার্থভাবে দিনের পর দিন শত সহস্র সংশয় জর্জরিত অসহায় মানুষদের অসংখ্য রকমের প্রশ্নের উত্তর অক্লান্তভাবে দিয়ে চলেছেন পরমানন্দভরে। সত্যি গোপালের কৃপায় কি না হয়, তার একটি জলজ্যান্ত নমুনা আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত। আমরা পরম ভাগ্যবান।"

ইতি

এক পাঠক।

৬৮। রীনা রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (২১শে অক্টোবর, ২০১৭)

"ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক"—বইটি পড়া শেষ করেছি। তবে বইটি পড়া শেষ হয়ে হইল না শেষ। প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি ছত্রে প্রাকৃত বৃন্দাবনের মধ্যে যে এক অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লুকিয়ে আছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই বইটি। শুধুমাত্র বৃন্দাবন পরিক্রমা করার পদ্ধতিই নয়, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের মাহাত্ম্য জানতে পারলাম যা এই বইটি না পড়লে আমি জানতেই পারতাম না। অনেকেই বৃন্দাবন ঘুরতে যান। আমি নিজেও গেছি। কিন্তু মানস ভ্রমণে বিশ্বনাথবাবু, গুরুদেব গোস্বামীজী, ললিতাজীর সাথে বৃন্দাবন পরিক্রমা করা এবং তারপর চীরঘাটে ভগবানের প্রসাদ পাওয়া পুরোটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। জাগতিক বিপদে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ ভগবানের স্মরণ নেয়। বিশ্বনাথ বাবুও তাই করেছিলেন — ঠাকুর তাঁকে কপর্দ্দকশূন্য করে ব্রজের ধুলিকণার মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিলেন। অবিশ্বাসী মনকে করে তুললেন বিশ্বাসী। বইটি পড়তে পড়তে বিশ্বনাথবাবুর চোখ দিয়ে আমি নিজেই সব দর্শন করছি যা স্থূলদেহে বৃন্দাবনে

গিয়ে করতে পারিনি। সবশেষে নিধুবনের উপলব্ধি। সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য যে একজন সাধারণ মানুষের আধারকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে বিশ্বনাথবাবু তার প্রমাণ। ভাই (লেখক) যে তার প্রিয় পাঠক পাঠিকা, ভক্তদের মাঝে এই পরিক্রমা পর্ব তুলে ধরেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই জীবনে শুধু বয়স বেড়েই চলেছে — কিছুই তো জানা হয়নি, কিন্তু এই বই-এর মাধ্যমে আত্মাকে কিছুটা সমৃদ্ধ তো করলাম। সব শেষে একটা কথা বলি — যিনি প্রাকৃত বৃন্দাবনের মধ্যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের রজঃকণা পরিক্রমা করতে চাইবেন তার কাছে এই বইটি একটি মাইলস্টোন। জয় রাধে। জয় রাধে। জয় গুরুদেব, জয় আমার শিক্ষাগুরু।

৬৯। কাকলী ঘোষের গ্রন্থ সমালোচনা : "জন্মান্তর" (৩০শে অক্টোবর, ২০১৭)

প্রণাম দাদা। সদ্য শেষ করলাম "জন্মান্তর"। এখনও শিহরণ লেগে আছে মনে। ব্রহ্মচারীজীর বিগত জন্মের দর্শন, তাঁর প্রারব্ধ ভোগ এবং তাঁর ব্যাখ্যা মনে আলোড়ন তোলে। যেভাবে প্রতিটি অনুভূতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দাদা করেছেন, তা সত্যি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বাতুলতা। বইটি শেষ করে একটা কথা নিশ্চিন্তে বলতে পারি, বইটি যে কোনো মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে অনেক অনেক সাহায্য করবে। দাদার ভাষাতেই বলি, "আমাদের শরণাগতিকে আরো দৃঢ় করবে।"

৭০। অঞ্জনা ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজ ধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (৩০শে অক্টোবর, ২০১৭)

প্রিয় দাদাভাই, তোমার লেখা "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" গ্রন্থটি অধ্যয়ন শেষ হল না বলে অমৃতরস আস্বাদন করা হল বলাই ভালো এবং সেটা অনেকদিন আগে হলেও তারপর তোমার সঙ্গে ব্রজধামে

যাওয়ার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তা সম্পন্ন না হওয়া অবধি লেখার মনও স্থির ছিল না। এই গ্রন্থ নিয়ে লেখা বা বলার মত কোনো ভাষা আমার জানা নেই, শুধু উপলব্ধিটুকুই সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়া।

এই গ্রন্থের অমৃতরস শুধুমাত্র অন্তরোপলব্ধি। ভাষায় পূর্ণরূপ দিয়ে ব্যক্ত করা তা খুবই দুরূহ। এই গ্রন্থ পাঠ করাকালীন সকল পাঠক পাঠিকার মধ্যে যে ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি হবেই, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমগ্র গ্রন্থটির প্রতিটি পাতায় পাতায় রয়েছে ব্রজের সাধক-সাধিকা, সাধু সন্তদের শ্রীমতী রাধারাণী কি অপার্থিব কৃপার পরশে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই দিব্যপ্রেমের আলোয় তাঁরা উদ্ভাসিত। 'প্রেম', এই ছোট্ট একটি শব্দ কিন্তু কি অদ্ভুত তার গভীরতা। শ্রীরাধা ও গোপিনীদের কথোপকথনের মাধ্যমে অপরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রীমতি যখন কৃষ্ণচিন্তার বিরহানলে দগ্ধ, ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, বিরহের এই মহাভাবময় প্রেমোচ্ছাস দেখে উদ্ধব বুঝেছিলেন তাঁর কৃষ্ণপ্রেম ও তত্ত্বজ্ঞান কতটা তুচ্ছ। আমাদের এটাই শিক্ষণীয়। জ্ঞানের অভিমান নিয়ে ব্রজধামে যাওয়া মূঢ়তা। গোপিনীশ্রেষ্ঠা রাধারাণী ও গোপিনীদের অনুগত না হলে অপ্রাকৃত ব্রজভূমির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে শ্রীগুরুদেবের কৃপায়, গুরু তথা ইষ্ট সঙ্গে ইষ্ট কথা শ্রবণের মাধ্যমে ইষ্টধাম বৃন্দাবন দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। এ শুধুই হৃদয়োপলব্ধিই। ভাব, ভালবাসা, উপলব্ধি যখন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে ভাষা তখন মূক ও বধির হয়ে যায়। তখন একমাত্র সাথী আনন্দাশ্রু।

"সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের ন্যায়" বহমানা নদীর মত কালের অমোঘ নিয়মে আমরা সবাই এই পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নেব। দাদাকেও নিতে হবে বিদায়ের মাল্যখানি। অক্ষয় হয়ে থেকে যাবে দাদার এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি যা পাঠ করে পরবর্তী প্রজন্মের অনেক মানুষ পাবে প্রকৃত আলোর দিশা। তারাও অন্তরে উপলব্ধি করবে শ্রীরাধারাণীর কৃপার পরশ। প্রকৃত বৃন্দাবনের মাঝে যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বিরাজমান তাকে যেমন স্থূলদৃষ্টির মাধ্যমে অনুভব করা যাবে না, তা যেমন প্রেম ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই অনুভবযোগ্য, তেমনই গ্রন্থ রচয়িতা আমাদের প্রিয় দাদাকেও চর্ম চক্ষু দিয়ে

দেখলে তাঁর গভীরতা বা স্তর অনুভব করা যাবে না। তাঁর লেখনীকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ, বিশ্বজোড়া কর্মযজ্ঞে তিনি নিজেকে ধূপের মত নীরবে বিলিয়ে দিচ্ছেন অবিরত। কোনো বিরাম নেই। সাধনার কোন উচ্চস্তরে থাকলে তবেই এমনটি সম্ভব। ধরার মাঝে থেকেও তিনি অধরাই। শুধু আমাদের সকলের একটু বোঝার বা চেনার অপেক্ষা।

আগামী দিনগুলিতে আরো নতুন নতুন গ্রন্থের জাগরণ ঘটবে আর এই অভিনব প্রাপ্তিতে মনের মনিকোঠাও হয়ে উঠবে কানায় কানায় পূর্ণ। দাদার সকল গ্রন্থের উপদেশ, দাদার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর যেন যথাযথ মর্যাদা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে পরমার্থের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি শ্রীরাধারাণীর কাছে এইটুকুই প্রার্থনা। দাদার শ্রীচরণে জানাই আমার সশ্রদ্ধ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। তোমার চরণাশ্রিত অঞ্জনা।

৭১। গ্রন্থ সমালোচনায় সুতপা দেব : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (৩১শে অক্টোবর, ২০১৭)

"বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের" এই গান শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল সত্যিই তো রাধারাণীই বৃন্দাবনের বিলাসিনী। শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বা আমাদের প্রিয় দাদার লেখা "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" বইটিতে বৃন্দাবনের আসল রূপ, প্রাণ, কথা, মাধুর্য্য সব মিলিয়ে এক মহান অধরা ধরা দিয়েছে প্রত্যেকটি ব্যাখ্যায়। যত পড়ছি ততই মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছে, প্রাণ বায়ু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে বইয়ের মধ্যে রাখতে পারছিলাম না, যা ছিল জানার বাইরে। এই আলোড়ন মনের মধ্যে তুলেছে উথালপাথাল। কত মহাত্মা, কত সন্তদের কথা পড়েই চলেছি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর এই লীলাক্ষেত্র হল ব্রজধাম। আর ব্রজধামের প্রাণকেন্দ্র হল এই বৃন্দাবন। গুরুসহ বিশ্বনাথবাবুর সাথে সাথে কত মন্দিরের স্মৃতি, তথ্য, মাহাত্ম্য নিজের হৃদয়ে ভরে রেখে দিয়েছিলাম। আর গুরু মুখে শোনা রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী বা প্রেম-তত্ত্বের মাধ্যমে নিজের মন একসময়

হারিয়ে যায় বইয়ের পাতায় পাতায়। কত না মন্দির আছে লীলাক্ষেত্রে। একে একে দেখতে লাগলাম রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থান, প্রেমগলি, মান করে চলে যাওয়া শ্রীরাধিকাকে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ মানভঞ্জন করছেন—এইসব কথাগুলো যেন কথা না হয়ে, হয়ে গেছে এক মনোরম দৃশ্য। মনে হচ্ছিল না যে বই পড়ছি। ক্ষণিক সময়ে যেন ওই লীলাক্ষেত্রের এক নির্বাক দর্শকরূপে পরিণত হয়ে গেছিলাম। গায়ে শিহরণ দিচ্ছিল সেবাকুঞ্জ, নিধুবনের কথা শুনে। গুরুদেব, ললিতাজীর সান্নিধ্যে বিশ্বনাথবাবুর সেই অনুভব নিজেকে শিহরিত করে দূর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। মন শুধু বলতে থাকে—ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক? আবার মন বলতে থাকে — যদি এরকম না হয় তাহলে বিশ্বনাথবাবুর জীবনে এরকম অঘটনই বা ঘটল কিভাবে? মন বলতে থাকে "বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে তর্কে বহুদূর"। পড়তে পড়তে মনে হয় শেষ হয়েও হল না শেষ—কারণ আমার মত ক্ষুদ্র পাঠকের এই লেখনীর ভাষায় কিছুই বোঝানো যাবে না। এ যে এক অধরা মাধুরী। কোনো ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। এটা যে শুধু উপলব্ধি করা যায়। জানি না, রাধারাণী বিশ্বনাথবাবুর জীবনে আর কি কি উপলব্ধি করাবেন। আসলে তাঁর লীলা বোঝা ভার। কখন কি হবে তা বলা যায় না।

৭২। জয়ন্ত মৃধার গ্রন্থ সমালোচনা : "যেথা রামধনু ওঠে হেসে" গ্রন্থটির সম্বন্ধে : (২৬শে নভেম্বর, ২০১৭)

তোমার এই বইটাও খুব ভাল। বিশেষ করে যারা সবে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিচ্ছে, সেই বয়সের উন্মাদনার জন্য অসাধারণ বই। একবার এই বই পড়া থাকলে আর প্রেম নিয়ে বেশি মাতামাতি না করে অনেক পরিণত সিদ্ধান্তই নিতে পারবে। আর সেই কৈশোরেই আগামীদিনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারবে। আসলে কি হয়েছে, তোমার পাঠকেরা তোমার লেখনীর সাথে অনেক পরিণত হয়ে গেছে। তাদের লক্ষ্য হয়ে গেছে তোমার মতোই আলোর লক্ষ্যে মহাজীবনের পথ। তাই তারাও সেই আবেগের স্রোতে

ভেসে যায় না। বরং তাকে শান্তভাবে সহ্য করে কৈশোরের সেই আবেগের থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে গেছে জীবনের পথে। অসাধারণ তোমার এই বইটা, সাধনপথে আসতে গেলে প্রথমে যে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে হয়, তাই বলা আছে অন্তর্নিহিত ভাবে। বলতে পারা যায় জাগতিক সংসারী লোকের 'bridge course for sadhana'.

৭৩। কল্যাণাশীষ বিশ্বাসের গ্রন্থ সমালোচনা : 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' (১২ই ডিসেম্বর, ২০১৭)

শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এর লেখা মহাগ্রন্থ 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' পড়ে নিশীথদাকে একটি খোলা চিঠি

শ্রদ্ধেয় নিশীথদা,

সবার প্রথমে তোমাকে আমার প্রণাম জানাই। আমাকে তুমি চিনবে না, কারণ তোমার সাথে কখনো আমার দেখাই যে হয়নি। আর এই না দেখা হয়েও তুমি হয়ে উঠেছ আমার অনেক প্রিয়, কোন একজনের জন্য। আর তিনি কে জান? তোমার ছোট্টবেলার বন্ধু শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। আমি তাঁরই এক বিদগ্ধ পাঠক বলতে পারো। আর সেই কারণেই তাঁর লেখা সত্যনিষ্ঠ বিভিন্ন বিবরণ পড়তে গিয়েই 'মহাসিন্ধুর ওপর থেকে' পড়লাম। জান নিশীথদা, আমার খুব ছোট্টবেলা থেকে মনে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি প্রগাঢ় টান। কিন্তু টান থাকলে হবে কি, পিপাসা মেটাবার কাউকে পাইনি যে। অবশেষে হাতে এল তোমায় নিয়ে লেখা শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এই বইটা যার প্রত্যেকটি ঘটনা সত্যি। আমি আগেও বেশ কয়েকটি বই পড়েছি এই বিষয়ের ওপর অন্যান্য লেখকের, কিন্তু রহস্যের নিরসন হয়নি। তোমার অভিজ্ঞতার কথা পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে ভেবেছি এও কি সম্ভব? আজ শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তোমার এই অতীন্দ্রিয় জগতের অভিজ্ঞতা পুরো জগৎ জানতে পারছে ও পারবে। আত্মার বিভিন্ন স্তর ও উত্তম গতি প্রাপ্তির দিশা বর্ণিত হয়েছে এখানে। নিশীথদা তোমার অভিজ্ঞতায় আমরা শিখেছি মৃত্যুতে

ভয় পাওয়ার নেই, মৃত্যু সাময়িক বিরতি জীবন থেকে মহাজীবনের পথে। সত্যি কথাই দাদা। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনো জানতামই না যে শুধুমাত্র ঈশ্বরে অবিশ্বাস করলে কত ভয়ানক ফল ভোগ করতে হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে এই চিঠি লিখতে গিয়ে মনের অনেক ভাব গোপন রাখতে হয়েছে, কিন্তু মনের ভিতর এক চাপা কান্না বারংবার তোমার দুঃখে সমব্যাথী হতে চেয়েছে দাদা পাঠকের চোখের জল হয়ে... বারংবার মনে হয়েছে কেন দাদা কেন?

সর্বোপরি, নিশীথদা, তোমার এই অভিজ্ঞতা শ্রীদাদার লেখনীর মাধ্যমে পাঠ করে আমরা অনেক বেশী সতর্ক হতে পারব আমাদের কর্ম সম্বন্ধে। জান নিশীথদা তোমার এই অভিজ্ঞতার কথার মতই দাদার এক সুন্দর ফুলের বাগান এই আধ্যাত্মিক জগৎ। সেই বাগানে ফুটে আছে, ভবিষ্যতেও ফুটবে আধ্যাত্মিক সুরভিতে পূর্ণ দাদার লেখা মহাগ্রন্থরূপী প্রচুর ফুল। আর সেই ফুলের মধুর সুবাস নিতে আসছে ও আসবে বহু মুমুক্ষু জীবরূপী মৌমাছি। সেই মধুর সুবাস নিয়ে তাঁদের জীবন থেকে মহাজীবনের পথ চলা শুরু হবে। দাদার অনুগত এই অধমের রইল ভবিষ্যতের আগত সেই ভাই বোনেদের প্রতি অনেক শুভেচ্ছা।

মা সরস্বতীর বীণার ঝংকারের তান দিয়ে এই গ্রন্থ লেখা শুরু হয়েছিল আর শেষের দিকে সেই সুর এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, সেই সুরে ভেসেছি আমি এক নগণ্য পাঠক।

বই পড়া গতকাল শেষ হয়েছে, তোমার আনন্দে আমরা হেসেছি, আর তোমার কষ্টে পাঠকের চোখের জল ঝরে পড়ছে। আর তাইতো শুরু হয়েছে একটি নতুন সম্পর্কের। আমার কাছে তুমি যেমনভাবে পরিচিত হয়েছ ঠিক তেমনভাবেই তোমার এই সত্যনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা যুগ যুগ ধরে মানুষের মনের ক্ষুধার নিবারণ করবে শ্রীতারাশিসদার লেখা 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে'র হাত ধরে।

ভালো থেকো দাদাভাই।

৭৪। সোমা দেবনাথের গ্রন্থ সমালোচনা : "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" গ্রন্থটি সম্বন্ধে (১৯শে ডিসেম্বর, ২০১৭)

শ্রীচরণেষু তারাশিসদা,

দেখলাম আপনার জন্ম ১৯৭২ সালে, আমার জন্ম ১৯৮২ তে, তাই ভাবলাম আপনাকে দাদা বলে ডাকলে হয়তো আপনার বিশেষ অসম্মতি হবে না। আসলে আমি একজন অতি সাধারণ গৃহবধূ। সারাদিন সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবারের সকলের পরিচর্যার মধ্যেই দিন কাটাই। টিভি বা নিউজ পেপার কোনটাই দেখি না, আধুনিক স্মার্ট ফোনের সাথেও আমার সম্পর্কটাও অতি সামান্য। এক কথায় বলতে পারেন বাইরের জগৎ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বইটই পড়ারও খুব একটা নেশা বা সময় কোনটাই এতদিন ছিল না আমার। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ একদিন আমার স্বামী তার পরিচিত এক ব্যক্তির থেকে আমাকে আপনার লেখা 'অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান' ও 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' এই দুটি বই এনে দেয়। একদিন দুপুরবেলাতে কাজের অবসরে বইগুলি আমি পড়তে শুরু করি। পড়তে পড়তে আমি আপনার বইয়ের মধ্যে এক প্রকার নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কাজকর্মের অবসরে যখনই আমি নিজের জন্য যেটুকু সময় পেতাম সঙ্গে সঙ্গে বইগুলি হাতে তুলে নিতাম। তাতে অবশ্য আমার ছেলের প্রতি একটু অবহেলা হয়ে যাচ্ছিল, তা ওর রাগভরা মুখ দেখে ভালোই বুঝতাম আমি ; তাই সবসময় চাইত কত তাড়াতাড়ি আমার বইগুলি পড়া শেষ হয়।

আবার এদিকে দেখতে না দেখতেই আপনার "দেবলোকে অমৃত সন্ধানে"র তিনটি খন্ড ও "কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন" ও আমার হাতে এসে পরে। আপনার বইগুলির মধ্যে কি যাদু আছে জানি না, যা আমায় নেশার মতো আকর্ষণ করে, আসলে আপনার বইগুলি পড়ে ঈশ্বরের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। তার সাথে এও বলতে পারি, "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" বইটি পড়ে আমি নিজেও যেন এই চার দেওয়ালের বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি আপনার লেখনীর মাধ্যমেই হরিদ্বার থেকে শুরু করে

পঞ্চবদ্রী, পঞ্চকেদারের পথে। আপনার ভালোবাসার মানুষদেরও আমি আস্তে আস্তে ভালোবেসে ফেলেছি। আপনার ঝিলিকের প্রতি স্নেহ, মৈত্রেয়ীর প্রতি মুখে না বলা পবিত্র প্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মৈত্রেয়ীর চিঠির ঐ ভাবে ভেসে যাওয়া ও আপনার সাথে যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন চিরতরে মুছে যাওয়া আমি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না। আমার অবস্থা এখন অতি পরিচিত এক কাছের মানুষের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাথার মতো। সারাদিন উদাস থাকি, কিছুই ভালো লাগে না, কোন কাজে মন লাগে না, বারবার খালি একই প্রশ্ন জাগে মনে, মৈত্রেয়ী যদি আপনার গুণমুগ্ধ পাঠিকাই হয় তবে আপনার বইয়ে দেওয়া ঠিকানায় যোগাযোগ করছে না কেন? আর আপনিই বা কি দাদা, ওকে খুঁজে বের করার কোন চেষ্টা করছেন না কেন? আজকালকার দিনে ইন্টারনেটের সাহায্যে কাউকে খুঁজে বের করা তো তেমন কঠিন কাজ নয়। আমার স্বামী বলে, "তুমি ওদের কথা ভেবে শরীর খারাপ করছ কেন? এগুলো লেখকের লেখনী শক্তি, যা মানুষের মন জয় করে তার কাল্পনিক শক্তির দ্বারা।"

কিন্তু আমি কিছুতেই মৈত্রেয়ীকে কাল্পনিক চরিত্র হিসাবে মানতে পারছি না, ওর আপনার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস, যে মমতা, সর্বোপরি যে অগাধ ভালবাসা তাও কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? আমার ছেলে ওর বাবার স্মার্ট ফোন থেকে আপনার ওয়েবসাইটে দেওয়া বেশির ভাগ ছবি আমায় দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে আমি মৈত্রেয়ীকে দেখতে পাইনি। তাই বাধ্য হয়েই আমি আপনাকে চিঠি লিখছি, এই জানতে চেয়ে যে মৈত্রেয়ী কি তবে সত্যিই আপনার কাল্পনিক চরিত্র? তা না হলে আপনি কেন ওর সাথে কোন যোগাযোগ করেননি? আজকের দিনে ওভাবে কাউকেই হারানো যায় না। তবে কি হিমালয় ওর পবিত্র মনের প্রার্থনা স্বীকার করল না? না কি সব স্বপ্ন ভাঙ্গার মত, আপনাকে ঘিরে বেঁচে থাকার সাধটুকুও ভেঙ্গেচুরে ছারখার হয়ে গেল ওর?

আপনার উত্তরের আশায় থাকব। জানি আপনি লেখক মানুষ, সময়ের মূল্য আপনার কাছে অনেকখানি। তবুও জানি আপনি কাউকেই নিরাশ করেন

না। তাই আপনার কাছে এই ছোটো বোনটির একান্ত অনুরোধ মৈত্রেয়ীর পরিণতি কি হল সেটা অবশ্যই আমাকে জানান, আমি আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকব। আমার প্রণাম নেবেন, আপনার আশ্রমের গোপালসোনাকেও আমার হৃদয়ের আকুতি জানাবেন।

ইতি—
সোমা দেবনাথ
ঠিকানা : বি. গার্ডেন, হাওড়া

৭৫। গ্রন্থ সমালোচনায় সায়ন্তী গাঙ্গুলী : "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" (২০শে ডিসেম্বর, ২০১৭)

আমার অতি প্রিয় ভাই, আমার গুরুসমান পথপ্রদর্শক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিটি রচনাই আগ্রহ সহকারে পড়েছি কিন্তু কোনো review লেখার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি আজ অবধি। কারণ আমি মনে করি ওঁনার রচনার মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার অন্ততঃ নেই। তবু বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সেই চেষ্টাটাই আজ করছি।

শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন" বইটি পড়ার আগে নিজের সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে কাশীতে জন্মানো ও মামার বাড়ি থাকার সূত্রে কাশীর সবকিছু আমার জানা। সেই ধারণা ভেঙে গেল যখন বইটি পড়লাম। এত তথ্যপূর্ণ, এত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক তথ্য-সমৃদ্ধ যে ওখানে যারা যাবেন তাদের পক্ষে খুবই সাহায্যপ্রদ। এবারে আসি সনাতনবাবুর কথায় যার জীবন আমাদের মত সাধারণ মানুষদের সামনে এক উদাহরণস্বরূপ।

প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তিতে তাঁর অনায়াস গমন আমাদের চোখ খুলিয়ে দেয়। গত জন্মের সাধনার সুকৃতির ফলে তাঁর এই উত্তরণ। লেখকের সাথে তাঁর দেখা হওয়াও ছিল দৈব নির্দিষ্ট যাতে লেখকের কলমকে মাধ্যম করে তাঁর এই দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে পড়ে বহু তৃষিত তাপিত মানুষের কাছে। গুরুর কৃপা এবং গুরুর ওপর অসীম ভরসা সনাতনবাবুকে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে। স্বয়ং

গুরুই তাঁকে মিলিয়ে দিয়েছেন ইষ্টের সাথে। গ্রন্থের শেষপর্বে এসে মন তাই ভরে ওঠে এক অপূর্ব ভাল লাগা ও আশায় যে "পথ আছে, পথ আছে"। গুরু ও ইষ্টের প্রতি শরণাগতিই পারে অন্তরের শিবকে জাগিয়ে তুলতে। শিবোহম, শিবোহম, শিবোহম।

৭৬। কেয়া সাউয়ের গ্রন্থ সমালোচনা : 'যেথা রামধনু ওঠে হেসে' গ্রন্থটি সম্বন্ধে (২২শে ডিসেম্বর, ২০১৭)

আজ শ্রীগুরুর চরণকমলে আমার পুজোর ফুল তাঁরই রচনা একটু অন্য স্বাদের, "যেথা রামধনু ওঠে হেসে"। সকল পাঠক-পাঠিকা ও লেখক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী কিছু ভুল বলা হলে। আমাদের জীবন রামধনুর মত সাতরঙা। যেখানে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম, ঈর্ষা, বিরহ জীবনকে করেছে বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যের মাঝে খুঁজে পাওয়া আসল মণিমানিক্য। সবই পরম করুণাময় ঈশ্বরের দান ভেবে ভবের হাটে রূপের মাঝে অরূপকে পাওয়ায় জীবনকে দেয় পূর্ণতার ছোঁয়া। হাসিকান্না হীরাপান্না দশাবতার এই বইটি। দশটি সুন্দর ফুল দিয়ে মালা গাঁথা হয়েছে। এক একটি ফুল এক একটি অবতার স্বরূপ।

প্রথম অবতার "অশ্রুনদীর অমৃতধারা" অসাধারণ একটি আধ্যাত্মিক গল্প। প্রেমের প্রত্যাহিত হয়নি এমন সংখ্যা খুবই কম। খুব প্রিয় ব্যক্তির থেকে তীব্র আঘাত মানুষের জীবনধারাকে নিমেষে বদলে দিতে পারে। এমনই একজন বিশাল, যে কি না মোহিনীর মোহজালে মনোমুগ্ধ ছিল। বিধাতা ঠিক সময়ে তাকে চরম আঘাতে জর্জরিত করে স্বামী শ্রদ্ধানন্দতে রূপান্তরিত করলেন। কিভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া যায় বাইরের পৃথিবী থেকে তার ছয়টি সূত্র খুব সুন্দরভাবে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মাধ্যমে। জীবন থেকে মহাজীবনে উত্তরণের পথে এই সূত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। খুবই সুন্দর সার্থক যুগোপযোগী শিক্ষণীয় গল্পটি। আশাকরি সকল পাঠক-পাঠিকার মন ছুঁয়ে যাবে এবং উপকৃত হবেন আমার মত।

দ্বিতীয় অবতার "আবীর রাঙা হিয়া" সত্যি অনবদ্য এক প্রেমের মর্মস্পর্শী কাহিনী। সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমিকারা বুঝি এরকমই হন। প্রেমে বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। বেচারা আবীর তার ছোঁয়ায় হিয়ার হৃদয় রাঙিয়ে দিয়ে গেলেও হিয়ার মুখ থেকে একবারও শুনে যেতে পারল না, "হিয়া শুধু তারই।" অকালে অসময়ে ঝরে গেল পৃথিবীর বুক থেকে এক সুন্দর প্রেম অপরিণত অবস্থায়। তাই "প্রেম" তুমি এত সুন্দর।

তৃতীয় অবতার, "রান্না যখন কান্না আনে"। নামটা এ রকম হলে কি হবে পড়তে পড়তে আপনার হাসিতে দম ফেটে যাবে। আর যারা রান্না নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন তাদের জন্য একটি সুন্দর গল্প। একটা রসগোল্লার পায়েসের সুন্দর রেসিপিও পেয়ে যাবেন। মামার পৃষ্ঠপোষকরাও বেশ সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের চরিত্রকে। গল্পের শেষে গল্পকার দুই ছত্রে মামা-মামীকে ছুটন্ত ও ফুটন্ত বিশেষণে ভূষিত করা একমাত্র দুরন্ত রসিক ভাগ্নের পক্ষেই সম্ভব। সবাইকে অনুরোধ গল্পটি পড়ুন আর প্রাণ খুলে হাসুন। গল্পের নায়ক মামাকে হয়ত কাঁদতে হয়েছে সবার অলক্ষ্যে। তাই গল্পকার এমন নামকরণ করেছেন।

যেথা রামধনু ওঠে হেসে বই এর চতুর্থাবতার Love মানেই লোকসান। নাম দেখে প্রথমেই মনে হল তাহলে এতদিন যা জানতাম তা কি ভুল! বিজ্ঞান নিয়ে যাদের কারবার, যাচাই ছাড়া গ্রহণ করে কিভাবে? আমিও সহজে মেনে নেওয়ার পাত্রী নই। মনের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল লেখক কিভাবে প্রমাণ করেছেন তা জানতেই হবে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শুরু হল পড়া। প্রথম থেকে টানটান উত্তেজনা। নায়কের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অসাধারণ, বিশেষ করে টাক টাকার নিগূঢ় সম্পর্ক। তার থেকে আরো আকর্ষণ নায়কের মানির (money) মান রাখার কৌশল। এহেন কৃপণীয় বাবুর রমণীয় প্রেম (Love) কফিহাউস, লাইটহাউস হয়ে শেষে অন্ধকার হাউসে প্রবেশ করল। অন্ধকার হাউসে ঝরে গেল মারুতির মরুৎ হওয়ার স্বপ্ন। বন্ধুবরের আর বর হয়ে ওঠা হল না। পক্ষান্তরে মানিব্যাগ হল মনিহারা ফণী। আমার অনুসন্ধিৎসু মন তার উত্তর পেল। এমন সুন্দর ও শিক্ষণীয় গল্প পরিবেশন করায় লেখক পাঠক পাঠিকার অন্তরে চির বিরাজিত থাকবেন এই আমার আশা।

যেথা রামধনু ওঠে হেসে বইটির পঞ্চম অবতার "অস্তরাগের ছোঁয়া"। এক অস্তমিত সূর্যের গিরিরাজের বুকে অস্ত যাওয়ার প্রাক্কালে প্রাকৃতিক পরিবেশের রক্তিম চুম্বন, অপরূপ মহিমা, সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় পড়ন্ত যৌবনের স্মৃতি রোমন্থনের এক অনন্য সৃষ্টি এই গল্পটি। বহিরঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গের মেলবন্ধন। আমাদের এই রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র মনোভাবের আনাগোনা। যশ, সম্মান প্রতিপত্তি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অন্যের সুখ ও আনন্দে ঈর্ষা কাতরতা, দৈহিক সৌন্দর্যের অহঙ্কার, গর্ব, প্রতিশোধস্পৃহা, বন্ধু মহলে বাহবা অর্জনের কৃতিত্ব প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবন সায়াহ্নে অবসাদগ্রস্ত মানসিক রুগীতে রূপান্তরিত। অন্য দিকে সহজ সরল অল্পে সন্তুষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও আনন্দে ভরপুর হওয়ার উজ্জ্বল উদাহরণ। মানসিক যন্ত্রণার উপশমের মলম একটু সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। অনবদ্য ও শিক্ষণীয় গল্পটি। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্রের নামকরণ লেখকের এক অপূর্ব প্রয়াস। হিসেব নিকেশের উর্ধ্বে প্রকৃত প্রেমের অসম্মান জীবন সায়াহ্নে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় কুরে কুরে খাওয়ার উজ্জ্বল প্রতিভূ "অস্তরাগের ছোঁয়া"।

যেথা রামধনু ওঠে হেসে বইটির ষষ্ঠ অবতার ষড় রিপুর এক রিপু "কবিগুরুর গুরুতর প্রেম"। প্রেম আসে যায় নীরবে রেখে যায় তার বিরহজ্বালা। এই জ্বালার জ্বলনে জ্বলেনি এমন নরনারী বিরল। কবিগুরু নামটি শুনলেই একজনের কথা সর্বাগ্রে মনে আসে। এহেন বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তির প্রেয়সীর কথা জানবার জন্য মনটা উসখুস করছে। সংসারের কাজকর্ম লাটে উঠে গেল, বসে গেলাম প্রেমের সাগরে অবগাহন করতে। অবগাহন কালে আবিষ্কৃত হলেন প্রকৃত কবিগুরু। এনার কবিত্বের ভাষা, লেখার উদ্যম, সুনামির কদর গল্পকারের বর্ণনায় মনের কোণে হাসি এলেও কবির ইচ্ছাশক্তি প্রণম্য। লেখকের অনুপ্রেরণায় কবিতায় খাসা খাসা কবিতার ঠাসা বাসা সত্যই অনবদ্য। গল্পকারের দ্ব্যর্থক শব্দের প্রয়োগ গল্পকে করেছে রসাত্মক। এহেন কবিগুরুর জীবনে প্রেমের বন্যা আসা, তাকে চোখে, চেখে দেখা, অন্তরের প্রেম অন্তরে গোপন করা, তার লাল টুকটুকে প্যাঁচালো গোলগাল গড়ন অর্থাৎ রূপবতীর রূপে মুগ্ধ

হওয়া এবং রসবতীর যৌবনের রসে মজে যাওয়া আবার তার বিচ্ছেদ লেখকের দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষার প্রয়োগে হাসি-কান্না, প্রেম বিরহ প্রতিটি ভাবের রঙ মিলেমিশে জীবনকে করেছে বৈচিত্র্যময়। অবশেষে প্রেমিকার আসল রহস্য উন্মোচনে গল্পটি হয়েছে এক অসাধারণ রোম্যান্টিক নির্ভেজাল রসিকতায় পূর্ণ।

সপ্তম অবতারে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর মিলিত সুরের গল্প "সুর কার"। লেখকের দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষা ভীষণ রসাত্মক। গল্পের চরিত্রের নামকরণ সুন্দর ও হাস্যরসাত্মক। গল্পকারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাংলা শব্দের সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োগ, বাঙ্গালি রান্নার প্রশংসা, বিখ্যাত সুরকারদের উপমার মাধ্যমে বন্ধুবর বলহরিকে হরিবোলের কবল থেকে বেকসুর খালাস করার কৌশল এক অনন্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পড়তে পড়তে কখনও হেসেছি, কখনও লেখকের শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছি, কখনও সাসপেন্সে থেকেছি।

অষ্টম অবতারে "অষ্টরম্ভার আত্মহত্যা"। শুরুতে আমার প্রিয় রম্ভার আত্মার শান্তি কামনা করি। পড়তে আরম্ভ করে ভাবছি এই রম্ভার প্রেতাত্মা যদি আমার ঘাড় মটকায়। শ্রীগুরুদেবের উপর ভরসা করে শুরু হল এগিয়ে যাওয়া। প্রথম দুই লাইনের মধ্যে নিজের নাম পেয়ে ভয় কর্পূরের মতো উবে গেল, বেড়ে গেল উৎসাহ, গিলে ফেললাম গোগ্রাসে। গল্পের চরিত্রের নামকরণ অসম্ভব সুন্দর। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৈহিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নাম নির্বাচন লেখকের বাংলা ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ, দক্ষতা এবং রসবোধের প্রকাশ। ভীষণ মজাদার গল্প। প্রত্যেক শব্দের দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষার প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে বিরল। পড়তে পড়তে মুচকি মুচকি হাসি সারাদিনের কর্ম ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল।

পড়া শেষ হল নবম অবতারে "সে এসেছিল নিভৃতে"। পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক, নিশ্চুপ, চলচ্ছশক্তিহীন হয়ে যাই। কোন ছোট গল্প এর আগে আমার মনে এরূপ প্রভাব ফেলেনি। এর জন্য লেখককে জানাই আমার শ্রদ্ধা, ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। লেখকের বয়স তখন মাত্র উনিশ বছর। তাঁর এক জন্মদিনে যে সময় কিনা সাধারণ কিশোর কিশোরী অন্যদের থেকে উপহার নেওয়ার

জন্য ব্যাকুল সেই সময় তিনি সমাজকে উপহারস্বরূপ দিলেন তাঁর অনন্য অমূল্য সৃষ্টি যা আসে নিভৃতে এবং অন্তরে বইতে থাকে অশ্রুধারা রূপে। আমার গুরুদেব বলেন দেওয়াতে আনন্দ। তাই আমার স্থির বিশ্বাস গল্পকার অন্তরে অনুভব করলেন অনন্ত আনন্দ।

দশম অবতারে লেখক এক মুসাফিরের মাধ্যমে সত্যিকারের প্রেম কি জিনিস তা পরিবেশন করেছেন। পাহাড়ী রাস্তার বুক চিরে নদীর চলার ছন্দের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য গল্পকারের ভাষায় হয়েছে অপরূপ রূপাতীত। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নায়িকার নাম চয়ন গল্পের মাধুরীকে করেছে মধুময়। প্রেমিকার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা কলমের ছোঁয়ায় হয়েছে স্বর্গের অপ্সরা। এহেন অপ্সরার অন্তরঙ্গের যন্ত্রণার ফল্গুধারা বোঝার হৃদয়ের বড় অভাব। মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় তার ঈর্ষা ও অহমিকায়। এই গল্পে লেখক "বিয়ে নামক বস্তুটি প্রকৃত পক্ষে কি?" খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। আত্মিক প্রেম দিবসে প্রেমের অর্ঘ্য প্রেয়সীর হৃদয়ে তুলে ধরার অনন্য, রোমাঞ্চকর, করুণ কাহিনীর বর্ণনা, পাষাণ হৃদয়কেও করবে দ্রবীভূত। পড়তে পড়তে কখন মিশে গেছি গল্পের সঙ্গে জানি না, হারিয়ে গিয়েছি পাহাড়ের কোলে, ঘুরেছি চিরন্তনের আপন ঘরে। যখন হুঁশ এল দেখি দুচোখ দিয়ে বইছে অশ্রুধারা।

তুমি দিয়েছ আমারে শুধু প্রেমের অশ্রুধারা। তোমারই শ্রীচরণকমলে পূজার অর্ঘ্য হয়ে চিরন্তন হয়ে থাকুক আমার এই প্রেমাশ্রুধারা।

৭৭। সুতপা দেবের গ্রন্থ সমালোচনা : "ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন (৩টি পর্ব)" (২৩শে ডিসেম্বর, ২০১৭)

"পথের শেষে এসে দেখি অনেক হিসেব বাকি, সারা জীবন যা করেছি তার পুরোটাই ফাঁকি।" গুটি গুটি চলার পথে আমরা সবাই এগিয়ে যাই। এই এগিয়ে যাবার পথে কত না নুড়ি, পাথর পেরিয়ে একটা স্থায়ী জীবনের লক্ষ্যে পা দেবার জন্য অগ্রসর হই। কিন্তু আমরা ভুল করে বারবার পিছিয়ে পড়ি। ভুলে যাই তার স্থায়ীত্বের মাপকাঠি। ভুলে যাই স্থায়ী জীবনের সংজ্ঞা। হায় রে

জীবন! আসলে আমরা ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই সাঁতরাতে থাকি। তবে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই যে চিরন্তনের সুখ লুকিয়ে আছে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আছে মায়া-মোহ-কামনা- বাসনা। এগুলি কাটিয়ে যেতে পারলেই আসে জীবনকে জানার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা থেকেই জন্ম হয় জীবন থেকে মহাজীবনের পথে পাড়ি দেবার দিশা। তবে এই দিশা দেখানোর জন্য প্রয়োজন দিশারীর অর্থাৎ গুরুর আবির্ভাব। গুরুই সেই জীবনের পথপ্রদর্শক। আমাদের ভারতবর্ষের সাধনজগতে কত সাধক, মহাত্মাদের আবির্ভাব হয়েছে। এর মধ্যে রুদ্রানন্দজী ১২০ বছর দেহে থেকে, সমাধি যোগে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কন্যাকুমারীতে ১৫ই ডিসেম্বর দেহত্যাগ করবেন। তাঁরই কাহিনী আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন' বইখানিতে এক অপূর্ব বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। অসাধারণ বর্ণনায় সেই মহাত্মার সাথে লেখকের বিভিন্ন জায়গার ভ্রমণের মাধ্যমে সেখানকার মাহাত্ম্য, তীর্থদর্শন ফুটে উঠেছে। আমার মত ক্ষুদ্র পাঠক লেখকের সাথে মানস ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল। এই মানস ভ্রমণে আমি ঘরে বসে পেয়েছি অনন্তের স্বাদ, পেয়েছি বিভিন্ন দেব-দেবীর বর্ণনা। ঘুরেছি মধ্যপ্রদেশ থেকে দক্ষিণ ভারত অবধি। তার মধ্যে ওঁকারেশ্বর, উজ্জয়িনী, অমরকন্টক, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর, শিরডি, শনি শিঙ্গনাপুর, দ্বারকা, সোমনাথ, তিরুপতি, গুরুবায়ুয়াপ্পা মন কেড়ে নিয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য আমি নিজে কয়েকটি জায়গায় তীর্থ করেছি কিন্তু অনেক তথ্য অজানাই রয়ে গেছিল। ফলে লেখকের সাথে মানসভ্রমণে পেয়েছি পুরো তীর্থের আশীর্বাদ। স্থূল দেহকে ঘরে রেখে মনকে নিয়ে গেছি ওইসব জায়গায়। পেয়েছি তৃপ্তি, চোখের জলে পুজোও দিয়েছি। বইয়ের সবগুলি চরিত্রই মনে হয়েছিল এক একটা ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব। পড়তে পড়তে স্বর্ণালীর প্রেমের মনটা আকর্ষণ করেছিল। মনে হয়েছিল কত প্রেমই বোধহয় এরকম নাম পায় না। তবে এই মিষ্টি মধুর প্রেমের ছোঁয়াও বইটিকে খুব আকর্ষিত করেছে। প্রেমের পরশ পেতে না পেতেই একসময়ে এসেছে অন্তরের বুক ফাটানো আর্তনাদ। একদিকে ১৫ই ডিসেম্বর আর আরেকদিকে সন্ন্যাস। মনটিকে গুটিয়ে নিয়ে ডুব দিলাম লেখকের স্বর্গতুল্য

প্রেমের কাহিনীতে। যে প্রেম লেখককে একাকী করে দিয়েছিল, ছিনিয়ে নিয়ে গেছিল যৌবন, বুকের হৃদস্পন্দন। কত না বছর পর দেখা হল দেবীতুল্য মৈত্রেয়ীর সাথে। হঠাৎই বজ্রপাত হল মনে। মৈত্রেয়ী সন্ন্যাস নেবে? তবে কি হবে ওই দুই মনের? যাকে খুঁজতে খুঁজতে লেখকের অনেক দিন চলে গেছে। নয়নভরা অশ্রু, ব্যথিত মন নিয়ে পড়তে পড়তে একসময়ে আমিও থমকে গেছি, বধির হয়ে উঠেছে মন। তবে কি শেষ রক্ষা হবে না দুই মনের? আর ঘর বাঁধা? নিজেকে সামলে নিয়ে শুধুই বলব — এতদিন যাকে ঘিরে, যার প্রেম নিয়ে আবর্তিত হয়েছে লেখকের দিনগুলি, তার কি হল? সময়ের জলধারা বয়ে চলে যায়, স্মৃতির পলি জমে থেকে যায়। জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে নীরব হয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় সে, যে নিজের রাগ অভিমান কষ্ট কারোকে দেখাতে পারে না। একটু চিৎকার করে কাঁদতে পারে না। শুধু মৃদু হাসির আড়ালে চোখের জল লুকিয়ে রাখে। আসলে 'কিছু কষ্ট এত বিশাল যা সহ্য করা যায় না, কিছু ব্যাথা এত অসীম যা বুকে রাখা যায় না, কিছু মানুষ এত আপন যে হারিয়ে গেলে তাকে কখনও ভোলা যায় না।'

৭৮। সহেলী শেঠের গ্রন্থ সমালোচনা : "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" (৬ই জানুয়ারী, ২০১৮)

গতকাল আরো একবার "বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন" বইটা পড়া শেষ হল। জানি না এটা নিয়ে কততম বার পড়লাম। প্রতিবার পাই এক পরম পাওয়ার অনুভূতি। এই অনুভূতিটা বন্ধুদের কাছে বললে বলবে, যত বাজে কথা। তাই সব চাওয়া পাওয়া নিজের মধ্যেই নিহিত। সত্যিই, সেটা তারা বুঝবে না। বৃন্দাবন যেন চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেই পরিভ্রমণ করি। অশেষ ধন্যবাদ দাদা তোমার লেখনী আর গোপালসোনার স্নেহমাখা দুষ্টুমিগুলোকে। আজও সে নিত্য বিরাজমান। আশীর্বাদ দিও দাদা।

স্নেহের বোন সহেলী।

৭৯। নবারুণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা : "অনন্তের জিজ্ঞাসা (দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব পর্ব)" (২২শে জানুয়ারী, ২০১৮)

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর
গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

আমার তো ধারণার বাইরে ছিল যে, কি পেতে চলেছি এই বই থেকে। একটা লম্বা gap-এর পরে আত্মস্থ করলাম শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বের লাইব্রেরী--- "অনন্তের জিজ্ঞাসা(দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-শিবতত্ত্ব-ব্রহ্মতত্ত্ব-গুরুতত্ত্ব পর্ব)"। জীবনে ঠিকভাবে চলার পথে ঈশ্বরকে নিয়ে কত প্রশ্ন জাগে মনে, কখনও logical, কখনও illogical। কারণ সত্য জানি না। তাই মনে হয় illogical। আর এই বইরূপে Question and Answer session তো কোনো গল্পের বই না যে গল্পের রস ধরে রাখবে পাঠককে শেষ পর্যন্ত, এ যে ঈশ্বরকে চেনার perfect pointers।

দাদার লেখা নিয়ে কিন্তু লেখার ক্ষমতা আমার নেই। এটা universal truth। কিন্তু কি পেলাম, সেটাই লেখার চেষ্টা করছি। ওঁনার লেখা প্রতিটি বই এক একটা মাইলস্টোন। যখন যেটা পড়ি, মনে হয় এর থেকে আর ভালো বই কি হবে? পরেরটা পড়ে আরো ধাক্কা খাই, যে এটা নয় এইটা আরো ভালো। এই করে করে সব বই পড়ে দেখলাম যে না, আমার সেই ক্ষমতাই নেই যে কোনটা ভালো তা বিচার করার। All the books provide equal amount of enlightenment from different angles, and once you complete reading all the "droplets of enlightenment", you actually have all the spiritual ingredients to start elevating yourself. All of us are eligible for these divine droplets.

A lot of million dollar questions are answered

in this book.

যাইহোক, আমার বাংলা পড়তে শেখা সার্থক। না হলে এই জ্ঞানরূপী অমৃতের স্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত থাকতাম। উসকি ঘর মে দের হ্যায় পর অন্ধের নেহী। ঠিক সময়মত আমাকে এই জ্ঞান দান দিলেন।

আমি জানতাম যে শিষ্য বা ভক্ত হলে বহিরঙ্গে তার কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে না, কারণ তার সব জিজ্ঞাসার নিদান হয় গুরু শরণে। কিন্তু তাতে তো জগৎ কল্যাণ হয় না। তাই সব শিষ্য আর ভক্তদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ যে তাদের এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে, ঈশ্বরের প্রতিনিধির শ্রীমুখ দিয়ে সব উত্তর কত দারুণভাবে জগৎকল্যাণের কর্ম করেছে। সেই সব শিষ্য ভক্তদের আমার অন্তরের প্রণাম।

এবার আমি কি জানলাম বলি তা নিয়ে। পুরোটা লিখতে গেলে অনেক বড়ো হবে। কতকিছুই ভেবেছি যে এটা লিখব ওটা লিখব, কিন্তু কোনটা লিখব সেটা বুঝে উঠতে সময় লাগছে। যাইহোক ঈশ্বরকে স্মরণ করে লিখি কি জানলাম। জানলাম A to Z. ঈশ্বর সে ঈশ্বর তক, তত্ত্ব সে তত্ত্ব তক।

সত্যি কত অজানা প্রশ্নের উত্তর, কত নতুন facts, কত ভুল ধারণা ভাঙলো, আর কত কিছু যে জানলাম যেটা হয়তো আমার মনে প্রশ্নের রূপই নেয়নি।

দাদা, তোমাকে প্রণাম জানিয়ে লিখছি যে এত details-এ দশমহাবিদ্যার বর্ণনা আগে আমি কোথাও পাইনি। Confusion ছিল দশমহাবিদ্যা আর নবদুর্গা নিয়ে। পরিষ্কার হয়ে গেল। এক এক মহাবিদ্যার in depth physical details, তাঁদের আবির্ভাবের কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে কার কার উপাসনা। কত important উত্তর জানলাম যেমন মা কালী আর মা তারা কেন মহাবিদ্যা, কেন সব মহাবিদ্যার পুজো গৃহস্থদের করার বিধান নেই।

Daily যে আমি শ্রীকৃষ্ণের নাম নিই, তার নামের সঠিক মানেই তো জানতাম না। যাক এতদিন না বুঝে ডাকতাম, এখন থেকে বুঝে ডাকব। কৃষ্ণতত্ত্ব

খুব সুন্দর করে details এ বুঝলাম। মনের ভেতরে আঁকা হল crystal clear diagram কিভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। জানলাম আর বুঝলাম যে কেন শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলা হয় না। ময়ূরপালক আর বাঁশীর মানেও বুঝলাম। কত 'কেন'-র উত্তর পেলাম। যেমন কেন ওঁনার দেহের রঙ নীল, কেন অর্জুনই ওঁনার সবথেকে প্রিয়, কেন মহাভারতের যুদ্ধ হল, কেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে হলে আগে শ্রীরাধারাণীর কৃপা প্রয়োজন, কেন শ্রীরাধা দেবী লক্ষ্মীর অবতার না, শ্রীরাধা কে, রাসলীলা কি, কেন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করার পর আর ফিরে আসেননি, and the list goes on and on। অপূর্ব অষ্টসখীর বর্ণনা, কলিযুগে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনের কি মাহাত্ম্য।

তারপর জানলাম শিবতত্ত্ব কি, শিব মানে কি, কত প্রকারের শিবলিঙ্গ ও তাদের কি মানে, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের স্বরূপ। হরিহরকে নিয়ে আমার অনেক doubt বা প্রশ্ন ছিল। তার উত্তর পেলাম। অর্ধনারীশ্বরের ব্যাখ্যা পেলাম, জানলাম কৈলাসের তাৎপর্য, জানলাম মহাদেবের অবতারের নাম, শিবরাত্রির কারণ। details-এ জানলাম অমরনাথের বিষয়ে। জানলাম পুজোর সময় আরতির মানে। জানলাম মহাদেব কে।

তারপর জানলাম ব্রহ্মতত্ত্ব, জানলাম বেদান্ত মতে আর বৈষ্ণব মতে শিবের উদ্ভব কার থেকে। ব্রহ্মবিদ্যা কি, বাকব্রহ্ম কি, সৃষ্টির লীলার কি কারণ, কি নির্গুণ আর সগুণ ব্রহ্ম, জানলাম দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ।

অতঃপর জানলাম গুরু কে আর গুরুতত্ত্ব কি, সদগুরু আর বদগুরুর পার্থক্য, গুরু কিভাবে পাওয়া যায় জীবনে, মানব জীবনে গুরুর মাহাত্ম্য কি, জানলাম কেন গুরু শিষ্যই হল soul mate (আত্মার আত্মীয়), গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য কি, জীবনে এগোবার পথে দীক্ষার কি প্রয়োজন ও অবশেষে জানলাম গুরুবন্দনার মানে।

জয় গুরু, জয় মহাদেব, জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় তারা।

৮০। Review from Saswati Dey : "Janmantor" by Sri Tarashis Gangopadhyay on 28th March, 2018.

I think that Ma and Gopalsona realised how exhausted I was struggling with work and the harsh winter in the UK. So, as usual they have arranged a trip for me to sunny Morocco for a week through my son, out of the blue! So, as usual, I took a book, written by Tarashis Bhai, this time it is 'Janmantor', in my handbag. I have reading this slowly through my travels and experienced a very rich and rewarding journey. I read a few pages at a time, reading some bits repeatedly, to understand the real meaning which Tarashis Bhai is trying to convey to us. It's so deep that after a while, I feel exhausted and sometimes I even fall asleep. As I have been reading this book for the past few days, I have experienced something which I cannot really say to everyone. I will write to Tarashis Bhai separately about this. Although there is something I can tell you. Many years ago, when I went to Wales for a holiday, as soon as I got out of the car, I felt that I was there before and the place seemed very familiar. By reading this book, I now understand why I felt like that. Do you know that

there is a similarity between Wales and Indian accent? So, perhaps I was in Wales in one of my previous lives. And now I am living in the UK again in this life! I hope to share my experience with you all after I finish reading this absolutely amazing book.

So, I am back from Morocco now. Lately, I have not been able to read much due to work pressure, etc. So, when I was going to Morocco, I took the book, Janmantor, written by Tarashis Bhai, with me. I always take a book of Tarashis Bhai whenever I go on any journey anyway and take the opportunity to read his books during my journey. When I got on the plane, I started reading the book, Janmantor. Then in the week, I read a few pages every day. And guess what, I finished reading the book when my plane was just landing at my UK airport. It seemed that someone set aside this time and arranged for me to read this book just within this pre-determined time. Just like all the other books written by Tarashis Bhai, this book has also brought out some hidden gems which were buried deeply in my sub-conscious mind. While reading this book, an image has appeared before me which is very dear to my heart and has brought a lot of peace and happiness to me. This is very personal to me and

I cannot talk about this to you all. Also, the book has made me understand the meaning and the significance of the experiences I have had in my life so far and also the things I am experiencing at present. As a result, I am much calmer now. This has also made my belief stronger in the Almighty God and convinced me more to follow the path of sharanagoti without any doubt whatsoever.

Joy Ma, Joy Gopalsona.

৮১। শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সমালোচনা 'জন্মান্তর'—রাখী মুখার্জী, ৬ই এপ্রিল, ২০১৮ :

শ্রীগুরুর শ্রীচরণে প্রণাম এবং দাদার শ্রীচরণকমলে প্রণাম জানিয়ে মনের অনুভূতিটুকু ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা রাখছি।

গত পরশু রাতে পড়তে শুরু করি দাদার লেখা 'জন্মান্তর'। আজ এই মাত্র তা শেষ হল। হরিদ্বারে বসে ব্রহ্মচারীজী তাঁর বিগত সপ্তজন্মের বিভিন্ন কর্ম এবং তার ফলাফল যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে পাঠের শুরু থেকে শেষ অবধি ব্রহ্মচাবীজীর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন জন্মের মানসভ্রমণ করে এলাম। সেখানে দেখতে পেলাম তিনি শুরুতে গুরুর বাক্য অমান্য করে প্রারব্ধের যে সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এবং সেই সামান্য দেখতে লাগা ঘটনাই পরবর্তী সমস্ত জন্মে তাঁকে কতখানি অসামান্য প্রারব্ধের মুখে ঠেলে এইভাবেই পুনর্জন্মের চক্রে ফেলেছে। আরও উপলব্ধি হল যে অজ্ঞানের মায়ায় আমরা হাসি-কান্নার দোলায় দুলি বলে বুঝে উঠতে পারি না যাই আসছে তা শুধুমাত্র পুর্বজন্মের প্রারব্ধের বশেই, আর কেমন যেন আমরা ভেসে যাই। ভুলে থাকি নিজের সত্ত্বাকে,

ভুলে থাকি নিজের ইষ্টকে যিনি সদাসর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন আমাদের আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই প্রতিটি জন্ম কতখানি মূল্যবান তা এই গ্রন্থপাঠ ছাড়া কি উপলব্ধি হত? প্রত্যেকদিন আমরা পৃথিবীতে যাদের সঙ্গে কথা বলি, থাকি, চলাফেরা করি, একসঙ্গে বসে খাই, রাগ-অভিমান দেখাই, বিভিন্ন সম্পর্কের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ি তা আসে পূর্বজন্মের কর্ম এবং বাকি থেকে যাওয়া ঋণশোধের জন্যই। এই ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এই জন্ম-জন্মান্তরের খেলায় আমরা খেলতে থাকি। এই গ্রন্থ পাঠের শেষে এই অনুভূতিও হল যে না জানি অজান্তেও আমরা এমন কর্ম করেও থাকি যা আবার পুনর্জন্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সামান্য সাধারণ মানুষ তো প্রথম থেকেই নিষ্কাম কর্ম করার সক্ষমতা নিয়ে আসে না। মায়া তাকে সব ভুলিয়ে রাখে। আর ভুলে থাকার ভুলেই ভুলভুলাইয়ার মত আমরা জীবরা ঘুরতে থাকি। আমরা সাধারণ মানুষেরা প্রতিটি কর্ম করতে গিয়েই তার ফলের কামনায় ডুব দিই। ফলে কর্মফলের প্রারব্ধ তো অচিরেই চলে আসেই। নির্লিপ্ত জীবনযাপন তথা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত থেকে জীবনের প্রতিটি কাজ নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য রূপে করার পথনির্দেশ পেলাম এই গ্রন্থপাঠের শেষে। সদাসর্বদা গুরুবাক্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে নাম-জপ করলেই আসবে সেই চিরকাঙ্ক্ষিত দিন, আর শেষ হবে প্রতীক্ষার পালা। কাজেই কারোর প্রতি বিরক্তি বা আসক্তি কোনোটিই না রেখে সেই চরম লক্ষ্যের দিকে চলার পথে শরণাগত হয়ে গুরু প্রদত্ত নাম যেন চলতে থাকে, এই প্রার্থনা করি।

জয় গুরু।

৮২। দেবাশীষ চৌধুরীর গ্রন্থ সমালোচনা : "শ্যামের মোহন বাঁশী" (৬ই এপ্রিল, ২০১৮)

তারাশিস ভাইয়ের লেখা 'শ্যামের মোহন বাঁশী' আমরা প্রথম পড়া বই। এই বই পড়ে আমি এতই আপ্লুত হই যে ভাইয়ের লেখা সব বই সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করি। তাই আজ এই বইয়ের অনুভূতি ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি। প্রথমেই জানলাম মহাবতার বাবাজী মহারাজের নবকলেবর হৈড়াখান বাবার মন্দিরের কথা। লেখক বলেছেন গোপালকে পাওয়ার উপায় শুধু নিঃস্বার্থ ভালবাসা। পথ যে সবাইকে দেখান গোপাল। যে দেখতে চায় সেই পায়, যে চায় না সে পায় না। নচিকেতা মহারাজের পরিচয়ও সামনে এল গোপাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শরণাগতির মাধ্যমে ভক্তের বোঝা যে ভগবান বহন করেন তাও জানলাম শিখবন্ধু সিধু ভাইয়ের ভয়ঙ্কর দিনে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সেই ভয়ঙ্কর বিপদের রক্ষাকর্তা গোপালের ফটো আজো নিত্য পূজিত হয় সিধুভাইয়ের বাড়িতে। ঈশ্বরের লীলাতে হারিয়ে যাওয়া তারামা-বামদেবের ফটোবিশিষ্ট লকেট ফিরে পাওয়া, অসুস্থ দিদিমার অশক্ত শরীরে শক্তি ও উদ্যমের সাথে কুম্ভস্নান করা, সাগরমেলায় হারিয়ে যাওয়া তারাশিসভাইকে পথের নিশানা দিয়ে ফিরিয়ে আনা, বারুইপুরের ভদ্রমহিলার হাতে নাড়ু পাঠানো ও ভক্তের সারথী রূপে গোপালানন্দ ব্রহ্মচারীকে উদ্ধার মনে আনে অসীম বিশ্বাস।

মানুষ অভিযোগ করে ঈশ্বরের প্রতি জীবনযন্ত্রণার দুর্ভোগের। আসলে যে তিনি দুঃখ দেন মিথ্যে মায়ার জাল থেকে মুক্ত করবার জন্য ও জীবনের প্রারব্ধ কাটিয়ে আরো আপন করে তাঁর কাছে নিতে। গোপালের অপূর্ব লীলার স্বাদ পাই ভাইয়ের কলেজে ইংরেজী অনার্সের ভর্ত্তির প্রক্রিয়াতে ও প্রথম প্রকাশিত বই "মহাসিন্ধুর ওপর থেকে" প্রকাশনের মাধ্যমে, যা এনে দেয় লেখক হিসাবে তারাশিস ভাইকে যশ আর সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা। তাই আজ কত দেশী বিদেশী ভক্ত ও পাঠক পাঠিকারা পেয়েছেন ঈশ্বরের পথে চলার শক্তি ও উৎসাহ লেখকের পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। চারধাম যাত্রা পথে গোপালের

জিলিপি খাওয়ার লীলা আনে ভক্তের মনে বিশ্বাস ও প্রশান্তি। ভালবাসাতে কি না হয় তারও নিদর্শন পেলাম নেপালে ছোট বাবুর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে গোপালের কৃপাতে রাতারাতি টাইফয়েডের মত রোগও ভাল হওয়া। মন আনন্দে ভরে গেল তারাশিস ভাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা শুনে। খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ক্রিয়াযোগের অনুভূতি ও উত্তরণ। ক্রিয়াযোগের সাধনপথে চলার এ এক অপার্থিব প্রাপ্তি। নতুন সাধককে দেয় ক্রিয়া পথে অগ্রগতির এক সঠিক নিশানা। এইভাবে সহজ করে বর্ণনা আগে কখনো পড়িনি আর জানতামও না। জানলাম জাগতিক বিপদ ও যন্ত্রণা ঈশ্বরকে কাছে পাওয়ার মুখ্য উপায়। তাই এই বিপদ বা যন্ত্রণা এড়ানোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করতে নেই কারণ প্রারব্ধ ভোগ না হলে যে জীবের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কি সুন্দর ব্যাখ্যা। মনে আনে বিপদ ও হতাশা থেকে মুক্তি এবং ঈশ্বরের পথে চলার শক্তি শরণাগতির পথ ধরে। আমার মনের উপলব্ধি লিখতে আবেগে চোখে জল ভরে এল।

জয় গুরুদেব, জয় গোপাল।

৮৩। শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (মথুরা, রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, গোবর্ধন, কাম্যবন পর্ব) গ্রন্থের প্রকাশের ছয়দিন আগে থেকে বইটির সম্বন্ধে অমিত ভট্টাচার্য্যের countdown।

ষষ্ঠ দিন : (১৫ই এপ্রিল, ২০১৮)

ব্রজধাম। আচ্ছা একটা খুব মামুলি প্রশ্ন করা যাক সকলকে। ব্রজধাম ঠিক কি? কতটা বিস্তৃত? কোন কোন স্থান নিয়ে গড়ে উঠেছে? এর মাহাত্ম্য কি?— আপনারা এইসব প্রশ্নের উত্তর আগে তেমন ভাবে জানতেন?

আমি তো খুব স্পষ্ট করেই বলছি, আমি ব্রজধাম বলতে মথুরা-বৃন্দাবনটাই জানতাম। আর ৮৪ ক্রোশ পরিধি। ব্যাস। আমার কাছে ব্রজধাম আর বৃন্দাবনের মধ্যে বিশেষ তফাৎ ছিল না।

কিন্তু গুরুদেব শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'ব্রজধামে আজো

ঘটে অলৌকিক' সিরিজ আমার এই ধারণাকে সমূলে উৎপাটন করেছে। শুধু আমারই নয়, আমার ধারণা দাদার ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর একটি বড় অংশেরও একই অভিজ্ঞতা।

পাঠকেরা 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' পড়েই আশা করি বুঝে গেছিলেন কি হতে চলেছে এই সিরিজ। সুতপা ঘোষালের সুতপা দেবী হয়ে ওঠার পিছনে যে জীবন আলেখ্য শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় তুলে ধরেছিলেন 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' এর মাধ্যমে, তখন কেই-বা আন্দাজ করতে পেরেছিল যে সেই একই ছায়াপথে হেঁটে বিশ্বনাথবাবুও পৌঁছে যাবেন হৃদি বৃন্দাবনে — মর্ত্ত্যলোকের গোলোকধাম তথা রাধারানীর আপনার রাজ্যে।

সুতপা দেবীর সঙ্গে বিশ্বনাথবাবুর কোন তুলনাই চলে না বা সেটা করা উচিতও নয়। গুরুদেব নিজেই বলেছেন সুতপা দেবী বর্তমানে সাধনার কোন স্তরে পৌঁছে গেছেন।

সুতপা দেবীর সৌজন্যে আমরা ব্রজধাম নামক বাগানের সেরা ফুলের ঠিকানা সেই বৃন্দাবন ধামের সৌরভ আঘ্রাণ করেছি। আর বিশ্বনাথবাবু আমাদের আস্তে আস্তে পুরো বাগানটাই ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। সমস্ত ফুলেরই স্পর্শ পাচ্ছি আমরা।

ব্রজধাব-১-এ আমরা আবার সেই বৃন্দাবন ধামকে মনপ্রাণ দিয়ে আত্মসাৎ করেছি। আর ব্রজধাম-২ আমাদের নিয়ে যাবে সেই মথুরাপুরীতে। সঙ্গে মধুবন, তালবন, কুমুদবন,শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন। তারপর রাধাকুণ্ড এবং সমগ্র গোবর্দ্ধন। সেখান থেকে ডিগ হয়ে কাম্যবনের পথে। আহাঃ অপূর্ব সেই ভ্রমণ, দর্শন, শ্রবণ, মনন, পঠন, স্মরণ ও কীর্ত্তন।

এই মহামহাগ্রন্থ সম্পর্কে পাঠকদের কাছে আলোচনা স্বরূপ এই countdown উপস্থাপন করতে পেরে আমি ধন্য। জানি না আদৌ আমি এর যোগ্য কি না।

আসুন সকলে মিলে প্রতীক্ষার প্রহরকে আরো মধুর করে তুলি।

জয় শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চম দিন : (১৬ই এপ্রিল, ২০১৮)

"ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১" মনে পড়ছে? কিভাবে যেন একটা ঘোরের মধ্যে শেষ হয়েছিল না? যেন শেষ হয়েও হইল না শেষ! সেই রাতের অপার্থিব অভিজ্ঞতার পর নতুন সকাল, নতুন সূর্যোদয়। রমতা যোগীর নতুন পথ চলা। ঠিক এখান থেকেই শুরু 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২' এর।

গ্রন্থের নামকরণ থেকেই এটা স্পষ্ট যে এবারের পর্বে মথুরা-রাধাকুণ্ড-গোবর্দ্ধন-কাম্যবন রয়েছে আসন্ন যাত্রাপথে।

মথুরানগরী। শ্রীভগবানের রাজধানী। তাঁর অনন্ত লীলার সাক্ষী এই নগরী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে পূর্ণতর রূপে বিরাজ করছেন। চৌষট্টিকলা, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান তো সদা সর্বদাই পূর্ণ। তিনি কখনোই অপূর্ণ হতে পারেন না। স্থানভেদে তাঁর প্রকাশের মাত্রা ভিন্নরূপ। যেমন শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি পূর্ণতম রূপে প্রকাশিত, মথুরা নগরীতে তিনি পূর্ণতর রূপে প্রকাশিত এবং মোক্ষপুরী দ্বারকাতে তিনি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। লক্ষ্যনীয়, তাঁর প্রকাশ কখনোই অপূর্ণ নয় কিন্তু।

কারাগৃহে জন্ম, মায়া বিস্তার, গোকুল গমন ধনুর্যজ্ঞ, কুব্জা উদ্ধার, কুবলয় রজক চানুর মুষ্টিক কংস হংস ডিম্বক উদ্ধার, জরাসন্ধ-কালযবনের আক্রমণ প্রতিরোধ, উপনয়ন তথা গুরুগৃহে গমন—অনন্ত লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলার সাক্ষী এই নগরী। আর তার আনাচে-কানাচে ঘুরতে ঘুরতে গোঁসাইজী, ললিতাজী ও বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে আমরাও অনায়াসে পৌঁছে যাই সেই দ্বাপরের সময়কালে, শ্রীমদ্ভাগবতমের পাতায় পাতায়। শ্রীভগবানের কতশত অপ্রাকৃত লীলাস্থলী দর্শন ও সেখানকার স্থানমাহাত্ম্য এবং সাধকদের সাধনকথা জানতে পেরে নিজেদের সমৃদ্ধ করি। গুরুদেব শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে সমস্ত তথ্য তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মার আত্মীয় পাঠকদের জন্য। এই গ্রন্থে আপনারা মথুরা নগরীর এমন কিছু প্রাচীন তীর্থের কথা জানতে পারবেন যা আজকের জাঁকজমকপূর্ণ পৃথিবীতে প্রায় বিস্মৃতির পথে যেতে বসেছে। অথচ এই সকল স্থানের মাহাত্ম্য বা সেখানকার সাধকদের সাধনার অনুরণন অপরিসীম। আমি নিশ্চিত, প্রতিটি ভক্ত সেই

মথুরা নগরীতে সেই মথুরানগরপতির চরণরেণু, সেই ব্রজরজঃ মাথায় তুলে নিতে পারবেন প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকেই। সেইসঙ্গে গোঁসাইজীর সৎসঙ্গ তো আছেই। জানা যাবে কত সাধকের কত নিগূঢ় সাধনকথা যা আপামর ভক্ত পাঠকের মানসপটে চিরসমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে অশ্রুসিক্ত স্মৃতিকণায়।

আস্তে আস্তে বিশ্বনাথবাবুর পরিক্রমাও এগোতে থাকে। সেই সাথে এগিয়ে চলে পাঠকের মানসযাত্রাও। ক্রমে আমরা প্রবেশ করব দ্বাদশ বনগুলির অন্যতম বনরাজিতে। নগর ছেড়ে প্রকৃতিতে। নাহঃ, countdown-এ আজ এ পর্যন্তই। প্রতীক্ষার প্রহরে আরো একটি মধুর দিবস অতিবাহিত হল।

"জয় রাধামাধব, কুঞ্জবিহারী
জয় গোপীজনবল্লভ, গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন ব্রজজনরঞ্জন
যমুনাতীর বনচারী।।"
জয় শ্রীকৃষ্ণ।

চতুর্থ দিন : (১৭ই এপ্রিল, ২০১৮)

এই রোজকার ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এক ঝলক শীতল বাতাসের ঝাপটা যেমন আমাদের মন প্রাণ আত্মাকে সতেজ সজীব করে তোলে, তেমনই রোজ পরশ্রীকাতরতায় নিপীড়িত, পরনিন্দায় নিমজ্জিত, কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছিত, প্রিয়জনের কাছে অবহেলিত এবং বিশ্বাসীর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা প্রাপ্ত হতে হতে আমরা যখন জীবনের সারসত্যটা হাড়-কঙ্কালসার রূপে দেখতে পাই, ঠিক সেই সময়ে ওই শীতলতার স্পর্শ প্রদান করে সদগুরুর বাণী, সৎপ্রসঙ্গ তথা সদগ্রন্থ পাঠ। আর 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২' অনুরূপ একটি গ্রন্থ। শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলীতে ব্রজধামকে আমাদের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছেন। বিশ্বনাথবাবুর সফরসঙ্গী হয়ে আমরাও চলেছি ব্রজ পরিক্রমায়।

মথুরানগরীর আভিজাত্য থেকে বেরিয়ে এসে আমরা উপনীত হয়েছি প্রকৃতির দ্বারপ্রান্তে। মধুবন, তালবন, কুমুদবন হয়ে বহুলাবনে। এইসকল স্থানে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং বলভদ্রের লীলাস্থলীতে পৌঁছে জানতে পেরেছি সেখানকার লীলাকথা সেই দ্বাপরের সময়কালে। সঙ্গে অসংখ্য সাধকের সারা জীবনব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যার অধ্যবসায়ের পাঠ এবং তার ফলস্বরূপ বিহারীজী আর শ্রীমতীজীর কৃপাবর্ষণ। আহাঃ বড় মনকাড়া সেই বর্ণনা। গুরুদেব যখন সেই লীলাস্থলী বা লীলাকথার বর্ণনা করেন হৃদয়ে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়, চারিপাশ চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ প্রতিভাত হয় এবং নয়নদ্বয় মুক্তোসম অশ্রুকণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা শুধুই আমার নয়, হলফ করে বলতে পারি, শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিটি ভক্ত পাঠকেরই একই মানসিক স্থিতি। ব্রজধাম সিরিজ আক্ষরিক অর্থেই আমাদের প্রত্যেককে সেই ধামের কৃপার বাস্তব অনুভূতি প্রদান করে।

ব্রজধামকে জানতে হলে, চিনতে হলে, আত্মায় আত্মস্থ করতে হলে আমাদের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিতে হবে। বনরাজির শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল শোভা যেন আমাদেরকে সেই চিতচোরের চিত্তের আরও সন্নিকটে পৌঁছে দেয়। যেন হাত বাড়ালেই তাঁকে স্পর্শ করা যায়, নয়ন মেলে তাকালেই তাঁর প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিগোচর হয়।

হাঃ হাঃ, আপনারা হয়ত ভাবছেন কাব্যিক প্রলাপ। কিন্তু একেবারেই তা নয়। এ হল শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের ছন্দময় উপস্থাপনা। যা একমুহূর্তের জন্যও আপনাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে দেবে না। এমনই তাঁর বর্ণনা, তাঁর আকর্ষণী ক্ষমতা, তাঁর সৃষ্টিশীলতা।

সঙ্গে বরাবরের মতো গোঁসাইজী ও ললিতাজীর সান্নিধ্যে বিশ্বনাথবাবুর সৎসঙ্গ। তারই মধ্যে কখনো কখনো প্রিয়া-প্রীতমের-অহৈতুকী কৃপা।

আমার বিশ্বাস 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২' নামক মহাগ্রন্থেরও নিত্য স্মরণ, মনন অনুধ্যান করে সেই বাঁকেবিহারীর শরণ নিতে পারলে তাঁকে নিত্য অনুভব করা অসম্ভব নয়। countdown আজকের মতো শেষ করছি একটি ভজনের কয়েকটি কলি দিয়ে, মধুময় কৃষ্ণময় প্রতীক্ষায়।

"মেরী লাগি শাম সঙ্গ প্রীত ইয়ে দুনিয়া কেয়া জানে
কেয়া জানে কোয়ি কেয়া জানে

মুঝে মিল গয়া মন কা মিত ইয়ে দুনিয়া কেয়া জানে।”
জয় শ্রীকৃষ্ণ।

তৃতীয় দিন : (১৮ই এপ্রিল, ২০১৮)

শান্ত সমীর, ছায়া সুনিবিড় বনরাজি পেরিয়ে এবার আমরা রাধাকুণ্ডের পথে। এতো শুধুই মানসযাত্রা নয়, এ যে গুরু প্রদত্ত শিক্ষণ এবং তার অনুশীলনও। তাই তো বারবার বলি, “ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২” শুধুই একখানি গ্রন্থ নয়। এ হল পথের দিশা এবং সেই পথে চলার নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মাবলী, অনুশাসন এবং সেইসঙ্গে সতর্কবার্তাও। গুরুদেব এই মহান সিরিজের এই পর্বে উল্লেখ করেছেন ‘বলরাম তত্ত্ব’। আমরা তো শিবতত্ত্ব, কালীতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব পেয়ে থাকি সচরাচর। কিন্তু বলদেব তত্ত্ব কি? সাধনায় তার গুরুত্বই বা কি? ধৈর্য্য ধরুন। সবই জানতে পারবেন। আর সামান্য অপেক্ষা মাত্র।

রাধাকুণ্ড ! যখন প্রথম শুনেছিলাম, ভেবেছিলাম কোন সরোবর হবে, যার পাড়গুলো বেশ বাঁধানো ছিমছাম থাকবে। শুধু আমি নই, অনেকেই আছেন যাঁদের রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড বিষয়ে সম্যক ধারণা নেই। শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আসন্ন প্রকাশিতব্য অমর সৃষ্টি ‘ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক’-এর এই দ্বিতীয় পর্বে সবিশদ তুলে ধরেছেন রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড বর্ণনায় এবং মাহাত্ম্যে।

পৌরাণিক কাহিনী তো যা আছে আছেই। কিন্তু আমরা তো গিয়ে পৌঁছব এই ঘোর কলিযুগে আজকের বাস্তব রাধাকুণ্ডের তীরে। সঙ্গী গোঁসাইজী, ললিতাজী আর বিশ্বনাথবাবু। আমরা রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড বলতে বুঝি দুটো শ্যাওলা সবুজ হয়ে যাওয়া ঈষৎ দূষিত দীঘি। আজকের ইন্টারনেট জমানাও তাই বলে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই ! শ্রীগুরুদেব বলেন রাধাকুণ্ড হল শ্রীমতী রাধারাণীর দ্রবীভূত রূপ। স্বয়ং রাধারানী। আর এই কথা যে কত বড় সত্যি, সেটা জানতে পারবেন বিস্তারে ‘ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২’তে। এই আপাত অপরিচ্ছন্নতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্বর্গীয় সুষমার কথা, তাঁর

কৃপাধারার কথা। কত কত সাধক তাঁদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন এই রাধাকুণ্ডের তীরে। তা কি শুধুই ভ্রান্তি? বৃন্দাবনের ন্যায় রাধাকুণ্ডও যে এক জাগ্রত সত্তা। আজো কত কত অপার্থিব অপ্রাকৃত লীলা ঘটে চলেছে এই কুণ্ড দুটিকে ঘিরে, সে কথা গুরুদেব কৃপা করে না জানালে যে এই কুণ্ড দুটি আমাদের কাছে দুটি সবুজ জলাশয় হয়েই থেকে যেত। রাধাকুণ্ডের তীরে নিত্য ঘটে চলা সেই অলৌকিক লীলা অনুভব করবার জন্য তো আগে যোগ্য হতে হবে। রাধারাণীর কৃপাবারি ধারণ করবার উপযুক্ত পাত্র হিসেবে নিজেকে গড়ে না তুলতে পারলে যে এই নিত্য ঘটমান লীলা অধরাই থেকে যাবে সাধারণের চক্ষে।

আর রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডকে ঘিরে যে কত কত মন্দির, তাদের ইতিহাস, বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, সাধকদের কাহিনী। আহা ! এ হল ব্রজরস। এই মধুভাণ্ড হতে ভক্তিরূপ মধু ক্ষরিত হচ্ছে। আমাদের সেই স্বাদগ্রহণ করবার জন্য নিজেদের স্বাদকোরককে প্রস্তুত করতে হবে আগে।

‘ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক’-এর এই পর্বে আপনারা অনুভব করবেন, শুধুমাত্র দ্বাপর যুগেই নয়, আজও এই ঘোর কলিতেও কেমনভাবে রাধারানী ছুটে আসেন তাঁর ভক্তকে সদাসর্বদা রক্ষা করতে, কেমনভাবে তাঁর সকল প্রয়োজন, তাঁর সকল চিন্তা তিনি নিজে সমাধান করেন। এ যে তাঁরই ধাম।

এইভাবে কোথাও কোন বাংলা গ্রন্থে রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের মহিমা তুলে ধরা হয়েছে বলে তো আমার জানা নেই।

ভক্ত পাঠককুল শুধু ঘোরা নয়, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবেন, অনুধ্যান করবেন। আমি একেবারে নিশ্চিত। সেইসঙ্গে গোঁসাইজীর হাত ধরে রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা।

মাঝে মাঝে মনে হয় কোন পিছুটান না থাকলে বেশ হতো। আমিও খালি হাত পায়ে মাঝরাতে রাধাকুণ্ডের তীরে আশ্রয় নিতে পারতাম। সেই দেবদুর্লভ নন্দনন্দন আর বৃষভানুদুলারীর পাদপদ্ম ধ্যান করতে চেষ্টা করতাম। সেটাও যে তাঁরই কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। এই কৃপা যে সারা জীবনের সম্পদ। রাধারাণীর চরণবন্দনা করেই সকল ভক্তপ্রাণকে প্রতীক্ষায় রাখলাম। Countdown

আজকের মতো ইতি, রাধে রাধে।

"রাধা না হোতি তো বৃন্দাবন ভী বৃন্দাবন না হোতে
কানহা তো হোতা, বংশীভী হোতি,
বংশী মে প্রাণ না হোতে।
প্রেম কি ভাষা জানতা না কোয়ি, কানহাইয়াকো যোগী মানতা না কোয়ি।"
জয় শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় দিন : (১৯শে এপ্রিল, ২০১৮)

রাধাকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আমরাও চলেছি গোঁসাইজী, ললিতাজী আর বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে গোবর্দ্ধনের পথে। গিরি গোবর্দ্ধন! কি আছে এই পাহাড়ে? ঠিক পাহাড়ও বলা যাবে না। একটা টিলা মতন। তাহলে একে নিয়ে মানুষের এত উচ্ছ্বাসই বা কেন?

হাঃ হাঃ। এইসব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২' এর পাতায় পাতায়। প্রকৃতপক্ষে গোবর্দ্ধন শুধুই একটা পাহাড় নয়। একটুও না বাড়িয়ে বলা যায় এ এক আধ্যাত্মিক রত্নভান্ডারস্বরূপ।

গুরুদেব এর আগেও বলেছেন, গিরি গোবর্দ্ধন কোন সাধারণ পাহাড় নয়। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিলা রূপ। এই মহাগ্রন্থে আপনারা গোবর্দ্ধনের পৌরাণিক উপাখ্যান তো পাবেনই। ঠিক ঠিক অনুভব করলে তাঁর কৃপাও পেয়ে যেতে পারেন।

ব্রজমণ্ডলে গোবর্দ্ধন পরিক্রমার একটা আলাদা মাহাত্ম্য এবং ঐতিহ্য রয়েছে। খুব স্পষ্ট করে বলছি, এই গ্রন্থে ঠিক যেভাবে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করবার কথা বলা হয়েছে, ঠিক ঠিক সেইভাবেই পরিক্রমা করতে পারলে আপনারা বেশ কিছু দুর্লভ দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য।

সুবিস্তৃত গিরি গোবর্দ্ধনের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কত অসংখ্য লীলাস্থলী, কত দর্শন। শুধুমাত্র দ্বাপর যুগেরই নয় এই কলিযুগেও তাঁর লীলার অসংখ্য নিদর্শন গোবর্দ্ধনের প্রতিটা খাঁজে বর্তমান।

এই পরিক্রমায় সূর্যকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড এবং চন্দ্রসরোবরের মতো জলাশয় পড়বে মার্গে, যাদের স্নান মাহাত্ম্য নেহাৎই কম নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরে বৃন্দাবন ছিল ব্রজধামের শ্রেষ্ঠ বন। কিন্তু এখন এই ইঁট, কাঠ, পাথরের জঙ্গলে বনানী কোথায়? বৃন্দাবনও তার ব্যতিক্রম নয়। রাধারানী যাঁকে কৃপা করেন, তিনিই একমাত্র অনুভব করতে পারেন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনকে। নচেৎ বৃন্দাবনও চুনসুড়কিময় এক শহর। কোথায় প্রকৃতি?

প্রকৃতি আছে। আজো এই ব্রজমণ্ডলে প্রকৃতি এবং তার বনসম্পদ যদি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আছে এই গোবর্দ্ধনে। গিরি গোবর্দ্ধনের পরিক্রমা মার্গ বড়ই মনোরম। চারপাশে ফসলের ক্ষেত, মাঝে মধ্যে ময়ূর ময়ূরীদের ভিড়। ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম আর ঝোপঝাড়ের বনভূমি। এই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীমতী রাধারাণীর লীলাস্থলী যা স্থূলরূপেও দৃষ্টিগোচর। আর পরিক্রমা মার্গের ডানদিকে রয়েছে গোবর্দ্ধনের গিরিশিরা।

গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ ভগবানের অতুল ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, আর ওই ঘটনার প্রামাণিক কিছু দর্শন, লীলাস্থল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সমগ্র গোবর্দ্ধনে। শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেই সকল লীলাস্থলীকে পরিক্রমার উপযোগী করে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন আপামর ভক্ত পাঠকের জন্য। এ যে কি বিরাট কাজ এবং কত পরিশ্রম সাধ্য, তা একমাত্র অনুভবী ব্যক্তিই জানেন। বস্তুতঃ এই মহাগ্রন্থের সর্ববৃহৎ অংশ হল এই গোবর্দ্ধন পরিক্রমা।

কুঞ্জগলি থেকে নির্গত হয়ে তরুবীথির ছায়াঘন পথে হেঁটে হেঁটে গিরিরাজের অপার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য অবলোকন করতে আশা করি পাঠককুলের মন্দ লাগবে না। সঙ্গে অসংখ্য সাধকের সাধনকথা। আপনারা পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন — এক একটি সাধন কথা যেন এক একটি জীবন বোধন, সমগ্র জীবন দর্শন। তাঁরা কত যাতনা সহ্য করে ঠাকুরজী আর লাডলীজীর সাধনায় মগ্ন থেকেছেন সারাজীবন ধরে।

এই অংশে আরো বহু বহু চমকপ্রদ ঘটনা এবং প্রাণহরণ লীলাকথার সাক্ষী

হবেন আপনারা। যার মধ্যে নাথদ্বারায় প্রতিষ্ঠিত বর্তমানের শ্রীনাথ গোপালের কথা তো থাকবেই, যিনি মূলতঃ গিরি গোবর্দ্ধনেই প্রকট হয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রে এক মহান তপঃস্বীর ভগবৎসেবার কথা। নাহ। এর চেয়ে বেশি এখন বলা যাবে না।

মানসীগঙ্গা, উদ্ধবকুণ্ড, কুসুম সরোবর। আরো কত কি! এবং সেই সঙ্গে পর্বতধারণ করতে গেলে যে কমপক্ষে সামান্য কিছু জড় বিজ্ঞানের দরকার হয়, তাও শ্রীগুরুদেব আমাদের দেখিয়েছেন এবং এটা বাস্তবিক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যারা বলেন পাহাড় ধারণ সম্ভব নয়, তারা আসলে কতখানি ভ্রান্ত। পাহাড় ধারণ করতে গেলে যে পাহাড় তলায় একদম centre of gravity তে যেতে হয় এবং সেখানে যাবার রাস্তাও যে তখন বর্তমান ছিল, সব তথ্যই গুরুদেব তুলে ধরেছেন আমাদের জন্য।

আর রাসস্থলী? তা কি শুধুই নিধুবন, সেবাকুঞ্জ আর বংশীবটেই সীমাবদ্ধ? একেবারেই নয়। ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২ আমাদের নিয়ে যাবে গোবর্দ্ধনের এক মনোরম ছায়াশীতল রাসস্থলীতে, যার সৌন্দর্য্য অপরিসীম। আরও কত কি। ভক্তের ভগবান, তাঁর মিত্রপ্রীতি, উদ্ধবজীর ভগবৎপ্রেম, আর সন্তদের ভগবৎ চিন্তন।

নাহ। সত্যি আমি অনেক চেষ্টা করেও গিরি গোবর্দ্ধন থেকে বেরোতেই পারছি না যে। তাই গিরিধারীর আগমনের প্রতীক্ষায় countdown আজ এখানেই শেষ করতে হল। প্রতীক্ষার আর মাত্র একটি দিন।

"ওহ ঔর কি আশা করে না করে
জিসে আশ্রয় শ্রীহরি নাম কা হ্যায়
উসে স্বর্গ সে মিত্র প্রয়োজন কেয়া
নিতবাসী যো গোকুলধাম কা হ্যায়
বস সার্থক জন্ম উসি কা ইয়াঁহা
যো চাকর শ্যাম কা হ্যায়
বিনা কৃষ্ণকে দর্শনকে জগ মে
ইয়ে জীবন হি কিস কাম কা হ্যায়?"

(শ্রীরাধে গোপাল, ভজ মন শ্রীরাধে)
জয় শ্রীকৃষ্ণ।

প্রথম দিন : (২০শে এপ্রিল, ২০১৮)

আচ্ছা বলতে পারেন, কেন এত এত ভক্ত পাঠক ছুটে ছুটে আসেন অধ্যাত্ম জগতের জ্যোতিষ্কস্বরূপ শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখতে? শুধু একটিবার অন্ততঃ তাঁর মুখ থেকে তাঁর কথা সরাসরি শুনতে? তিনি কোন কুষ্ঠী বিচার করেন না, তাঁর কাছে এলে টাকা পয়সা গাড়িবাড়ি গয়নাগাটি ধনসম্পদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামী, সুন্দরী স্ত্রী বা সুসন্তান লাভের চমকপ্রদ আশীর্বাদও নেই। দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ও তিনি করেন না। কোন ভেলকি বা ম্যাজিকও তিনি দেখান না। তাহলে? তাঁর কাছে যারা নিয়মিত আসেন তাঁরা এসবের প্রত্যাশাও করেন না। তাঁরা আসেন একটি বিশেষ বস্তু পেতে, জীবনে অন্তত একটি বার সেই পরমাত্মা, সেই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে চান তাঁরা কোন প্রত্যাশা না রেখেই। আর এই অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি হল ভক্তিমার্গের দিশা। যা তাঁরা অনাবিল অফুরন্ত সম্ভারের ন্যায় অকাতরে তাঁর কাছ থেকে লাভ করেন তাঁর কর্মে, তাঁর জীবনদর্শনে, তাঁর বানীতে এবং তাঁর রচনায়।

আর তাঁর সাম্প্রতিকতম রচনা, 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২' তে সেই ভক্তিরস ভক্ত পাঠককুল পাবেন পরিপূর্ণ মাত্রায়।

রাধাকুণ্ড-গোবর্দ্ধন পরিক্রমার পর বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে পড়েছি ললিতাজী আর গোঁসাইজীর ছত্রছায়ায় ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায়। এবারে আমরা সূর্যকুণ্ড হয়ে ডিগ ছুঁয়ে কাম্যবনে প্রবেশ করতে চলেছি। প্রকৃতি তথা পরিবেশ বড়ই মনোরম। উপরি পাওনা হিসেবে রয়েছে সূর্যকুণ্ড-গুলালকুণ্ডে ঘটে যাওয়া কিছু অপ্রাকৃত তথা দ্বাপরযুগীয় লীলাকথা। রয়েছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং বল্লভাচার্য্যের ভাবসাধনের পরশ। আহাঃ সে বড়ই স্নিগ্ধ, কোমল, মনোমুগ্ধকর এবং মাদকতাময়। মৃদু স্বর্গীয় সুবাসের ন্যায় আচ্ছন্ন করে প্রাণমন।

'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১' এর countdown এর সময় বলেছিলাম যে এই গ্রন্থের বিশেষ কিছু অংশ এমন রয়েছে যেখানে আমার অন্তত মনে হয়েছে এই বর্ণনা গুরুদেব স্থূলদেহে যোধপুর পার্কে বসে লিখতেই পারেন না। এ কোন জ্যোতির্ময় লোকের বর্ণনা, দিব্য সকাশে প্রাপ্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুভূতি। 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২' এর countdown করতে গিয়ে এই অংশে এসেও আমার ঠিক একই অনুভূতি হয়েছে। এই মহাগ্রন্থ যেন গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তথা ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর দিব্য জ্যোতিপ্রকাশস্বরূপ।

এই মধুর বংশীধ্বনির সুরমূর্চ্ছনা থেকে বেরিয়ে এবার কাম্যবনে প্রবেশ করি। কাম্যবন রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় অবস্থিত। রাজস্থান বলতে যে ধূ ধূ মরুভূমি আমরা বুঝি এই কাম্যবন কিন্তু একেবারেই তা নয়, বরং সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, রামেশ্বর তীর্থের অবস্থান এই বনভূমিতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গুরুদেব তাঁর স্বভাবসুলভ সুললিত ভঙ্গিতে উপস্থাপনা করেছেন কাম্যবনে শ্রীভগবানের লীলাসকল।

আর মূল কাম্যবনের অসংখ্য মন্দির, তাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সাধকদের সুমহান সাধনকথা, বিহারী-বিহারিনজীর কৃপা কথা এসব তো আছেই। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী এবং কামেশ্বর মহাদেব এখানেই অবস্থান করছেন। আসুন এই গ্রন্থের পাতায় আমরাও দুচোখ ভরে দর্শন করি কাম্যবনের এই অনুপম সৌন্দর্য্য, এই জ্যোতির্ময় দেববিগ্রহ সকল, আর দুই কান দিয়ে শ্রবণ করি সেই অলৌকিক কৃপাকথা, জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করি সেই বাঁকেবিহারীর শতনাম, আর মনে মনে চিন্তন করি তাঁর দিব্য অনুপম লীলাসকল।

শুধু কি তাই? গোঁসাইজী আর ললিতাজীর সান্নিধ্যে এই ব্রজযাত্রায় বিশ্বনাথবাবু নিজে কি কম কৃপা লাভ করলেন? তাঁর নিজেরও কি কম কিছু দর্শন হল? আহাঃ! অঙ্গীকার করে বলতে পারি, বিশ্বনাথবাবুর সাজি যে ফুলে পরিপূর্ণ, তার অন্তত একটি ফুলের জন্যেও সব কিছু ছেড়ে দিতে পারি। সেটাই তো চরম পাওয়া। সেজন্যই তো এই পৃথিবীতে আসা। নিশ্চিতভাবেই 'ব্রজধামে আগে ঘটে অলৌকিক-২' পাঠ করলে সমগ্র পাঠককুলও আমার সঙ্গে একমত

হবেন। নর্মদা পরিক্রমা যেমন মা নর্মদার কৃপা লাভে অত্যন্ত সহায়ক, ঠিক তেমনই ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমাও ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারলে আপনারাও সেই মাখনচোর আর রাইকিশোরীর কৃপা অনুভব করবেন এ আমার বিশ্বাস। ধামের প্রতি শরণাগত হতে পারলে ধামও যে কৃপা করে এই গ্রন্থ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এই যাত্রা সফল করতে গেলে যে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন অন্য গতি নাই। তাই শ্রীমতীজীর বন্দনা দিয়েই আজকের countdown এরও মধুর পরিসমাপ্তি করছি।

"ভূমি তত্ত্ব জল তত্ত্ব অগ্নি তত্ত্ব বায়ু তত্ত্ব
ব্রহ্ম তত্ত্ব ব্যোম তত্ত্ব বিষ্ণু তত্ত্ব ঘোরি হ্যায়
সনকাদি সিদ্ধি তত্ত্ব আনন্দ প্রসিদ্ধি তত্ত্ব
নারদ সুরেশ তত্ত্ব শিব তত্ত্ব ঘোরি হ্যায়
প্রেমী কহে নাগ আউর কিন্নর কো তত্ত্ব দেখ্যৌ
শেষ অউর মহেশ তত্ত্ব নেতি নেতি জোড়ি হ্যায়
তত্ত্বন কে তত্ত্ব জগজীবন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
অউর কৃষ্ণ কোহু তত্ত্ব বৃষভানু কি কিশোরী হ্যায়
কৃষ্ণ কোহু তত্ত্ব মেরী রাধিকা কিশোরী হ্যায়।।"

গ্রন্থ প্রকাশের দিন : (২১শে এপ্রিল, ২০১৮)

"জয়তি তেধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শাশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে।।" (গোপীগীত)

ব্রজধাম! দেখতে দেখতে এসে গেল সেই ক্ষণ। সেই 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-১" দিয়ে শুরু হয়েছিল যে প্রতীক্ষার পালা, আজ আপাততঃ তাতে মধুর বিরতির ক্ষণ সমাগত। প্রকাশিত হল 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২'।

তো যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। আমি কিন্তু

বাস্তববাদী। আমার নাম শুনলেই শিহরণ বা অনুভূতি আসে না। "ব্রজধাম"ও আমার কাছে আর পাঁচটা শব্দের মতোই ছিল। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর এই ব্রজ পরিক্রমা শুধু বিশ্বনাথবাবুর ডুবন্ত জীবন তরীকেই তরিয়ে দিল না, সঙ্গে সেই খেয়াকে নিয়ে গেল দিব্য খেয়াঘাটে, যেখানে জ্যোতির্বলয়ে সমন্বিত হয়ে অপ্রাকৃত জ্যোতিপুঞ্জের নিত্য অবস্থান। আর আমাদের মতো পাঠককুলের কি হল?

আমরা সেই খেয়াতরীতে সওয়ার হয়ে সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে হারিয়ে ফেললাম যে নিজেদের। আমাদের আজন্ম লালিত সংস্কার, বাস্তববোধ এক লহমায় লুপ্ত হয়ে নিজেকে বড় নির্বোধ মনে হতে থাকল। সাধেই কি আর ভরদ্বাজ মুনির ১৬০০ ব্রহ্মচারী শিষ্য গোপী জন্ম যাচনা করেছিল! ব্রজবিহারীর কৃপা সান্নিধ্য আর ব্রজরস আস্বাদন ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

গুরুদেব শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অশেষ পরিশ্রম করে তাঁর কলমের তুলিতে মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠার ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন সেই ব্রজরস। কলকাতা থেকে সর্বস্বান্ত বিশ্বনাথবাবু সুতপা দেবীর জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সুদূর বৃন্দাবনে এলেন এবং তারপর ক্রমান্বয়ে শ্রীমতী রাধারাণীর অসীম কৃপায় গোঁসাইজী আর ললিতাজীর ছত্রছায়ায় অনুভব করলেন বৃন্দাবন ধামকে। সেখান থেকে সমগ্র ব্রজ পরিক্রমার পথে বেড়িয়ে ধীরে ধীরে মথুরা-রাধাকুণ্ড-গোবর্ধন পেরিয়ে কাম্যবন।

"নমামিশ্বরম্ সচ্চিদানন্দরূপম
লসৎকুন্ডলম্ গোকুলেব্রজমনম
যশোদাভিৎয়োলুখলাদ ধবমানাম
পরমর্স্তমঅত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা।"

(দামোদরাষ্টকম্)

যোধপুর পার্কের ছোট্ট গোপালসোনাকে দর্শন করে শুরু করেছিলেন যে পথ চলা, বিশ্বনাথবাবুকে সেই পথই নিয়ে গেছে সেই ননীচোরার আপন দেশে। কত রূপে কত নামে তাঁর দর্শন পেয়ে তাঁর কৃপা লাভ করে ইতিমধ্যেই ধন্য বিশ্বনাথ বাবু। শ্যামঢাক, গোবিন্দকুণ্ড, শ্যামকুঠি, সূর্যকুণ্ড, মানসীগঙ্গা।

কত শত স্থান আর সেখানে ঘটে যাওয়া কত কত দিব্য লীলা সকল। ধন্য বিশ্বনাথবাবু আর সেই সঙ্গে ধন্য আমরাও। আর যাঁর নিরলস প্রয়াসে এই ব্রজরসের সুধা পান করতে পারছি সেই সাধক

লেখক শ্রী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে শত শত নমন।

"অচ্যুতং কেশবং সত্যভামাধবং
মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম
ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং
দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে।।"

(অচ্যুতাষ্টকম)

আপনারা সকলে এই রসের মাধুর্য্যে স্নাত হন শ্রীভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। এই যাত্রাপথ আমাদেরকে দিল দুহাত ভরে। যাদের নেওয়ার মত সক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে নিশ্চয়ই তারা এই রত্নভান্ডার থেকে দু'হাত ভরে রত্নরাজি লাভ করবেন বা আপনার আধ্যাত্মিক চেতনায় পরশমনি সদৃশ হয়ে দেখা দেবে। আর যারা এখনো সেই রত্নভান্ডারের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন নি, শ্রীমতী রাধারাণী নিশ্চয় তাদের উপর আপন কৃপাবারি বর্ষণ করবেন। এই রত্নরাজি ঠিক সেইরকম, যা বৃদ্ধা অস্পৃশ্য ফলওয়ালীর হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাতের একমুষ্টি ধান্যের পরিবর্তে ঝুড়ি ভর্তি ফল প্রদান করে। কবিগুরুর একটি লাইন মনে পড়ে গেল, "তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।" ব্রজধাম থেকে যে রত্ন আমরা পাব, তারপর ঠিক এটাই মনে হবে, কেন আমি আগেই আমার "আমি"টা তোমায় দিতে পারিনি প্রভু আমার সকল শূন্য করে।

এবার শুরু নতুন প্রতীক্ষার। প্রতীক্ষার আরও একটি বৎসর। বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে কাম্যবন থেকে বেড়িয়ে বর্ষানা-নন্দগাঁও-মহাবন-গোকুল-রাভেল পরিক্রমায় বেড়িয়ে পড়ব আমরাও। ততদিনে নিজেদেরও প্রস্তুতি সেরে নেওয়া যাবে সেই বৃষভানুনন্দিনীর কৃপার যোগ্য হতে। রাধে রাধে।

"তারো না তারো মর্জি তুমহারী
লেকিন মেরি আখিরি বাত শুনলো

যবতক শ্রীরাধারাণী দর্শন না দোগী
ম্যায় ক্যায়সে তুমহারা শরণ ছোড় দুঙ্গা।"
জয় শ্রীকৃষ্ণ।

৮৪। কল্যাণাশীষ বিশ্বাসের গ্রন্থ সমালোচনা : "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে (১ম খণ্ড)" (২৭শে এপ্রিল, ২০১৮)

জীবন থেকে মহাজীবনের পথে (প্রথম খণ্ড) প্রসঙ্গে দাদাকে একটি খোলা চিঠি :—

দাদা

আমার প্রণাম নিও। তোমার সুন্দর বাগানের আরেকটি অপূর্ব সুরভিত ফুল 'জীবন থেকে মহাজীবনের পথে' মহাগ্রন্থ আস্বাদ করার সুযোগ পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি বইটা হাতে নিয়ে যখন পড়তে শুরু করলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে যেন টাইম মেশিনে করে যাত্রা শুরু হল। আর সেই যাত্রায় আমার প্রিয় দাদার জন্মলীলার মুহূর্ত থেকে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা শুরু করলাম। মন ভরিয়ে দিল তোমায় সঠিক শিক্ষায় বড় করে তোলার জন্য মায়ের নিজের শিক্ষকতা জীবনের বলিদান। শ্রদ্ধেয় বিপুলবাবা তারাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন আর তুমি এলে তাঁদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে — তাই তো তারামায়ের আশিসে তোমার নাম রাখলেন তারাশিস। দুষ্টু গোপালসোনা যেমন যশোদা মায়ের কাছে কতই না মার বকা খেয়েছেন তেমনই তোমার মায়ের কাছে বকা খাওয়া আর তার অনুভূতির এমন প্রাণচঞ্চল প্রকাশ দেখে মনের আনন্দে হেসে উঠেছি। জানতে পেরেছি তোমার শৈশব জীবনে ঘটে যাওয়া কত না লীলা। সবচেয়ে বড় পাওনা ছোটোবেলা থেকে বড় হওয়ার বিভিন্ন সময়ে তোমার ও পরিবারের সাথে বিভিন্ন ছবি। লেখাগুলো পড়তে পড়তে যখন ছবিগুলো দেখছি যেন তোমার সাথে সেই স্থানে সাক্ষাৎ উপস্থিত হয়ে সেই লীলাগুলি দর্শন করছি। ভয়ে কেঁপে উঠেছি যখন দেখছি সেই উন্মত্ত ষাঁড়গুলি দৌড়ে আসছে তোমার দিকে। আর তোমার সেইদিকে খেয়ালই

নেই। থাকবেই বা কি করে? বরাবর আপনভোলাই যে তুমি। তাইতো যাঁকে তুমি সব সঁপে দিয়েছ, সেই তাঁকেই আসতে হয় সরল তোমায় রক্ষা করতে। পরিচিত হয়েছি নিশীথদার কিছু ঐশ্বরিক গুণগুলির সাথে, আর তোমার স্কুল থেকে পালানো। সবেতেই যেন সেই ছোট্ট গোপালেরই মধুর লীলা অনুভূত হয়েছে। শুদ্ধেয় বিপুলবাবার তোমায় সব সময় পথ প্রদর্শন আমায় মুগ্ধ করেছে। মুগ্ধ করেছে বিভিন্ন সময় তোমার সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতা। তোমার বড় হওয়ার সাথে সাথে পাঠক নিজেও যেন সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে মহানন্দে। তোমার মনের গোপন ইচ্ছা সন্ন্যাস নেয়া। তা যে কিভাবে বাস্তবে রূপ নিয়েছে তা জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি শুধু গেরুয়াবসন পরলেই সন্ন্যাস নেয়া যায় না, সংসারে থেকেই সকল রিপুর থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিষ্কাম কর্ম করেই যথার্থ সন্ন্যাস নিতে হয়। আর তাই তো তোমার লেখায় অনুরণিত হয়েছে বৈষ্ণবদের বাণী :

"যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া,
মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া।"

এরপর দেখেছি কুম্ভমেলায় তোমার হারিয়ে যাওয়া। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, তখন কতটুকুই বা তোমার বয়স।

কিন্তু তারপর...

তোমার এই আত্মজীবনী পড়তে পড়তে কখন যে নিজেকে সেই লেখার মাঝে হারিয়ে ফেলেছি নিজেই জানি না। তাই তো কখন যে শেষ পাতা চলে এল বুঝতেই পারলাম না। আবার ফিরে আসতে হল বাস্তব জগতে। কিন্তু তাতে কি। আবার তোমার বাগানের আরেক সুন্দর ফুলের সুবাস নিতে হবে যে, যা আসছে ব্রজধাম-২ হয়ে।

আমার প্রণাম নিও।

—কল্যাণ।

৮৫। মহেলিকা ঘোষের গ্রন্থ সমালোচনা ; "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (বৃন্দাবন পর্ব)" (১লা মে, ২০১৮) :

'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২য় পর্ব' বেরোনোর প্রাক্কালে আমি প্রথম পর্বের কথা লিখছি কারণ প্রায় তিনবার বইটা পড়তে অনেক সময় লাগল।

প্রথমে আমি প্রণাম জানাই তাঁদের যাঁরা মাত্র একবার পড়ে বইটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখেন।

দাদার বই ছাড়াও আমি প্রচুর লেখকের আধ্যাত্মিক বই পড়ি এবং পড়েছি কিন্তু এইটা ঠিক বই নয়। মনে হয় কোনো ভিডিও দেখছি চোখের সামনে।

যারা এখনো শ্রীরাধারাণীর কৃপা পাননি এবং বৃন্দাবন যাননি, তারাও বৃন্দাবনের অলিগলি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন বইটা পড়ে।

যা পেলাম তা লেখা যাবে না কারণ সম্পূর্ণটাই অনুভব করেছি আর অনুভূতির সঠিক প্রকাশ হয় না।

শুধু এটুকু বলতে পারি বইটা পড়ে কখনো হাপুস নয়নে কেঁদেছি, কখনো হেসেছি, কখনো বা আমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছি।

মনের মধ্যে এক অপার্থিব অনুরণন উঠেছে। সংসার অসার হয়ে উঠেছে। জীবনের ভাবধারা, গতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সব বদলে গেছে।

আমার আধার উন্নত না অবনত আমি জানি না। তবে আমি যে আর বেশিদিন আঁধারে পরে থাকব না সেটা বেশ বুঝেছি।

হয়তো দাদা আমায় দীক্ষা দেননি কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি আমার গুরু। কারণ যিনি অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান তিনিই গুরু।

আমার মতো বহু পথহারার তিনি গুরু। দেশে বিদেশে তাঁর এমন অসংখ্য শিষ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আর ভবিষ্যতেও পাবে।

ভগবান এখন সিংহাসন থেকে নেমে এসে আমার নিত্য সহচর হয়ে উঠেছেন। জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়া এখন তাঁর প্রতি একমুখী হয়ে উঠেছে

একটা বড় পড়ে। কি করে এ সম্ভব হয়? হয়তো গোপাল স্বয়ং দাদাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন তাই এই লেখা অপার্থিব হয়ে ওঠে।

পুনর্জন্ম বলে যদি কিছু থাকে, আর আমি যদি আবার মনুষ্য জন্ম পাই তবে জগন্নাথের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা — তিনি যেন জন্ম জন্মান্তর আমার হাতে দাদার এই বইগুলো তুলে দেন। তাহলে জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে আমি বিভ্রান্ত হব না।

বিশ্বনিয়ন্তার কাছে এই প্রার্থনা করি — আর যেন বেশিদিন জন্ম মৃত্যুর এই গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে না হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁকে বেঁধে রাখতে ইচ্ছা হয়। তাঁকে বড় ভালবাসতে ইচ্ছা হয় আর এই সমস্ত ইচ্ছার জোগান আসে দাদার লেখা পড়ে। সবকটা বই পড়া বহুবার। তবু এই ব্রজধাম এমন এক যাদুর ছোঁয়া, যার কোনো মূল্যায়ন হয় না। শুধু চোখের জলই বলতে পারে এর মাধুর্য্য কতটুকু।

৮৬। তমসা ব্যানার্জ্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (মথুরা, রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) (২রা মে, ২০১৮)

শেষ থেকেই শুরু করি। শনিবার দাদার 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (মথুরা রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) উদ্বোধনের দিন আশ্রমের গোপালসোনার মুখ ঝলমল করছিল খুশীতে। আনন্দে তার চোখমুখ হয়ে উঠেছিল অপার্থিব। সেদিনই মনে ভেবেছিলাম এ নিশ্চয় এমন কোনো বই যার প্রতিটা লাইন দেবে আনন্দের আস্বাদ।

যখন বইটি পড়তে শুরু করলাম ডুবে গেছিলাম এক ভাব জগতে। একটা করে পাতা পড়েছি আর ভেতরে কে যেন বাজিয়েছে তাঁরই নামের মূর্চ্ছনা।

এবার আবার এই বইটিতে বর্ণিত স্থানগুলিতে গুরুকৃপায়, গুরুসঙ্গে তথা ইষ্ট সঙ্গে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। যখন পরিক্রমা শুরু হল— একের পর এক মন্দির, পবিত্র পীঠস্থানগুলিতে পুনরায় যেন মানসচক্ষে শ্রীগুরুদেব তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে আমারও পরিভ্রমণ চলতে থাকল। আশ্চর্য

হয়েছি বহুবার যে অভিজ্ঞতা গুরুদেবের কৃপায় আমরা লাভ করেছি, তা বিশ্বনাথবাবু লাভ করেছেন তাঁর গুরুদেবের কৃপায় (এ যেন সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া)।

মথুরা পরিক্রমার শুরুতে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে তাঁকে দর্শন ও অপার্থিব অনুভূতির অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল বইটির শুরুতেই। তারপর তো চলতে শুরু করলাম একের পর এক মন্দিরে, মা যমুনার বিভিন্ন ঘাটে, মথুরার পথে পথে। গুরুদেবের সান্নিধ্যে তীর্থ পরিক্রমার যে অনুভূতি তা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই। তা শুধু অন্তরের এক অনুভূতি, বিশেষ কৃপার পরশ অনুভব।

বিভিন্ন মহাত্মাদের জীবনী, তাঁদের সাধনপথের দিশা রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করার সময় যথারীতি মনে ফুটে উঠছিল সেই চিত্র। গুরুদেবের কৃপায় আমরা জেনেছি — শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্যামসুন্দরের দ্রবীভূত রূপ এই রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড। আমি এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। যখন রাধাকুণ্ডে শ্রীগুরুদেবের সাথে আমরা স্নান করছি, তাঁর মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি সেই অপ্রাকৃত জ্যোতি, তিনি যখন রাধাকুণ্ডে পূজা দিচ্ছিলেন আমার মনে হচ্ছিল স্বয়ং রাধারাণী তাঁর সামনে প্রকট হয়েছেন। আর আমার সামনে ছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। আমি তাঁকে দেখেই সেই যুগলরূপের ছবি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম হৃদয়ের গভীরে।

গিরি গোবর্দ্ধনের অপূর্ব দৃশ্যাবলী, তার সম্পূর্ণ বর্ণনা এবং পরিক্রমা পথ যেন মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিল সেই চিত্র। গাছের ছায়ায়, পাখীর কুজনে, পথের আনন্দে যেন প্রতিটি অনু পরমাণুতে ব্রজরসের যে মাধুরী তা ধরা দিচ্ছিল। তার সাথে বিভিন্ন সাধু মহাত্মাদের জীবনী যেন দেখিয়ে দেয় জীবনপথে চলার সঠিক দিশা। যে সুধা যে আনন্দ লুকিয়ে আছে আমাদের অন্তঃস্থলে তার সন্ধান একবার গুরুকৃপায় পেলে বাকি সমস্ত কিছুই হয়ে যায় তুচ্ছ। এই আনন্দের উৎস স্বয়ং ভগবান ভক্তের সাথে যে কত লীলা করেন, কত কৃপা করেন তা বইটি না পড়লে জানা যাবে না। আর তাঁর এই অহৈতুকী কৃপার কথাই তো

আমার মত সাধারণ মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে বিশ্বাস। তিনি আসেন, তিনি দেখা দেন।

লিখতে গিয়ে এবারে বড় বেশি নিজের অভিজ্ঞতাগুলো মিলে যাচ্ছে যেন বিশ্বনাথবাবুর অভিজ্ঞতার সাথে। বিশ্বনাথবাবুর চরণযুগল পরিক্রমার পথের কাঁকড়ে কাঁটায় হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ইষ্টকৃপায় তিনি তাঁর সেই শারীরিক যন্ত্রণার থেকে লাভ করেছেন মুক্তি। তিনি স্বয়ং আসেন ভক্তের কাছে খিদের সময় খাইয়ে দিতে, কখনো কষ্টের সময় সেই কষ্ট লাঘব করে দিতে। একমাত্র তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ভক্তের বোঝা যে বহন করেন স্বয়ং ভগবান। এবার আমারও বৃন্দাবনে তেমন অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। বাঁদরে কামড়ালেও গুরুদেবের কৃপায় হয়েছিল না কোনো যন্ত্রণা, না কোনো ব্যথা। কোনো কিছু তো টেরই পেলাম না। পরে ভেবেছি এটা কিভাবে সম্ভব? আসলে আমাদের ওপর তিনি যে অহৈতুকী কৃপা করে চলেছেন তা আমাদের বোধহয় বুঝতেও দেন না।

কাম্যবনের দৃশ্য অতুলনীয়। অপূর্ব সেই লীলাস্থল। দূরে পাহাড়, তার সামনে সবুজ ক্ষেত, গাছগাছালি, কুণ্ডে শোভিত শান্ত সুন্দর কাম্যবন। এখানেও বিমলাকুণ্ড, বিমলাদেবীর মন্দির, গোবিন্দদেবজীর মন্দির, বৃন্দাদেবী। কামেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ যেন মনকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল অজানা আবেশে। না, আর বেশি কিছু লিখতে গেলেই আমার নিজের অভিজ্ঞতা মিশে যেতে চাইছে এই লেখনীর মধ্যে।

এই বইটি এমনই যে ভক্তদের দেখাবে ভক্তির পথ, মানুষকে দেখাবে জীবনের দিশা, আর মনের মাঝে ফুটিয়ে তুলবে গোলকবিহারী এবং শ্রীমতীর অপূর্ব রূপমাধুরী ও লীলামাধুরীর ছবি। কত ভক্ত, কত মানুষ যে বইটি পড়ে ব্রজরস আস্বাদন ও সঠিক পরিক্রমা মার্গের সন্ধান পাবেন তা গোপালসোনাই জানে। দাদা যে কি অমৃতভাণ্ডার আমাদের হাতে তুলে দিলেন তা তিনিই জানেন। তাঁর চরণে জানাই শত কোটি প্রণাম।

শেষ করছি একটি গানের লাইন দিয়ে—

কৌন কহতা হ্যায় কী শ্যাম আতে নেহী,
হাম তো প্রেমসে উনকো বুলাতে নেহী।
জয় গোপাল, জয় শ্রীগুরুদেব।।

৮৭। দেবাশীষ চৌধুরীর গ্রন্থ সমালোচনা : 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক (মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) (১৩ই মে, ২০১৮)

'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) মহাগ্রন্থ পাঠ করা আজই শেষ হল। ভুলই বললাম, এই মহাগ্রন্থের পাঠ শেষ হয় না। যতবারই পাঠ করা যায় বিভিন্ন ধরণের অমৃতের আস্বাদন উপলব্ধি হয় হৃদয়ে। আমার মত সাধারণ ব্যক্তির এই গ্রন্থের রিভিউ লেখা অসাধ্য। তাও নিজে যে অমৃতের পরশ উপলব্ধি করলাম তাই সব ভাই ও বোনদের সাথে ভাগ করার জন্য লিখতে শুরু করলাম। মা যমুনায় স্নান করে ও শ্রীভুতেশ্বর মহাদেবের নিকট পরিক্রমার শপথ নিয়ে শুরু হয় যাত্রা বিশ্বনাথবাবু, ললিতাজী ও গোঁসাইজীর। আমিও মানসে চললাম ওঁনাদের সঙ্গী হয়ে। মথুরার বিভিন্ন মন্দির ও মা যমুনার বিভিন্ন ঘাট পরিক্রমা করে এলাম রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। পথেই পেলাম প্রতিটি মন্দিরের ও ঘাটের মহিমা, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক মাহাত্ম্য, সঙ্গে সেইসব স্থানের সাধকদের পরিচয় ও ওঁনাদের সাধন পথের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। পরিক্রমা পথের উপলব্ধি অনেক বেশি উপলব্ধ হয় যখন তীর্থের মহিমা ও মাহাত্ম্য আলোচনা করা হয় সেই স্থানে। তাই মন আনন্দে ও আবেশে রইল ভরে। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড যে শ্রীরাধারাণীর ও শ্যামসুন্দরের দ্রবীভূত তরল রূপ তার পরিচয় পেলাম শ্রদ্ধেয় তারাশিস ভাই-এর লেখনীতে। এই দুই কুণ্ডের পরিক্রমার পথে বিভিন্ন সাধকের পরিচয় ও সাধনপ্রণালী এল সামনে। শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল মস্তক। জীবাত্মার উত্তরণের জন্য প্রয়োজন মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। ভাই এই গ্রন্থে ভক্ত পাঠকদের উত্তরণের জন্য জানালেন মনকে বিপরীত মুখী কাজ করালে মন সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়। শরণাগতির পথে চললে ইষ্ট যে ভক্তের সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার অনেক উদাহরণ পেয়েছি শ্রদ্ধেয়

তারাশিস ভাইয়ের পূর্বের বিভিন্ন গ্রন্থে। এই গ্রন্থেও পেলাম তার পরশ গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বিশ্বনাথবাবুদের হঠাৎ করে কিশোরের মাধ্যমে প্রসাদ পাওয়া ও বিমলাকুণ্ডের ঘাটে বিশ্বনাথবাবুর পায়ের ব্যাথা উপশমের মাধ্যমে। এরপর বিভিন্ন বন, গিরি গোবর্দ্ধন ও কাম্যবন পরিক্রমার বর্ণনা, সঙ্গে সেইসব জায়গার বিভিন্ন মহাত্মাদের পরিচয় ও সাধনপ্রণালী হৃদয় ছুঁয়ে গেল। ব্রজধামে আজো যে নিত্যলীলা করে চলেছেন শ্রীরাধারাণী ও শ্যামসুন্দর তাও সুন্দর করে প্রতিফলিত করেছেন তারাশিস ভাই এই গ্রন্থে। আধ্যাত্মিক অনুরণন আজও চলছে ব্রজধামে যার উপলব্ধি ভাগ্যবান জীবাত্মারাই করেন সাধনার মাধ্যমে। জেনেছি আত্মিক স্তরে গুরু ও শিষ্য একে অপরের পরিপূরক। ধন্য মানবজন্ম সেইসব শিষ্য ও শিষ্যাদের যারা গুরুর সঙ্গে তীর্থ দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। গুরুকে পঞ্চভৌতিক দেহ মনে না করে ইষ্টরূপে পুজো করলেই গুরুর স্বরূপ আসে হৃদয়ে। ব্রজধামের চার দিকপাল মহাদেবের কথাও লেখক ভাই বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। মন আনন্দে ভরে উঠল জানতে পেরে কামেশ্বর মহাদেবের নিকট ধর্মকুণ্ডের পাশেই ধর্মরাজ বকরূপে পঞ্চপাণ্ডবদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন।

একটা কথা বলতেই হয় ব্রজধাম পরিক্রমার সঠিক মার্গ ও নিয়ম আজও অনেকেই জানেন না। স্থানীয় গাইড বা গাড়িওয়ালারাও ভক্ত যাত্রীদের সঠিকভাবে মার্গের পরিচয় দিতে চায় না। এই মহাগ্রন্থটি ব্রজধামে পরিক্রমায় ইচ্ছুক ভক্তদের সঠিক মার্গের দিশা ও সঙ্গে সঠিক নিয়মানুবর্তিতার পথ দেখায়। নবীন সাধক ও সাধিকারা পাবেন মনে সাহস ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্রজধাম পরিক্রমার। কখন যে চলে এলাম এই মহাগ্রন্থের শেষ লাইনে জানতেই পারলাম না। মানসে ছিলাম ব্রজধামে, শ্রীরাধারাণীর লীলার স্থানে এই গ্রন্থপাঠের সময়ে। মন পূর্ণ ছিল আধ্যাত্মিক আনন্দে, আর আবেগে চোখের জল বাঁধ ভেঙে বয়ে গেল। চঞ্চল হয়ে উঠল মন 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিকের তৃতীয় পর্ব' এর জন্য।

জয় গুরুদেব, জয় শ্রীরাধারাণী, জয় গোপালসোনা।

৮৮। Review from Shakuntala Lahiri : “Brajadhame Aajo Ghate Aloukik-2”— by Sri Tarashis Gangopadhyay on 28th May, 2018 :

‘Brajadhame Aajo Ghate Aloukik-2’ —A journey through Mathura, Radhakunda, Gobardhan, Kamyabon with Gosaiji, Lalitaji and Biswanath Babu. While reading this epic, I actually travelled the time with Gosaiji and his two disciples. Its a wonderful description of the natural beauty of Brajadham,of the rolling hills and green forests and plains with water sheds.

The book reveals the touching stories of the Divine leela of Sri Radhakrishna with their many bhaktas, who had surrendered at his lotus feet. The Divine leela is still going on today in Brajadham as we speak. One only requires the opening of one's inner eye is order to partake that Bliss.

‘Brajadhame Aajo Ghate Aloukik-2’, from the beginning to the end, has inspiring stories of the lives of Mahatmas who were touched and transformed by the Divine Grace. Mahatmas who left everything in life, denied themselves the least luxury just to get the one thing in life and that is Krishna Prem.

The heartbeat of this extra ordinary book repeats itself through various instances and of

course through Biswanath babu's life and that is ‘sharanagati’. Total sourrender. Only surrender to His Divine will can lead us to Him. When we give everything to Him and become empty and love Him only for the sake of love, then He in return fills the empty vessel with his bliss and his love. And then our lives are transformed from the ordinary to the extraordinary.

The book is very positive and gives a lot of hope for sadhakas who are still on the path. It teaches us that one should never become hopeless and give up sadhana no matter where one is, but to hold on and keep the struggle on because at the end of the dark tunnel there is light and after every fight there is victory.

Very subtly the book gives insight into various sadhana practices, the knowledge of which has been passed on from the masters to the pupils throughout the ages and still being practised as of date. Correctly practised these knowledge transforms a mortal being engulfed by death and decay to the heavens of immortality and eternal bliss.

I did not realise when I arrived back at the bank of Bimalakunda. The journey was over but the subtle blissful touch of Braja's rajakona still lingered in the lotus of my heart taking me to a

realm of silence, peace and ananda.

৮৯। শুক্লা গণের গ্রন্থ সমালোচনা : 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) (১৪ই জুন, ২০১৮)

'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) পড়া শেষ করেছি বেশ কিছুদিন আগে। এই মহাগ্রন্থ পাঠ আমার কাছে শুধু পাঠ নয়, আমি যেন ভাবজগতে ব্রজধামের রজঃকণার মধ্যেই মিশে ছিলাম। তাই পড়া শেষ হলেও মনটিকে সেখানে থেকে সরিয়ে এনে ধাতস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। এরপর দাদার বই সম্পর্কে কিছু লেখার সাহস হল একটাই কারণে। তা হল অন্তরে বইতে থাকা আনন্দ আর আবেগ, এবং এটা সম্ভব হয়েছে দাদা ওরফে (দাদার ভাষায়) দাদার গোপালসোনার জাদু লেখনীর জন্য।

এবার বলি, আপনার বই পড়ে পেয়েছি পরিক্রমা পথের সঠিক নির্দেশ, প্রতিটি তীর্থের খুঁটিনাটি বর্ণনা, সেখানকার পৌরাণিক উপাখ্যান, গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ, কত সাধু মহাত্মাদের সাধন প্রণালী, তাঁদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং অবশেষে ইষ্টলাভ যা আমাদের মনে নতুন করে আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহের জন্ম দেয়।

সেইসঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সেইসব প্রশ্ন বিশ্বনাথবাবুর মুখ দিয়ে আপনি করিয়ে নিয়েছেন। আবার গুরুদেব এবং ললিতাজীর মুখ দিয়ে সেইসব প্রশ্নের অতি সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ উত্তর দিয়ে আমাদের যাবতীয় সংশয় দূর করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে এইভাবে দ্বৈত ভূমিকা পালন মনে হয় একমাত্র দাদার মতো উচ্চকোটির মহাত্মার পক্ষেই সম্ভব।

কত যত্ন সহকারে আপনি পরিক্রমা পথের আশেপাশের যত ছোট ছোট গ্রাম আছে তাদেরকেও আপনার রচনায় স্থান দিয়েছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কত লীলা ছড়িয়ে আছে এখানে আপনি না জানালে কোনোদিন জানা হত না।

বিশ্বনাথবাবুর সাথে মানসে পরিক্রমা করেছি মথুরা, পোতরাকুণ্ড, জ্ঞানবাপী, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন আরোও কত স্থান। স্নান করেছি রাধাকৃষ্ণের দ্রবীভূতরূপ রাধাকুণ্ডে-শ্যামকুণ্ডে। ঘুরেছি গোবর্দ্ধন, ঘুরেছি কাম্যবনের পথে পথে। নতুনভাবে বিশ্বাস করতে শিখেছি। বিশ্বনাথবাবুকে রাধারাণী যেভাবে প্রতি পদে পদে আগলে রেখেছেন, প্রকৃত শরণাগতি থাকলে আজো তিনি ভক্তকে এইভাবেই কৃপা করেন।

দাদর রহমানের কথা আমার খুব ভালো লেগেছে। আজকের যুগে যেখানে মানুষের মধ্যে এত অসহিষ্ণুতা, হিন্দু মুসলিমে এত হানাহানি সেখানে দাদরের মতো একটি ছোট বালক যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক।

হরিনাম করলে কি ফল হয়?

এই প্রশ্নের সামনাসামনি কমবেশী আমাদের সকলকেই হতে হয়। এত সুন্দরভাবে দাদা হরিনামের মাহাত্ম্য একটি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন যাতে শুধু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে তাই নয় সেইসঙ্গে এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াবার জোর পেয়েছি।

বইটি পড়ে জেনেছি ভক্ত সুরদাসের কথা। এতদিন তাঁর রচিত কত ভজন শুনেছি। আপনার লেখা পড়ে জেনেছি ভক্ত কবি সুরদাস জাগতিকভাবে অন্ধ হলেও অন্তরে ছিলেন দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন।

এইভাবেই ব্রজরস আস্বাদন করতে করতে কখন যেন ফুরিয়ে গেল বইয়ের পাতা। বারে বারে হারিয়ে গেছি আর চোখের জলে ভিজেছি। কিন্তু না। এ তৃষ্ণা যে মিটবার নয়। আবার অপেক্ষা পরবর্তী পর্বের জন্য।

সবশেষে বলি, দাদা আপনার লেখা সম্বল করে গাইড-বুক হিসাবে শুধু আপনার বই সাথে নিয়ে কয়েকটি তীর্থ দর্শন সম্ভব হয়েছে। এবারেও আশীর্বাদ করুন দাদা যেন ব্রজের রজঃকণা বিছানো পথে নেমে নতুন চোখে আপনার দেখানো পথে ব্রজ পরিক্রমা করতে পারি এবং সেই অপার্থিব ব্রজরস আস্বাদন করতে পারি।

জয় শ্রী বৃন্দাবন ধাম। জয় শ্রীমতী রাধারাণী।

৯০। আশা ব্যানার্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "ব্রজধামে আজে ঘটে অলৌকিক (মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) : (২৩শে জুন, ২০১৮)

খুব অল্প অল্প করে কৃপণের মত একটু একটু করে ব্রজরস আস্বাদন করতে অবশেষে শেষ হয়েই গেল 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' (মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন পর্ব) পড়া। খুব সাবধানে পড়ছিলাম যাতে ফুরিয়ে না যায়। কিন্তু ভুলই ভেবেছিলাম। বই পড়া হয়তো শেষ হল, কিন্তু থেকে গেল লীলাচিন্তন আর থেকে গেল তার পবিত্র আবেশ। একেই কি বলে গুরুকৃপা? যতক্ষণ পড়েছি ততক্ষণ যেন বিশ্বনাথবাবুর সাথে একেবারে প্রত্যক্ষভাবেই যাত্রাপথের সঙ্গী ছিলাম। আর হবে নাই বা কেন, গুরু অর্থাৎ ইষ্টের সাথে ব্রজ পরিক্রমার সুযোগ আমার মত অকিঞ্চনের ভাগ্যেও যে জুটেছে। বিশ্বনাথবাবু যেমন নতুন জীবনে অর্থাৎ দীক্ষার পরে পরেই এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন এই অধমেরও দীক্ষার একেবারে প্রত্যুষ লগ্নেই (দীক্ষার বয়স অনুযায়ী মাত্র ৮ মাস) গুরু তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রজধাম পরিক্রমা অর্থাৎ ইষ্ট সঙ্গে ইষ্টধাম পরিক্রমার সুযোগ ঘটেছে।

পড়তে পড়তে বড় বেশি করে মনে পড়ছিল — দীক্ষার আবেদন জানানোর পর দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর একদিন হঠাৎ করেই দাদার যোধপুর পার্কের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ করেই দাদার দেখা পেলাম এবং সেই সাথে পেলাম দীক্ষার অনুমতি। শুরু হল আমার নতুন জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। আশ্চর্য্যের বিষয় হল আমি গিয়েছিলাম ১৮ই অক্টোবর ২০১৫ সালে আর বিশ্বনাথবাবুও দাদার ওই ফ্ল্যাটেই গিয়েছিলেন ২০১৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরের পর। কাকতালীয় হলেও সত্যি যে সাল এবং মাস (আশ্বিন মাস) টা ছিল একই, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান। সেইজন্যই বোধহয় এত বেশি ভাব বিহ্বল আমি।

একটা বই একজন মানুষকে কতভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারে, 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক' তার জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রতিটি মন্দিরের ইতিহাস, তার পৌরাণিক উপাখ্যান এসব তো আছেই। সেইসঙ্গে দাদা গুরুদেবের শিষ্য

মিশ্রজী, শ্রীধর, প্রেমকুমারদের সেবাভাবের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন গুরুর প্রতি নিষ্ঠা কাকে বলে। যেটা আমাদের জন্য খুবই দরকার। তাই তো একে বই না বলে 'মহাগ্রন্থ' বলা উচিৎ।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, দাদার রচনায় কোন ফাঁক থাকে না। ঠিক যেখানে যাত্রা শেষ হল, পরের দিন ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয়েছে নতুন যাত্রা। এমন কি বিশ্বনাথ বাবুর কমজোরী সেলফোনের ব্যাটারি চার্জ দেবার সময়ের প্রতিও দাদার সযত্ন লক্ষ্য। কতদূর যত্নশীল হলে এটা সম্ভব।

৯১। 'অনন্তের জিজ্ঞাসা'—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের গ্রন্থ সমালোচনা : গ্রন্থ সমালোচনায় অর্ক মুখার্জী (৪ঠা জুলাই, ২০১৮)

'অনন্তের জিজ্ঞাসা' বইটির তিনটি পর্ব পড়া শেষ হল। বইগুলি পড়ে মনের বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর পেলাম। আধ্যাত্মিক জগতের রত্নরাজিতে বইগুলি পরিপূর্ণ। এই রত্ন সিঞ্চন করে বইটির প্রতিটি পর্ব হয়ে উঠেছে অমৃতের ভান্ডার। আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা প্রতিটি পর্বে আধ্যাত্মিক জগতের বহু প্রশ্নের উত্তর অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে যা পরমপ্রাপ্তি। এই বইয়ের তিনটি পর্ব জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগের পথে আমাদের আলোর পথ দেখায়। যে আলোর দিশা পেয়ে আমরা নিজেদের উত্তরণের হদিশ পেতে পারি। বইগুলি না পড়লে আধ্যাত্মিক জগতের বহু তথ্য আমাদের অজানা থেকে যেত। আধ্যাত্মিক জগতে বইটির প্রতিটি পর্ব অমূল্য ও অতি দুর্লভ। আমার মনের অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখিয়েছে বইগুলি। এই জ্ঞানের ভান্ডার আমাদের মনের সকল অন্ধকার দূর করে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দাদার কাছে আমিও চির কৃতজ্ঞ এমন অমৃতের পরশ পাওয়ার জন্য। দাদাকে আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

৯২। অমিত ভট্টাচার্যের গ্রন্থ সমালোচনা : 'মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা' (১৩ই জুলাই, ২০১৮)

আজ রথযাত্রার প্রাক্কালে স্মৃতি বারবার কড়া নাড়ছে "মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা" গ্রন্থ পাঠের সুখস্মৃতির সদর দরজায়।

আমি গুরুদেবের কোন বইয়ের রিভিউ লিখতে ঠিক ভরসা পাই না। নিজেকে বড় অযোগ্য মনে হয়। যার জন্য আমি রিভিউ লিখি না। যেগুলো লিখি সেগুলো অনুভূতি মাত্র।

আগামীকাল রথযাত্রা। নীলাচল পুরী জগন্নাথের সাজো সাজো রব। এইটাই তো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই অমরগ্রন্থের মধ্যে আরো একটি বার অবগাহন করবার। দাদার বইগুলোর তুলনামূলক আলোচনাও আমার ভালো লাগে না। কারণ প্রতিটিই নিজের নিজের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ। তবুও বলব দাদার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে চরণের স্থান বাকি বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের মতোই অনন্য স্বকীয়। চরণ! এই বালকটি প্রতিটি পাঠককে আকুল করে কাঁদাবে, কাঁদাবেই। পাঠক মিশ্রজীর কষ্টে নিজে কষ্ট পাবেন। চরণের দিব্য দর্শনে নিজেও তার কিছুটা আভাস পাবেন। কি অপরূপ, কি দিব্য আর কি হৃদয় নিঙড়ে নেওয়া সেই কাহিনী। চোখের জলের আর দোষ কি? দাদা লেখেনই এমনভাবে। আহা, সেই দর্শনের কথা পড়বার সময় মনে হয় যেন সময় স্তব্ধ হয়ে যাক। আমরাও দুচোখ ভরে সেই স্বর্গীয় জ্যোৎস্নাধারায় স্নাত হতে হতে শ্রীমন্দিরের সেই যুগল অবতরণ... নাহ। আর বলা যাবে না। অপূর্ব। জপ তপ হীন কঠোর বাস্তববাদী পাঠককেও দাদা ভগবদ্দর্শনের মিঠে স্বর্গীয় শীতল ছোঁয়া দান করেন তাঁর অমৃতময় লেখনীর মাধ্যমে।

আর সেই সঙ্গে বাঙালির অতি পরিচিত শ্রীমন্দিরকে, তাঁর ইতিহাসকে নতুন করে দেখা, নতুন করে জানা।

"বিস্ময়ে তাই জাগে
জাগে আমার প্রাণ।"

আর সেইসঙ্গে বাঙালির আজন্মলালিত রহস্যের পর্দা উন্মোচন। সম্ভবতঃ দাদার সবচেয়ে বড় তদন্তমূলক রচনার সফলতম নির্যাস। কারণ দাদার অন্তর্তদন্তমূলক রচনা খুব একটা নেই। এবং এটা স্পষ্ট যে এই সমাধান গুরুদেবের লেখনীতেই হওয়ার ছিল। সত্য চিরকালই সত্য। তবে সময়ের আগে তা হয়ত প্রকাশিত হয় না। সূর্যসম শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরেই এই সত্যের সূর্য মেঘের আড়াল থেকে প্রকাশিত হল। আর সেই সত্যের তেজ! ওহ। সে যে কি তীব্র কষ্ট, পাঠকের মনকে উদ্বেল করে দেবে। অস্থির করে তুলবে। সেই কষ্ট প্রত্যেকে অনুভব করবেন, যার যত পাষাণ হৃদয়ই হোক না কেন।

আর গ্রন্থটি শেষ হলেও চরণ রয়ে যাবে হৃদয়ের গভীরে, খুব যত্নে। যেখানে কোন কষ্টই তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্মে শত শত নমন। শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র পুরীধামের মহিমা পাঠকের কাছে এইভাবে তুলে ধরবার জন্য।

জয় গুরুদেব। জয় জগন্নাথ। জয় শ্রীকৃষ্ণ।

৯৩। Review from Sri Alok Basu : "Brajadhame Aajo Ghate Aloukik (Part-1 and Part-2) by Sri Tarashis Gangapadhyay on 25th June, 2018.

Finished the part two of 'Brajadhame aajo ghate Aloukik' almost in one go. It was not possible to stop. Of course realise that this is th first reading. Such books are like treasures, to be visited from time and again. The descriptions are so vivid and touches the heart. Also realised that when I visited many years back, we did not have

good luck of a guide guru who could explain things. Still the memories of walking through the parikrama path came back and I practically did the parikrama again through the book, but with much more details. The rickshawala who was carrying our luggage and was following through the road while we were walking barefoot through the parikrama path obviously knew only the names of main temples but not the mahatwa and the special places. They have less knowledge about the social important places for gouriya vaishnav pilgrimspots.

Now it is obvious that we have to do the parikrama again after reading this book. Reading the book Gobardhan and Brindavan became vibrant in mind and can feel the call.

Feel the need of a guide map showing the spots. Locals do not seem to know all the places. It was difficult to get guidance to reach Javat gram. Once again the book-both the first and second part is fantastic and generati an urge to visit the places.

Jay Gopal. Radhe Radhe.

৯৪। গ্রন্থ সমালোচনায় শ্রী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস : "ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক" (মথুরা, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও কাম্যবন পর্ব) (১২ই জুলাই, ২০১৮)

আমি 'ব্রজধামে আজো ঘটে অলৌকিক-২য় খণ্ড' অধ্যয়ন শেষ করেছি বেশ কিছুদিন আগে। কিন্তু আমার মতামত প্রকাশ করতে পারিনি। প্রথমবার শেষ করার পর আবার পড়েছি। তখনই মনে হয়েছে যে এই গ্রন্থের মতামত দেবার আমি অধিকারী কি না ? কারণ এই মহাগ্রন্থের প্রকৃত রস আস্বাদন করার যে প্রজ্ঞা, ধ্যান-ধারণা সাধনা ও ভক্তির প্রয়োজন আমি তো তার অধিকারী নই। তাই যোগ্যতার প্রশ্নে পিছিয়ে এসেছি। আবারও মনে হয়েছে, লেখাই যাক না। তাতে হয়তো গ্রন্থের অনুশীলনের মাধ্যমে ঠাকুরের স্মরণ মনন তো হবে। সেইসঙ্গে আবার ব্রজধামের মানস ভ্রমণ হবে। আমি ব্রজধাম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড আলোচনায় বলেছিলাম এই গ্রন্থ এককালে পরিণত হবে মহাগ্রন্থে। আর এই খন্ডে আমরা ভ্রমণ করছি মথুরা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও কাম্যবন। এই পর্বে প্রত্যেক স্থানের, বিগ্রহের ও মন্দিরের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য জেনেছি। প্রথমেই হৃদয়স্পন্দন স্তিমিত হয়েছে ভক্ত দাদরের কাহিনীতে। চোখ অশ্রুসজল হয় রাধারাণীর কৃপা মাধুর্য্যে। এইরূপ ভক্ত ভগবানের অসংখ্য লীলা মাহাত্ম্য আমরা আস্বাদন করেছি এই গ্রন্থে। সেইরূপ বলরাম তত্ব, "নাম ও নামীর" মহিমা আমরা উপলব্ধি করি ভক্ত অনন্তদাস বাবাজীর সাধনায়। দাদাভাইয়ের লেখনীর গুণে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের অপ্রাকৃত মহিমা জানতে পারি। এই অপ্রাকৃত ব্রজধাম পরিক্রমায় রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন পর্বতের মহিমায় বারবার হৃদয় আনন্দরসে উদ্বেলিত হয়, কখনও ভক্তির প্রাবল্যে চোখ অশ্রুসজল হয়। ভগবানের জন্য ভক্তের যে সাধন, ত্যাগ, তিতিক্ষা অবশেষে ইষ্টপ্রাপ্তি আমাদের মনকে উৎসাহিত করে। নিরাশ্রয় মন আশ্রয় খোঁজে শ্রীভগবানের চরণতলে। আত্মস্বরূপ লীন হয় পরমাত্মায়। দাদাভাই এখানে বর্ণনা করেছেন গুরুদেব শ্রীরাধাচরণ গোস্বামীর মুখে শ্রীভগবানের অমৃতবাণী যে "ভক্তিলাভের একটাই পথ মহতের চরণরজঃ মাথায় নেয়া। গোবর্দ্ধন যে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ।

আর শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী ও অন্যান্য গোপীদের সাথে আজও অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন। কোন কোন ভাগ্যবান ভক্তসাধক তা দর্শন করেন। এই গ্রন্থ আমাদের মানস পরিক্রমা করায়। আমাদের মন ছুটে যেতে চায় সেই দিব্যস্থানের পরশ পেতে। হৃদয় অনুভব করে ভগবানের লীলাবিলাস। মন চায় ব্রজরজঃ-এর স্পর্শ, ভক্তগণের চরণধূলি। এই মহাগ্রন্থে আমরা অনুভব করি সেই অখিলরসামৃত, আনন্দসিন্ধু শ্রীভগবানের উপলব্ধি, লীলাস্থলীর স্পর্শ আর সিদ্ধ মহাত্মাগণের কৃপা আমাদের পবিত্র করে। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় তথা দাদাভাই কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ চিত্রায়ণ করেননি, তাঁর সাধনার উপলব্ধিতে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এই অনুভূতি আমাদের বিতরণ করেছেন। এই গ্রন্থ আমাদের ভগবদ্দর্শনের অনুভূতির রস দান করে। এক অপার্থিব আনন্দলোকের পথে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা সেই আনন্দলোকের পথে যাত্রা করতে পারি। এই অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারি। যা অনুভব করা যায় হৃদয়ের গভীরে রাধারাণীর কৃপায়। বর্ণনা করা যায় না। জয় রাধারাণী, জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় দাদাভাই।

৯৫। শ্রুতি ব্যানার্জীর গ্রন্থ সমালোচনা : "আজো সেথা নিত্য লীলা করেন গোরা রায়" গ্রন্থটি সম্বন্ধে

অবশেষে সমাপ্ত হল দাদার আধ্যাত্মিক রত্নরাজি সম্ভারের অপর একটি দুর্মূল্য রত্ন "আজো সেথা নিত্য লীলা করেন গোরা রায়" বইটির অধ্যয়ন। দাদার স্বহস্তে রচিত লেখনীগুলির কোনোটির সম্পর্কেই মূল্যায়ন করার সামান্যতম যোগ্যতা বা স্পর্ধা আমার মতো অকিঞ্চনের নেই। আমি তো তার শ্রীচরণে আশ্রিত মাত্র। কিন্তু দাদার সৃষ্টিসমূহের একটাই বৈশিষ্ট্য যে তার রসাস্বাদন মনে জাগায় এক ভাবের আবেশ, মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষে। ঠিক তেমনি ভাবেই এই বইটির অধ্যয়ন আমার অন্তরমনে যে আবেশের সৃষ্টি করেছে দাদার শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে সেই ভাবটুকুই প্রকাশের সামান্য চেষ্টা করছি মাত্র। দাদার অন্যান্য গ্রন্থগুলির তুলনায় আমার

কাছে এটি কিছু বিশেষ। কারণ দাদার অন্যান্য সমস্ত বইগুলি পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারলেও এই বইটির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এই বইটি পাঠের সৌভাগ্য থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিতই ছিলাম। আসলে সঠিক সময় না হলে যে কোনো কিছুই হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় না। অবশেষে ছোট্ট বোনের উৎসাহ লক্ষ্য করে অমিতদা এই বইটির সর্বশেষ সংস্করণের শেষ কপিটি অতি সযত্নে আমার হাতে তুলে দেয়। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বইটি হাতে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে প্রায় এক নিঃশ্বাসেই পড়ে শেষ করে ফেলি বইটি।

বইটির প্রারম্ভেই পাই এক নিবেদিত প্রাণ শিষ্যার সদগুরু কৃপালাভের অনন্য কাহিনীর আস্বাদ। অতঃপর গোরারায় এর ইচ্ছায় শিষ্যার সঙ্গে দাদার সেই প্রেমময় ঠাকুরের লীলাস্পর্শ বিজড়িত স্থানগুলিতে ভ্রমণ এবং সেই সঙ্গে সেখানকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কিছু সময়ের জন্য যেন বর্তমান পরিবেশকে ভুলিয়ে দেয়। দাদার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন কালনা, গুপ্তিপাড়া, বাবলা, শান্তিপুর, নবদ্বীপের সব তীর্থগুলিতে দর্শনের আনন্দে অবগাহন করতে থাকি। তবে দাদার লেখনীর সবচেয়ে অপূর্ব হোলো বিগ্রহদের অঙ্গসৌষ্ঠবের অপূর্ব বর্ণনা, ঘরের ছোট্ট পরিসীমায় আবদ্ধ থেকেও মানসচক্ষে সেই বিগ্রহদের দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের প্রদান করতে বোধ করি একমাত্র দাদাই পারে। তাই দাদার সাথেই নিতাই গৌরের দারুবিগ্রহের অপূর্ব লীলাকাহিনী শুনে আমাদের চোখেও আনন্দের অশ্রু নেমে আসে। মহাপ্রভুর মূল স্বরূপের তথা প্রেমস্বরূপের বর্ণনা তথা তার অবতারত্বের প্রমান এবং তার পার্ষদবর্গের এবং তার লীলাকাহিনীগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রতিটি স্থানের সাথে জড়িত মহাত্মাদের ঐশী কৃপালাভের বৃত্তান্ত মনকে পুনঃ পুনঃ অসার সংসারের থেকে বেরিয়ে মহাজীবনের পানে এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি দেয়। শিষ্যা হিসেবে মুনমুনদির অতুলনীয় গুরুভক্তি এবং শিষ্যের প্রতিটি আধ্যাত্মিক কৌতূহলকে দাদার গুরু হিসেবে তৃপ্তির দিশা প্রদান করার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে গুরু শিষ্যা সম্পর্কের এক অনন্য সমীকরণ। সর্বোপরি দাদার সেই অপার্থিব কৃপালাভের অনন্য কাহিনী সেই কীর্তন শ্রবণ শরীরের প্রতি লোমকূপে যেন শিহরণ জাগিয়ে

দেয়। দাদার সাথে সেই আবেশে যেন আমরাও কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাই। দাদার এই কৃপা লাভই এই বইটির নামের প্রতি যথার্থ সুবিচার করে। এই কৃপাই তো সবচেয়ে বড় নিদর্শন যে "আজও সেথা নিত্য লীলা করেন গোরা রায়, কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

দাদার যে কোনো লেখনীরই সবচেয়ে বড় গুণ হলো যখন এ সংসারের গোলকধাঁধায় পড়ে মূল লক্ষ্য থেকে প্রাণের ঠাকুরের থেকে দূরে সরে যাই তখন দাদার এই লেখনীগুলি এক ঝটকায় সেই মোহ আবরণ সরিয়ে আবারো মনে ইষ্ট প্রেমের প্লাবন আনে, স্মরণ করিয়ে দেয় এই সংসারের অসারতা ও জীবনের সারসত্যকে। এই বইও তার ব্যতিক্রম নয়।

বইটি শেষ করার পরও কেমন জানি এক ঘোরের আবেশে মন ভরে থাকে। তাই সর্বশেষে কবিগুরুর অনুকরণেই মন বলে ওঠে "অন্তরে অতৃপ্তি রইলো, সাঙ্গ করি মনে হল, এই অমৃতের যেন না হয় কভু শেষ।"